শ্রীশ্রীগোপালসহস্র নাম

(সম্মোহনতন্ত্রোক্ত শ্রীশ্রীগোপালসহস্র নামের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যসহ)

বৈষ্ণবাচার্য

প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী

এম্, এ, বিদ্যাভূষণ

(জ্ঞানেশ্বরী, ভাগবতপ্রবেশ, গল্পে ভাগবত, সন্ধানীর সাধুসঙ্গ, কথকতার কথা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা)

: প্রকাশক :

শ্রীগোলকনাথ কুণ্ডু

শ্রীকৃষ্ণগোপাল জীউর মন্দির, বিরাটী

কলিকাতা—৫১

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোপাল জীউর মন্দির
বিরাটী কলিকাতা-৫১

২। মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা।

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরনী
কলিকাতা—৬

৪। ‘গুরুকুঞ্জ’
৩, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন,
হাওড়া—৪

প্রিণ্টার :
শ্রীঅমিতকুমার দাস
দাস প্রিণ্টার
১২৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

প্রাক্ কথন

ভারতীয় সাহিত্যে স্তোত্র এক প্রধান অংশ জুড়িয়া আছে। বেদ স্তোত্রময়, উপনিষদ্ স্তোত্রময়, পুরাণ সংহিতার তো কথাই নাই। খণ্ড-কাব্য, মহাকাব্য, কোষকাব্য, চম্পূ ও নাটক প্রভৃতি সর্বত্র মহতের মহিমা সূচক স্তোত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। নানা পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকীর্ণ স্তব স্তুতি ভিন্নও শতনাম সহস্রনাম স্তোত্রেরও অভাব নাই। সাধক ভক্ত গোষ্ঠী স্ব স্ব আরাধ্য দেবতার শতনাম, সহস্রনাম সংস্কৃত বা প্রাদেশিক ভাষায় রচনা করিয়াছেন। মহাভারতে আনুশাসনিক পর্বে দানধর্মে ভীষ্ম যুধিষ্ঠির সংবাদে বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্র (লঘু) খুবই প্রাচীন। আচার্য শংকর নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়া অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে পার্বতীমহাদেব সংবাদে বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রও ভক্তগণের সমীপে বিশেষ সমাদরণীয়। সম্মোহন তন্ত্রে শ্রীগোপাল সহস্রনাম স্তোত্র একান্তী ভক্তগণের সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্বল। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা না থাকায় তাৎপর্য বুঝিতে অনেকেরই অসুবিধা হয়, এই কথা অস্বীকার করা যায় না।

সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তসার শ্রীসহস্রনাম পরমসাধন। সেই শ্রীনামের তাৎপর্য, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের সঙ্গে পরিচয় একান্ত প্রয়োজনীয়। এক হরিনাম সাধনই কলিযুগের সুনির্দিষ্ট সাধ্য ও সাধন। সর্বতোভাবে সেই নামমালার সৌন্দর্য উপলব্ধির নিমিত্তই ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে। নামের প্রতিটি অক্ষর অমৃতময়। ইহা উপলব্ধি করিতে হইলে নানা ভাবে শ্রীনামের অনুশীলন করিতে হইবে। শ্রীনাম সর্বাবস্থায় সকল জীবের মঙ্গল সাধক। অতএব এই নামই আমাদের প্রধানতম অবলম্বন। শ্রীগোপাল সহস্রনামের বাংলা ব্যাখ্যা বা আলোচনা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বিরাটি শ্রীকৃষ্ণ গোপাল মন্দিরের সেবায়েত আমার

প্রিয় বান্ধব শ্রীগোলক কুণ্ডু শ্রীগোপাল সহস্রনাম ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হই। এই স্তোত্রে কিছু কিছু নাম আছে যেগুলির ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। পূর্ব ব্যাখ্যাতৃবর্গের পদাঙ্কানুসরণ ভিন্ন সেই সকল নামের তাৎপর্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পাঠ ব্যতিক্রম অনেকগুলি আছে। ওঁবিষ্ণু-পাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর প্রদর্শিত পাঠান্তর আমরা সংযোজন করিয়াছি। পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র কৃত ব্যাখ্যার ভাব ও পাঠ স্থল বিশেষে গ্রহণ করা হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ওঁবিষ্ণুপাদ অনন্ত শ্রীবিভূষিত শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশাবতংস প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি সম্পাদিত "সাধন সংগ্রহ" গ্রন্থে বঙ্গাক্ষরে গোপালসহস্র নাম সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পর পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র কৃত হরিভক্তি প্রকাশিকা টীকা সহ এই গ্রন্থ দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত দেখি। পুরী শ্রীরাধাকান্তমঠ হইতে প্রকাশিত ওড়িয়া অক্ষরে জগদানন্দ দাস কৃত সংস্করণও আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদনে সহায়ক হইয়াছে। মূল শ্লোকের পাঠক্রম নানাস্থানে বিভিন্ন প্রকার দেখিয়াছি। উহাদের মধ্যে প্রধানতঃ বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে প্রকাশিত (১৮৪৭ শকাব্দ) গ্রন্থের মূল অনুসরণ করিয়াছি। অন্যান্য বিকল্পপাঠ পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে।

এই স্তব গ্রন্থ নাম প্রেমিকের কণ্ঠমণি স্বরূপ হইবে বলিয়া আশা করি। ইহার ব্যাখ্যায় প্রায়শঃ শ্রীগোবিন্দের লীলাসমূহের সূচনা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ভক্তগণের প্রতিপদে লীলানন্দ অনুভব করিবার সহায়তা হইবে।

শ্রীরাসপূর্ণিমা
১৩৫৭

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী
সম্পাদক

মূরলীনিনদাহ্লাদো দিব্যমাল্যাম্বরাবৃতঃ।
সুকপোলযুগঃ সুভ্রূযুগলঃ সুললাটকঃ ॥

শ্রীশ্রীগোপালসহস্রনাম-স্তোত্রম্

ওঁ কৈলাস শিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শংকরম্।
ব্রহ্মাণ্ডাখিলনাথস্ত্বং সৃষ্টি সংহারকারকঃ॥ (১)
ত্বমেব পূজ্যসে লোকৈ র্ব্রহ্ম-বিষ্ণু-সুরাদিভিঃ।
নিত্যং পঠসি দেবেশ! কস্য স্তোত্রং মহেশ্বর॥ (২)
আশ্চর্যমিদমাখ্যাতং জায়তে ময়ি শংকর।
তৎপ্রাণেশ মহাপ্রাজ্ঞ সংশয়ং ছিন্ধি মে প্রভো॥ (৩)

সর্বঋতুতে পরম রম্য-স্থান কৈলাস পর্বতের শিখরদেশে অবস্থান পূর্বক শংকর-প্রিয়া গৌরী জিজ্ঞাসা করেন। হে দেবেশ, আপনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্তাস্বরূপে ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজ্য। হে মহেশ্বর, আপনি প্রতিদিন তবে আবার কাহার স্তোত্র পাঠ করেন? এই বিষয় আমার সমীপে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে হয়। হে প্রাণেশ্বর, আপনি মহাজ্ঞানী, সর্ব বিষয়ে আপনার প্রভুত্ব, আমার এই সংশয় আপনি ছেদন করুন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে "গুরুঃ শম্ভুশ্চ সর্বেষাং তস্য শক্তিঃ প্রিয়া সতী"। শংকর ও গৌরীর সংবাদ গুরু ও শিষ্য সংবাদ। শক্তি ও শক্তিমান গৌরীশংকর এক আত্মা হইলেও প্রশ্নকর্ত্রী ও উত্তর দাতা স্বরূপে পৃথক্। শক্তি সেবা-কারিণী, শক্তিমান সেব্য। সেব্য সেবক সম্বন্ধ এখানে সংসচিত।

পরমাসতী গৌরী পতিব্রতানারীর পরম আদর্শ। ইনি পতিকেই পরম দেবতা বলিয়া সেবা করেন। তিনি যখন দেখিলেন—প্রতিদিন নিয়মপূর্বক শংকর কাহার স্তব করেন, তখনই তাঁহার মনে সংশয় জাগিল, শংকর যাঁহার স্তব করেন তিনি কে ? তাঁহার সম্বন্ধে জানিতেই হইবে। শংকরের ন্যায় আর জ্ঞানী গুরু কে ? তিনিই এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিতে সমর্থ। দেবাদিদেব বলিয়া শংকর পরিচিত। তিনিই ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বর। তবে আবার কাহার ধ্যান, কাহার নাম কাহার স্তোত্র পাঠ ? গৌরী বলেন—অত্যন্ত গোপন বা রহস্য কথা হইলেও আমার সমীপে প্রকাশ করিতে তোমার কোনো সংকোচের কারণ থাকিতে পারে না : যেহেতু তুমি আমার প্রাণের প্রভু, আমাকে ভিন্ন বলিয়া তো কোনদিন তুমি বুঝিতে দাও নাই। তুমি যে সবকিছুই করিতে পার। তুমি যে সকল সংশয় দূর করিয়া তোমার সেবিকার সন্দেহ দূর করিয়া দিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। "পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং" এই কথা অনুসারে তুমিই তো আমার অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবে। (১৮ অধ্যায়) কশ্যপমুনি পত্নী দিতিকে উপদেশ প্রসঙ্গে বলেন—

পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্।
মানসঃ সর্বভূতানাং বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥
স এষ দেবতা লিঙ্গৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ।
ইজ্যতে ভগবান্ পুংভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃক্ ॥
তস্মাৎ পতিব্রতা নার্যঃ শ্রেয়ঽস্কামাঃ সুমধ্যমে।
যজন্তেঽনন্য-ভাবেন পতিমাত্মানমীশ্বরম্ ॥

(ভাঃ ৬।১৮।৩৩-৩৫)

স্ত্রীর সমীপে পতি পরম দেবতা। সর্বজীবের অন্তর্যামী ভগবান বাসুদেব লক্ষ্মীপতি নানা দেবতার নাম ও রূপ ভেদে পূজিত হন। স্ত্রীর সমীপে পতিরূপে তাহার অভিব্যক্তি। মঙ্গল অভিলাষিণী স্ত্রী অনন্যভাবে পতিকে বিষ্ণুরূপে ভাবনা করিবে। দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেন—

যা পতিং হরিভাবেন ভজেচ্ছ্রীরিব তৎপরা।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে॥

(ভাঃ ৭।১১।২৯)

নিজেকে লক্ষ্মীর ন্যায় ভাবিয়া স্বামীকে যে নারায়ণ মনে করে এবং যত্ন করিয়া পরিচর্য্যা করে, সেই নারী শ্রীলক্ষ্মীর ন্যায় ভাগ্যবতী হইয়া বৈকুণ্ঠে হরির সহিত অভিরমিত হয়। শুধু পতিসেবা নয়, তাহার বান্ধবগণেরও সেবা বিহিত হইয়াছে। পতি নানাপ্রকার দোষলিপ্ত থাকিলেও নির্ধন বা রোগী হইলেও তাহাকে অযত্ন করা বা পরিহার করা সাধুসম্মত নয়।

ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণম্॥
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভি র্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥ ভাঃ ১০।২৯।২৪

পতিসেবা করিতে হইলে নিজের দেহ শুদ্ধি ও মনঃশুদ্ধি প্রয়োজন। তাহারই জন্য স্ত্রীলোকের সর্বপ্রথমেই দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক।

মন্ত্রেণাত্মবিশুদ্ধিশ্চ পতিসেবা সহায়তা।
পত্যুশ্চ সেবয়া মুক্তিরিত্যর্থং মন্ত্রসেবনম্॥

মন্ত্র গ্রহণে হৃদয় শোধন। হৃদয় শোধনে পতিসেবায় নৈপুণ্য ও সহায়তা এবং সেই সেবায় সংসারাসক্তি হীনতা লাভ হয়।

শ্রীমহাদেব উবাচ—

ধন্যাসি কৃত পুণ্যাসি পার্বতি প্রাণবল্লভে।
রহস্যাতিরহস্যং চ যৎপৃচ্ছসি বরাননে॥ (৪)
স্ত্রীস্বভাবান্ মহাদেবি পুনস্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥ (৫)
দত্তে চ সিদ্ধিহানিঃ স্যাত্তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ।
ইদং রহস্যং পরমং পুরুষার্থ প্রদায়কম্॥ (৬)
ধন রত্নৌঘ মাণিক্য তুরঙ্গম গজাদিকম্।
দদাতি স্মরণাদেব মহামোক্ষ প্রদায়কম্॥ (৭)
তত্তেহহং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণষ্বাবহিতা প্রিয়ে।
যোহসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দনঃ॥ (৮)
সংসার সাগরোত্তীর্ণ করুণায় নৃণাং সদা।
শ্রীগঙ্গাদ্রবরূপেণ ত্রৈলোক্যং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি॥ (৯)

মহাদেব বলেন—প্রাণবল্লভে পার্বতি, তুমি পুণ্যবতী, ধন্যাতিধন্য। সুন্দরি, তুমি অতীব রহস্য কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তোমার এই প্রশ্ন নিজের জন্য নয়, কেননা তুমি মহাবিদ্যারূপিণী চিৎস্বরূপা তোমার অজ্ঞাত কিছু নাই। পরোপকারের জন্যই এই জিজ্ঞাসা। তুমি পার্বতী নিত্য উৎসবদায়িনী। তোমার পিতা হিমালয় পরম ভক্ত তাহার কন্যকা পরম ভক্তিমতী তুমি। এ জন্যই সাধনার পরম রহস্য নাম সম্বন্ধে প্রশ্ন। ভক্ত কবি বলেন—

বেপন্তে দুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতে।
সাতংকং নখরঞ্জনীং কলয়তি শ্রীচিত্রগুপ্তঃ কৃতা॥

সানন্দং মধুপর্কসম্ভৃতি বিধৌ বেধা করোত্যুদ্যমম্।
বক্তুং নাম্নি তবেশ্বরাভিলষিতে ক্রমঃ কিমন্যৎপরম্ ।।

শ্রীভগবানের নাম গ্রহণের অভিলাষ হওয়া মাত্র সেই ভাবুকের দেহের পাতকসমূহ প্রকম্পিত হইতে থাকে, তাহার মোহ অজ্ঞান মোহ প্রাপ্ত হইয়া যায়। যমপুরীতে পাপের হিসাবরক্ষক চিত্রগুপ্ত আতঙ্কের সহিত নাম গ্রহণকারীর নাম পাপীর তালিকা হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য তাহার নখরঞ্জনী (নরুণ বা চিহ্ন অপসারণ যন্ত্র) খুঁজিয়া রাখেন। ব্রহ্মলোকের উপর যাইবার সময় ব্রহ্মা নামগ্রহণকারীকে মধুপর্ক দ্বারা অভিনন্দিত করিবেন বলিয়া আনন্দের সহিত মধুপর্ক সংগ্রহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। আর কি বলিব সেই নাম গ্রহীতার পরমভাগ্যের কথা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা শ্লোকে শ্রীনামের মহিমা মাধুর্য বর্ণনা করিয়া শ্রীনামই যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরম সাধন এবং পরম সাধ্য ইহা উপদেশ করেন।

চেতো দর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ।।
সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ।।

শ্রীনামকীর্ত্তন চিত্তের মলিনতা দূর করিয়া গঙ্গার পবিত্রতা ধারণ করে। মেঘ যেমন দাবানলকে নির্বাপিত করায় নাম সেইরূপ পাপময় সংসার তাপ-দাবানল নির্বাপিত করে। চন্দ্রজ্যোৎস্নায় কুমুদ বা শ্বেত পদ্ম বিকশিত হয়, সেইরূপ নামচন্দ্র কিরণে সর্ব-শুভ মঙ্গল কুমুদের বিকাশ হয়। পরাবিদ্যা ভক্তি, তিনি বধূর মত তাহারই প্রিয় প্রাণপতি শ্রীনাম সর্বসাধনার উদ্‌গম করাইয়া থাকেন। পরমানন্দ সমুদ্রের বৃদ্ধি কারক পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ এই শ্রীনামকীর্ত্তন পদে পদে অমৃত আস্বাদন দান করেন। অন্য রসাস্বাদন দূর করিয়া দেয় এই কীর্ত্তন সকল আত্মার রসাভিষেক করিয়া সাগর স্বরূপ। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় "কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন"।

শংকর বলেন—মহাদেবি, স্ত্রীস্বভাব বশতঃ তোমাকে বলি, এই পরমরহস্য নামমন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তির সমীপে গোপন রাখা কর্ত্তব্য। কেননা যাহারা মিথ্যা কথা বলে, অন্যায় করিতে সংকুচিত হয় না, ছলনা করে, জ্ঞানের অনুশীলন করে না, সর্ববিষয়ে লুব্ধচিত্ত, নির্দয় ও অশুচি, এরূপ স্ত্রী বা পুরুষ কাহারও নিকট এই নামতত্ত্ব প্রকাশনীয় নয়। তাহারা ইহার মহিমা অবধারণ করিতে পারিবে না।

অযোগ্যের প্রতি উপদেশ করিলেও উহা সিদ্ধির পথে হানি করিবে অতএব গোপনীয় রাখাই কর্তব্য। আগ্রহবান ব্যক্তির সর্বপ্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধির পরম উপায় শ্রীনাম।

ধনরত্ন যানবাহন অশ্ব গজাদি তো তুচ্ছ মহামোক্ষ পর্যন্ত শ্রীনাম প্রদান করেন। এখানে ধনরত্ন যান বাহন অশ্ব গজাদি লাভের কথা শুনিয়া কেহ যেন বিপরীত ভাবনা না করেন। শ্রীনামের ফলে যাহা

লাভ হয়, উহা ভগবৎসেবার নিমিত্তই ব্যবহার হইয়া থাকে। নাম সাধক উহা কামকামনার বশ হইয়া ভোগ করেন না।

(ঋক্ ১।১৫৬।৩)

তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ।।

অতিশয় বিস্ময়ের সহিত বলা হইতেছে যে, সেই প্রসিদ্ধ ভগবান পুরাতন বেদের তাৎপর্য-গোচর-ভগবানকে যে ভাবে তোমরা জান স্তব কর। ইহাতে জন্মের সাফল্য কর। হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎ-স্বরূপ স্বপ্রকাশ এই নামের অল্প আভাসও জানিলে অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিয়াও আমরা সুমতি ভক্তি লাভ করিতে পারিব।

পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ শ্রবস্য বশ্রব আপন্নমুক্তম্।
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়ান্তে রণয়ন্ত সংদৃষ্টৌ ।।
ওঁ তৎসৎওঁ।

লীলাময় আপনার চরণ নমস্কার দ্বারা অভিব্যক্ত। তাহার মহিমা পরস্পর কীর্ত্তন করিতে করিতে আত্মমঙ্গলের জন্য সাক্ষাৎ দর্শন। শাস্ত্র হইতে আপনার নাম মাহাত্ম্যবিশেষ শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ তাই শোধন কারক চিন্ময় পবিত্র নাম নিশ্চয় রূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সেই নামই সত্য স্বরূপ।

ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠংনাম। যস্মাদুচ্চার্যমান এব সংসার মহাভয়াৎ তারয়তি ত্রায়তে তস্মাদুচ্যতে তারম্। (অথর্ব শিরা উপ ৩।৫)—

ওঁ কারের নাম তার, তাহার কারণ এই নাম ব্রহ্মের খুব নিকটস্থ নাম ইহা উচ্চারণ করিলে সংসার মহাভয় হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

প্রতৎ তে অদ্য শিপিবিষ্ট নানার্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্।
তং ত্বা গৃণামি তব সমতব্যান্ ক্ষয়ন্তমস্য বজসঃ পরাকে ॥

(ঋক্ ৭।১০৯।৫

হে বিষ্ণো আপনার নামের মহিমা জানিয়া উহাই কীর্ত্তন করিব। আমি ক্ষুদ্র হইলেও এই ব্রহ্মাণ্ডের ওপারে অবস্থিত মহা মহিমামণ্ডিত তোমাকে স্তব করিব।

সদা তে নাম স্বযশো বিবক্মি। (ঋক্ ৭।২২।৫)
"অমৃত নাম ধেয়ান্যেতৈর্হবা অমৃতো ভবতি" (জাবালোপনিষৎ ৩য়)
অমৃত স্বরূপ ভগবানের নামদ্বারা অমৃতত্বই লাভ হয়।
মর্তা অমর্ত্যস্য তে ভূরি নাম মনামহে'
আমরা মর্ত্য, অমৃত স্বরূপ আপনার বহু বিস্তৃত নাম স্মরণ করি।
অজামিল উপাখ্যানে ভাগবত ঘোষণা করিয়াছেন—

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোক নাম যৎ।
সংকীর্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥
যথাগদং বীর্য তমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোপ্যুদাহৃতঃ ॥
ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈ ব্র হ্মবাদিভিস্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্‌ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ স্তদুত্তমশ্লোক গুণোপলম্ভকম্ ॥
নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতেমনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎকর্মনির্হার মভীপ্সিতাং হরে গু ণানুবাদঃ খলুসত্ত্বভাবনঃ ॥

অজ্ঞানেও বালক অগ্নি সংযোগ করিলে কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যায়, সেরূপ অজ্ঞানে অথবা সজ্ঞানে যেভাবেই ভগবানের নাম করা হউক পাপকাষ্ঠ জ্বলিয়া যাইবেই। গুণ না জানিয়াও কোনো উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ঔষধ সেবনে রোগ দূর হইয়া যায়, সেইরূপ না জানিয়াও নামমন্ত্র উচ্চারণ করিলে সকল পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। বস্তু নিজের স্বাভাবিক শক্তি প্রকাশে অপর কাহারও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করেনা।

নাম গ্রহণে যে ভাবের চিত্তশুদ্ধি হয় চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহা হয় না। প্রায়শ্চিত্তের পরে পুনরায় পাপে মন ধাবিত হয়, কিন্তু শ্রীহরিনাম গ্রহণকারী এরূপ শুদ্ধি লাভ করেন যে, পাপের প্রতি আর তাহার মন কখনও যায় না। চিরকালের জন্য শুদ্ধিবিধান নামের বৈশিষ্ট্য।

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥
ন গঙ্গা ন গয়া সেতুর্ন কাশী নচ পুষ্করম্।
জিহ্বাগ্রে বর্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥
ঋগ্বেদোঽথ যজুর্বেদঃ সামবেদো হ্যথর্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈর্নরমেধৈঃ সদক্ষিণৈঃ।
যাজিতং তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥
প্রাণপ্রয়াণ পাথেয়ং সংসারব্যাধি নাশনম্।
দুঃখক্লেশপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষর দ্বয়ম্॥

একবার ‘হরি’ উচ্চারণ করিলে মুক্তির দ্বারে উপনীত হওয়া যায়। গঙ্গাদি তীর্থফল অনায়াসে লাভ হয় ‘হরি’ উচ্চারণে। চারিবেদ অধ্যয়নের ফল বা নানা রূপ যজ্ঞের ফলও লাভ হয়। প্রাণ যাওয়ার সময় পরম সম্বল নাম। হে প্রিয়ে, সেই কথাই আমি তোমাকে বলিতেছি। তুমি মনোযোগ করিয়া সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপ জনার্দনের কথা শ্রবণ কর। বেদ ও উপনিষদে তৎসৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ আমার ইষ্টদেবের কথা বলিতেছি। মনস্থির করিয়া না শুনিলে সম্যক্‌রূপে বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি হয় না।

স্বস্থচিত্তৈঃ কৃতংকর্ম ফলত্যত্র ন সংশয়ঃ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন মনঃ সংবোধয়েদ্ বুধঃ ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনকে সংরুদ্ধ করিয়া অভিনিবিষ্ট ভাবে শ্রবণ করিবে। ইহারই উৎকর্ষ সমাধি। “পরোহি যোগো মনসঃ সমাধির্মনো নিরোধান্নলভেত কিম্” আমার ইষ্টদেব গঙ্গাদ্রবরূপে আমার মস্তকে অবস্থান করেন। দেব কথার অর্থ প্রকাশময় আনন্দলীল। মায়ারহিত অতএব তিনি নিরঞ্জন। দেহ ইন্দ্রিয় বা পাঞ্চভৌতিক সম্বন্ধ রহিত তিনি চিৎস্বরূপ। “সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম” এই বেদ প্রমাণ। তাহাকে নিত্যানন্দতনু বলা হইয়াছে পদ্মপুরাণে—নিত্যানন্দতনুঃ শৌরির্যো ঽশরীরীতি ভাষ্যতে। সনৎকুমার সংহিতায় বলা হইয়াছে একং জ্যোতিঃ স্বরূপং চ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্। “ব্রহ্ম বৈবর্ত বলেন—এবং জ্যোতির্ময়ো দেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ। আত্মারামস্য তস্যাস্তি ন প্রকৃত্যা সমাগমঃ” তাঁহার সঙ্গে প্রাকৃত ব্যাপারের সম্বন্ধ নাই। ব্রহ্মসংহিতার বাক্য তুলনীয়—

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দ চিন্ময় রসোজ্বল বিগ্রহস্য—
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

তাঁহার সকল অঙ্গেই সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি তিনি আনন্দ চিন্ময় রসে উজ্জ্বল দেহ সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

জনার্দন কথার তাৎপর্য তিনি ভক্তগণের আরাধিত এবং যিনি ভক্তি দ্বারা জনগণের সমীপে গৃহীত হন। গীতা বলেন—ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া লভ্যো হ্যহমেবংবিধোঽর্জুন। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

গোপালাঙ্গনকর্দমে বিহরসে বিপ্রাধ্বরে লজ্জসে
ব্রূষে গোসুত হুংকৃতৈঃ স্তুতিশতৈর্মৌনং বিধৎসে সতাম্।
দাস্যং গোকুলসুন্দরীষু কুরুষে স্বাম্যং ন দান্তাত্মসু
জ্ঞাতং কৃষ্ণ ত্বদীয়পাদযুগলং ভক্ত্যৈকলভ্যং পরম্।।

গোপগণের অর্থাৎ নন্দগোপের গৃহাঙ্গনে কর্দমে লুটাপুটি খাইতে তোমার ভাল লাগে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞস্থলীতে একটিবার দেখা দিতেও তোমার লজ্জা হয়। গোরুর বাছুরীগুলির সঙ্গে হাম্বা হাম্বা করিতে তোমার ভাল লাগে। আর কত শত স্তুতি করিলেও তুমি মৌন অবলম্বন করিয়া থাক। গোকুলের সুন্দরীগণের দাস্য সেবা তোমার ভাল লাগে। কিন্তু সংযতেন্দ্রিয় স্বাত্মার্পণ করিতেছেন যাহারা তাহাদের প্রভুত্বও অঙ্গীকার কর না। ইহাতে বুঝা যায়, তোমার পাদপদ্ম লাভের একমাত্র উপায় ভক্তি। ভক্তিতেই তোমাকে পাওয়া যায়।

মানুষকে এই সংসার সাগরের পারে নিবার জন্যই তিনি গঙ্গারূপে দ্রবীভূত হইয়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। তিমিঙ্গিল জলজন্তু বহুল সাগর পার হওয়া বড়ই কঠিন। সংসার সাগর কাম ক্রোধাদি জলজন্তু বহুল, কিন্তু আমার ইষ্টদেব গঙ্গারূপ ধারণ করিয়া স্নান ধ্যান দ্বারা অনায়াসে সংসার পারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখা যায়—

কলের্দশ সহস্রান্তে বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি মেদিনীম্।
তদর্ধং জাহ্নবী তোয়ং তদর্ধং গ্রাম্যদেবতাঃ ॥

ইহাতে আপাততঃ মনে হওয়া স্বাভাবিক কলিযুগে ১০০০০ দশ হাজার বৎসর বিষ্ণুর স্থিতি তাহার অর্ধেক ৫০০০ বৎসর গঙ্গা এবং ২৫০০ বৎসর গ্রাম্য দেবতাগণ এই পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। এই শ্লোকের তাৎপর্যে অন্তিম কলি বুঝিতে হইবে। অন্যথা অন্যান্য পুরাণের সঙ্গে সমাধান করা যায় না। বৃহদ্ বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

পৃথিবী গঙ্গয়া হীনা ভবিষ্যত্যন্তিমে কলৌ
তদৈব বিষ্ণুস্ত্যক্ষ্যতি মেদিনীং নরপুঙ্গব ॥

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অন্তিম কলিতে পৃথিবী হইতে গঙ্গা অন্তর্ধান করিবেন আর সেই সময় বিষ্ণুও বিদায় নিবেন। তখনকার অবস্থা পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—

প্রণষ্টে দ্বাদশাদিত্যে প্রলয়ে সমুপস্থিতে।
তদা বৈ প্রলয়ংযান্তু গঙ্গাদ্যাশ্চঃ সরিদ্বরাঃ ॥

প্রলয়কালে দ্বাদশ আদিত্য কিরণে ব্রহ্মাণ্ড ও গঙ্গাদি জলময় সকলই শুষ্ক হইয়া যাইবে। কলিকালে গঙ্গা স্নানের মহিমা স্কন্দ পুরাণে

যথা—অগ্নিহোত্রাদি কর্মাণি সাহপায়ানি কলৌ যুগে। গঙ্গাস্নানং হরের্নাম নিরপায়মিদং দ্বয়ম্।। অন্য যাগযজ্ঞ কলিতে নির্বাধ সম্পন্ন হয় না। কিন্তু গঙ্গা স্নান আর হরিনাম করার আর কোনো বাধা নাই। স্কন্দ পুরাণের বাক্য গঙ্গাকে ভগবৎস্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

নিরাকার মুপাসন্তে সাকারমপি কেচন।
বয়ং সংসার সন্তপ্তা নীরাকার মুপাস্মহে ।।
এক এবহি লোকাত্মা সত্ত্বাদি গুণ বর্জিতঃ।
তদেব পরমং ব্রহ্ম জলাত্মা ভগবানজঃ ।।
যত্রাম্বুনি মহেশানি অপারে চিত্ত দুর্গমে।
ব্রহ্মাণ্ড কোটয়ো যস্মিন্ননন্তা ব্রহ্মকোটয়ো ।।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি জলব্রহ্মণ্যনেকশঃ।
যদেতৎপরমং ব্রহ্ম দ্রবরূপং মহেশ্বরি ।।
গঙ্গাখ্যয়া পুণ্যতমং পৃথিব্যামাস কর্ণিকম্।

কেহ নিরাকার আর কেহ সাকার ব্রহ্ম উপাসনা করেন। আমরা কিন্তু সংসার তাপে-সন্তপ্ত হইয়া নীরাকার ব্রহ্ম গঙ্গাকেই সেবন করি।

সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ তিন গুণের অতীত জন্মরহিত ব্রহ্ম জলাত্মা। এই ব্রহ্মজলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মা ভাসিতেছে ডুবিতেছে। এই দ্রব ব্রহ্মই গঙ্গানামে পৃথিবীতে অবতীর্ণা। কাশীখণ্ডে দেখা যায়—

বহিঃ স্থিতং জলং যদ্বন্নারিকেলান্তরে স্থিতম্।
তথা ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যস্থং পরব্রহ্মাম্বু জাহ্নবী

বাহিরের জল যেমন নারিকেলের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া থাকে, ঠিক সেই রীতিতেই দ্রব ব্রহ্মরূপা গঙ্গা পৃথিবীর বাহিরে ও ভিতরে অবস্থান

করেন। ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ডে দশম অধ্যায়ে গঙ্গার আবির্ভাব সম্বন্ধে বিশেষ একটি বিবরণ আছে।

কার্ত্তিক মাস। শ্রীরাধা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরাধার প্রিয় তিথি পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার আদর পূজা করিয়া শ্রীরাস-মণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন। অভিনব শ্রীরাস নৃত্য দর্শনের নিমিত্ত মুনি ঋষি সৌনকাদি এবং দেবতাগণ সমবেত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীতাভিজ্ঞা শ্রীসরস্বতী বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া গান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সেই সঙ্গীতের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সরস্বতীকে নানা প্রকার উপহার প্রদান করিতেছিলেন। ব্রহ্মা দিলেন কণ্ঠ-হার; শিব দিলেন উত্তম মণি। শ্রীকৃষ্ণ দিলেন কৌস্তুভ মণি। শ্রীরাধা দিলেন মণিমালা। শ্রীনারায়ণ দিলেন অম্লান পুষ্পমালা। লক্ষ্মী দিলেন বহু মূল্য কুণ্ডল। ভগবতী দিলেন সরস্বতীর অন্তরে পরমা ভক্তি। ধর্ম দিলেন কীর্ত্তি। অগ্নিদেব দিলেন চিন্ময় বস্ত্র। বায়ুদেবতা দিলেন মণিময় নূপুর।

কিছুক্ষণ গান চলিতে লাগিল। ব্রহ্মার প্রেরণায় তখন শ্রীশংকর প্রতি পদে পরম উল্লাসজনক রসময় পদ্য রচনা করিয়া গান করিতে লাগিলেন। শংকরের সঙ্গীতে দেবতাগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া রহিলেন। তাহারা সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত হইল। যখন অতিকষ্টে তাহাদের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল তাহারা দেখিলেন, সমস্ত শ্রীরাসমণ্ডলভূমি জলময় হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে রসের পাথার বহিয়া যাইতেছে। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে কিন্তু আর দেখা যাইতেছিল না। তবে কি তাহারা বিগলিত হইয়া রসের পাথারে সাঁতার কাটিতেছেন? শ্রীরাসমণ্ডলস্থ

গোপীগণ ও দেববৃন্দ সকলেই যুগল অদর্শনে উচ্চস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা ধ্যানে রহস্য বুঝিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। তিনি দেখিলেন শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত রসে বিগলিত হইয়া পবিত্র গঙ্গারূপে পরিণত হইয়াছেন। ব্রহ্মার নির্দেশে মিলিত কণ্ঠে দেবতাগণ স্তব করিতে লাগিলেন। আকাশবাণী হইল—হে দেববৃন্দ, জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগলিত হইয়া গঙ্গারূপে আবির্ভূত হইলাম। গঙ্গার সেবায় আমাদের স্পর্শানুভব হউক।

ততো লোকা মহামূঢ়া বিষ্ণুভক্তি বিবর্জ্জিতাঃ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি পুনর্নারায়ণো হরিঃ॥ (১০)
নিরঞ্জনো নিরাকারো ভক্তানাং প্রীতিকামদঃ।
বৃন্দাবন বিহারায় গোপালং রূপমুদ্‌গিরন্॥ (১১)
মুরলীবাদনাধারী রাধায়ৈ প্রীতিমাবহন্।
অংশাংশেভ্যস্‌সমুন্মীল্য পূর্ণরূপ কলাযুতঃ॥ (১২)
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো ভগবান্নন্দগোপ বরোদিতঃ।
ধরণীরূপিণীমাতৃ যশোদানন্দদায়িনী॥ (১৩)
দ্বাভ্যাং প্রযাচিতো নাথো দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
ব্রহ্মণাভ্যর্থিতো দেবো দেবৈরপি সুরেশ্বরি॥ (১৪)
জাতোঽবন্যাং চ বসুতো মুরলীবাদনেচ্ছয়া।
তয়া সার্দ্ধং বচঃ কৃত্বা ততো জাতো মহীতলে॥ (১৫)

সমাজে মানুষ যখন মহা অজ্ঞান সাগরে নিমজ্জিত, তখন তাহারা বিষ্ণুভক্তি হইতে বিচ্যুত হয়। গঙ্গাদি তীর্থ সেবা বহির্মুখ হইয়া নিশ্চিতভাবে শ্রীহরি নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না। নিরাকার নিরঞ্জন পরমব্রহ্ম ভক্তগণের প্রীতি ও কামনা প্রদানকারী

বৃন্দাবন বিহারের নিমিত্ত গোপালমূর্তি প্রকাশ করেন। নিরাকার নিরঞ্জন বলিতে বুঝা যায়, প্রাকৃত আকার রহিত। নিরঞ্জন বলিতে গুণময় দোষলেশশূন্য। এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়—

নির্দোষ পূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো।
নিশ্চেতনাত্মক শরীর গুণৈশ্চ হীনঃ
আনন্দ মাত্র করপাদ মুখোদরাদিঃ
সর্বত্র চ স্বগত ভেদ বিবর্জিতাত্মা।।

সর্বপ্রকার দোষশূন্য সর্বগুণযুক্ত পূর্ণস্বরূপ বিগ্রহ স্বতন্ত্র জড় দেহের ত্রিগুণময় প্রভাবশূন্য আনন্দময়রূপ করচরণাদিযুক্ত সর্বত্র স্বগত ভেদ বিবর্জিত আত্মস্বরূপ সেই ভগবান্।

ভক্তগণের উপকারের নিমিত্তই তিনি বৃন্দাবনে আবির্ভূত।

স স্বয়ং দ্বিভুজঃ কৃষ্ণো যশোদাগর্ভ সম্ভবঃ
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি ।।

স্বয়ং ভগবান্ সেই কৃষ্ণদ্বিভুজ, যশোদার গর্ভ হইতে তাহার জন্ম। তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র এক পদও গমন করেন না।

তিনি মুরলী বাজাইবার নিমিত্ত সর্বাধার শ্রীরাধিকার প্রতি প্রীতি প্রদর্শনপূর্বক অংশাবতার প্রভৃতি সকলের সৌশীল্যাদি সদ্‌গুণভূষিত ও সর্বকলায় পূর্ণ স্বরূপ। মুরলী কথার অর্থ এইভাবে চিন্তনীয়। মুর= হৃদয়ের বাসনা, লী=লীন করিয়া দেয় যে। অর্থাৎ মুরলীর গানে হৃদয়ের সকল বাসনা লীন হইয়া যায়।

মুরলীর ধ্বনি শ্রবণে কুঞ্জেশ্বরী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত হন। শ্রীরাধার আরাধনা বৈশিষ্ট্যে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন। সকল অবতারের পরম অংশী শ্রীকৃষ্ণ। তাহা বলিয়া অংশাবতারগণের খণ্ডিতত্ব যেন কেহ মনে না করেন। শ্রুতি বলেন—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়—

প্রজ্জ্বাল্যন্তে যথা দীপাদ্ বহুশো দীপরাশয়ঃ
তদাত্মেকাপিনো হানিস্তমোঘ্নত্বে পরেষ্বপি
কার্যান্তে কারণাপুত্বান্ন চ বৃদ্ধি স্তদাদিমে
তথাচিন্ত্যৈশ্বর্যবত্বাদ্ ব্যবস্থেয়ং পরাত্মনি
তথাপীশ্বরমূর্তিনাং নিত্যত্বং ন বিরুদ্ধ্যতে
নিত্যত্বাদ্ধাম্ন এবাস্য কালাতীতত্বতস্তথা।

বেদ বাক্যের তাৎপর্য অতি স্পষ্ট। অদৃষ্ট জগৎ বা দৃষ্ট জগৎ, লোকাতীত স্বরূপ ও লৌকিক রূপ সকলই পূর্ণ স্বরূপ ভগবানের। পূর্ণ হইতেই পূর্ণের আবির্ভাব। পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইয়া গেলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। কোনো স্বরূপ অপূর্ণ নয়, সকলই পূর্ণ। অন্যত্র যে কথা আছে তাহাতেও পূর্বোক্ত বাক্যের ধ্বনি পাওয়া যায়। এক প্রদীপ হইতে বহু প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিলেও তাহাদের কোনোটির শিখায় অন্ধকার বিনাশ শক্তি কিছু ভিন্ন হয় না। কার্য স্বরূপ হইতে কারণ স্বরূপ হইলেও মূলে কোনো কিছু বৃদ্ধি হয় না, হ্রাসও হয় না। এইরূপ অচিন্ত্য শক্তিমান পরম ঐশ্বর্যশালী শ্রীভগবানে এই ব্যবস্থা বুঝিতে

২

হইবে। ভগবানের মূর্তিতে নিত্যতার হানি হয় না। কারণ, তাঁহার ধাম নিত্য এবং কাল ও প্রকৃতির পরবস্তু।

বৈকুণ্ঠে সদনে নিত্যে নিবসন্তে মহোজ্জ্বলাঃ।
হানোপাদান রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ ॥

নিত্যই বৈকুণ্ঠে উজ্জ্বল প্রকৃতিযুক্ত পার্যদগণ সর্বপ্রকার জড় প্রাকৃত-উপাদান রহিত স্বরূপে অবস্থান করেন।

সেই পরমপুরুষ অংশ, অংশাংশ, আবেশ, কলা, পূর্ণ ও পূর্ণতমরূপে ছয় ভাবে অবস্থান করেন।

অংশাংশোহংশস্তথাহবেশঃ কলাপূর্ণঃ প্রকথ্যতে,
ব্যাসাদ্যৈশ্চ ষষ্ঠঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥

অংশাংশ মরীচি প্রভৃতি, ব্রহ্মাদি অংশ, কলা কপিলদেব কূর্ম প্রভৃতি, আবেশ পরশুরাম প্রভৃতি, পূর্ণ শ্রীনৃসিংহ শ্রীরাম শ্বেতদ্বীপাধিপতি হরি এবং বৈকুণ্ঠে যজ্ঞ, নারায়ণ প্রভৃতি। পরিপূর্ণতম স্বরূপ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো নান্য এব হি।

শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে ভগবান্ পিতা নন্দগোপকে ও মাতা ধরণীরূপা যশোমতীকে বরদান ও আনন্দ দানের নিমিত্ত আবির্ভূত।

কৃষ্ণ স্বরূপ শুধু কালো বলিলেই হইবে না।

প্রেমাঞ্জন চ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন
সন্ত সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।

তং শ্যামসুন্দর মচিন্ত্যগুণস্বরূপম্।
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

প্রেমের কাজল পরিয়া সাধুগণ ভক্তির চক্ষুতে হৃদয়কমলে সেই অচিন্ত্য গুণস্বরূপ আদি-পুরুষ গোবিন্দকে দর্শন করেন। আমি তাহাকেই ভজন করি। এই কথা ব্রহ্মা তাহার ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন। কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনো ভক্ত বলেন—

ত্বং মা প্রযাহি যমুনাতটমেব ভদ্রে
কুঞ্জান্তরে লগতি কোঽপি ঘনান্ধকারঃ।
উড্ডীয় চক্ষুষি ভবত্যয়ি তেন লোকো
লোকদ্বয়ান্ধ দৃগিতি স্ফুটমেব ঘোষে।

ওগো, তুমি যমুনাতটে বৃন্দাবনে যাইওনা। সেখানে কুঞ্জান্তরে ঘোর অন্ধকার আছে। আর সেই অন্ধকার একবার যদি উড়িয়া আসিয়া চক্ষুতে লাগে তখন ইহলোক পরলোক সবই ভুলিয়া যাইতে হয়। তাহার চক্ষুতে আর সেই অন্ধকার মূর্ত্তি কৃষ্ণ ভিন্ন কিছু দেখিতে পায় না।

শ্রীভাগবতের কথা অনুসারে শ্রেষ্ঠ বসুদ্রোণ তাহার পত্নী-ধরার সহিত মিলিত ভাবে তপস্যা করেন এবং ভগবানকে নিজের পুত্ররূপে লালনের ভাগ্য বর প্রার্থনা করেন। সেই দ্রোণ ও ধরাই নন্দ ও যশোদা রূপে আবির্ভূত। অপর দিকে পৃশ্নি ও সুতপা তপস্যা করিয়া ভগবানকে পুত্ররূপে পাইবার বর প্রার্থনা করেন। ভগবান্ তাহাদিগকেও ঐ বর প্রদান করেন। পৃশ্নি ও সুতপা, দেবকী ও বসুদেব। তাই শ্রীভগবান্ দেবকী বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত। ধরা ও দ্রোণ

ব্রহ্মার সমীপে প্রার্থনা করেন—যদি ভগবানকে পালন করিবার সৌভাগ্য হয়, আমরা মনুষ্য দেহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিব। ব্রহ্মা আশ্বাস দিয়া বলেন—বৃন্দাবনে লীলাময় ভগবানের লালন ও পালনের সর্ব-প্রকার অধিকার আপনাদের। কেন না আপনারা পূর্ণতম বাৎসল্যের বিগ্রহ। তাই নন্দ ও যশোদার মধ্যেই দ্রোণ ও ধরার আবির্ভাব পূর্বাচার্যগণ নির্ধারণ করিয়াছেন।

যদি কৃষ্ণো ভবেৎ পুত্র আবয়োঃ সুখকারকঃ
তদা ব্রজে গমিষ্যাবো গোপানাং রাজ্যশাসকৌ।
এবমস্ত্বিতি তেনোক্তৌ ধরা দ্রোণৌ বৃহদ্বনে
জাতৌ নন্দ-যশোদাখ্যৌ কৃষ্ণপুত্রসুখব্রতৌ ॥

এদিকে অদিতি ও কশ্যপ মহাবিষ্ণুর কৃপা লাভ করিয়া তাহাকেই পুত্ররূপে পাইবার জন্য ইচ্ছা করেন। ভগবানও তাহাদিগকে বর প্রদান করেন। তাহারাই পূর্বোক্ত পৃশ্নি ও সুতপার সঙ্গে মিলিত হইয়া মথুরা মণ্ডলে দেবকী বসুদেব হন।

ব্রহ্মার প্রার্থনায় শ্রীভগবান এই পিতা মাতার সুখ সম্পাদন ও প্রীতিবর্ধণের আদর্শ স্থাপনের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে দ্বাপর যুগের শেষে আবির্ভূত। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা হরিবংশ হইতে আলোচনা করা যাইতেছে।

গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে হ্যষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥

প্রসবকাল সম্পূর্ণ হাওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ অষ্টম মাসেই যশোদা ও দেবকী একই সময়ে সন্তান প্রসব করেন। অনেকে মনে করেন নন্দ

গৃহে যশোদা কন্যা প্রসব করেন, আর সেই কন্যার সহিতই বসুদেবের পুত্রের বিনিময় হয়। এ কথা কিন্তু পুরাণ সমর্থন করেনা। বরং সেই প্রমাণে ইহাই বুঝা যায় যে, যশোদা এক সময়েই এক পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন। পুত্র গোপাল আর কন্যা যোগমায়া।

নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমজায়ত।
গোপালাখ্য-কুমারশ্চ যোগমায়া চ কন্যকা ॥

বসুদেব যখন কারাগারে আবির্ভূত বাসুদেবকে কোলে করিয়া যশোদার সূতিকাগৃহে প্রবেশ করেন তখন বাসুদেব নন্দকুমারগোপালের অঙ্গে এরূপ ভাবে প্রবেশ করিল যেমন চকিতে মেঘমালার মধ্যে সৌদামিনী-বিদ্যুৎ সকলের অগোচরে প্রবেশ করে। এই অতর্ক্য মিলনের মূর্ত্তি যশোদা দুলাল শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ইনিই শ্রীশ্রীগোপাল।

সংসার সার সর্ব্বস্বং শ্যামলং মহদুজ্জ্বলম্।
এতজ্জ্যোতিরহং বন্দ্যং চিন্তয়ামি সনাতনম্ ॥ (১৬)

আমি এই সংসারের সার সর্বস্ব শ্যামল অথচ পরমোজ্জ্বল এই সনাতন জ্যোতির্ময় রূপকেই ধ্যান করি। ইনিই গোপাল।

গৌর তেজো বিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চয়েৎ।
জপেদ্বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকা শিবে ॥ (১৭)

ওগো পার্বতি, গৌর উজ্জ্বল তেজ ভিন্ন শুধু শ্যামল কান্তিকে যে অর্চনা করে জপকরে বা ধ্যানকরে তাহার পাপ হয়। গৌরতেজ শ্রীরাধা। শ্রুতি প্রমাণ—

রাধয়া সহিতো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা
যোঽনয়ো র্ভেদং পশ্যতি স সংসৃতে র্মুক্তো ন ভবতি।

আবয়ো বু'দ্ধি ভেদং চ যঃ করো'তি নরাধমঃ।
তস্য বাসঃ কাল সূত্রে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ (ব্রঃ বৈ)

শিবে, তুমি মঙ্গলময়ী। অতএব ভেদবুদ্ধি তোমার নাই। তোমার আদর্শে মুগ্ধ জীবও ভেদবুদ্ধি পরিহার পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা হইতে অভিন্ন রূপে আরাধনায় প্রেরণা লাভ করিবে।

স ব্রহ্মহা সুরাপী চ স্বর্ণস্তেয়ী চ পঞ্চমঃ
এতৈ দো'ষৈ বিলিপ্যেত তেজোভেদান্মহেশ্বরি ॥ (১৮)

ওগো মহেশ্বরি, শ্যামতেজ হইতে যে গৌরতেজকে ভিন্ন ভাবনা করে, যে শ্রীরাধা কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধিকরে, সে ব্রহ্মঘাতী সুরাপায়ী স্বর্ণচোর এবং পঞ্চমহাপাতকী।

তস্মাজ্জ্যোতিরভূদ্ দ্বেধা রাধামাধবরূপকম্।
তস্মাদিদং মহাদেবি গোপালেনৈব ভাষিতম্ ॥ (১৯)

পরম কারুণিক বাৎসল্যময় শ্রীভগবান কৃপা পূর্বক স্বয়ং দুই প্রকার রূপে ভক্তকে অনুগ্রহ করেন। রাধাতাপিনীতে দেখা যায়—

যেয়ং রাধা যশ্চ কৃষ্ণো রসাব্ধি দে'হশ্চৈকঃ
ক্রীড়নার্থং দ্বিধাভূৎ।
দেহো যথা ছায়য়া শোভমানঃ শৃণ্বন্
পঠন্ যাতি তদ্ধাম শুদ্ধম্।

শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ রসের সমুদ্র। একদেহ হইয়াও লীলার জন্য দুই রূপ ধারণ করিয়াছেন, দেহ যেমন ছায়ার সহিত শোভিত। এই কথা শ্রবণ

বা পাঠ করিলে তাহার শুদ্ধ ধামে গতি হয়। সামরহস্য লক্ষ্মীনারায়ণ সংবাদে যথা—

অনাদ্যোয়ং পুরুষ এক এবাস্তি তদেবং
রূপং দ্বিধা বিধায় সর্বান্ রসান্
সমাহরতি স্বয়মেব নায়কারূপং
বিধায় সমারাধনতৎপরোঽভূৎ।
তস্মাৎ তাং রাধাং রসিকানন্দাং বেদবিদো বদন্তি।
তস্যাদানন্দময়োঽয়ং লোকে।

অনাদি পুরুষ এক হইয়াও দুইরূপে সকল রসের সমাহার করেন। নিজেই নায়িকারূপে আরাধনা পরায়ণা হন, এবং রাধানামে রসিক-ভক্তগণের আনন্দদায়িনী হন। এই সংসারে এজন্য ভগবান সর্বভাবে আনন্দময়। ঋগ্‌বেদ আশ্বলায়নীয়শাখার পরিশিষ্টে—

রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজতে জনেষ্বা।

রাধা সঙ্গে মাধব আর মাধবের সঙ্গে শ্রীরাধা শোভিত হন। পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ, নিত্যলীলা।

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য—

ত্বং মে প্রাণাধিকা রাধে ত্বং চ সশরীরিণী মমার্দ্ধাংশরূপা ত্বম্ ইত্যাদি। আরও ত্বং কৃষ্ণার্ধাঙ্গ সম্ভূতা তুল্যা কৃষ্ণেন সর্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ স্ত্বন্ময়ো রাধা ত্বং রাধা হরিঃ স্বয়ম্॥ নহি বেদেষু মে দৃষ্টো ভেদঃ কেন নিরূপিতঃ অস্যাংশা ত্বং ত্বদংশো বাপ্যয়ং কেন নিরূপ্যতে॥ কে কার অংশ তাহা কেহ নিরূপণ করিতে পারেন না। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন দুইরূপে কোনো ভেদ স্বীকার করা যায়না। এই সিদ্ধান্ত

ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। রাধা কৃষ্ণময়ী শ্রীকৃষ্ণ রাধাময়। স্কন্দ-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা আছে যথা—

আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ।
আত্মারামতয়া চাসৌ প্রোচ্যতে গূঢ়বেদিভিঃ ॥
সা স এবাস্তি সৈব সঃ !

শ্রীকৃষ্ণের আত্মা রাধা, রাধার সহিত রমণ করেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে দেখা যায়—

রসো যঃ পরমানন্দঃ এক এব দ্বিধা সদা।
শ্রীরাধা কৃষ্ণরূপাভ্যাং তস্মৈ তস্মৈ নমো নমঃ ॥

শ্রীরাধার আত্মা কৃষ্ণ, কৃষ্ণের আত্মা রাধা। রাধাই কৃষ্ণ আর কৃষ্ণই রাধা।

রাধাকৃষ্ণাত্মিকা নিত্যং কৃষ্ণো রাধাত্মিকা ধ্রুবম্
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রাধৈবারাধ্যতে ময়া ॥
যঃ কৃষ্ণঃ সাপি রাধা চ যা রাধা কৃষ্ণ এব সঃ।

এই কথাই ব্রহ্মসংহিতার ভাষায়—

একং জ্যোতির্দ্বিধাভিন্নং রাধামাধব রূপকম্।

কোনো স্থলে শ্রীরাধাকে সাধারণ জীব রূপে বর্ণিত দেখিলেও সাধক-গণের ভাবনা সেরূপ নয়, তাহার কারণ—যিনি যেটুকু সন্ধান করিয়াছেন বা পাইয়াছেন, অপার করুণা সাগরিকা শ্রীরাধার বর্ণনা তদনুরূপই করা হইয়াছে। বাস্তব শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভেদ অস্বীকার্য।

শাস্ত্রে দেখা যায়, "যজ্ঞ স্বরূপী স্বয়মাস বিষ্ণুঃ" ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ" এই সকল শ্রুতিবাক্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় জীব কোটিকেও কিভাবে ঈশ কোটির অন্তর্গত রূপে শুদ্ধ দৃষ্টিতে বিচার করা হইয়াছে। হরিস্মৃতি অনুসারে প্রসঙ্গটি দেখা যাক্।

বাক্যদ্বয়েতু সম্প্রাপ্তে বেদার্থে তত্ত্বকোবিদৈঃ।
কল্পনা তত্র কর্ত্তব্যো যয়াভেদো নিরস্যতে ॥

যেখানে বিরোধ বাক্য দেখা যায় সেই স্থলে ভেদভাব দূর করিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

ভাগবতের এই উক্তির অনুসারেই শ্রীরাধার স্বরূপটি চিন্তনীয়।

আনন্দরূপা রাধায়াঃ শক্তয়ঃ কোটিশো মতাঃ।
তৎকালে কোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাশ্চ প্রকীর্তিতাঃ ॥

পরমাংশিনী আনন্দরূপা রাধার কোটি কোটি শক্তি আছেন। তাহাদের মধ্যেই লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। প্রবোধিনী একাদশী প্রসঙ্গে এক চন্দ্রকান্তির উল্লেখ আছে। কেহ কেহ তাহাকে শ্রীরাধার সহিত অভিন্না মনে করেন। এখানেও মনে করিতে হইবে যে গোপ গণের মধ্যেও কৃষ্ণ নামে অন্য বালককে যেমন 'তোক কৃষ্ণ' শব্দদ্বারা পৃথক্ বুঝায়, তেমনি চন্দ্রকান্তি বা অপর কাহাকেও উপরাধা, অনুরাধা বা অন্য শব্দাদি সাহায্যে সঙ্কেতিত করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণাদিতরো গোপঃ কৃষ্ণনামা যথোচ্যতে।
তথা শ্রীরাধিকাতোহন্যা চন্দ্রকান্তিঃ সনামিকা ॥

প্রোক্তাঃ সাধন সিদ্ধাস্তু রাধানাম্না পরাঃস্ত্রিয়ঃ।
উপরাধা তয়া তাসাং খ্যাতির্মুখ্যা প্রবৃত্তয়ে ।।

অপর সাধনসিদ্ধা গোপীকে উপরাধা নামে পরিচিত করা হইয়াছে। অপর গোপের সহিত বিবাহাদি ব্যাপারেও যোগমায়ার নিজ শক্তিতে প্রকটিত অন্য গোপীদেহেই রাধারূপের ভ্রান্তি সৃষ্টি প্রভৃতি সিদ্ধান্ত রহস্য অনুসন্ধেয়।

দুর্বাসসোমুনের্মোহে কার্ত্তিক্যাং রাসমণ্ডলে।
ততঃ পৃষ্টবতী রাধা সন্দেহং ভেদমাত্মনঃ ॥ (২০)
নিরঞ্জনাৎ সমুৎপন্নং ময়াধীতং জগন্ময়ি।
শ্রীকৃষ্ণেন ততঃ প্রোক্তং রাধায়ৈ নারদায় চ ॥ (২১)
ততো নারদতঃ সর্বে বিরলা বৈষ্ণবা জনাঃ।
কলৌ জানন্তি দেবেশি গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ (২২)
শঠায় কৃপণায়াথ দাম্ভিকায় সুরেশ্বরি।
ব্রহ্মহত্যা মবাপ্নোতি তস্মাদ্‌যত্নেন গোপয়েৎ ॥ (২৩)

কার্ত্তিক মাসে রাস পূর্ণিমায় শ্রীরাসমণ্ডলে দুর্বাসা মুনির মোহ ভঙ্গ করিবার অভিলাষে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে এক প্রশ্ন করেন। তাহার উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণ রহস্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল কথা প্রকাশ করেন। দুর্বাসার মোহ হওয়ার কারণ এই ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়া রাসমণ্ডলে বহু: গোপীর সঙ্গে রমণ করেন; তবে তাহার ভগবত্তার পরিচয় কি?

দুর্বাসা ছিলেন সংযম পরায়ণ সর্বত্যাগী নিরাহারী ব্রতনিষ্ঠ মহাতেজা মুনি। কার্ত্তিক মাসে রাসমণ্ডলে গোপীনাথ ক্রীড়া করিবার পর কোনো

গোপী তাহাদের ব্রত সিদ্ধির জন্য আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণের হাতে ভোজ্য সমর্পণের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ ব্রাহ্মণের উদ্দেশ দিবার জন্য জিজ্ঞাসা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন—যমুনার অপর তীরে দুর্বাসা মুনি আছেন। তাহাকে তোমরা ভোজন করাও। তবেই ব্রত পূর্ণ হইবে। গোপীরা বলিলেন —যমুনার ওপারে যাইব কি করিয়া নৌকা যে নাই। কৃষ্ণ বলেন— যমুনা পারে যাইতে যাইতে শুধু বলিবে 'শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড ব্রহ্মচারী এই সত্য আমরা জানি, অতএব এই সর্তে যমুনা আমাদিগকে পরপারে নিয়া যাও'। গোপীগণ শ্রীরাধাকে সঙ্গে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাক্য অনুসারে যমুনার সমীপে প্রার্থনা করিলে তাহারা সকলেই যমুনা পার হইয়া দুর্বাসার আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাহারা বহু দ্রব্য প্রদান করিয়া দুর্বাসার আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। তাহারা মুনিকে বলিলেন— এপারে আসিবার সময় "শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড ব্রহ্মচারী" এই মন্ত্র বলিয়া যমুনা পার হইলাম। দুর্বাসার কৃষ্ণ সম্বন্ধে গোপী সম্বন্ধে যে মোহ হইয়াছিল, উহা দূর হইয়া গেল। তিনি বলিলেন—এখন যমুনা পারের জন্য মন্ত্র বলিয়া যাও। 'দুর্বাসা মুনি যদি সত্যই অনাহারী ব্রতচারী তবে যমুনা আমাদিগকে পার কর'। তখন গোপীগণ বিস্মিত হইয়া মুনিকে জিজ্ঞাসা করেন—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে বিহার করিয়া কিরূপে অখণ্ড ব্রহ্মচারী হইলেন আর আপনিই বা আমাদের দেওয়া নানা সামগ্রী ভোজন করিয়াও কিরূপে নিরাহারী ব্রতচারী হইলেন, তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। তখন দুর্বাসা গোপীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব এবং গোপীসহ তাহার অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করেন।

শংকর বলেন—ওগো জগন্ময়ি শিবে, নিরঞ্জন শব্দব্রহ্ম এই স্তোত্র

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে উপদেশ করেন। আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি এবং নারদকে উপদেশ করিয়াছি।

অনন্তর দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে সকল শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব এই উপদেশ লাভ করেন। হে দেবেশি, কলিযুগে তাহারাই মাত্র এই মন্ত্রাবলী পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব ইহা যত্নপূর্বক সাধারণের নিকট হইতে গোপনেই রাখিবে।

শঠ, পরবঞ্চক, কৃপণ, দাম্ভিক প্রভৃতির ইহাতে অধিকার নাই। তাহাদের উপদেশে অত্যন্ত দোষ উপস্থিত হয়, অতএব গোপনীয়।

আত্মানং ধর্মকৃত্যঞ্চ
পুত্রদারাংশ্চ পীড়য়ন্।
দেবতাতিথি ভৃত্যাংশ্চ
স কদর্য্য ইতি স্মৃতঃ ॥

কদর্যকে উপদেশ করিবে না।

**অস্য শ্রীগোপালসহস্রনাম-স্তোত্রমন্ত্রস্য
শ্রীনারদ ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীগোপালো
দেবতা কামো বীজম্ মায়া শক্তিঃ চন্দ্রঃ
কীলকম্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তিজন্য ফলপ্রাপ্তয়ে
শ্রীগোপালসহস্রনাম পাঠে বিনিয়োগঃ ॥** (২৪)

প্রতিটি মন্ত্রে ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া উহা জপের বিধান গুরুপরম্পরা প্রদর্শিত উপায়। এই মন্ত্র স্তোত্র মন্ত্র। মন্ত্রাক্ষর ও স্বরূপ বিচারে নানারূপ মন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, ত্র্যক্ষর, দ্বাদশাক্ষর প্রভৃতি অক্ষর অনুসারে মন্ত্রের নাম। আবার মহিমা অনুসারেও নাম

আছে যেমন—মন্ত্র, মহামন্ত্র, তারমন্ত্র, হৃদয়মন্ত্র, মালামন্ত্র, আবার মন্ত্ররাজ ইত্যাদি।

এই স্তোত্র মন্ত্রটির দেবর্ষি নারদ ঋষি, তাহাকেই আদি দ্রষ্টা বা প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহার মধ্যে অনুষ্টুপ্ ছন্দেরই প্রাধান্য। শ্রীগোপাল ইহার অভীষ্ট দেবতা। কামবীজ ইহার বীজ। মায়ামন্ত্র ইহার শক্তি। ইহার কীলক চন্দ্র বীজ। শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তির ফল লাভ করিবার জন্য এই মন্ত্রের প্রয়োগ সাফল্য।

অভীষ্ট দেবতার ধ্যান—

ফুল্ল ইন্দীবর কান্তি মনোহর
মুখবর শারদ চান্দ।
কৃত অবতংস প্রশংস সুমাধুরী
শিখণ্ডি শিখণ্ড সুছান্দ॥
ভজ মন পরমানন্দ।
নিজ নিজ অভিমত গো-গোপগণ বৃত
অপরূপ নাম গোবিন্দ॥
শ্রীবৎসাঙ্ক বক্ষ কৌস্তুভ ধর
পীতাম্বর পহিরান।
ত্রিভুবন সুন্দর অদ্ভুত বেণুকর
মনোহর সুললিত গান॥
গোপীনয়নোৎপল- দল পূজিত
বৃন্দাবন নব কাম॥
ক্ষোভিত মানস এ রাধামোহন
পূরল অভিমত কাম॥

অথ ধ্যানম্—

ফুল্লেন্দীবর কান্তিমিন্দু বদনং বর্হাবতংসংপ্রিয়ং

শ্রীবৎসাঙ্ক মুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।

গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততনুং গোগোপ-সংঘাবৃতং

গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥

অথ শব্দ ওঁকারেরই ন্যায় মঙ্গলবাচক শব্দ। এই ধ্যানে পরম মঙ্গল হয়। পাপের পাহাড়ও এই ধ্যানে দূর হয় এবং শ্রদ্ধা-ভক্তির আবির্ভাব হয়। পাপ-বিদ্ধ হৃদয় পবিত্র হয়—শুদ্ধ হয়।

যদি—শৈলসমং পাপং বিস্তীর্ণং যোজনান্ বহূন্।
ভিদ্যতে ধ্যান যোগেন নান্যোভেদঃ কদাচন ॥
সর্বপাপ প্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্।
পুনঃ স পূতো ভবতি পংক্তিপাবন এবচ ॥

কোটিচন্দ্র ম্লানকারী শ্রীগোবিন্দের মুখচন্দ্র। জগতের আহ্লাদক ও হৃদয়ের অন্ধকার নাশক। ময়ূরমুকুট তাঁহার প্রিয়ের প্রতি আদর প্রদর্শন।

রাধাপ্রিয়ময়ূরস্য যত্র রাধেক্ষণপ্রভং।
বিভর্ত্তি শিরসা কৃষ্ণস্তস্য চূড়ামণিং যতঃ ॥

* *

গ্রাহকো যস্য নো কশ্চিত্তস্যাহং গ্রাহকঃ স্থিতঃ।
ময়ূর ত্যক্ত বর্হাণাং ধারণাদিতি সূচিতম্ ॥

কৃষ্ণযামল বলেন, শ্রীরাধার প্রিয় ময়ূর। ময়ূরের পাখায় শ্রীরাধার চক্ষুর মত চিহ্ন। উহা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় তাই শিরে ধারণ করেন।

অথবা যাহার কেহ গ্রাহক নাই আমিই তাহার গ্রাহক, ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অতি তুচ্ছ ভূপতিত ময়ূরপুচ্ছকে শিরোদেশে উচ্চস্থানে স্থাপন করেন। শ্রীহরিবংশে শ্রীবৎসচিহ্ন ভগবান্ হৃদয়ে ধারণ করেন তাহার বর্ণনা আছে যথা—স চাস্যোরসি বিস্তীর্ণে রোমাচোদ্গম—রাজিমান্। শ্রীবৎসো রাজতে শ্রীমান্ স্তনদ্বয়মুখাঙ্কিতঃ।

এই শুভ্র রোমাবলীর আবর্ত্ত ভক্তগণের প্রতি সর্বপ্রকার কৃপা বর্ষণের উদারতার পরিচয় দেয়।

কণ্ঠে কৌস্তুভমণি দিব্য অলঙ্কার প্রকাশক। পীতাম্বর প্রীতির দ্যোতক, উত্তরীয় বস্ত্র ধনুকের আকারে এবং কর্ণে পুষ্পাদি, কাম দেবেরও মনোহারী রূপ।

পীতাম্বরধনুঃ পৌষ্পং বাণমাকর্ণ সন্ধিতম্।
লোকান্ বিজয়তে কৃষ্ণো মন্মথস্যাপি মন্মথ ঃ।।

শৃঙ্গার রসের বিগ্রহ পুষ্পধনু ধারণ পূর্বক ত্রিভুবন বিজয়ী মন্মথেরও মন্মথ।

চড়ি গোপী মনোরথে মন্মথের মনমথে
নাম ধরে মদন মোহন।

তাঁহার প্রতিটি অঙ্গ নেত্রকমল দ্বারা অর্চনা করেন গোপীগণ। এই একাগ্রতা অন্য কাহারও সম্ভব নয়। সকল ব্রজবাসীকে গোবিন্দ আপন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, আর ইহাতেই তাঁহার পরমানন্দ স্বরূপের প্রকাশ। এই রূপই মন্ত্র সাধকের চিরদিন ধ্যানের বস্তু।

গোবিন্দের বেণুর ভাষাটিকে বুঝা ভারী কঠিন। আপন আপন ভাবে তার তাৎপর্য আবিষ্কৃত হয়। বিভিন্ন রন্ধ্রে বিচিত্র স্বর।

বেণুর্গর্জতি মাধুর্য্যং মুকুন্দ বদনাশ্রিতঃ।
কুর্বন্তু মা ভয়ং লোকা অধমোদ্ধারকো হরিঃ ।।

মুকুন্দের মুখাশ্রিত বেণু তারস্বরে ঘোষণা করে কেহ ভীত হইও না। অধমের উদ্ধারক শ্রীহরি বৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়াছেন।

বেণুর কলধ্বনি গভীরার্থের সূচক। অস্ফুট মধুর ধ্বনিকে বলে "কল"। জলের কল্লোলে কলধ্বনি, কলকণ্ঠের কাকলীতে কলতান। সবকিছু কলন বা সংগ্রহে এই কলধাতুর প্রয়োগ করেন ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত। কামনার পরিপূরণে কামবীজের মধ্যেও সেই কলধ্বনি রহিয়াছে। ব্রহ্মবাদীগণ প্রণবের তাৎপর্য্যও এই কামবীজের মধ্যেই দর্শন করিয়া থাকেন।

ক্লীমোঙ্কারয়োরৈক্যং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
মথুরায়াং বিশেষেণ জপন্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ।।

কামবীজের অর্থনিরূপণে উহাতে পুরুষ-প্রকৃতির মিলনানন্দ সংসূচিত হইয়াছে।

ককারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ
লশ্চানন্দাত্মকং প্রেমসুখং চ পরিকীর্তিতম্
ঈকারঃ প্রকৃতী রাধা নিত্যা বৃন্দাবনেশ্বরী
চুম্বনাশ্লেষ মাধুর্য বিন্দুনা চ সমন্বিতম্ ।।

এই তাৎপর্য অনুসারে একটি বীজের মধ্যে যেমন সুবৃহৎ বট বৃক্ষের সর্বাঙ্গীন বিস্তার বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, সেইরূপ এক ক্ষুদ্র কামবীজের মধ্যেই এই বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের অনন্ত আনন্দ লীলার মহামাধুর্য আস্বাদনের বিষয় হয়।

পূর্বোক্ত ধ্যান শ্লোকে লক্ষ্য করিবার বিষয় সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে (১) ছেকোক্তি (২) পাদাখ্য মুদ্রা ও (৩) কৌশিকী রীতি।

যাহাতে নিজের রূপলাবণ্যের বিশেষ বশিত্ব বর্ণনা থাকে তাহার নাম ছেকোক্তি, যে পদ্যে বিশেষভাবে অভিপ্রায় সিদ্ধি—তাহাতে পাদাখ্য মুদ্রা আর যে পদ্যে করুণা শৃঙ্গার হাস্য রসের সরল বর্ণনা উহা কৌশিকী রীতির কাব্য।

শ্রীনাম মহিমা প্রকাশে বিশেষ করুণাময় পঞ্চানন শঙ্কর পার্বতীর সমীপে এই গোপালসহস্রনামের আরম্ভে বলেন—দেবি নামের প্রতিটি শব্দকে চিন্ময় ভগবৎস্বরূপ বলিয়া ধারণা করিও।

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ" "ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ, শিবশ্চ নারায়ণঃ" "এতদাত্ম্যমিদং সর্বম্" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য ভুলিয়া যাইও না।

জ্যোতীংষি শুক্লানি চ যানি লোকে
সর্বে লোকা লোকপালাস্ত্রয়ী চ।
ত্রয়াগ্নয়শ্চাহুতয়শ্চ সর্বে
সর্বে দেবা দেবকী পুত্র এব॥
জ্যোতীংষি-বিষ্ণুর্ভুবনানিবিষ্ণু
র্বিষ্ণুর্বনানি বিষ্ণুর্গিরয়ো দিশশ্চ।
নদ্যঃসমুদ্রাশ্চ স এব সর্বং যদস্তি
নাস্তীতি চ বিপ্রবর্যঃ ॥

এই সংসারে যত জ্যোতির্মণ্ডল, স্বচ্ছতা, দেবতা, লোক, লোকপাল, অগ্নি, যজ্ঞ ও আহুতি সকলই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। বন পর্বত দিক্‌সমূহ নদনদী সমুদ্র সকলই যাহা আছে বা নাই বলিয়া প্রতীতি হয়, বিষ্ণুর স্বরূপ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সকলই বিষ্ণুময়। বিষ্ণু ভিন্ন

আর কিছু নাই, কেহ নাই। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, বাণীর এই চারিপ্রকার অভিব্যক্তির মধ্যে শ্রীনাম পরিব্যাপ্ত। ভাগবতে দেখা যায়—

সাংকেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব চ
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥

সংকেত করিয়া বা পরিহাস করিয়া শ্রদ্ধায় বা হেলায় যেমন করিয়াই ভগবানের নাম করা হউক, উহা সকল পাপ বিদূরিত করে। যে কোনো নামই ভগবানের সম্বোধন হইলে উহা পাপ হরণ করে, কেন না ভগবান্ অন্তর্যামী। তথাপি শাস্ত্র বর্ণিত মহতের মুখে সমুচ্চারিত নাম গ্রহণ করিবারই বিধান রহিয়াছে।

ওঁ ক্লীঁ দেবঃ কামদেবঃ কামবীজ (দেব) শিরোমণিঃ
শ্রীগোপালো মহীপালঃ সর্ববেদাঙ্গপারগঃ।
কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্ডরীকঃ সনাতনঃ ॥

শ্রীশব্দ মঙ্গলবাচক। শ্রীরূপা মঙ্গলসম্পৎকে যিনি লাভ করিয়াছেন অথবা শ্রীলক্ষ্মী এই সম্পদে যিনি নাম সাধককে পালন করেন তিনি, শ্রীগোপাল। গো শব্দের নানা অর্থ—গাভী, বাণী, পৃথিবী, তেজ-পুঞ্জ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পৃথক্ অর্থ যোগে গোপাল কথাটির অনেক তাৎপর্য লাভ হয়।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপাল পরমারাধ্য। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর সমীপে স্বপ্নাদেশ প্রদান করিয়া শ্রীগোপালদেব গোবর্দ্ধনে প্রকটিত হন। গোপালের প্রতিষ্ঠায় ব্রজবাসীর পরমানন্দ। মাধবেন্দ্র গোপালের আদেশ পাইলেন, দীর্ঘকাল বনের মধ্যে মৃত্তিকা তলে অবস্থান হেতু গোপালের শ্রীবিগ্রহের তাপ নিবারণের জন্য চন্দন

লেপন করিতে হইবে। সার চন্দন সংগ্রহে পরমোল্লাসভরে মাধবেন্দ্র দক্ষিণ-দেশস্থিত মলয় পর্ব্বতের সার চন্দন আনয়নে সুদূর বৃন্দাবন হইতে রওনা হইলেন। পথে চলিতে চলিতে রেমুনা তীর্থে আসিয়া উপস্থিত। সেখানে শ্রীগোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যারতির পর গোপীনাথের ক্ষীরভোগ হয়। মাধবেন্দ্র ভোগ দর্শন করেন। তাহার আকাঙ্ক্ষা হয়, যদি জানিতে পারিতাম এই ক্ষীরের স্বাদ আমিও শ্রীগোপালের সেবায় অনুরূপভাবে ক্ষীরভোগ দিতাম। অন্তর্যামী গোপীনাথ ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। পূজারী আসিয়া ডাকিয়া বলেন, কাহার নাম শ্রীমাধবেন্দ্র। সাধু পূজারীর হাত হইতে ক্ষীর প্রসাদ গ্রহণ করেন। খোঁজ লইয়া জানিলেন সত্যই ভোগের পাত্রগুলি হইতে একখানা ক্ষীরের পাত্র গোপীনাথ নিজের বস্ত্রাবরণে রাখিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরের পূজারীও তাহা পূর্বে বুঝিতে পারেন নাই। দ্বিপ্রহর রাত্রে গোপীনাথ পূজারীকে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সেই ক্ষীর মাধবেন্দ্রকে প্রদান করিবার জন্য স্বপ্নদেশ 'দিলেন। গোপীনাথ ভক্তের জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছেন। লোক জানাজানি হইলে বহু লোকের সমীপে মাধবেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে। তাই 'প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যান পলাইয়া'। মাধবেন্দ্র দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় আবার পরম কৃপালু গোপীনাথের দর্শনে রেমুনায় আগমন করেন। এ সময় শ্রীগোপাল তাহাকে স্বপ্নাদেশ করেন—মাধবেন্দ্র, তুমি বহু কষ্ট করিয়া যে চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহ করিয়াচ উহা বহন করিয়া আর গোবর্দ্ধনে আসিতে হইবে না। গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহ আর আমার বিগ্রহ পৃথক নয়। তুমি চন্দন কর্পূর দ্বারা গোপীনাথের বিগ্রহ সেবা কর, তবেই আমার পরমা তৃপ্তি লাভ হইবে। শ্রীগোপীনাথের

সেবার মাধ্যমে শ্রীগোপালের সন্তোষ বিধান করিয়া মাধবেন্দ্র-পুরী গোস্বামী ক্ষীরচোরা গোপীনাথ ক্ষেত্রেই দেহ সংরক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও চিরন্তন স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে যে, বাংলার ভূমিকে তাঁহার চরণ অলঙ্কৃত করিয়াছিল, আর তাহারই ফলে ভবিষ্যৎকালের বৈষ্ণব সমাজ পাইয়াছিল শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীমদীশ্বর পুরী গোস্বামী ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে সেই প্রসিদ্ধ শ্রীগোপাল প্রেমী মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর প্রেম প্রতিভূ শিষ্যস্বরূপে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু স্বমুখে মাধবেন্দ্রের পবিত্র চরিত্র বর্ণনা করিয়া ভক্তগণকে আনন্দ দান করেন।

নিত্যানন্দ বোলে যত তীর্থ করিলাম।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাম ঃ
নয়নে দেখিলুঁ মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন ॥
মাধবেন্দ্র বোলে প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব তীর্থ হেন প্রেম যথা ॥
জানিলু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইলুঁ সংহতি।
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব তীর্থ বৈকুণ্ঠাদি ময় ॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ৬

শ্রীগোপাল বলিলে শ্রীরাধা সহ গোপালকেই ধ্যান করিবে।

যশ্চ রাধাং বিনা তং ধ্যায়তি প্রবদতি।
প্রপঠতি স মূঢ়তমোত্তমঃ। (গো তাঃ)
আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য পশ্চাৎকৃষ্ণং বদেদ্‌বুধঃ।

মহীপাল—পাণ্ডবাদি মহীপ রাজাগণের যিনি পালক অথবা সমগ্র মহী—পৃথিবীর পালন কর্ত্তা।

সর্ববেদাঙ্গপারগঃ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতীষ এই ষড়ঙ্গ বেদ সম্বন্ধে যিনি পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন। সান্দীপনী মুনির অবন্তী নগরস্থিত গৃহ বিদ্যালয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত উপনীত হইলে প্রতিদিন এক একটি বিদ্যায় পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়া আচার্যের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ কথার কত অর্থ আছে বলিয়া শেষ হয় না। তিনি যে ভক্তের মন আকর্ষণ করেন এই কথাই প্রধান ভাবে অনুধ্যান করি।

অপহরতি মনোমে কোঽপ্যয়ং কৃষ্ণচৌরঃ
প্রণত দুরিতচৌরঃ পূতনা প্রাণচৌরঃ।
বসন-বলয়-চৌরো বাল গোপাঙ্গনানাং
নয়ন-হৃদয়-চৌরঃ পশ্যতাং সজ্জনানাম্॥

এই অনির্বচনীয় শক্তি ধারক কৃষ্ণ আমার মনকে হরণ করিতেছে। ইনি প্রণামকারীর পাপচুরি করেন, পূতনার প্রাণ, তরুণী ব্রজাঙ্গনার বসন ও বলয়, দৃষ্টি নিক্ষেপকারী দর্শকসাধুগণের নয়ন ও হৃদয় চুরি করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে "পরিপূর্ণতমং ব্রহ্ম তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ।" কমলপত্রাক্ষ, কমলদলের ন্যায় রক্তিমাভ কৃপায় অরুণ বর্ণ বিস্তৃত নয়ন।

পুণ্ডরীক, পদ্মশোভাময়, সর্ববালকের ভূষণ স্বরূপ, সনাতন, চিরন্তন নিত্য স্বরূপ।

গোপতি র্ভূপতিঃ শাস্তা প্রহর্তা বিশ্বতোমুখঃ।
আদিকর্তা মহাকর্তা মহাকালঃ প্রতাপবান্॥ ২৭

গাভীর মালিক, বেদের প্রতিপাদ্য যজ্ঞ পুরুষ। ভূপতি—বরাহ

অবতারে ধরণী উদ্ধার প্রসঙ্গে ভাগবতে, সংস্থাপয়ৈনাং জগতাং সতস্থুষাং লোকায় পত্নীমসি মাতরং পিতা।

শাস্তা—মনু প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক এবং জন্ম, গুণ, কর্ম সম্বন্ধে উপদেশাদি দ্বারা লোকশাসক।

প্রহর্তা—প্রীতি প্রদত্ত তুলসী পত্রাদির স্বীকার কর্ত্তা।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

বিশ্বতোমুখ—সকল দেবতার মধ্যে যিনি মুখ্য বা প্রধান উপাস্য অথবা সকল দেবতার মুখ স্বরূপ। সর্বদিকেই যাহার মুখ এই তাৎপর্যও বর্ণিত হয়।

আদিকর্ত্তা—ব্রহ্মারও হৃদয়ে বিশ্ব সৃষ্টির প্রেরণা দায়ক। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বম্।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা
পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি
তথাক্ষরাৎ সংভবতীহ বিশ্বম্॥

মহাকর্তা—য আত্মদো বলদো যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবা য হবিষা বিধেম তস্মাদুচ্যতে মৃত্যু মৃত্যুঃ।

তিনি আত্মদান করেন, বলদান করেন, তাহাকে বিশ্বের সকলে উপাসনা করে, সমস্ত দেবতা যাহার উপাসক, আমরা তাহাকেই আহুতি দিতেছি। তাহাকে মৃত্যু মহাকর্তা বলিয়া জানিবে।

প্রতাপবান—যাহার আজ্ঞা কেহ লঙ্ঘন করিতে পারেনা। যথা-

চিতস্ত্ব্যাং গুণকর্মদামভিঃ সুদুস্তরৈর্বৎস বয়ং সুযোজিতাঃ। সর্বে বহামো বলিমীশ্বরায় প্রোতনসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ॥"

মানুষ যেরূপ পশুর নাকে দড়িদিয়া বাঁধিয়া ইচ্ছামত চালিত করে, সেইভাবে আমরা সকলে তাহার বাণীরূপ সূত্রে নিজ নিজ গুণ কর্ম ডোরে আবদ্ধ হইয়া তাহারই নিমিত্ত পূজোপহার সংগ্রহ করি।

জগজ্জীবো জগদ্ধাতা জগদ্‌ভর্তা জগদ্‌বসুঃ॥
মৎস্যো ভীমঃ কুহূভর্তা হর্তা বরাহমূর্তিমান্॥ ২৮॥

জগজ্জীব—বিশ্বের চৈতন্য দাতা "যেন জাতানি জীবন্তি।" প্রাণ বা অপান বায়ু নয়, যাকে নির্ভর করে সকল বায়ু, তিনি জগজ্জীব। ন প্রাণে নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নতা উপাশ্রিতাঃ।

জগদ্ধাতা—জগতের ধারণ করিবার জন্য যুগে যুগে যিনি অবতার মুর্ত্তি ধারণ করেন। "ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

জগদ্‌ভর্তা—সকলের ভরণ-পোষণ করিয়া যিনি জগতের ভর্তা পিতা সর্বেষাং বৃত্তিদঃ পিতা হইয়াছেন।

জগদ্বসু—যজ্ঞই ধন যজ্ঞোবৈ বসুঃ এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে বৃষ্টি-দ্বারা পৃথিবীর ধনবৃদ্ধি করেন যজ্ঞমূর্তি ভগবান্।

মৎস্য—আদ্য অবতার বেদ উদ্ধারক তিনি, নিজ চরণে এই চিহ্ন ধারণ করেন। বামচরণে মৎস্য চিহ্ন ভক্তের স্মরণীয়। ভীমঃ—ভয়ঙ্কর-যাহার ভয়ে বাতাস চলে, সূর্য জ্বলে, অগ্নিতেজ ধারণ করে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দেয়, মৃত্যু ছুটিয়া যায়।

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নি শ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

কুহূভর্তা—অমাবস্যাতে সন্তানের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের যিনি সহায়ক। অমাবস্যায় পিতৃলোকে চন্দ্রালোক পড়ে না। ইহাতে অন্নের হানি হয়। তখন অগ্নিই দেবতাদের অন্ন পৌঁছাইয়া দেয়। অগ্নির্দেবানামন্নদঃ। এই নিয়মে ভগবান সন্তানের কৃত শ্রাদ্ধান্ন অগ্নিদূতের দ্বারা পিতৃগণের সমীপে পৌঁছাইয়া দেন।

হর্তা—ভক্তের দুর্গতি হরণ করেন। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ হে অর্জুন, আমার ভক্তের বিনাশ নাই, এই মহাসত্য তুমি ঢাক বাজাইয়া প্রচার কর।

বরাহমূর্ত্তিমান—হিরণ্যাক্ষদানবকে বধের নিমিত্ত ভগবান্ যজ্ঞবরাহ মূর্ত্তি ধারণ করেন। প্রথমে ব্রহ্মার নাসিকা হইতে ক্ষুদ্র মশকের মত বহির্গত হইয়া ক্রমে মেঘখণ্ডের ন্যায় বৃহদাকার হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং সমুদ্রের তলায় হিরণ্যাক্ষকে আক্রমণ করিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর তাহাকে পদাঘাতে নিহত করেন। মাতা যশোমতী শ্রীগোপালের কণ্ঠে বরাহমূর্ত্তি মাদুলীর মত ধারণ করাইয়াছিলেন, বিঘ্ন প্রশমনের জন্য সেই বরাহমূর্ত্তি দ্বারা শোভায়মান কৃষ্ণ।

নারায়ণো হৃষীকেশ গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ।
গোকুলেন্দ্রো মহাচন্দ্রঃ শবরীপ্রিয়কারকঃ ॥২৯

নারায়ণ—যিনি সকল জীবের পরমাশ্রয় তিনি জলেই আবাসস্থান করিয়া আছেন।

আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ
অয়নং তস্যতাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

হৃষীকেশ—চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ যাহার কেশ বা দীপ্তি।

সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ শশ্বদংশুভিঃ কেশ সংজ্ঞিতৈঃ।
বোধয়ন্ স্বাপয়ন্শ্চৈব জগদুত্তিষ্ঠতে পৃথক্।।
বোধনাৎ স্বাপনাচ্চৈব জগতো হর্ষণং ভবেৎ
অগ্নীষোম কৃতৈরেবং কর্মভিঃ পাণ্ডুনন্দন।
হৃষীকেশো মহেশানো বরদো লোকভাবনঃ।।

গোবিন্দঃ—গৌরেষা তু যতো বাণী তাং চ বেদ যতো ভবান্।
গোবিন্দস্তু ততো দেবো মুনিভিঃ কথ্যতে ভবান্। বাণীকেই গো বলে সেই বাণী বেদ স্বরূপ আপনাকে গোবিন্দ বলা হয়।

গরুড়ধ্বজ—নিজভক্ত বাহনকে যিনি উচ্চ স্থান দিয়া ধ্বজায় স্থাপন করিয়াছেন। গোকুলেন্দ্র—গোকুলের সকল ঐশ্বর্য প্রাপক। মহাচন্দ্র—চন্দ্রেরও চন্দ্র যিনি, অথবা এই মহীতে অবতীর্ণ চন্দ্র।

সূর্যস্যাপি ভবেৎসূর্য্যো বায়োর্বায়ুর্বিধো বিধুঃ।

শর্বরী প্রিয়কারকঃ—বিদ্যার নাম শর্বরী। বিদ্যাবধূজীবন। পরাবিদ্যার প্রিয় কারক।

কমলা মুখলোলাক্ষঃ পুণ্ডরীকঃ শুভাবহঃ।
দূর্বাসা কপিলো ভৌমঃ সিন্ধুসাগর সঙ্গমঃ।। ৩০

কমলানামক সখীর প্রতি দর্শনে চঞ্চল নয়ন অথবা কমলা শ্রীলক্ষ্মী।

পুণ্ডরীক—শ্বেত কমলের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট। শুভাবহ জীবগণের মঙ্গলদাতা। দুর্বাসা অধর্মবিনাশ কারী আত্মারাম।

কপিল তত্ত্বজ্ঞান উপদেষ্টা।

ভৌমঃ সকল ভুবনে প্রসিদ্ধ। প্রতিমারূপে পৃথিবীতে পূজিত।

সিন্ধু সাগর সঙ্গম—সমুদ্র কর্তৃক স্তুত।

দুর্বাসা কপিল ভোম প্রভৃতি নামও শ্রীগোপালেরই ইহা কি করিয়া

সম্ভব হয়, এরূপ আশঙ্কা করিলে উত্তরে বলিতে হয়—শ্রীনামের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে তাহার বৃত্তি কতদূর যায় তাহা বিচার করা প্রয়োজন। শব্দের দুই প্রধান বৃত্তি' এক যুক্ত-প্রগ্রহা আর মুক্ত-প্রগ্রহা। দুর্বাসা প্রভৃতি শব্দের মুক্ত-প্রগ্রহা বৃত্তিতে শ্রীগোপাল পর্যন্ত পৌঁছায়। কেননা গোপাল সর্ব কারণের কারণ অতএব সকল নাম, সকল রূপের পরম আশ্রয় গোপাল।

গোবিন্দো গোপতি র্গোত্রং কালিন্দী প্রেম পূরকঃ।
গোস্বামী গোকুলেন্দ্রো গো গোবর্ধন বরপ্রদঃ॥ ৩১॥

গোবিন্দ, সকল বেদ প্রতিপাদ্য গো শব্দে বেদ। গোপতি, বেদসংরক্ষক। গোত্র—সকলবেদশাখা বিস্তার পূর্বক গোত্র ও প্রবরের প্রবর্তক, কালিন্দী নামে দ্বারকা মহিষীর প্রীতিবর্ধনকারী, বৃন্দাবন বিহারে যমুনার হর্ষবর্ধন কারী।

নদ্যস্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীত-
মাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারে
র্গৃহ্নন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ॥

মুকুন্দের বেণুধ্বনি শ্রবণে যমুনার হৃদয়ে আবর্ত লক্ষণ কামনা-ভঙ্গ-বেগ প্রকাশ। তরঙ্গসমূহ বাহুর মত প্রসারিত করিয়া যমুনা বিকশিত কমল উপহার বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। গোস্বামী—গোপালক বেদস্বরূপ জ্ঞান বুদ্ধির প্রকাশক। আত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। গোকুলেন্দ্র ধেনুসমূহের মধ্যে ইন্দ্র। ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা চোদিতা বয়ম্। সুরভি গোবিন্দ কুণ্ডে

গোবিন্দাভিষেক সময়ে এই কথা বলেন—ব্রহ্মাকর্তৃক প্রেরিত আমরা আপনাকে ধেনুগণের ইন্দ্ররূপে অভিষেক করি।

নন্দাদি গোকুল ত্রাতা দাতা দারিদ্র্যভঞ্জনঃ।
সর্বমঙ্গলদাতাচ সর্বকামপ্রদায়কঃ॥ ৩২

নন্দাদি গোকুলের ত্রাণকর্তারূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের রক্ষা করেন। বিষজল কালীদহে মৃত প্রায় বন্ধুগণের কৃষ্ণপ্রাণ সঞ্চার করেন।

বিষাম্ভ স্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহত চেতসঃ।
নিপেতুর্ব্যসবঃ সর্বে সলিলান্তে কুরুদ্বহ॥
বীক্ষ্য তান্ বৈ তথাভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ
ঈক্ষণামৃত বর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ॥

দাতা তাহার মত আর নাই তাহাকে স্মরণ করিলেও অতিপাষণ্ডকেও তিনি আত্মদান করেন। বদান্যঃ কো ভবেদন্য ঈদৃশো জগদীশ্বরাৎ। স্বপাদং স্মরতাং যো বৈ স্বাত্মানমপি চার্পয়েৎ॥

দারিদ্র্যভঞ্জন—সুদামাবিপ্র অতিঅল্প উপহার নিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি দান করেন। সুদামা বলেন—কৃষ্ণ ভিন্ন এমন আর কে ?

নূনং বতৈতন্ মম দুর্ভগস্য শশ্বদ্দরিদ্রস্য
সমৃদ্ধিহেতুঃ।
মহাবিভূতেরবলোকতোঽন্যো
নৈবোপপদ্যেত যদূত্তমস্য॥

সর্বমঙ্গলদান করেন এবং সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ করেন। রন্তিদেবের কথায় ইহার আদর্শ অনুসন্ধেয়।

আদিকর্তা মহীভর্তা সর্বসাগর সিন্ধুজঃ।
গজগামী গজোদ্ধারী কামী কাম কলানিধিঃ ।। ৩৬ ।।

আদিকর্তা—একোঽহং বহুস্যাং ইত্যাদি শ্রুতির বক্তা। মহীভর্তা, শেষরূপে ধরণীধরেন্দ্র—মূলে রসায়াং স্থিত আত্মতন্ত্রো যো লীলয়া ক্ষাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি। সর্বসাগর সিন্ধুজ—ত্রিবিক্রম পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা ব্রহ্মাণ্ডের শিখর হইতে প্রবাহিত গঙ্গা, যাহার নাম বিষ্ণুপদী উহাদ্বারা সমুদ্রকে পূর্ণকরেন যিনি।

গজগামী—নাগঃ শত্রুঞ্জয়ো নাম মাতুলোয়ং দদৌ মম! এই শত্রুঞ্জয় হাতীটিকে আমার মামা দিয়াছেন। গজোদ্ধারী গ্রাহের আক্রমণ হইতে গজকে অভিশপ্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে উদ্ধার করেন যিনি। ভগবানের মহা কৃপালুতা এই গজোদ্ধার লীলাতেই স্মরণীয়।

কামী—ভক্তগণ যাহার কামনা করেন। মনসো বৃত্তয়ো ন স্যুঃ কৃষ্ণ পাদাম্বুজাশ্রয়াঃ। বাচোভিধায়িনী র্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু॥ কর্মভি-র্ভ্রাম্যমানানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া। মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈরতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥ আমার মনের বৃত্তি কৃষ্ণে লাগুক, আমার বাণী দেহ কর্ম সকল শ্রীকৃষ্ণ সেবায় থাকুক, আমার কর্ম সকল শ্রীকৃষ্ণ সেবায় থাকুক, আমার কর্ম-ফলানুসারে জন্মান্তর দেহান্তর হইলেও মনের রতি শ্রীকৃষ্ণে ইহাই পরম লাভ। সকল কামকলার পরমাশ্রয় অতএব কৃষ্ণ কামকলানিধি। চতুঃষষ্টি কামকলা যথা—

বন্ধাস্তু ষোড়শ প্রোক্তাঃ সিংহবিক্রমণাদয়ঃ
তথা স্নানাদি ভেদেন শৃঙ্গারা ষোড়শ স্মৃতাঃ
আলিঙ্গনাদি ভেদেন মৈথুনং চাষ্টধা মতম

বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধা রতিরিষ্যতে
শ্রবণাদিবিভেদেন দর্শনং স্যাচ্চতুর্বিধম্ ॥
ভাবাস্তু সংজ্ঞয়া পঞ্চ প্রোক্তাস্তে বিভ্রমাদয়ঃ
তথা হেলা প্রভৃতয়ঃ প্রোক্তা হাবা স্ত্রয়োদশ ।
এবং কামকলাঃ প্রোক্তা চতুষষ্টি বিভেদতঃ ॥

১৬ বন্ধ ১৬ শৃঙ্গার ৮ মৈথুন ২ রতি ৪ দর্শন ৫ ভাব ১৩ হার একুনে ৬৪ কামকলা, কামশাস্ত্রে বর্ণিত সকলই শ্রীকৃষ্ণে আশ্রিত।

কলঙ্ক রহিতশ্চন্দ্রো বিম্বাস্য বিম্বসত্তমঃ।
মালাকারঃ কৃপাকারঃ কোকিলস্বর ভূষণঃ।। ৩৪ ।।

আত্মা নিষ্কলঙ্ক আনন্দময় অপ্রাকৃত চন্দ্র। চিত্রপটে লিখিত বিশ্ব দর্শনেও অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চিত্র দর্শনেও পাপ দূর হয় সর্বশ্রেষ্ঠ বিম্ব। মথুরায় সুদামা মালাকার গৃহে গমন পূর্বক স্বেচ্ছায় তাহার মালা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃপা করেন কৃষ্ণ। অথবা যে ব্যক্তি মালা জপ করে তাহাকে তিনি কৃপা করেন।

কাষায়াম্বচ ভোজনাদি নিয়মান্নো বা
বনে বাসতো
ব্যাখ্যানাদথবা মুনি ব্রত ভরাচ্চিত্তোদ্ভবঃ ক্ষীয়তে।
কিন্তু স্ফীত কলিঙ্গ শৈলতনয়াতীরেষু বিক্রীড়তো
গোবিন্দস্যপদারবিন্দ ভজনারম্ভস্য লেশাদপি ।।

কাষায় বস্ত্রধারণ যম নিয়মাদি ব্রত অথবা পাণ্ডিত্য বা মুনি ব্রতে মনের মালিন্য যায় না। কিন্তু যমুনার তীরে বিহারশীল শ্রীগোবিন্দের পদাম্বুজ ভজন আরম্ভেই উহা দূরে যায়।

তাঁহার ধ্বনিতে বনের ময়ুর, কোকিল প্রভৃতি সকল পাখী স্তব্ধ হইয়া মুগ্ধ এবং নৃত্য পরায়ণ হয়।

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয় মীক্ষণেন।
সূক্তিশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥

রামোনীলাম্বরো দেবোহলী দুর্দাম মর্দনঃ।
সহস্রাক্ষপুরীভেত্তা মহামারী বিনাশনঃ॥ ৩৫

রামেতি লোকরমণাৎ—সকল জনের প্রিয় বলিয়া বলরাম রাম নামে পরিচিত। তিনি নীলাম্বর শ্যামলকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি বস্ত্ররূপে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসহ অভিন্ন রূপতারই ভাব হৃদয়ে ধারণ করেন। স্বরূপ তত্ত্ব বিচারেও বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যূহ, অভিন্নাত্মকই বলা হয়। তিনি যমুনা আকর্ষণ, প্রলম্বাসুর বধ প্রভৃতি লীলা করেন। শ্রীকৃষ্ণ লীলার পরিপূরক লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণাবতারের সহিত অভিন্ন ভাবেই ভাগবতেও কীর্তিত হইয়াছেন। তিনি হল ধারণ করিয়া কৃষক-গণের অগ্রণী ও যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া আদর্শ কৃষকের কার্যই করিয়াছেন। উহাতে কর্ষিত জমিতে জল আনয়নের সহায়তা হইয়াছে। দুর্দাম প্রলম্বাসুর সখামূর্তি ধারণ করিয়া গোপ বালক সঙ্গে খেলায় জুটিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে। রাম তাহা বুঝিতে পারিয়া সেদিন ভাণ্ডীর বটের সমীপে বাহ্য ও বাহকরূপে খেলার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরাজিত কৃষ্ণের পক্ষাশ্রিত কপট দানব প্রলম্বের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তিনি তাহাকে মুষ্টির আঘাতে নিহত

করেন। তাহার অসুর মূর্তি তখন সকলের সমীপে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বলরামের অভিন্ন তনু দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণসত্যভামার বাক্য অনুসারে ইন্দ্রের নন্দন কানন হইতে পারিজাত হরণ করিয়া সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকেও বিস্মিত করেন। মহামারী বিনাশন অর্থাৎ মৃত্যুভয় নিবারক, নাম স্মরণেই অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

মহাবিপৎকাল বিনাশনোঽয়ং
জনার্দনানু স্মরণানুভাবঃ ॥

জনার্দন শ্রীকৃষ্ণস্মরণমাত্র মহাবিপদের সময়ে রক্ষা পাইবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় একটি ঘটনায় কিভাবে ভগবান বিপন্নকে স্মরণ মাত্র রক্ষা করেন তাহার উল্লেখ আছে। ছোট একটি পাখীর কথা। অর্জুন ও ভগদত্ত দুজনে ভয়ঙ্কর সম্মুখ সমরে লিপ্ত হইয়া আছেন। এমন সময়ে একটি কুররী পক্ষী কুরুক্ষেত্রেরই একটি স্থানে তাহার ডিম্ব প্রসব করিয়াছে। যুদ্ধকালে অস্ত্র নিক্ষেপের ফলে যে কোনো সময় সেই অসহায় পক্ষীর ডিম্ব বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে ভগদত্তের হস্তীর কণ্ঠস্থিত বিরাট ঘণ্টা বিচ্ছিন্ন হইয়া এরূপ ভাবে সেই পাখীর ডিম্বকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল যে, আর কোনোও অস্ত্রাঘাতে উহা নষ্ট হইবার আশংকা রহিল না। একমাত্র শ্রীজনার্দন স্মরণের ফলেই অসহায় পাখীর রক্ষা হইয়াছিল বলিয়া ঘটনাটি পুরাণ কথায়ও স্থান পাইয়াছে।

পার্থ কোদণ্ড নির্মুক্তমাসন্নমতি বেগবৎ।
তস্যা ভল্লমহিশ্যামং ত্বচ চিচ্ছেদ জাঠরীম্ ॥

ভিন্নে কোষ্ঠে শশাংকাভং ভূমাবণ্ড চতুষ্টয়ম্।
আয়ুষঃ সাবশেষত্বাত্তূল রাশাববাপ তৎ ।।
তৎকাল সমপাতঞ্চ সুপ্রতীকাদ্ গজোত্তমাৎ।
পপাত মহতী ঘণ্টা বাণ সংছিন্ন বন্ধনা ।।
সমং সমন্তাৎ সংপ্রাপ্তা প্রভিন্নধরণাতলা।
ছাদয়ন্তী খগাণ্ডানি স্থিতানি পিশিতোপরি ।।

সেই সময় অকস্মাৎ অর্জুনের অস্ত্রে পক্ষীর উদর বিদীর্ণ হইয়া গেল আর তাহার উদর হইতে শুভ্র চারিটি ডিম্ব বাহির হইয়া ভূমিতে পড়িল। সেই সময়ই বাণ দ্বারা ছিন্ন সুপ্রতীক নামক ভগদত্তের হস্তীটির গলার ঘণ্টা ভগবদিচ্ছায় সেই ডিম্বগুলির উপর আচ্ছাদন করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করে।

এইভাবে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিলে নিশ্চয় তিনি কোনো না কোনো উপায় উদ্‌ভাবন করিয়া জীবকে রক্ষা করেন। এমন দয়ালু শ্রীভগবানকে আমাদের সর্বদাই স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য নয় কি ?

শিবঃ শিবতমো ভেত্তা বলারাতি প্রপূজকঃ
কুমারী বরদায়ী চ বরেণ্যো মীনকেতনঃ ॥ ৩৬

শিব মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণেরই এক নাম। শিবনামাসীতি শ্রুতেঃ। শিবতম—অত্যন্ত কল্যাণকারী জ্ঞানদাতা ভেত্তা যিনি নানা প্রকার ভেদ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।

বিভজ্যন্তে দিশো দেবা স্বরূপ লক্ষণ মানতঃ
যেনান্তর্যামিনা সোহয়ং নিয়ন্তা মধুসূদনঃ ।।

মধুসূদনই দিক্ দেশ কালাদির বিভাগ করিয়াছেন।

বলারাতি ইন্দ্র তাহার প্রপূজক বামন মূর্ত্তিতে অথবা ইন্দ্রই যাহার প্রপূজক, ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গের পর গোবিন্দাভিষেকে। কুমারীগণ কাত্যায়নী পূজার পর শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করিলে তিনি গোপীগণকে বর প্রদান করেন—তাহারা পতিরূপে কৃষ্ণকে লাভ করিবেন।

সকলকার উপাস্য বলিয়া বরেণ্য। লক্ষণা বিবাহ সময়ে মীন-স্বরূপ লক্ষ্যভেদ করিয়া কৃষ্ণ মীনকেতন।

নরো নারায়ণো ধীরো ধীরাপতিরুদারধীঃ
শ্রীপতিঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীমান্ মাপতিঃ প্রতিরাজহা ॥ ৩৭

নর নারায়ণ দুই ঋষি বদরিকাশ্রমে পর্বতরূপে অবস্থিত ভগবদবতার—তপস্যার আদর্শ বিগ্রহ।

ধীরঃ যিনি বুদ্ধিগম্য বুদ্ধির নিয়ন্তা। ধীরাপতি রুক্মিণীর বাক্যে জানা যায়, যাহার বুদ্ধি স্থির ধীর তাহারই পতি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরুক্মিণী দেবীর উক্তি—হে মুকুন্দ, কুলশীল রূপ বিদ্যা বয়স ধন গৃহ প্রভৃতির অতুলনীয় বৈভব দর্শন করিয়া তোমার ন্যায় পরম শ্রেষ্ঠ পুরুষকে কোন্ কুলবতী বুদ্ধিমতী নারী পতিস্বরূপে বরণ না করে ?

কাত্বা মুকুন্দ কুলশীল রূপ বিদ্যা বয়ো দ্রবিণ ধামভিরাত্মতুল্যম্।
ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা কালে নৃসিংহং নরলোক মনোভিরামম্ ॥

উদারধী সর্বসময়ে সর্বাবস্থায় সকলের প্রতি সমান ব্যবহার একথা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে জানা যায়।

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চন জনপ্রিয়ঃ
তস্মাৎপ্রায়েন ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে ॥

শ্রীপতি—লক্ষ্মীপতি শোভার পালক, শ্রীনিধি সকল সম্পদের আশ্রয়, শ্রীমান্ লক্ষ্মীযুক্ত মা-পতি—লক্ষ্মীপতি অথবা সকল প্রমাণের প্রামান্য খ্যাপক। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, সম্ভব, প্রভৃতি সকল প্রমাণের প্রমাণ। প্রতিরাজহা রাজাধিরাজ। হরিবংশ বর্ণনানুসারে ক্রথকৌশিক দেশের রাজা কুণ্ডন পুরীতে যাওয়ার পথে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের রাজ্যে রাজ্যাভিষেক করেন। উহা দেবতা গন্ধর্ব সকলেই সমর্থন করেন। সেই সময় গগনস্থিত চিত্রাঙ্গদ সকলের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য ঘোষণা করেন—

এষ বিষ্ণু প্রভুর্দেবো দেবানামপি দৈবতম্।
জাতোঽয়ং মানুষে লোকে নররূপেণ কেশবঃ॥
তস্মৈ দেবাধিদেবায় কেশবায় মহাত্মনে।
অভিষেকং সুরৈঃ সার্ধং কিমিচ্ছেয়মতঃ পরম্॥

বৃন্দাপতিঃ কুলং গ্রামী ধাম ব্রহ্ম সনাতনঃ।
রেবতী রমণো রামঃ প্রিয়শ্চঞ্চললোচনঃ॥ ৩৮

বৃন্দানামে গোপীর পতি বা শঙ্খাসুরপত্নী সমীপে পতিরূপে প্রতিভাত —নারায়ণ, কুল-যিনি বংশধারা রক্ষা করেন; কুবিষয় দূর করেন। গ্রামী —শালগ্রাম নিবাসী। ধাম সকলের আশ্রয় "শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম" "প্রকাশবহুলং ধাম"। ব্রহ্ম ব্যাপক, যাহা হইতে বৃদ্ধি লাভ হয়— বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিজ্ঞানমেতৎ সর্বং জনার্দনাৎ। সকল বস্তুই এক জনার্দন হইতে প্রবৃত্ত হয়।

সনাতন—যিনি চিরন্তন, নানা শাস্ত্রবাক্য তাহারই বর্ণনা করে। রেবতীরমণ—পট্টমহিষী রেবতীর ভর্তা অথবা উক্ত নামে এক নক্ষত্রের সহিত চন্দ্ররূপে বিরাজমান। রাম—রমতে রময়াসার্ধং তেন রাম ইতি

স্মৃতঃ—রমাপতি। প্রিয়—অনুরাগীজনের নিত্য তৃপ্তি বিধায়ক। চঞ্চল লোচন, চঞ্চলশ্চপলেঽনলে এই অর্থে অগ্নি যাহার লোচন। অগ্নিতে তাহার রূপ ধ্যানের কথা উদ্ধবের প্রতি উপদিষ্ট "বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ ধ্যানমঙ্গলম্।"

রামায়ণ শরীরোঽয়ং রামী

রামায়ণ তাহার শরীর। রামায়ণ (১০০) শ্রবণে তাহারই অনুভব হয় পাপ দূর হয়। রা শব্দে বিশ্ব ম শব্দে ঈশ্বর, বিশ্ব ও ঈশ্বর যাহার আশ্রিত তিনি রামী। এই পর্যন্ত একশত নাম হইল।

……রাম শ্রিয়ঃ পতিঃ।
শবরঃ শবরীসর্বঃ সর্বত্র শুভদায়কঃ॥ ৩৯

রাম নাম লোক রমণ হেতু। রমার বর।

এবং বিমৃশ্যাব্যভিচারি সদ্‌গুণৈর্বরং
নিজৈকাশ্রয়তা গুণাশ্রয়ম্।
বব্রেবরং সর্বগুণৈরপেক্ষিতং
রমা মুকুন্দং নিরপেক্ষ মীপ্‌সিতম্॥

মাধুর্য শোভার পরমাশ্রয়,—শ্রিয়ঃ পতিঃ

যদঙ্গমাধুর্য্য বিলাস লক্ষ্ম্যা
সংভূষিতা গোকুল গোপকন্যাঃ

শর্বর যিনি সর্বত্র তত্ত্বজ্ঞান দান করেন। শর্ব শিব তাহাকে যিনি নিজ অঙ্গে ধারণ করেন, সেই মহাবিষ্ণু। শর্বরী রাত্রি রূপেও যিনি অন্ধকার মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন। সর্ব রূপেই তিনি আছেন। সর্বাবস্থায় মুক্তি দায়ক শুভঙ্কর।

রাধা রাধয়িতা রাধী রাধাচিত্ত প্রমোদকঃ।
রাধারতি সুখোপেতো রাধামোহনতৎপরঃ ॥ ৪০

যিনি রাধার আরাধনা করেন, কেশবন্ধনাদি দ্বারা প্রসন্ন করেন—

আরাধনং প্রকুরুতে স্বয়মেব যস্যাঃ
শ্রীনন্দরাজতনয়ো রচনা বিদগ্ধঃ।
কেশপ্রসাধ কুসুমাভরণাদিভিস্তাং
শ্রীরাধিকাং স্বজনসৌখ্যকরাং প্রপদ্যে ॥

রাধার সহিত নিত্যসম্বন্ধ বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের নাম রাধী।

রাধাচিত্তপ্রমোদক রাধাসুখেই শ্রীকৃষ্ণসুখী। রাধার সহিত লীলা-রসেই সুখী, সর্বপ্রকারে শ্রীরাধার মন হরণ করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট।

রাধাবশীকরো রাধা হৃদয়াম্ভোজষট্পদঃ।
রাধালিঙ্গন সম্মোদো রাধানর্ত্তনকৌতুকঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণের বশ শ্রীকৃষ্ণ রাধার বশ, রাধার হৃদয় কমল, তাহাতে ভ্রমর শ্রীকৃষ্ণ। রাধার আলিঙ্গনে আনন্দ নর্ত্তনে কৌতুক।

রাধা সংজাত সংপ্রীতো রাধাকাম্যফলপ্রদঃ।
বৃন্দাপতিঃ কোকনিধিঃ কোকশোকবিনাশনঃ ॥ ৪২ ॥

রাধাই যাহার আনন্দ প্রদান করেন, সেই কৃষ্ণ রাধার সর্বপ্রকার অভিলষিত বিষয় প্রদান করেন। তিনি বৃন্দাপতি সকল কামনার (চক্রবাক চক্রবাকীর) আশ্রয় এবং তাহাদের শোক হরণকারী। প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ার মিলনকারী।

চন্দ্রাপতি শ্চন্দ্রপতি শ্চণ্ডকোদণ্ড ভঞ্জনঃ।
রামো দাশরথী রামো ভৃগুবংশ সমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥

চন্দ্রা সখীর সহিত বিহারশীল, চন্দ্র নামক সখার পালক। কোপন স্বভাব কংসের ধনুর্ভঙ্গ কারক। দশরথপুত্র রাম এবং পরশুরামও শ্রীকৃষ্ণই।

বার্যমাণো নৃভিঃ কৃষ্ণ প্রসহ্য ধনুরাদদে॥
করেণ বামেন সলীল মুদ্ধৃতং
সজ্জং চ কৃত্বামিমিষেণ পশ্যতাম্।
নৃণাং বিকৃষ্য প্রবভঞ্জ মধ্যতো—
যথেক্ষুদণ্ডং মদকর্য্যুরুক্রমঃ॥

এখানে রাম অর্থ আশ্রিত জনের আনন্দ দাতা, দাশরথি এরূপ পাঠ হইলে দশরথের পুত্রকে বুঝায় এখানে দাশরথী এই পদের অর্থ করিতে "রথ পৌরুষ দেহয়ো" এই কোষ প্রাপ্ত অর্থে রথ দেহকেও বুঝায়। সেবক গণের দেহেরও রথী আর তাহাদের সকল পৌরুষেরও পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ হৃষীকেশ। দশরথনন্দন এবং ভৃগু নন্দন ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ।

আত্মারামো জিতক্রোধো মহামোহান্ধভঞ্জনঃ
বৃষভানুভবো ভাবী কাশ্যপিঃ করুণা-নিধিঃ॥ ৪৪

যিনি নিজেরই প্রকৃতিতে নিজে সর্বপ্রকারে রমিত হন, তিনি আত্মারাম। অথবা "আত্মা তু রাধিকা তস্য—তথৈব রমণাদসৌ।
আত্মারাম ইতি প্রোক্তো মুনিভির্গূঢ়বেদিভিঃ॥

এই বাক্য অনুসারে রাধারমণ। যিনি ভৃগুমুনির চরণআঘাতে ক্রুদ্ধ হন নাই, তাহার ন্যায় আর জিতক্রোধ কে আছেন?

গোকুল কুলজরতীনাং পরুষা বাগপি যথা প্রমোদয়তি।
স্তুতিরপি মহামুনীনামবনত শিরসাং সখে ন তথা॥

বেণু বাদন পূর্বক সকলকার মোহ উৎপাদক।

কবয় আনতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ।।

আবার অজ্ঞান জীবের মোহান্ধ ভঞ্জনকারী—অর্জুনের রথে বাসুদেব কৃষ্ণ।

বৃষভানুরাজার কল্যাণ নিমিত্ত রাধারূপে আবির্ভূত অথবা যাহার অনুগ্রহে বৃষস্বরূপ ধর্মের তত্ত্ব অনুভব হয়। কর্মানুসারে জীবের ফলদাতা বলিয়া তিনি ভাবী। বামন অবতারে কশ্যপনন্দন কাশ্যপি।

কোলাহলো হলী হালো হলী হলধর প্রিয়ঃ

রাধামুখাব্জ মার্তণ্ডো ভাস্করো রবিজো বিধুঃ ॥ ৫৫

"কোলোমেকল উৎসঙ্গে" এই হেমকোষ বাক্য অনুসারে যশোদার কোলে ক্রীড়াশীল অথবা দুষ্টজনের কোলা বা ফলকে বিনাশ করেন যিনি। হলী অর্থে কর্ষক যিনি জীবের হৃদয় ভূমি কর্ষণ করেন। তিনিই হল, তিনিই হলচালক হলী। হরিবংশে তাহাকে লাঙ্গলী বলা হইয়াছে।

লাঙ্গলী মুষলী চক্রী দেবকী তনয়ো ভবান্।

চাণুরমথনশ্চৈব গোপ্রিয়ঃ কংসহা ভবান্ ॥

অথবা "বালা-বাসূঃ সখী হলা" এই ত্রিকাণ্ড কোষ বাক্য হইতে হলা সখীর নাম, ইহাও বুঝা যায়। 'হলা সপ্তসই' হলা সখীর উক্তি কিনা বিবেচনীয়। এই পুলিন্দী সখী গান নৃত্য করেন। বলদেব প্রিয় বলিয়া হলধর প্রিয় নাম। রাধামুখ কমলের বিকাশে শ্রীকৃষ্ণ সূর্য স্বরূপ। যিনি ভাস্কর সদৃশ অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেন। সূর্যের তেজও কৃষ্ণ, তাই তিনি রবিজ। তিনিই চন্দ্র।

বিধির্বিধাতা বরুণো বারুণো বারুণীপ্রিয়ঃ
রোহিণী হৃদয়ানন্দী বসুদেবাত্মজোবলী ॥ ৪৬

যজ্ঞের সকলপ্রকার বিধি তাহার রূপ, তিনিই বিধানদাতা। "যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।" তিনি বরুণ, যিনি সাধুগণের বরেণ্য এবং সাধুগণকে বরণ করেন। যে ত্যক্ত লোকধর্মাশ্চ সদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্। যিনি অসৎকর্ম হইতে বারণ করেন, তিনি বারুণ। বারুণী একপ্রকার পানীয় উহাতে যাহার প্রীতি। রোহিণী মাতার আনন্দদাতা। যিনি বসুদেবের পুত্র রূপে আবির্ভূত। বলনামক গোপের সখা অত্যন্ত বলবান কৃষ্ণ।

নীলাম্বরো রৌহিণেয়ো জরাসন্ধ বধোঽমলঃ
নাগো জয়াম্ভো বিরুদো বিরুহো বরদো বলী ॥ ৪৭

লীলায় নীলাম্বরধারী, রোহিণী নক্ষত্রে জাত, জরাসন্ধ বধ বিষয়ে উপদেষ্টা, সর্বভাবে নির্মল জাড্যভাব রহিত। নিষ্ঠা বিমুখের সমীপে গমন করেন না, অথচ যাহার মুখে মুরলী সকলকে শীঘ্রগতি প্রদান করে। যাহার ধ্বনি সকলপ্রকার অনিষ্ট দূর করিয়া দেয়। যাহার লীলার নিমিত্ত ব্রজে বৃক্ষ ও লতা উৎপন্ন হয়। যিনি সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করেন এবং বলবান্।

গোপথো বিজয়ী বিদ্বাশ্লিপিবিষ্টঃ সনাতনঃ।
পরশুরামবচোগ্রাহী বরগ্রাহী শৃগালহা ॥ ৪৮

গো সেবার পথেই তাহাকে পাওয়া যায়, তিনি সর্বত্র বিজয়ী, বিজয় নামে তাহার বন্ধু আছে, তিনি বিদ্বান্ কালত্রয় রহস্য তিনি জানেন।

শিপিবিষ্ট-যজ্ঞাত্মা পশুতে অবস্থানকারী।
শৈত্যাচ্ছয়নযোগাচ্চ শী তু বারি প্রচক্ষতে।

তৎপানাদুক্ষণাচ্চৈব শিপয়ো রশ্ময়ো মতাঃ
তেষু প্রবেশাদ্বে শেষ্যাচ্ছিপিবিষ্ট ইহোচ্যতে ॥

ইহাতে বুঝা যায়, শিপিবিষ্ট অর্থ কিরণময়। সনাতন নামে সখার বন্ধু কৃষ্ণ। সখাদের নাম, চিত্র ক্রোড়ো বিশালাক্ষঃ পুণ্ডরীকো বরূথপঃ। সনাতনঃ সুহাসশ্চ বলঃ কৃষ্ণঃ সুমঙ্গলঃ ॥ পরশুরামের বাক্য গ্রহণকারী, হরিবংশে গোমন্ত পর্বত আরোহণ প্রসঙ্গে পরশুরামের বাক্য —তদ্ গচ্ছ কৃষ্ণ শৈলেন্দ্রং গোমন্তং চ নগোত্তমম্। জরাসন্ধমৃধে চাপি বিজয়স্ত্বামুপস্থিতঃ ॥ ইদং চৈবামৃত প্রখ্য হোমধেনোঃ পয়োমৃতম্। পীত্বা গচ্ছত ভদ্রং বো ময়াদিষ্টেন কর্মণা ॥ হে কৃষ্ণ, তুমি গোমন্ত নামে শ্রেষ্ঠ পর্বতে গমন কর। জরাসন্ধ যুদ্ধে তোমার সমীপে বিজয় উপস্থিত হইবে। এই হোম ধেনুর অমৃতময় দুগ্ধ-পান কর। এই অমৃতময় দুধ পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সেই স্থান হইতে গমন করেন, পরশুরামের জয়াশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্বক। এই জয়লাভের বর পাইয়া তিনি বরগ্রাহী হইলেন।

তিনি শৃগালবাসুদেবকে নিহত করেন। নিহত শৃগালের হস্ত হইতে চক্র শ্রীকৃষ্ণের হস্তে ফিরিয়া আসিল। ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইয়া রহিল।

দমঘোষোপদেষ্টা চ রথগ্রাহী সুদর্শনঃ।
বীরপত্নী যশ স্ত্রাতা জরাব্যাধি বিঘাতকঃ ॥ ৪৯

দমঘোষ শিশুপালের পিতা, তাহাকে উপদেশ প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গ হরিবংশে আছে—দেশকাল বিশিষ্টস্য হিতস্য মধুরস্য চ। বাক্যস্য দুর্লভ লোকে বক্তারশ্চেদিসত্তম। ভাল কথা বলবার মত লোক দুর্লভ। দমঘোষ রথ দান করেন, উহা শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করেন।

ইমৌ রথবরৌ দত্তৌ যুবয়োঃ কারিতৌ ময়া
যোজিতৌ শীঘ্র তুরগৈঃ স্বংগচক্রাক্ষকূবরৌ
শীঘ্রমারুহ ভদ্রং তে বলদেব সহায়বান্॥

ভক্তের সুখদায়ক সুন্দর তাই সুদর্শন। রুক্মিণীকে বীরগণের মধ্য হইতে হরণ করিয়া যশ লাভ করিয়াছেল এবং পত্নীর যশ রক্ষা করিয়াছেন কৃষ্ণ।

জরা এবং ব্যাধির বিনাশক অন্তরের বাসনা বিঘাতক।

দ্বারকা বাসতত্ত্বজ্ঞো হুতাসনবরপ্রদঃ
যমুনাবেগ সংহারী নীলাম্বর ধরঃ প্রভুঃ॥ ৫০

দ্বারকায় অবস্থানপূর্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রদায়ক। অগ্নিতে শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে আহুতি দিলে তাহার সন্তোষ হয়, এই বর দিয়াছেন। বংশীর ধ্বনি দ্বারা যিনি যমুনাকে বিপরীত দিকে প্রবাহিত করিয়াছেন। তুমি নীল আকাশের ধারক অথবা রাধারূপে নীল শাড়ী পরিহিত। প্রভু, তুমি সবকিছু করিতে সমর্থ।

বিভুঃ শরাসনোধন্বী গণেশো গণনায়কঃ
লক্ষ্মণো লক্ষণো লক্ষ্যো রক্ষো বংশ বিনাশনঃ।৫১

বিভু শব্দে ব্যাপক। শত্রুর প্রতি শরাসন ধারণ করিয়া থাক। শার্ঙ্গ তোমার ধনুক। সকল সেনার অগ্রভাগে গণেশরূপে তুমিই থাক। গণের মধ্যে তুমি প্রধান। লক্ষ্মণার পতি, আবার তোমার অঙ্গে নানা-প্রকার চিহ্ন ধারণ কর—লক্ষ জীবের তুমি সংরক্ষক, তুমিই সাধকগণের একমাত্র লক্ষ্য—তুমিই রক্ষক এবং রাক্ষসকুলের বিনাশক।

বামনো বামনীভূতোঽ বামনো বামনারুহঃ
যশোদানন্দনঃ কর্ত্তা যমলার্জুন মুক্তিদঃ॥ ৫২

বামনাবতার ইদং বিষ্ণু র্বিচক্রমে ত্রেধা
নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাঁসুরে ॥

বামনীভূত—বিরাট শরীর হইয়াও তুমি লীলায় ক্ষুদ্রকায় ধারণ কর। ক্রীড়ার সময় বামনাকৃতি সখার স্কন্ধে আরোহণ কর। সর্ববিষয়ে বুদ্ধিদাতা—যমল অর্জুন বৃক্ষ দুটির অন্তরে অবস্থিত—নলকূবর মণি-গ্রীবকে উদ্ধার করিয়াছ।

উলূখলী মহামানো দামবদ্ধাহ্বয়ী শমী—

দধিভাণ্ড ভঞ্জনের ফলে মাতা যশোমতী তোমাকে উদূখলে বাঁধিয়া রাখেন সকল দেবতার সমীপে সম্মান পূজা লাভ করিলেও মাতার স্নেহ-রজ্জুতে আবদ্ধ দামোদর তুমি। শ্রুতি তোমাকে শমী বা শান্ত বলিয়াছে।

শান্তং শাশ্বতম প্রমেয়ম্।

এই পর্যন্ত ২০০ নাম হইল।

ভক্তানুকারী ভগবান্ কেশবো বলধারকঃ ॥৫০

ভক্তগণ ভগবানের লীলা অনুকরণ করেন, ইহা সুন্দররূপে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধানে শ্রীগোপী সমাজে রাস প্রসঙ্গে—

"লীলাভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ"

ভগবান—ঐশ্বর্য-জ্ঞান-বীর্য-যশ-ধর্ম ও শ্রী প্রভৃতি যাহার পূর্ণরূপে আছে তাহাকে বলে ভগবান্। যিনি বিশ্বের উৎপত্তি প্রলয় জীবগণের আগমন ও তাহাদের গতি জানেন, তিনি ভগবান্। জীবমাত্রকে ভগবান বলিলে ভগবানের অমর্যাদা হয়, এই জন্য কোনো ভক্ত সমাজে জীবকে ভগবান বলে না। তাহার কেশ জ্যোতি, অথবা কুঞ্চিত দীর্ঘ

কুন্তল আছে বলিয়া কেশব। অর্জুনের বলধারক ইহা ভাগবতের কথায় আছে।

যস্মান্নঃ সম্পদো রাজ্যং দারাঃ প্রাণাঃ
কুলং প্রজাঃ।
আসন্ সপত্ন বিজয়ো লোকাশ্চ
যদনুগ্রহাৎ।।

কেশিহা মধুহা মোহী বৃষাসুর বিঘাতকঃ।
অঘাসুর বিনাশী চ পূতনা মোক্ষদায়কঃ॥ ৫৪

কেশী দানবকে ও মধু নামক দানবকে তুমি বধ করিয়াছ। তুমি সকলের মোহ উৎপাদনে সুদক্ষ, বৃষাসুর বিনাশক এবং অঘাসুর অন্তক। পুতনাকেও তুমি মোক্ষ দিয়াছ।

কুব্‌জা বিনোদী ভগবান্ কংসমৃত্যু র্মহামখী।
অশ্বমেধো বাজপেয়ো গোমেধো নরমেধবান্॥ ৫৫

মথুরা লীলায় কুবজা সুন্দরীকে তুমি আনন্দ দান করিয়াছ সর্ব ঐশ্বর্য মণ্ডিত তুমি কংসের সভায় মৃত্যুরূপেই দর্শন দিয়াছ। তুমি দ্বারকায় বিরাট যজ্ঞও করিয়াছ। তোমার প্রিয় পাণ্ডবগণের দ্বারা করাইয়াছ। অশ্বমেধ, বাজপেয়, গোমেধ, নরমেধ প্রভৃতি সকল যজ্ঞমূর্ত্তি তুমিই। এই সকল যজ্ঞ পবিত্র হওয়ার জন্য দান লক্ষণ ক্রিয়া।

কন্দর্প কোটি লাবণ্য চন্দ্রকোটি সুশীতলঃ
রবিকোটি প্রতিকাশো বায়ুকোটি মহাবলঃ॥ ৫৬

কোটি কামের সৌন্দর্য, কোটি চন্দ্রের শীতলতা, কোটি সূর্যের উজ্জ্বলতা এবং কোটি বায়ু প্রবাহের বেগ ভগবানের আছে।

ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড কর্তা চ কমলাবাঞ্ছিতপ্রদঃ।
কমলী কমলাক্ষশ্চ কমলা সুখ লোলুপ ॥ ৫৭

শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মা আবার ব্রহ্মাণ্ডের গতি তিনিই। লক্ষ্মীরও বাসনা পূরণে সমর্থ। কমল তাহার আসন। কমল তাহার নয়ন। কমলার সৌন্দর্য তাহার অভিলষিত। তিনি কিশোর বয়স সফল করেন শ্রীরাসাদি লীলায়।

"কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভি র্মুমোদ হ।"

সকলেই তাহার উপাসনা করে—

"আত্মাদি স্তম্বপর্যন্তৈর্মূর্তিমদ্ভিরুপাসিতাঃ।"

তিনি কমল ধারণ করেন—"বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মঃ।"

কমলাব্রতধারীচ কমলাক্ষ পুরংদরঃ
সৌভাগ্যাধিকচিত্তোঽয়ং মহামায়ী মহোৎকটঃ ॥ ৫৮

নারদের উপদেশে রুক্মিণীর ব্রত নিয়ম প্রতিপালন করেন। তাহার নেত্র কমলের দৃষ্টি প্রভাবে সুদামা বিপ্রের ন্যায় দরিদ্রও সর্বসম্পৎ লাভ করে।

নূনং বতৈতন্মম দুর্ভগস্য
শশ্বদ্দরিদ্রস্য সমৃদ্ধিহেতুঃ।
মহাবিভূতেরবলোকতোঽন্যো
নৈবোপপদ্যেত যদূত্তমস্য ॥

শ্রীকৃষ্ণের অবলোকন ভিন্ন এরূপ ঐশ্বর্য হইতে পারে না, সুদামার এই বিশ্বাস। তিনি পুরন্দর কামদেবের ন্যায় সুন্দর আবার বিবিধ আয়ুধধারণ পূর্বক দানবপুরীর ধ্বংসকারক।

ভাগ্যবানগণ যাহাতে চিত্ত লগ্ন করেন, যিনি অচিন্ত্য মায়াপ্রভাব বিস্তার করেন এবং সাধুগণের আরাধ্য।

তারকারিঃ সুরত্রাতা মারীচ ক্ষোভ কারকঃ।
বিশ্বামিত্রপ্রিয়ো দান্তোরামো রাজীবলোচনঃ॥ ৫৯

যিনি তারকাকে বধ করেন, দেবতাদের রক্ষা করেন, মায়া মারীচকে বধ করেন, বিশ্বামিত্র মুনির প্রিয়শিষ্য সংযম পরায়ণ কমলনয়ন রাম!

লঙ্কাধিপ কুলধ্বংসী বিভীষণবরপ্রদঃ
সীতানন্দ করো রামো বীরো বারিধি বন্ধনঃ॥ ৬০

শ্রীরামরূপে রাবণবংশবিনাশকারী অথচ বিভীষণের বরদাতা সীতার আনন্দদাতা, সমুদ্রে সেতু বন্ধনকারী বীর রাম।

খরদূষণ সংহারী সংকেত পুরবাসবান্
চন্দ্রাবলীপতিঃ কুলঃ কেশিকংসবধোঽমলঃ॥ ৬১

খর ও দূষণ দানবের নিহন্তা পাপীকে মোক্ষ দাতা, গোলোক শ্বেত-দ্বীপে বাসকারী, সখীগণকে সংকেত নামক স্থানে আনয়নকারী, রাধা-চন্দ্রাবলীর সহিত পতিভাবে মিলিত তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে। যিনি যমুনা কুলেই বিহারশীল এবং কংস কেশী প্রভৃতি দৈত্যহন্তা।

কাত্যায়নী ব্রত প্রসঙ্গে ব্রজের কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্যই প্রার্থনা করেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে
মহাযোগিন্যধিশ্বরি।
নন্দগোপ সুতং দেবি
পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

এই প্রার্থনার উত্তরে দেবতার বর দেওয়ার কথাও আমরা শুনি—

যাতাবলাঃ ব্রজং সিদ্ধাঃ
ময়েমাঃ রংস্যতে ক্ষপাঃ।

তবেই বুঝা যায়, প্রার্থনা রূপেই মিলন হওয়ার কথাই সূচিত হইল। এ সম্বন্ধে বহুবিধ বিতর্ক থাকিলেও যাহারা ঔপপত্য সম্বন্ধটিকে অসহ্য বলিয়া মনে করেন, তাহারা নিম্নোক্ত বাক্যে গোপীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ সংবাদ দেখিয়া আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

ভগবানের অনুমোদিত বিষয় সত্যই হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কথিত আছে, ব্রহ্মা যখন গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণঅঙ্গ হইতেই গোপবালক মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল এবং এক বৎসর পর্যন্ত এই কৃষ্ণময় গোপবালকগণের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণময় বৎস চারণাদি লীলা করেন। এই অবসরে ব্রজের সকল গাভীরই বৎসরূপে বৎসমূর্তিতে কৃষ্ণ গোমাতার স্তন্য নিজে মুখ লাগাইয়া টানিয়া পান করিয়াছেন। অজানিতভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্তরের আশাকে পূর্ণ করিয়াছেন।

ব্রজের গোপীগণের পতিরূপে কৃষ্ণ পাওয়ার প্রার্থনাও এই অবসরেই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ করেন। শ্রীকৃষ্ণই বিভিন্ন গোপবালকমূর্ত্তিতে গোপীগণের পাণি গ্রহণ করেন। অবশ্য একবৎসর পর হইতে ব্রহ্মার নিকট অবস্থিত গোপবালকগণের সঙ্গে পতিভাবে মিলনের সময় যোগমায়া নিজ শক্তিতে তাহাদের সমীপে ছায়া গোপী উপস্থাপিত করিয়া সত্যকার গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ সমীপেই মিলিত করেন। এই রহস্য বাহিরে প্রকাশিত হওয়ার নয়। কৃষ্ণের প্রতি কাহারও কটাক্ষ

করিবারও সুযোগ হয় নাই। কেন না ব্রজের গোপগণ অনুভব করিয়াছেন, তাহাদের নিজ নিজ পত্নী গৃহেই আছেন।

মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্
স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥

কল্পান্তরের কথায় চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বিবাহের প্রসঙ্গও আছে। যথা—

নিতা সিদ্ধাস্ত পিতৃভিঃ
পাণি গ্রহণ পুর্বকম্।
সকুলং কৃষ্ণমভ্যর্চ্য
তস্মৈ দত্তাঃ পরিস্করৈঃ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ প্রসঙ্গও শ্রীহরলীলামৃত তন্ত্রে আছে। শ্রীশংকর পার্বতীকে বলেন—

অথ তত্র শুভে কালে বিপ্রানাহূয় সত্তমান্
বৃষভানুর্মহাভাগঃ পপ্রচ্ছোদ্বাহবাসরম্
ষোড়শেহহ্নি বিবাহর্ক্ষং বিদ্যতে পরমং শুভম্
লগ্নাদি দোষ রহিতং প্রাগেবাস্মদ্বিচারিতম্
অথ নন্দ গৃহে প্রীত্যা প্রেষিতা লগ্ন-পত্রিকা
অশ্বাঃ স্বলংকৃতা দৃপ্তা হস্তিনশ্চ রথৈর্যুতাঃ
সৌবর্ণানি চ বাসাংসি নারিকেল যুতানি বৈ
নানাবিধানি রত্নানি কৃষ্ণপ্রীত্যৈ সমাদিশৎ
অথোৎসবঃ প্রববৃধে গোপয়োরুভয়োর্গৃহে
উদ্বর্তনং দধুর্নার্য্যো দ্বয়োরঙ্গে মহাত্মনোঃ

অথোদ্বাহদিনে সর্বে গোপগোপ্যঃস্বলংকৃতাঃ
উপায়নান্যুপাদায় উভয়োরাযযুর্গৃহম্।
পুষ্পবৃষ্টিঃ সুরৈর্মুক্তা ভানুগেহে ব্যজায়ত
গীতেন গোপিকানাস্তু দেবলোকোঽপ্যলংকৃতঃ
অথাগ্নিঃ প্রক্রমে কালে উবাচাবনতোগ্রতঃ

অগ্নিরুবাচ—

নমামি রাধিকাং দেবীং বৃষভানুসুতাং শুভাম্
যৎ পাদরেণু কণিকাং বাঞ্ছন্তি সুরযূথপাঃ
নমামি পাদপদ্মন্তে নন্দনন্দন সর্বদা
বৃষভানুসুতে দেবি পুনস্ত্বাংপ্রণমাম্যহম্ ॥
কো বরাকো হ্যহংনাথ প্রক্রমার্থং ভবামি বাম্
ধৃতা মে শিরসা নিত্যং যুবয়োঃ পাদরেণবঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

নমামি বৃন্দাবিপিনরজাংসি পশুপক্ষিণঃ
কিং পুনর্দেবরূপং চ ত্বামতিপ্রেমসংযুতম্

শ্রীশিব উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা প্রক্রমং চক্রে শ্রীবৃন্দাবন নায়কঃ।
ততো মহোৎসবো বৃত্তঃ পশ্যতাং দম্পতী মুদা ॥
নরাণামথনারীণামতিবিস্ময়দায়কঃ।
বৃষভানুর্দদৌ দানং বিপ্রেভ্যো বহু সম্পদম্ ॥
অথাশিষো দদুর্বিপ্রা বিধিবৎপ্রতিপূজিতাঃ
প্রীতিদানং দদৌ তত্র বৃষভানুর্মহামনাঃ ॥

দশ লক্ষমিতা গাবো বাসাংস্যতিমৃদূনি চ।
দাসদাসীর্ধনং চাপ্যসংখ্যাতং প্রদদৌ মুদা॥
বধূবরৌ রথে স্থাপ্য প্রেষয়ামাস সাদরম্।
দিনমেকং বাসয়িত্বা পুনরানীয় স্বে গৃহে॥
দম্পতী বাসয়ামাস বভূব পরমোৎসবঃ।
বৃষভানুপুরে রম্যে দেবানামপি দুর্লভে॥
ইতি তে কথিতং ভদ্রে বিবাহো রাধিকাপতেঃ।
যং শ্রুত্বা পরমাং ভক্তিং প্রাপ্নোতি কিমতঃ পরম্॥

মাধবো-মধুহা-মাধ্বী-মাধ্বীকো মাধবী বিভুঃ।
মুঞ্জাটবী গাহমানো ধেনুকারির্ধরাত্মজঃ॥ ৬২॥

মাধব লক্ষ্মীপতি, মধু যাদব কুলে আবির্ভূত। মধু নামক দৈত্য নিহন্তা মধুর স্বভাব, মুরলীগানে মধুবর্ষণকারী—মাধবীলতা বা সখীর পরম বান্ধব, ধেনুকাসুর অন্তক, যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হউন।

বংশীবট বিহারী চ গোবর্ধনবনাশ্রয়ঃ।
তথাতালবনোদ্দেশী ভাণ্ডীরবন শংকহা॥ ৬৩॥

যমুনাতটে বংশীবটে গোবর্ধনে তালবনে ভাণ্ডীর বনে বিহার করিয়া ব্রজবাসীর সর্বপ্রকার ভয় দূর কর। ভাণ্ডীর বনে আগুন লাগিয়াছিল।

তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ॥
ততশ্চ তেঽক্ষীণ্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীর মাপিতাঃ।
নিশম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ॥

বালকেরা চক্ষুমুদ্রিত করিলে কৃষ্ণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অঞ্জলি করিয়া জলের মত পান করিলেন। বালক ও গোবৎস সকলে বিপদ হইতে মুক্ত হইল।

তৃণাবর্ত কৃপাকারী বৃষভানুসুতাপতিঃ।
রাধাপ্রাণসমোরাধাবদনাব্জমধুকরঃ ॥ ৬৪ ॥

তৃণাবর্ত হিংসা করিলেও কৃপালাভ করিয়াছে, তুমি রাধাকান্ত রাধার প্রাণপ্রতিম এবং রাধা মুখকমলের মধুলুব্ধ ভ্রমর।

গোপীরঞ্জনদৈবজ্ঞো লীলাকমলপূজিতঃ।
ক্রীড়াকমলসন্দোহো গোপিকাপ্রীতিরঞ্জনঃ ॥ ৬৫ ॥

গোপীর মনোরঞ্জন, লীলাকমলদ্বারা তুমি পূজিত এবং লীলাকালে কমলবনে বিহারশীল গোপীকার প্রীতিতেই মুগ্ধ।

রঞ্জকো রঞ্জনো রঙ্গো রঙ্গী রঙ্গমহীরুহঃ।
কামঃ কামারিভক্তোঽয়ং পুরাণপুরুষঃ কবিঃ ॥ ৬৬ ॥

সকলকে অভিরঞ্জিত করিবার নিমিত্ত রঙ্গিয়া তুমি নানা রঙ্গ করিয়া থাক। তুমি সাক্ষাৎ কামদেব এবং কামজয়ী পুরুষে অনুরক্ত। কংসের ধনুর্যাগ রঙ্গস্থলে কৃষ্ণ ও বলরাম প্রবেশ করিলে সভাস্থ দর্শকগণ কৃষ্ণকে আপন আপন ভাব অনুসারে দেখিয়াছিলেন। এই দর্শন রঙ্গের কথা ভাগবতে আছে।

যে কৃষ্ণকে কংস নিজের মৃত্যুরূপে দেখে তাহাকেই স্ত্রীলোকগণ কামদেব রূপে দেখে।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা
স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।

মৃত্যুর্ভোজপতে র্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং।
বৃষ্ণিনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ।।

নারদো দেবলো ভীমো বালো বালমুখাম্বুজঃ।
অম্বুজো ব্রহ্মসাক্ষী চ যোগী দত্তবরো মুনিঃ॥ ৬৭

দেবর্ষিনারদ দেবল প্রভৃতি মুনির মধ্যেও প্রকাশশীল ভয়ঙ্কর অথচ বাল্যভাব গ্রহণকারী মুখ কমল হাস্যমণ্ডিত কমলসুকোমল ব্রহ্ম-রূপে জগতের সাক্ষী আবার যোগীশ্বর বরদাতা মৌনব্রতধারী।

ঋষভঃ পর্বতো গ্রামো নদোপবনবল্লভঃ
পদ্মনাভঃ সুরজ্যেষ্ঠো ব্রহ্মা রুদ্রো—

ঋষভদেব অবতার, পর্বত নামে মুনি, গ্রামে নদনদীর তীরে উপবনে ভ্রমণশীল, পদ্মনাভ সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই রুদ্র····

সকল সুরে গ্রামে তোমার প্রকাশ। (রুদ্র পর্যন্ত তিনশত নাম পূর্ণ হইল।)

* * * **অহিভূষিতঃ॥ ৬৮**

কালিয় নাগকে দমন করিবার সময় তাহার উন্নত ফণাস্থিত মণিদ্বারা পূজিত চরণ শ্রীকৃষ্ণ। তাহার মস্তক শীর্ণ হওয়াতে রক্তবিন্দু দ্বারা ভূষিত চরণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে তাহার সকল দোষ দূর হয়, তাহার মস্তকে শ্রীকৃষ্ণ নিজপাদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া ভূষিত করেন। নাগপত্নীরাও শিশু দিগকে কৃষ্ণের সম্মুখে কৃপা পাওয়ার জন্য রাখিয়া পতিপ্রাণ ভিক্ষা করেন। তাহারা নাগলোকের দিব্যবাস অলংকার মাল্য প্রভৃতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন।

তং পূজয়ামাস মুদা নাগপত্ন্যশ্চ সাদরম্
দিব্যাম্বর স্রগ্‌মণিভিঃ পরার্ধৈরপি ভূষণৈঃ
দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ মহত্যোৎপলমালয়া।
ইত্যাদি। বিরাট পদ্মমালা শোভিত কৃষ্ণ।

গণানাং ত্রাণকর্তা চ গণেশো গ্রহিলো গ্রহী
গণাশ্রয়ো গণক্রোধী ক্রোড়ীকৃত জগৎত্রয়ঃ॥ ৬৯

"অনেন সর্ব দুর্গানি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ"

এই গর্গ বাক্য হইতে দেখা যায়, কৃষ্ণ সত্যই গো গোপ সকল ব্রজ-বাসীর সর্বপ্রকার বিপদে ত্রাণকর্তা। তিনি সকলের অগ্রণী তিনি সকলকে গ্রহণ করেন। এমন কি শত্রুও মিত্র বেশে আসিয়া তাহার সমীপে গৃহীত হইয়া থাকে। বৎসাসুর প্রলম্ব প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। সকল গ্রহকে যিনি ভ্রামিত করেন, সকলগণের পরম আশ্রয় গোবিন্দ—স্বদেহে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন।

যাদবেন্দ্রো দ্বারকেন্দ্রো মথুরাবল্লভো ধুরী।
ভ্রমরঃ কুন্তলীকুন্তীসুতরক্ষী মহামখী॥ ৭০

যদু শ্রেষ্ঠ—

যদ্‌বাহু দণ্ডাভ্যুদয়ানুজীবিনো
যদু প্রবীরা হ্যকুতোভয়া মুহুঃ।
অধিক্রমন্ত্যংঘ্রিভিরাহৃতং
বলাৎসভাং সুধর্মা সুরসত্তমোচিতাম্॥

দেববাঞ্ছিত সুধর্মা সভা যাহার অনায়াস লব্ধ, যাহার বাহু বলে সকল

যাদব সর্বত্র নির্ভয়, তাহার সমান আর কে? দ্বারকার সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত। মথুরা তাহার অত্যন্ত প্রিয় স্থান—

মথুরায়াং স্থিতির্ব্রহ্মন্ সর্বদা মে ভবিষ্যতি
মথুরায়াং বিশেষেণ মাং ধ্যায়ন্ মোক্ষমশ্নুতে॥

তিনি বৃন্দাবনে সর্বাশ্রয় সর্বজনের আনন্দদায়ক ভ্রমরের ন্যায় কুঞ্জ বনে বিহারশীল কেশব ও কুন্তীর নন্দনগণের পাণ্ডবগণের রক্ষক যজ্ঞ প্রবর্তক। পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

পাঠ হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ।
এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদি নামকাঃ।

শ্রীকৃষ্ণ নিজে পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থ-ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। সন্ধ্যা কেন?

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ সায়ং
আসীনঃ সন্ধ্যামুপাস্তে কস্মাৎ প্রাতস্তিষ্ঠন্
কা চ সন্ধ্যা কশ্চ সন্ধ্যায়াঃ কালঃ কিঞ্চ
সন্ধ্যায়াঃ সন্ধ্যাত্বম্।

দেবাশ্চাসুরাশ্চা স্পর্ধন্ত তে চাসুরাদিত্যমভিদ্রবন্ সাদিত্যো বিভেত্তস্য হৃদয়ং কূর্মরূপেণাতিষ্ঠৎ। স প্রজাপতিমুপাধাবৎ তস্য প্রজাপতিরেতদ্ ভেষজমপশ্যদ্দৃতঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচোংকারঞ্চ ত্রিপাদঞ্চ গায়ত্রীং ব্রহ্মণো মুখমপশ্য তস্মাৎ ব্রাহ্মণো হোরাত্রস্য সংযোগে সন্ধ্যামুপাস্তে সজ্জ্যোতি য্যাজ্জোতিষোঽদর্শনাৎ সোঽস্যাঃ কালঃ সা সন্ধ্যা তৎ সন্ধ্যায়াঃ সন্ধ্যাত্বম্।

যৎ সায়মাসীনঃ সন্ধ্যামুপাস্তে তয়া বীর স্থানং জয়ত্যথ যদপঃ প্রযুঙ্‌ক্তে তা বিপ্রুষো বজ্রীভবন্তি তা বিপ্রুষো বজ্রীভূত্বাঽসুরানপাঘ্নন্তি ততো দেবাভবন্ পরাঽসুরাভবন্ত্যাত্মনা পরাস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ যৎ সায়ং চ প্রাতশ্চ সন্ধ্যামুপাস্তে তয়া বীর স্থানাৎ স্থানং চ সততমবিচ্ছিন্নং ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ।

দানবেরা একসময় প্রবল হইয়া সূর্যকে আক্রমণ করে সূর্য প্রজাপতির সমীপে শরণাগত। প্রজাপতি সত্যদর্শন করিয়া সন্ধ্যা করেন, প্রণব গায়ত্রীর মধ্যেই ব্রহ্মদর্শন হয়। তাহাতে তিনি ব্রাহ্মণের সত্যদর্শনের উপায় সন্ধ্যার নির্দেশ প্রদান করেন। সকালে দাঁড়াইয়া, সন্ধ্যাকালে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যা করিতে হয়। সকাল সন্ধ্যায় মন্ত্র পাঠে যে জল ত্যাগ করা হয়, উহা বজ্রের শক্তি লাভ করিয়া অসুর দানবকে দূর করিয়া দেয়। সাধক বীরের স্থান লাভ করে। সকাল সন্ধ্যায় সন্ধ্যোপাসনায় শ্রেষ্ঠগণের অধিকৃত স্থান হইতেও অধিকতর শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ হয়।

যমুনা বরদাতা চ কশ্যপস্য বরপ্রদঃ।
শংখচূড়বধো দামী :গোপীরক্ষণ তৎপরঃ॥ ৭১

যমুনা বলেছিলেন—নান্যং পতিং বৃণে তমৃতে শ্রীনিকেতনম্ তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ। কশ্যপ মুনি জন্মান্তরে সুতপা নামে বর লাভ করেন। শংখচূড়কে বধ করেছেন কৃষ্ণ, হোলীর সময় বৃন্দাবনে। যশোদার দাম বন্ধ দামোদর। গোপীগণের রক্ষক।

পাঞ্চজন্য করো রামী ত্রিরামী বন:জা জয়ঃ॥
ফাল্গুনঃ ফাল্গুন সখো বিরাধবধকারকঃ॥ ৭২

হাতে পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ—রামাগণের পতি। তিন রাম নাম ধারণ

কারী বলরাম, শ্রীরাম, পরশুরাম। বনমধ্যে বরাহাদি রূপ ধারণ কর। তোমার নাম জয়, বন্ধু অর্জুন, অর্জুনের বন্ধু তুমি। রামরূপে বিরাধ রক্ষসের নিহন্তা।

রুক্মিণীপ্রাণনাথশ্চ সত্যভামা প্রিয়ংকরঃ।
কল্পবৃক্ষো মহাবৃক্ষো দানবৃক্ষো মহাফলঃ॥ ৭৩

তুমি রুক্মিণীর প্রাণনাথ সত্যভামার ইচ্ছা পূর্ণ কর—কল্পবৃক্ষ হইতে অধিক ফলদাতা তুমি মহাবৃক্ষ, দাতা শিরোমণি মহাফল মোক্ষ পর্যন্ত দান কর।

ধর্মদৃঢ়বদ্ধমূলো বেদস্কন্ধঃ পুরাণ শাখাঢ্যঃ।
ক্রেতুকুসুমো মোক্ষফলো মধুসূদন পাদপো জয়তি॥

মধুসূদন কল্পবৃক্ষের জয় হউক।

অঙ্কুশো ভূসুরো ভাবো ভামকো-ভ্রামকোহরিঃ॥
সরলঃ শাশ্বতো বীরো যদুবংশী শিবাত্মকঃ॥ ৭৪

সর্বদেবতার নিয়ামক ব্রাহ্মণের প্রিয়—সৃষ্টজীবের ভাবনা এবং কর্ম-অনুসারে সংসারচক্রে তাহাদিগকে ভ্রামিত করার কর্ত্তা। সনাতন সরল বীর যদুবংশ সমুদ্ভূত মঙ্গলময় তুমি।

অথ নিত্যো দেব একো নারায়ণঃ ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণ ইতি।

প্রদ্যুম্নো বলকর্তা চ প্রহর্তা দৈত্যহা প্রভুঃ।
মহাধনো মহাবীরো বনমালা বিভূষণঃ॥ ৭৫

স্বর্গীয় দেবতাগণের ধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় ব্যূহ, লীলায় পুত্র, সকল বলের নিধান, প্রকৃষ্টরূপে পাপের বিনাশকারী, দৈত্য-হননকারী, মোক্ষ-দাতা প্রভু তুমিই মহাধন, মহাবীর, তুমি বনমালা কণ্ঠে ধারণ কর।

তুলসী-কুন্দ মন্দার-পারিজাত-সরোরুহৈঃ।
পঞ্চমী-রচিতা মালা বনমালা প্রকীর্তিতা॥
আপাদলম্বিনী যাতু শৃঙ্গার পরিধিস্থিতা।

তুলসীদাম শোভাঢ্যো জলন্ধর বিনাশনঃ।
শূর সূর্য্যোমৃকণ্ডশ্চ ভাস্করো বিশ্বপূজিতঃ॥ ৭৬

তুমি তুলসীর মালায় অলঙ্কৃত জলন্ধরকে (বৃন্দার পতি) বিনাশ করিয়াছ বীর তুমি-সূর্যরূপে বিনষ্ট হইবে না তুমি তেজ দ্বারা চিরদিন বিশ্বপ্রকাশক জগতের পূজ্য।

রবিস্তমোহা বহ্নিশ্চ বাড়বোবড়বানলঃ।
দৈত্যদর্পবিনাশী চ গরুড়ো গরুড়াগ্রজঃ॥ ৭৭

তুমি অন্ধকার বিনাশক সূর্য বা অগ্নি। সমুদ্রে বনে বাড়বানল দনুজগণের দর্প বিনাশক তুমিই গরুড় আবার তাহার অগ্রজ।
তাহার চাইতেও শীঘ্রগতিশীল।

তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী। তুলসী সেবায় গোবিন্দ বশীভূত হন।

কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন।
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন।
অতএব আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন;

গৌতমীয় তন্ত্রে

তুলসী-দলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

আরও দেখা যায়—

সাগ্রজং তুলসীপত্রং দ্বিদলং ক্ষুদ্রমেব চ।
মঞ্জরী সা তু বিখ্যাতা প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে ॥
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তথা চ মঞ্জরী হরেঃ।
তস্মাদ্দদ্যাৎ প্রযত্নেন চন্দনেন তু মিশ্রিতাম্ ॥

দুই পত্র সহ অগ্রভাগে মঞ্জরী-শোভিত তুলসী কৃষ্ণপূজায় প্রশস্ত। যত্ন সহকারে চন্দন মিশ্রিত করিয়া তুলসী-মঞ্জরী যুগলের চরণে অর্পণ করিবে।

গোপীনাথো মহীনাথো বৃন্দানাথো বিরোধকঃ
প্রপঞ্চী পঞ্চরূপশ্চ লতাগুল্মশ্চ গোপতিঃ ॥ ৭৮ ॥

গোপীনাথ, তুমি সকলের প্রার্থনীয়, বৃন্দারও তুমি প্রাণনাথ তোমার উপদেশেই কৌরব ও পাণ্ডবের বিরোধ যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। তুমি এই প্রপঞ্চ বিস্তার করিয়া শিব দুর্গা গণেশ সূর্য-বিষ্ণু-দেবতারূপে অবস্থান কর। তরু-গুল্ম লতাও তোমারই রূপ, তুমি সকল গোপের, পালক।

পঞ্চদেবাত্মকো দেবো বিদুর্ধ্যেয়ো মুমুক্ষুণা।
ত্যক্ত হিংসাদ্য ধর্মেন সততং নিয়তাত্মনা ॥

গঙ্গা চ যমুনারূপো গোদা বেত্রবতী তথা।
কাবেরী নর্মদা তাপ্তী গণ্ডকী সরযু রজঃ ॥ ৭৯ ॥

'স্রোতসামস্মি জাহ্নবী' বলিয়া গঙ্গারূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রমাণ দিয়াছেন। যমুনা, গোদাবরী বেত্রবতী বা কাবেরী নর্মদা তাপ্তী গণ্ডকী সরযূ সকল তীর্থই তাহারই শক্তিমূর্তি। তীর্থময় ভগবান তাহার রজরূপে সকলের পাপ তাপ দূর করেন। তীর্থ ভগবানের রূপ-প্রকাশ।

ভক্ত প্রতিতীর্থে পৃথক্‌রূপে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তীর্থ সমূহ ভগবানের ভক্ত মহিমায় সাধনোজ্জ্বল ভাবনোজ্জ্বল।

রাজসত্তামসঃ সত্ত্বী সর্বাঙ্গী সর্বলোচনঃ
মুদা ময়োঽমৃত ময়োযোগিনীবল্লভঃ শিবঃ ॥ ৮০

সত্ত্বরজ তমগুণত্রয়ের নিয়ামক হইয়াও স্বয়ং শুদ্ধ সত্ত্বময়। সর্ব অঙ্গ সর্ব লোচন অমৃত আনন্দময় তোমার শ্রীঅঙ্গ। তুমি যোগিনীবল্লভ যোগমায়ার প্রভু, কল্যাণময় তুমি।

বুদ্ধোবুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুঃ

বুদ্ধিমানগণের শ্রেষ্ঠ তুমি বুদ্ধাবতার আর তুমিই বিষ্ণু। (চারিশত নাম পূর্ণ হইল।)

* * * **জিষ্ণুঃশচীপতিঃ**
বংশী বংশধরো লোকো বিলোকো মোহনাশনঃ ॥ ৮১ ॥

সর্বত্র জয়শীল শচীপতি বংশীবাদনপর, নিজবংশ ধারণকারী এবং দাসগণের প্রতি অনুগ্রহকারক। ত্রিলোকের প্রতি যাহার সমদৃষ্টি এবং শরণাগতজনের মোহ হরণকারী।

রবরাবো রবো রাবো বলো বালোবলাহকঃ।
শিবোরুদ্রো নলোনীলো লাঙ্গুলীলাঙ্গুলাশ্রয়ঃ ৮২ ॥

বেদবাক্যে যাহাকে জানা যায়। নাদেন ব্যজ্যতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্‌বচঃ।

তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গংস গচ্ছতি ॥

নাদে বর্ণ পরিচয়, বর্ণদ্বারা পদ পরিচয়, পদ হইতে বাক্য এবং বাক্য হইতে ব্যবহার পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। তালজ্ঞ ব্যক্তি বিনাশ্রমে মোক্ষ লাভ করিতে পারে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে—

রোগ বিনষ্ট করেন বলিয়া জনার্দন শ্রীবিষ্ণুর নাম রুদ্র।

সকলের নিয়ামক বলিয়া বিষ্ণু ঈশান। সর্বাপেক্ষা মহান বলিয়া বিষ্ণু মহাদেব। মুক্ত-জীব নাক সুখ ভোগ করেন, তাহাদের আশ্রয় বলিয়া বিষ্ণু পিনাকী। সুখরূপ বলিয়া বিষ্ণুই শিব। সর্বসংহার করেন অতএব হর।

কৃত্তি বা চর্মময় জীবদেহে অবস্থান হেতু বিষ্ণু কৃত্তিবাস। প্রকৃতিতে জীবাধান হেতু বিরিঞ্চি। ব্যাপক বলিয়া ব্রহ্ম এবং ঐশ্বর্য হেতু বিষ্ণুই ইন্দ্র।

রুজংদ্রাবয়তে যথারুদ্রস্তস্মাৰ্জ্জনাৰ্দনঃ।
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসার সাগরাৎ
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্বসংরোধনাদ্ধরঃ।
কৃত্ত্যাত্মকমিদং বিশ্বং যতো বস্তে প্রবৰ্ত্তয়ন্॥
কৃত্তি বাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহনাদ্ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু স পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥

ব্রহ্মপুরাণ বাক্য, বিষ্ণু নিজের নাম দান করেন—চতুর্মুখঃ শতানন্দী ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি—

উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ
বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ॥

বিবিধ বিচিত্র রব বা রাগিণী যেমন মেঘমল্লার প্রভৃতিতে ইষ্ট সিদ্ধি হয়। তিনিই বলস্বরূপ এবং গোপাল বালকরূপে ক্রাড়াশীল। তিনি ভক্তের সমীপে অভীষ্ট বর্ষণশীল মেঘের ন্যায়। তিনিই শিব বা শৈব্যা সখীর প্রিয়। অভক্তের সমীপে অগ্নি রুদ্রস্বরূপ। তাহার মহিমা কথনও হ্রাস হয় না। যিনি আভূষণরূপে নীলমণি সদৃশ। তিনি লাঙ্গুল ধারণ করেন। নল নীল হনুমান প্রভৃতি সকলের নিয়ামক। তিনি লাঙ্গুল আশ্রয়ে অগ্নি।

পারদঃ পাবনো হংসো হংসারুঢ়োজগৎপতিঃ।
মোহনো মোহিনী মায়ী মহামায়ী মহামখী॥ ৮৩॥

তিনি সংসারের পার কারণ, পবিত্র তিনি হংস, সৎ অসৎ বিচারণ-পরায়ণ হংস স্বরূপ, তিনিই হংসারুঢ় ব্রহ্মা, তিনি মোহিত করেন দেবতা দানব সকলকে। আবার মোহন স্বরূপে নিজেও মোহিত হন। মায়াকে তিনি পরিচালিত করিয়া মহামায়াবী এবং মহাস্থী।

বিদ্যাবদ্বলিবামনোহমরগুরুঃ পাপাব্ধি কুম্ভোদ্ভবঃ
তাপ স্বর্ণদৃশে বরাহবপু রিত্যানন্দ কল্পদ্রুমঃ।
দুঃস্বপ্নদ্রুমদাববহ্নি রখিলাপদ্ ব্যালতার্ক্ষ্যোবনি
বীজানাং সুখসম্পদে বিজয়তে গোপালবেষো হরিঃ॥

বলিমহারাজ জ্ঞানের প্রতীক তাহাকে নিরুদ্ধ করেন, বামনরূপে শ্রীহরি। পাপ যদি সমুদ্রের মত হয় উহাকে উদরস্থ করিবার সামর্থ্য ধারণ করেন অগস্ত্য মুনির ন্যায় শ্রীহরি। তাপজ্বালার প্রতীক হিরণ্যাক্ষ দৈত্য, তাহাকে নিহত করেন বরাহ মূর্তি শ্রীহরি। দুঃস্বপ্ন বৃক্ষকে ধ্বংস করিবার পাবক শ্রীহরি। তিনি আনন্দ কল্পবৃক্ষ। বিপদ যদি হয় সর্প

তাহার বিনাশক গরুড় শ্রীহরি। সর্বপ্রকার সুখ সম্পদের রক্ষা বীজ শ্রীগোপাল বেষে শ্রীহরি। সুখের সামগ্রীও তুমিই।

সুষ্ঠুপানং ভোজনং চ পরিধানং চ ভূষণম্
যানং গানং স্বরূপং চ বিদ্যা স্বাম্যমকণ্টকম্
সৎ সঙ্গমাত্মনিষ্ঠত্বং বিপুলংকোশমেব চ
মহান্ত্যেতানি শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সুখানি কথিতানি চ ॥

উৎকৃষ্ট পানীয়, ভোজ্য, পরিধেয় বস্ত্র, অলংকার, যান, গান, স্বরূপ, বিদ্যা, কর্তৃত্ব, সাধুসঙ্গ, আত্মনিষ্ঠতা, ধন সম্পৎ এই গুলিই সুখের।

বৃষো বৃষাকপিঃ কালঃ কালীদমন কারকঃ
কুব্জা ভাগ্যপ্রদো বীরো রজকক্ষয় কারকঃ ॥ ৮৪ ॥

ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ধর্মবৃষ স্বরূপ—

বৃষোহি ভগবান্ ধর্মঃ স্মৃতো লোকেষু ভারত।
নৈঘণ্টুক পদাখ্যানৈর্বিদ্ধি মাং বৃষমিত্যুত ॥

ধর্মদ্বারা দুষ্টকে কম্পিত করেন বলিয়া শ্রীভগবান বৃষাকপি। তিনিই কাল বা সকলের ক্ষোভ কারক, পুরাতন অবিকৃত পুরুষ কালাতীত। কালীয় নাগকে গঞ্জন করিয়া তিনি কালীয় দমন।

চন্দনাদি অঙ্গরাগ অর্পণ মাত্র মথুরা নগরে কুব্জা মহাভাগ্য লাভ করে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে। তাহার বাঁকা শরীর সোজা হইয়া যায়। তাহার কুৎসিৎ আকৃতি হইয়া যায় পরমানন্দ মূর্ত্তি. সে গোবিন্দের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হয়।

"অঙ্গরাগার্পণেনাহোদুর্ভগেদমমাচভ"

কুব্‌জা অঙ্গরাগ অর্পণের ভাগ্যে কৃষ্ণকে নিজের গৃহে পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। বস্ত্রাদি লইয়া পথে যাইতেছিল রজক. শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমীপে রাজসভায় যাইবার উপযুক্ত পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উদ্ধত সেই রজক শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দুরুক্তি করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ হস্তদ্বারা তাহার মুণ্ডপাত করিলে তাহার সহচরগণ পলায়ন করে।

"রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাহরৎ।"

ভাগবতে এই রজক বধের কথা মথুরালীলায় প্রসিদ্ধই আছে।

কোমলো বারুণোরাজা জলজোজলধারকঃ
হারকঃ সর্বপাপঘ্নঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ ॥ ৮৫ ॥

অত্যন্ত মৃদু স্বভাব বরুণলোক সমুদ্‌ভূত নানা যান বাহনযুক্ত সকলের রঞ্জনকারী জলেই যাহার নিবাস এবং যিনি জলকে ধারণ করেন। সকল পাপহারক ব্রহ্মারূপে পিতামহরূপেও যাহার করুণা।

খড়্গধারী কৃপাকারী রাধারমণ সুন্দরঃ।
দ্বাদশারণ্য সম্ভোগী শেষনাগ ফণালয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

নন্দক নামে খড়্গ্ ধারণ করিলেও কৃষ্ণকৃপাময়। শ্রীরাধারমণ এবং বৃন্দাবনে দ্বাদশ বনে আনন্দে বিলাসী এবং শেষনাগ শয়নেও অবস্থানকারী। দ্বাদশবন—

ভদ্রশ্রীবনয়োরুদার মহিমৈশ্বর্য্যাদি সন্দর্শনম্
শ্রীদামাদিভিরেব কেলিরুচিতা শ্রীলোহভাণ্ডীরয়োঃ
বাল্যক্রীড়নমেব তালকমহারণ্যস্থলে খাদিরে
সম্মন্ত্রাচল ধারণং চ বহুলারণ্যে হরের্গোমুখম্

স্রষ্টুর্মোহকথা কুমুদ্বনগতা বৃন্দাস্বরূপেক্ষণম্
কাম্যে জন্ম মধৌ বিচিত্রচরিতং বৃন্দাবনে কীর্ত্তিতম্ ॥

ভদ্র ও শ্রীবনে উদার মহিমা, লোহ এবং ভাণ্ডীর বনে সখা শ্রীদামাদির সঙ্গে ক্রীড়া, মহাবন ও খদির বনে বাল্য লীলা, কাম্য ও বহুলাবনে গোচারণ, গোবর্ধন, কুমুদ বনে ব্রহ্মমোহনলীলা, বৃন্দাবনে স্বরূপদর্শন, মধুবনে জন্ম ও অন্যত্র বিচিত্র লীলা।

কামঃশ্যামঃ সুখঃশ্রীদঃ শ্রীপতিঃশ্রীনিধিঃ কৃতী।
হরির্হরো নরোনারো নরোত্তম ইষুপ্রিয়ঃ ॥ ৮৭ ॥

মুক্ত পুরুষগণও যাহার কামনা করে সেই সকল সুখের সৌভাগ্যের বীজ শ্যাম-সুন্দর, যিনি ভক্তের প্রীতির জন্যই ইচ্ছুক এবং যিনি প্রীতি করা মাত্র অনুগ্রহ করেন। সকলের চালক সকল কর্মে নিপুণ এবং পাপ তাপ হরণকারী পরমশ্রী প্রেমদান করিয়া মনোহরণকারী। নর সমগ্রজীব এবং নরোত্তমকৃষ্ণরূপে তিনিই সকলের বাঞ্ছাপূরক।

গোপালী চিত্ত হর্তা চ কর্তা সংসারতারকঃ
আদিদেবো মহাদেবো গৌরীগুরু রনাশ্রয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

'চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং এই বাক্য অনুসারে গোপীগণের মনোহরণ সংসার বন্ধন ছেদনের কর্তৃত্ব তাঁহারই হাতে। তিনি আদি ও মহাদেব। তিনিই গৌরীর প্রাণপতি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

সাধুর্মাধু র্বিধুর্ধাতা ভ্রাতাক্রূর পরায়ণঃ
রোলম্বী চ হয়গ্রীবো বানরারির্বনাশ্রয়ঃ ॥ ৮৯ ॥

তিনি সাধুগণের অভীষ্ট দাতা, শ্রীলক্ষ্মীর প্রাণপতি সকল সংসারের আহ্লাদক ও বিধায়ক। তিনি ত্রাতা, তিনিই ক্রূর। তিনি ভিন্ন আর

কেহ আশ্রয় নাই। যাহার গলায় বনমালা বেষ্টন করিয়া ভ্রমর পংক্তি, তিনি হয়গ্রীব অবতার, দ্বিবিদের শত্রু বৃন্দাবন-বিহারী।

বনং বনীবনাধ্যক্ষো মহাবন্ধো মহামুনি ॥
স্যমন্তক মণিপ্রাজ্ঞো বিজ্ঞো বিঘ্নবিঘাতকঃ ॥ ৯০ ॥

শ্রীবৃন্দাবনধাম নানাপ্রকার উপাসকের নিমিত্ত বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। এই সকল বনেরই অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ। যিনি সংসারময় মহাবন্ধন সৃষ্টি করিয়াছেন, মুণীন্দ্রগণেরও আরাধ্য, স্যমন্তকমণির রহস্য যিনি উদ্‌ঘাটন করেন, যিনি অভিজ্ঞ এবং বিঘ্ন বিনাশক।

অশুভানি নিরাচষ্টে তনোতি শুভসন্ততিম্।
স্মৃতিমাত্রেণ যঃ পুংসাং ব্রহ্মতন্মঙ্গলং বিদুঃ ॥

গোবর্দ্ধনো বর্দ্ধনীয়ো বর্দ্ধনীবর্দ্ধনঃ প্রিয়ঃ
বর্দ্ধন্যো বর্দ্ধনো বর্দ্ধী বর্দ্ধিষ্ণুঃ সুমুখঃ প্রিয়ঃ ॥ ৯১

গোসকলের বর্ধনকারী যজ্ঞ অনুষ্ঠাতা, বাল্যভাবে উপাসকের বর্দ্ধক, দর্শনানন্দ প্রিয় ভক্তবৎসল ভক্তের মহিমা-খ্যাপক, যিনি একরূপ হইতে বহুরূপ ধারণ করিয়া আনন্দ দান করেন সুন্দর ও স্নেহল।

বর্দ্ধিতো বৃদ্ধকোবৃদ্ধো বৃন্দারক জনপ্রিয়ঃ।
গোপালরমণীভর্তা সাম্বকুষ্ঠবিনাশনঃ ॥ ৯২

যশোদার লালনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। তুমি জগতে পিতা মাতা পিতামহ সুবৃদ্ধ পুরাণ পুরুষ, বৃন্দাবনের জনপ্রিয় এবং গোপ রমণীগণের প্রেমাস্পদ, তুমিই আবার জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব নামক কুষ্ঠ রোগীর রোগ বিনাশক। **(এখানে ৫০০ শত নাম পূর্ণ হইল।)**

রুক্মিণীহরণপ্রেমাপ্রেমী চন্দ্রাবলী পতিঃ।
শ্রীকর্তা বিশ্বভর্তা চ নরো নারায়ণো বলী॥ ৯৩

রুক্মিণীকে প্রেমবশে হরণ করিয়াছ। চন্দ্রাবলীর সহিত বিহার করিয়াছ। শ্রীলক্ষ্মীর প্রাণপতি বিশ্বের পতি নর ও নারায়ণ তোমার অংশ। তুমি অতুলনীয় শক্তিশালী।

গণোগণপতিশ্চৈব দত্তাত্রেয়ো মহামুনিঃ।
ব্যাসো নারায়ণো দিব্যোভব্যো ভাবুকধারকঃ॥ ৯৪

তুমি গোযূথ গণনা কর, তুমি যোগেশ্বর মহামুনি দত্তাত্রেয় ও জ্ঞানরূপে আবির্ভূত। তুমি বেদবিভাগকর্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস —তুমি বদরী-নারায়ণে তপস্যা পরায়ণ দিব্যভাবধারার বাহক ও ধারক নারায়ণ ঋষি!

শ্বঃ শ্রেয়সং শিবং ভদ্রং ভাবুকং ভবিকং শুভং।
শুভাত্মকঃ শুভঃ শাস্তা প্রশস্তো মেঘনাদহা॥ ৯৫

ভবিষ্যৎ কালেও যিনি মঙ্গলনিধি সেই মঙ্গলময় শিব ভদ্র ভাবুক এবং শুভকৃৎ সর্বপ্রকারে তিনি শুভ প্রদান কারক। কখনও তাহাকে শাস্তা-রূপেও দর্শন হয়। তিনিই মেঘনাদকেও বধ করেন।

ব্রহ্মণ্যদেবো দীনানামুদ্ধার করণক্ষমঃ।
কৃষ্ণঃ কমল পত্রাক্ষঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ॥ ৯৬

কৃষ্ণ গোব্রাহ্মণ হিতকারী দীনগণের পরিত্রাণে সমর্থ কমলনয়ন সর্বাঙ্গসুন্দর—

কৃষ্ণঃ কামী সদাকৃষ্ণঃ সমস্তপ্রিয়কারকঃ।
নন্দোনন্দী মহানন্দী মাদী মাদনকঃ কিলী॥ ৯৭

উদূখলকে আকর্ষণ করিয়া দামোদর কৃষ্ণ নাম সার্থক করিয়াছেন যমলার্জুন ভঞ্জন লীলায়। আরও দেখা যায়—

কৃষ্যতে রাধয়া প্রেম্না যমুনাতট কাননে।
লীলয়ানন্দি তশ্চাপি ধীরঃ কৃষ্ণ উদাহৃতঃ॥

যমুনা তটে বন প্রদেশে শ্রীরাধা কর্তৃক আকৃষ্ট হওয়ার জন্য কৃষ্ণনাম সার্থক। যিনি সকল কামনার মূল কামনা জগৎ সৃষ্টির সংকল্প ধারণ করেন তিনিই কামী কামদেব।

"কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।" কামনা-প্রবর্ত্তক এই শ্রুতি সর্বপ্রথম কামনার বীজ;

সদাকৃষ্ণ—যাহার প্রভাব কখনও মলিন হয় না। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিতি এখানেও কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কান্তিতে অকৃষ্ণ প্রকাশময় গৌর। সকলের প্রিয় কারক সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ স্বরূপ। ব্রজবিহারে সকলের আনন্দদায়ক নন্দ। আর নন্দ মহারাজকে পিতৃত্বে স্বীকার করিয়া নন্দী। বেদ মহানাদের প্রবর্তক।

সদা সেব্যাস্য মহতী বাণীয়ং, বেদসংজ্ঞিকা।
স্ববাক্যাচরণান্নূনং কৃপাসিন্ধুর্গ্রহীষ্যতি॥

বেদের বাণী শ্রীকৃষ্ণের বাণী। সেই বেদ বাণী অনুসারে আচরণ করিলে প্রভু ভক্তকে গ্রহণ করিবেন।

নাদী শব্দের তাৎপর্য যাহার নামগানে ভক্ত প্রমত্ত হইয়া যায়। কখনও হাসে, কখনও নাচে. আবার কখনও গান করে। মাদনক গোপীগণকে আদর জানাইয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত মান দিয়াছেন।

কিলা শব্দে কেলিকার বা লীলাময় বুঝায়। তিনি নানাপ্রকার ক্রীড়া করেন।

মিলী হিলী গিলী গোলী গোলৌ গোলালয়ো গুলী।
গুগ্‌গুলী মারকীশাখা বটঃ পিপ্পলকঃ কৃতী॥ ৯৮

ভক্তের সঙ্গে মিলিত, ভক্ত অঙ্গে কম্প সৃষ্টি কারক, যশোদাদির দধিমাখন ভোক্তা, গোলক লইয়া ক্রীড়াশীল, যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, সর্বপ্রকারে ভক্তের রক্ষক, ভক্তের প্রতি প্রেমিক, কামের দর্প হরণকারী, বেদশাখার প্রবর্ত্তক, যিনি পিপ্‌পল বৃক্ষের ন্যায় ছায়াপ্রদ, সর্ব-সংসাধক কৃতী তিনি।

* * *

মিলা কথার অর্থ যাহার স্বভাবই ভক্তকে আলিঙ্গন করা—

দর্শন স্পর্শনালাপ প্রেমালিঙ্গনবীক্ষণৈঃ।
স্বাকার বাঞ্ছাভরণৈঃ ভক্তান্ গৃহ্ণাতি মাধবঃ॥

দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, প্রেমালিঙ্গন এবং স্বীকৃতি দ্বারা তাহার মনের আকাঙ্ক্ষিত আভরণে সজ্জিত করিয়া তাহাকে ভগবান নিত্য অনুগ্রহ করেন। হিলী কথার তাৎপর্য ভক্তের হৃদয়ে তিনি নানাপ্রকার ভাব প্রেরণা দান করেন। রেমে স গোপ গোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্‌কৃতৈঃ। গোপ গোপীর সঙ্গে তিনি অনেকরূপে বিহার করেন। গিলী যশোদার দধি মাখন প্রভৃতি ভোজন এবং ভক্তগণের প্রদত্ত পত্রপুষ্প ফল জল ভোজন যাহার স্বভাব।

গোলী—যাহার খেলা করিবার গোলক আছে—যিনি গো সকলকে গ্রহণ করেন অথবা গোপবালক যাহার ক্রীড়ার সহায় অথবা দীপ্তিময়

বিগ্রহ অথবা বেদ প্রকাশক অথবা প্রলয়কালে যাহাতে বেদ লীন হয়।

গোলালয় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিবাস। অগণিত ব্রহ্মাণ্ড যাহার রোমকূপে! উদরে ব্রহ্মাণ্ড মাতা যশোদা দর্শন করেন। অর্জুন বিশ্বরূপ দেখেন। অক্রূর জলের মধ্যে ও উপরে সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন।

গুলী—সর্বপ্রকার উদ্‌যোগী এবং ভক্তের রক্ষক। গুগ্‌গুলী—ভক্তের প্রতি প্রেমিক। মারকী—কামদেবের দর্পহরণকারী, শাখী—বেদ বিভাগ কর্ত্তা। বট—নিজ শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টনকারী। অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে ব্রজে বিচরণকারী। পিপ্‌লক—পিপল বৃক্ষের ন্যায় জল সেচনে যাহার আনন্দ।

"সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিসিচ্যমানঃ" যুবতিগণের জলকেলিতে অভিসিক্ত হইয়া আনন্দিত।

কৃতী—যাহাতে সকলবস্তু সিদ্ধ হয়, যিনি কৃতযুগ সত্যযুগ প্রবর্ত্তক। নিজে ভক্তি পরায়ণ হইয়া ভক্তি শিক্ষাপ্রদান কর। একপত্নী ব্রতধারণ পূর্বক রামরূপে প্রজারঞ্জনের দিব্য আদর্শ স্থাপন কর। তুমি লোকমণীয় তুমিই সকল বেদের বিরাম ভূমি তুমি সংসার বিষ নাশক।

ম্লেচ্ছহা কালহর্তা চ যশোদাযশ এব চ।
অচ্যুতঃ কেশবো বিষ্ণুর্হরিঃ সত্যো জনার্দনঃ॥ ৯৯

কালযবনহন্তা, দুর্ভিক্ষ বিনাশ কারী, যশোদার খ্যাতি, ধর্ম হইতে চির অবিচ্যুত ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি যাহার অংশ, সর্বত্র প্রসিদ্ধ, মায়ার অপহর্তা হরিও তুমি। সত্যস্বরূপ তুমি সকল ভক্তের প্রার্থনীয়।

হংসো নারায়ণো নীলো লীনো ভক্তিপরায়ণঃ
জানকীবল্লভো রামো বিরামো বিষনাশনঃ॥ ১০০

সত্যযুগে তুমি হংসরূপে আবির্ভূত হইয়া নিত্য ও অনিত্য বস্তুর উপদেশ কর। তুমি নারায়ণ স্বরূপে ব্রহ্মার অন্তরে বিশ্বরচনার প্রেরণা প্রদান কর। তুমি নীল বর্ণ তুমি সর্বত্রনীল।

সহভানুর্মহাভানু বীরভানু মহোদধিঃ
সমুদ্রোঽব্ধিরকুপারঃ পারবারঃ সরিৎপতিঃ॥ ১০১॥

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং" এই ন্যায়ে তাহার প্রকাশেই আর সকলের প্রকাশ তাই তিনি সহভানু মহাভানু ও বীর ভানু। যদাদিত্য গতং তেজো জগদ্ভাসয়তেখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥

আরও যদ্যদ্ বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্"। তিনিই সাগর, "স্রোতসামস্মি সাগরঃ" সমুদ্রে তাহার বিভূতি দর্শন হয়। তাহার ভক্ত কখনও সংসার কূপে পতিত হয় না। তিনি কূর্মাবতারও প্রকাশ করেছেন। তিনি সংসারের পারে অবস্থান করেন এবং তিনি সরিৎপতি যমুনার পতি বা পালক।

গোকুলানন্দকারী চ প্রতিজ্ঞাপরিপালকঃ।
সদারামঃ কৃপারামো মহারামোধনুর্ধরঃ॥ ১০২॥

গোকুলের আনন্দদাতা স্বপ্রতিজ্ঞাপালক নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন বিহারশীল। নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত। মহাদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—অহমাসাং মহাদেব গোপীনাং প্রেমবিহ্বলঃ।

ক্রিয়াস্তত্ত্বং ন জানামি নাত্মানমপি নাদরম্।
বিহরাম্যনয়া নিত্যমস্যাঃ প্রেমবশীকৃতঃ॥
ইমাং তু মৎপ্রিয়াং বিদ্ধিরাধিকাং পরদেবতাম্

অন্যাশ্চ পার্ষতঃ পশ্য সখ্যঃ শতসহস্রশঃ
নিত্যাঃ সর্বা ইমা রুদ্র তথাহং নিত্যবিগ্রহঃ
গোপীগাবো গোপিকাশ্চ সদাবৃন্দাবনে মম
সর্বমেতন্নিত্যমেব চিদানন্দরসাত্মকম্
বিহারোঽয়ং হি নিত্যাখ্যঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥

এই লীলা নিত্যই চলিতেছে। ইহার আবির্ভাব তিরোভাব দৃষ্ট হইলেও নিত্যত্ব সম্বন্ধে, কোনো সংশয়ের অবসর নাই।

শ্রীমহাদেব দেবর্ষি নারদকে এই লীলার নিত্যত্ব সম্বন্ধে বলেন—

দাস্যঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ বসন্তি গুণশালিনঃ ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্তিতাঃ
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনম্ ॥

তিনি ভক্তের প্রতি কৃপায় রমণ করেন। তাহার মত আর শ্রেষ্ঠ রমণ নাই। তিনি শার্ঙ্গ ধনুক ধারণ করেন।

পর্বতঃ পর্বতাকারো গয়োগেয়ো দ্বিজপ্রিয়ঃ
কম্বলাশ্বতরো রামো রামায়ণপ্রবর্তকঃ ॥ ১০২ ॥

পর্বত নামক মুনি তুমি। পর্বত তুমি গিরি গোবর্ধনরূপে পূজা গ্রহণ কর। তুমি গীতপ্রিয় সঙ্গীতরূপেও তুমি। ব্রাহ্মণগণের অত্যন্ত প্রিয় তুমিই শৈব্য সুগ্রীব প্রভৃতি নামক অশ্বচালিত রথে বিহার কর। তুমি মনোভিরাম, বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছ তুমিই।

স্তৌর্দিবোদিবসো............

তুমি আকাশ, স্বর্গ এবং দিবস রূপে বিরাজমান। এই পর্য্যন্ত ছয় শত নাম পূর্ণ।

—দিব্যো ভব্যো ভাবিভয়াপহঃ ॥
পার্বতী ভাগ্য সহিতো ভর্তা লক্ষ্মীবিলাসবান্ ॥ ১০৪ ॥

কৃষ্ণ দিব্য পুরুষ সর্বপ্রকারে যোগ্যতা সম্পন্ন সর্বপ্রকারে ভয় দূর করিয়া থাকেন, পার্বতীর ভাগ্য বর্ধন, সকলের প্রভু লক্ষ্মীকান্ত।

বিলাসী সাহসী সর্বী-গর্বী-গর্বিত লোচনঃ।
মুরারী লোক ধর্মজ্ঞো জীবনো জীবনান্তকঃ ॥ ১০৫ ॥

গোপী সঙ্গে বিহারশীল, তুমি পিতৃ পুরুষ দেবতা সর্বরূপেই বিরাজমান।

যে যজন্তি মখৈঃ পুণ্যৈ দৈবতানি পিতৃনপি।
আত্মান মাত্মনা নিত্যং বিষ্ণুমেব যজন্তি তে ॥

তিনিই বলেন, আমি ছাড়া আর কেহ পরম নাই অতএব এরূপ গর্বপূর্ণ কথায় পরম গর্বী। অহংকারীজনের প্রতি ক্রোধন দৃষ্টি। বর্ণাশ্রমধর্ম উপদেষ্টা, সকলকার প্রাণস্বরূপ, কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ এইভাবে জীবনান্তক।

যমো যমারির্যমনোযামী যামবিধায়কঃ
বংশুলী পাংশুলী পাংশুঃ পাণ্ডুরর্জ্জুন বল্লভঃ ॥ ১০৬ ॥

তুমিই যম তুমিই যমের যম। ভক্তের সময় নির্ধারক। বাঁশীও তুমি। তোমার দর্শনমাত্র পাপদূর হয়। ভক্তের বিরোধিকে বিনাশ কর। তুমি সর্বজ্ঞ অর্জুনের প্রিয়।

ললিতা চন্দ্রিকামালী মালী মালাম্বুজাশ্রয়ঃ
অম্বুজাক্ষো মহাযক্ষো দক্ষশ্চিন্তামণিঃ প্রভুঃ ॥ ১০৭ ॥

যাহার মালায় চন্দ্রাকৃতি পুতুল আছে। হস্ত্যারাতি নখেন্দু বিম্বপদক শ্রীমূর্তি যন্ত্রান্বিতাং, মালাং চিত্রকলাযুতাংগদহরাং মাত্রা নিবদ্ধাং গলে। ধৃত্বা ক্রীড়তি গোকুলে শিশুগুণৈঃ কৃষ্ণোরজঃ ক্ষেপণৈ, গোঁপীগোপমনশ্চ-মৎকৃতিপদোনন্দাত্মজো মে গতিঃ ।।

বাঘনখে চন্দ্রাকৃতি মূর্তি যুক্ত রোগনাশক চিত্র চন্দ্রিকা যুক্ত পদক মাতা গলায় দিয়াছেন। শিশুগণের সঙ্গে ধুলি খেলায় নিরত। সেই মালা বিভূষিত গোপী ও গোপগণের চমৎকৃতি শ্রীকৃষ্ণগোপালকে আমি শরণ গ্রহণ করি। তিনি ভিন্ন গতি নাই। বৈজয়ন্তী প্রভৃতি মাল্য ভূষিত কমল মালা গলে কমল নয়ন কৃষ্ণ মহা যজ্ঞ স্বরূপ পরমদক্ষ। ভক্তগণের অভীষ্ট পূরণে চিন্তামণি, সমর্থ প্রভু শ্রীগোপাল।

মণির্দিনমণিশ্চৈব কেদারো বদরাশ্রয়ঃ।
বদরীবন সংপ্রাপ্তো ব্যাসঃ সত্যবতী সুতঃ ॥ ১০৮ ॥

মহামূল্য ইন্দ্রনীলমণিকান্তি সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ কেদার ও বদরী আশ্রমে অবস্থানকারী বিশেষ করিয়া বদরিকাশ্রম যাহার অত্যন্ত প্রিয়-ধাম সত্যবতীসুত বেদব্যাসরূপেও যাহার অবতার, সেই গোপাল জয়যুক্ত হউন।

অমরারে র্নিহন্তা চ সুধাসিন্ধু বিধূদয়ঃ
চন্দ্রোরবিঃ শিবঃশূলী চক্রী চৈব গদাধরঃ ॥ ১০৯ ॥

দানব হন্তা অমৃত সাগরের পূর্ণচন্দ্র তুমিই রবি চন্দ্র শংকর বিষ্ণু গদাধর।

কৌমোদকী গদার রহস্য অজ্ঞানহারক পরাবিদ্যা—আত্মবিদ্যা গদাবেত্তা সর্বাদা মে করে স্থিতা।

শ্রীকর্তা শ্রীপতিঃ শ্রীদঃ শ্রীদেবো দেবকীসুতঃ
শ্রীপতিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পদ্মনাভো জগৎপতিঃ ।। ১১০ ।।

শ্রীলক্ষ্মীর ভর্তা শ্রীকান্ত সর্বপ্রকার সৌভাগ্য প্রদান কারী সুন্দর প্রভু দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত তুমি শোভার আধার পুণ্ডরীক নয়ন পদ্ম নাভি জগতের পতি।

ভক্ত্যা নৃত্যতি গোপীনাং মধুরং নিলয়াঙ্গনে
কো ন সেবেত তং ভক্ত্যা গোপালং ভক্তবৎসলম্।

যিনি প্রেমের সহিত গোপীগণের গৃহাঙ্গনে নৃত্যপরায়ণ এরূপ ভক্ত-বৎসল শ্রীগোপালকে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে সেবা করিবে না।

বাসুদেবোঽপ্রমেয়াত্মা কেশবো গরুড়ধ্বজঃ
নারায়ণ পরংধাম দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১১১

তুমি সর্বজীবের অন্তরের প্রেরণাদাতা তোমার তুলনা তুমি। ব্রহ্মা শংকর তোমার বশীভূত তোমার ধ্বজায় তোমার ভক্ত গরুড়ের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ভক্তের জয় ঘোষণা কর। তুমি সর্বাশ্রয় নারায়ণ এবং পরম গতি —পরম দৈবত মহেশ্বর তুমি। যশোদার সমীপে তুমি বালক আবার কুঞ্জমন্দিরে তুমি কিশোর তোমার পরিমাপ করিবে কে ?

যশোদাগ্রে সদা বালঃ কিশোরঃ কুঞ্জমন্দিরে।
বালকৈস্তদ্ বয়োধারী ব্রজে ক্রীড়তি মাধবঃ ॥

চক্রপাণিঃ কলাপূর্ণো বেদবেদ্যো দয়ানিধিঃ
ভগবান্ সর্বভূতেশো গোপালঃ সর্বপালকঃ ॥ ১১২

করকমলে সুদর্শন-চক্র বা তাহার চিহ্ন সর্বাংশ পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ বেদান্তবেদ্য পরম পুরুষ পরম দয়ালু, সর্বজীবের প্রভু সর্বপালক ভগবান্ শ্রীগোপাল।

অনন্তোনির্গুণোনিত্যো নির্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ।
নিরাধারো নিরাকারো নিরাভাসো নিরাশ্রয়ঃ॥ ১১৩

নাতঃ পরমস্তীতি শ্রুতেঃ ইহার পর আর নাই অর্থাৎ অনন্ত অথচ কোনো গুণ স্পর্শ করে না, এই নিত্য নির্বিকার স্বরূপ নিরঞ্জন নিরাধার নিরাকার ছায়া প্রতিবিম্ব রহিত শ্রীভগবান গোপাল দেবকে কেহ পরিমাণ করিতে পারে না।

পুরুষঃ প্রণবাতীতো মুকুন্দঃ পরমেশ্বরঃ।
ক্ষণাবনিঃ সার্বভৌমঃ বৈকুণ্ঠো ভক্তবৎসলঃ॥ ১১৪

প্রতিহৃদয়ে অবস্থানকারী, প্রণব শব্দ ব্রহ্ম হইতেও সুসূক্ষ্ম তুরীয়। যাহার দর্শনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তিরোহিত হয়, পরমেশ্বররূপে সেবার ইচ্ছা হয়, অগণিত উৎসবের পরমাশ্রয় সর্বত্র প্রভাব বিস্তারকারী সর্বপ্রকার কুণ্ঠা রহিত বৈকুণ্ঠ নিবাস ভক্তবৎসল।

বিষ্ণুর্দামোদরঃ কৃষ্ণো মাধবো মথুরা পতিঃ।
দেবকীগর্ভসম্ভূতো যশোদাবৎসলো হরিঃ॥ ১১৫

ব্যাপ্যমে রোদসী পার্থ কান্তিরভ্য ধিকা স্থিতা।
ক্রমণাদ্বাপ্যহং পার্থ বিষ্ণুরিত্যভিধীয়তে॥

অঙ্গের কান্তি বিচ্ছুরিত করিয়া বৃন্দাবনে সকলকে কৃষ্ণকান্তিময়সুন্দর করার জন্য কৃষ্ণই বিষ্ণুনামে আখ্যাত হন। তিনিই মাধব এবং মথুরা-

পতি আর দেবকীর পুত্র এবং যশোদার বাৎসল্য-নিধি মনোহারী হরি-গোপাল।

দামোদর নাম কেন হইল সকলেই জানে তয়োর্মধ্যগতো বদ্ধো দাম্না গাঢ়ং তথোদরে।

ততোহি—দামোদরতাং স যযৌ দামবন্ধনাৎ॥

আবার তাহার অঙ্গের শ্যামল কান্তিতে বনকেও অন্ধকার করিয়া সেই অন্ধকারে শ্রীরাধার সহিত রমণ করেন বলিয়াই তিনি কৃষ্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অঙ্গশ্যামলিমস্তোমৈঃ
শ্যামলীকৃত কাননে।
রমতে রাধয়া সার্দ্ধমতঃ
কৃষ্ণো নিগদ্যতে॥

মাধব নামের মা অংশের অর্থ পরাবিদ্যা আর মাধব তাহার পতি। বিদ্যাপতি।

মা শব্দে শ্রীলক্ষ্মীঃ অতএব মাধব শব্দে শ্রীনারায়ণ। আবার মা শব্দে শ্রীলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিময়ী শ্রীরাধা, অতএব মাধব শব্দে শ্রীরাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ।

বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখিতে পাই—
মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলু
দয়া জানি না ছোড়বি মোয়॥
গণয়িতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার

তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহাওসি
জগবহি নহি মুই ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখীয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরয়িতে ইহ ভব সিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল আধ দেহ প্রেমবিন্দু ॥

* * *

শিবঃ সংকর্ষণঃ

তিনি কল্যাণ গুণ নিলয় শিব এবং সকলের আকর্ষক সংকর্ষণ।

সর্বান্ জ্ঞাতি সম্বন্ধান্ দিগ্‌ভ্যঃ কংসভয়াকূলান্
প্রেম্না নিবাসয়ামাস।

দূরদেশে অবস্থিত কংস ভয়ে পলায়িত সকল বন্ধুবান্ধব আত্মীয়কে কৃষ্ণ পুনরায় স্বস্থানে অবস্থান করিবার নিমিত্ত আকর্ষণ করেন এবং সেই মথুরায় বসবাস করিবার ব্যবস্থা করেন।

(এ পর্যন্ত সাতশত নাম পূর্ণ হইল।)

* * *

—শম্ভুর্ভূতনাথো দিবস্পতিঃ।
অব্যয়ঃ সর্বধর্মজ্ঞো নির্মলো নিরুপদ্রবঃ ॥ ১১৬ ॥

যিনি ভক্তের মঙ্গলকর্তা ও সর্বজীবের প্রভু। যো ভূতানামধিপতিঃ যস্মিন্ লোকা অধিশ্রিতাঃ। স্বর্গের পতি, বিচার রহিত, সকল বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে রহস্য জ্ঞাতা। মানুষের দেহে দ্বাদশ প্রকার মল আছে। উহা অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহে নাই। এজন্য সেই চিন্ময় বিগ্রহকেই নির্মল বলা যায়। বসা, শুক্র, রুধির, মজ্জা. কর্ণমল, মূত্র, বিষ্ঠা, নখ, কফ,অশ্রু, নেত্র মল এবং ঘর্ম, এই দ্বাদশ মল প্রাকৃত দেহে আছে।

বসা শুক্রমসৃঙ্ মজ্জা কর্ণবিণ্ মূত্রবিণ্নখাঃ।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকাঃ স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥

সর্বপ্রকারে ভক্তের সমীপে শান্তভাবাপন্ন।

নির্বাণ নায়কো নিত্যোনীল জীমূত সন্নিভঃ।
কলাক্ষয়শ্চ সর্বজ্ঞঃ কমলারূপ তৎপরঃ॥১১৭॥

মোক্ষদাতা নিত্য মেঘের কান্তি, অক্ষয়স্বরূপ, সর্বজ্ঞ, কমলার প্রতি আসক্ত হৃদয়।

হৃষীকেশঃ পীতবাসা বসুদেব প্রিয়াত্মজঃ
নন্দগোপ কুমারার্য্যো নবনীতাশনো বিভুঃ॥ ১১৮॥

তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভু।

হৃষীকাণীন্দ্রিয়াণ্যাহু স্তেষামীশো যতো ভবান্।
হৃষীকেশস্ততো বিষ্ণুঃ খ্যাতো দেবেষু কেশবঃ।

পীতাম্বর বসুদেবপ্রিয় নন্দ-নন্দন নবনীত চোর সর্বত্র সমভাবে অবস্থানকারী। একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।

মহিষী বিবাহে যৈছে

যৈছে কৈল রাস ॥

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্ব্রজ যোষিতঃ ;

প্রতি গোপীর সমীপে রাসস্থলীতে পৃথক্, মূর্ত্তিতে অবস্থান করিলেও একস্বরূপের কোনো বাধা হয় নাই।

পুরাণপুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ শংখপাণিঃ সুবিক্রমঃ।
অনিরুদ্ধশ্চক্ররথঃ শার্ঙ্গপাণিশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ১১৯ ॥

অনাদি কাল হইতে সকলের শ্রেষ্ঠতা বিধান করিয়া মঙ্গলের ধ্বনি দ্বারা সকলকে নিজ নিজ ধর্মে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি, আর তাহার গতি কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয় না। কালের নিয়ন্তা সকল বিঘ্নাপসারণ চতুর্দিকে নিজ মহিমায় পরিব্যাপ্ত পরম দেবতা তিনি।

সত্ত্বং রজস্তম ইত্যহংকারশ্চেতি চতুর্ভুজঃ।

সত্ত্বগুণ, রজ, তম ও অহংকার তত্ত্ব, এই চারিটি হাত সর্বব্যাপক বিষ্ণু গোপালের।

গদাধরঃ সুরার্ত্তিঘ্নো গোবিন্দোনন্দকায়ুধঃ
বৃন্দাবন চরঃ শৌরির্বেণুবাদ্য বিশারদঃ ॥ ১২০ ॥

সর্বপ্রকারে অধর্ম দূর করিবার নিমিত্ত যিনি গদাধারণ করিয়া দেবতার দুঃখ দূর করেন। নন্দক খড়্গে বদ্ধ জীবের বন্ধন ছিন্ন করেন। বৃন্দাবনে বিহারপূর্বক বেনুবাদনে বিশারদ গোপাল।

তৃণাবর্তান্তকোহভীম সাহসো বহু বিক্রমঃ।
শকটাসুর সংহারী বকাসুর বিনাশনঃ ॥ ১২১ ॥

তৃণাবর্তের গলায় ধরিয়া বাল গোপাল নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিল। তৃণাবর্ত

তাহাকে লইয়া বহু উর্দ্ধে আকাশে যায়। তখন বালক যেন ভয়ে তাহার গলা চাপিয়া ধরে। কণ্ঠরোধ হয় তৃণাবর্তের। তাহার আর কোনো শব্দ করিবার উপায় ছিল না। এই অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়। তাহার দেহ ব্রজে পতিত হইয়া চূর্ণ হয়।

মহাবিক্রমী হইয়াও কোমল হৃদয়। হিরণ্যকশিপুকে নরসিংহ-মূর্তিতে বধ করিয়াও সেই শত্রুর পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি অতুলনীয় প্রীতি ও স্নেহ প্রদর্শক। তাহার সামর্থ্যের পরিমাপ করা যায় না। অগণিত বিক্রমশালী বিষ্ণু গোপাল। বিষ্ণোর্নু বীর্যগণনাং কতমোহৰ্হতীহ। ধূলিকণার গণনা সম্ভব তাহার গুণ গণনা অসম্ভব। বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। ইতি শ্রুতিঃ।

শকটাসুর সংহারক সম্বন্ধে বেদবাক্য স্মরণীয় পৃথ্ রথো দক্ষিণায়া অয়োজিতং দেবাসো অমৃতাসো অস্থুঃ। কৃষ্ণাদুদস্থাদর্য্যবিহায়াশ্চিকিৎসন্তী মানুষায় ক্ষয়ায়। শত্রুকর্তৃক রথ দক্ষিণ দিকে স্থাপিত ছিল। সেই রথ সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু উহা কৃষ্ণ সম্বন্ধে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ভূমিতে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে মাতার বড়ই আশ্চর্য বোধ হয় এবং তাহারা সংশয়ান্বিত। ভাবিয়া পাননা কি-ভাবে এই বালক মৃত্যুস্বরূপ এই শকট হইতে রক্ষা পাইল। ইহা পরমেশ্বরেরই লীলা। বকাসুরকে তিনিই বধ করেন।

ধেনুকাসুরসংহারী পূতনারির্নৃকেশরী
পিতামহো গুরুঃ সাক্ষী প্রত্যাগাত্মা সদাশিবঃ॥ ১২২॥

ধেনুকাসুর পূতনার মোক্ষদাতা, পুরুষশ্রেষ্ঠ লোকপিতামহ, অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশকারী, প্রাণের প্রভু, সর্বপ্রকার মঙ্গলায়তন শ্রীহরি, গোপাল।

সর্বদা দেশকালাদৌ মঙ্গলায়তনো হরিঃ।
তস্মাত্তং সর্বদা ধ্যায়ন্ মঙ্গলায়তনো ভবেৎ ॥

অপ্রমেয়ঃ প্রভুঃ প্রাজ্ঞোঽপ্রতর্ক্যঃ স্বপ্নবর্ধনঃ
ধন্যো মান্যো ভবো ভাবো ধীরঃ শান্তো জগদ্‌ গুরুঃ ॥ ১২৩ ॥

অপ্রমেয় প্রভু সর্বজ্ঞ, বিচারের অতীত —স্বপ্নবর্ধন ধন্য—মাননীয় ভব মূর্তি প্রেমময়—ধীর শান্তস্বভাব, জগতের গুরু গোপাল। অপ্রতিহত আজ্ঞা তিনি।

শ্রুতিস্মৃতী-মমৈবাজ্ঞে যস্ত উল্লংঘ্য বর্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী ন মদ্‌ভক্তো ন বৈষ্ণবঃ ॥

বেদ এবং স্মৃতিশাস্ত্র আমারই আজ্ঞা—এই আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করে সে আমার আজ্ঞাচ্ছেদী ভক্তও নয়, আর বৈষ্ণবও নয়।

বালক কৃষ্ণ স্বপ্নে কত কিছু সত্যকে প্রকাশ করেন। মাতা প্রভৃতি সেই স্বপ্ন কথনকে অলীক বলিয়া মনে করেন স্নেহ বাৎসল্যে। বিশ্বস্বপ্নে ভগবান্ লীলা করেন। মুগ্ধজীব উহাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করে। তত্ত্বজ্ঞানী ভাগবতগণ এই স্বপ্নপ্রায় বিশ্বলীলাকেও সত্য বলিয়া জানেন। স্বপ্নে কৃষ্ণ বলেন—

শম্ভোস্বাগতমাস্যতামিত ইতো বামেন পদ্মোদ্‌ভব।
ক্রৌঞ্চারে কুশলং সুখং সুরপতে বিত্তেশনো দৃশ্যসে।
ইত্থং স্বপ্নগতস্য কৈটভরিপো শ্রুত্বা যশোদাগিরঃ
কিং কিং বালক-জল্পসীত্যনুচিতং থূথূকৃতং পাতুবঃ ।।

হে শংকর স্বাগত জানাই, বসুন। হে ব্রহ্মন্, বামে অবস্থান করুন। হে ইন্দ্র আপনার মঙ্গল তো? হে কুবের আপনাকে দেখিতে

পাই না। কেন? এই প্রকার স্বপ্নবাক্য শুনিয়া মাতা যশোমতী কৃষ্ণ গোপালের গায়ে থূথূ দিয়া মঙ্গল বিধান করেন এবং ভয়ে ভয়ে বলেন, বালক এইসব অনুচিত কথা কেন বলে জানিনা।

আবার কোনোদিন স্বপ্নে বলেন—

এতে লক্ষ্মণ জানকী বিরহিণং মাং খেদয়ন্ত্যম্বুদা
মর্মাণীব বিষীদয়ন্ত্যলমমীক্রূরাঃ কদম্বানিলাঃ
ইত্থং ব্যাহৃত পূর্বজন্মবিরহো যো রাধয়াবীক্ষিতঃ।
সের্ষ্যং শঙ্কিতয়া স বঃ সুখয়তু স্বপ্নায়মানো হরিঃ॥

আকাশের কালোমেঘ জানকীর বিরহী আমাকে ভাই লক্ষ্মণ দেখ ব্যথা দিতেছে! এই কদম্ব কানন হইতে বসন্তের অনিল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া আমার মর্মপীড়া সৃষ্টি করিতেছে। পূর্ব অবতার লীলা কথা স্বপ্নের মধ্যে কৃষ্ণের মুখে প্রকাশিত হওয়ায় শ্রীরাধা ঈর্ষ্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তবে কি তুমি এখনও আমার মিলন অবস্থায়ও জানকা বিরহ কাতর? পূর্বোক্ত স্বপ্নমুগ্ধ ভগবান্ তোমাদের সুখদায়ক হউন। আরও স্বপ্নে তিনি বলেন—

ধীরা ধরিত্রি ভব মারমবেহি শান্তং
নম্বেষকংসহতকং বিনিপাতয়ামি।
ইত্যদ্‌ভুতস্তিমিত গোপবধূশ্রুতানি
স্বপ্নায়িতানি বসুদেব শিশোর্জয়ন্তি॥

ধরিত্রি ধৈর্য ধারণ কর। মারকে শেষ করিব আর দেরী নাই। কংসকে বধ করিতেছি ভয় করিও না। এইরূপ অদ্ভুত স্বপ্নের ঘোরে নিদ্রালু কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি জয়যুক্ত হউক। এই প্রকার আরও কত স্বপ্ন কথা আছে।

অন্তর্যামীশ্বরো দিব্যো দৈবজ্ঞো দেবসংস্তুতঃ
ক্ষীরাব্ধিশয়নো ধাতা লক্ষ্মীবাঁল্ লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥ ১২৪ ॥

তিনি অন্তর্যামী বলিয়াই পরম ঈশ্বর পূজ্য, দিব্যভাব দৈবজ্ঞ দেবতাগণের বন্দনীয়, ক্ষীর সাগর শয়ন, বিধাতা লক্ষ্মীকান্ত, আবার লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরাম গোপাল।

ধাত্রীপতিরমেয়াত্মা চন্দ্রশেখর পূজিতঃ
লোকসাক্ষী জগচ্চক্ষুঃ পুণ্যচরিত্রকীর্তনঃ ॥ ১২৫ ॥

আমলকী ধাত্রীপতি, চন্দ্রশেখর মহাদেবের পূজিত, লোকসাক্ষী জগতের চক্ষু, পুণ্য চরিত্র কীর্ত্তন কৃষ্ণগোপাল।

কোটিমন্মথ সৌন্দর্যো জগন্মোহনবিগ্রহঃ।
মন্দস্মিততনো গোপ গোপিকা পরিবেষ্টিতঃ ॥ ১২৬ ॥

কোটি মদনের গর্বহরণকারী পরম সুন্দররূপে জগতের জীবগণকে মোহিত কর। তুমি মধুর হাস্য প্রকাশ করিয়া গোপ গোপিকার দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ফুল্লারবিন্দনয়নশ্চানূরান্ধ্র নিষূদনঃ।
ইন্দীবর দলশ্যামোবর্হিবর্হাবতংসকঃ ॥ ১২৭ ॥

বিকশিত কমলের ন্যায় নয়ন শোভা তোমার, তুমি চানূর ও অন্ধ্রদেশজাত মুষ্টিক অসুরের নিহন্তা। নীলকমলের শ্যামকান্তি ময়ূর পুচ্ছ শিরোভূষণ তোমার।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসং কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাং
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতিকীর্ত্তিঃ।

মুরলীনিনদাহ্লাদো দিব্যমাল্যাম্বরাবৃতঃ।
সুকপোলযুগঃ সুভ্রূযুগলঃ সুললাটকঃ ॥ ১২৮ ॥

চারিটি স্বরযুক্ত মধুরধ্বনিময় মুরলীবাদন পরায়ণ পরমানন্দমূর্তি দিব্যমাল্যাদি দ্বারা পরিশোভিত সুন্দরগণ্ড, মনোহর ভ্রূযুগল, এবং প্রশস্ত ললাট তুমি হে সুন্দর গোপাল।

কম্বুগ্রীবো বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবান্ শুভলক্ষণঃ
পীনবক্ষা শ্চতুর্বাহু শ্চতুর্মূর্তিস্ত্রিবিক্রমঃ ।১২৯॥

শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাঙ্কিত গলদেশ, বিশাল, নয়ন শুভ শ্রীবৎস চিহ্নাদি পরিশোভিত। "শ্রীবৎসং দক্ষিণে বামে লক্ষ্ম্যঙ্কং মধ্যতোলতা" ডান দিকে বুকের শ্রীবৎস শুভ্ররোমাবলী বাম দিকে স্বর্ণরেখা লক্ষ্মী মধ্যস্থলে ভৃগুমুনির পদচিহ্ন শোভিত। পুষ্টবক্ষঃ সুলক্ষণ।

কক্ষাকুক্ষিশ্চ বক্ষশ্চ কর্ণস্কন্ধ ললাটকম্
ষড়ুন্নতং ভবেদ্যস্য রাজ্যং তস্য বিনির্দিশেৎ

কক্ষ, কুক্ষি, বক্ষ, কর্ণ, স্কন্ধ ও ললাট যাহার উন্নত তাহার রাজোচিত ভাগ্য হয়। কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিমূর্তি তোমার। শরীর পুরুষ, ছন্দ পুরুষ, বেদ পুরুষ ও মহাপুরুষ এই চারিমূর্তি তোমার। ত্রিলোকে তোমার বিক্রম তুমি ত্রিবিক্রম।

কলঙ্করহিতঃ শুদ্ধো দুষ্টশত্রুনিবর্হণঃ।
কিরীটকুণ্ডলধরঃ কটকাঙ্গদমণ্ডিতঃ ॥ ১৩০

তুমি অচ্যুতবীর্য কলংকরহিত শুদ্ধ স্বরপ, দুষ্ট শত্রুর নিহন্তা, কিরীট কুণ্ডলাদি ধারণ করিয়া অঙ্গের আভরণ মণ্ডিত।

* * *

মুদ্রিকাভরণোপেতঃ

তোমার আঙ্গুলে অঙ্গুরীয়ক আভরণ আছে। (এই পর্যন্ত আট শত নাম পূর্ণ হইল)।

* * *

কটিসূত্র বিরাজিতঃ।
মঞ্জীর রঞ্জিতপদঃ সর্বাভরণ ভূষিতঃ॥ ১৩১

কটিদেশে সূত্রসহ ক্ষুদ্র ঘন্টিকা এবং চরণে নূপুর প্রভৃতি সর্বপ্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত গোপাল।

বিন্যস্তপাদযুগলো দিব্যমঙ্গলবিগ্রহঃ
গোপিকানয়নানন্দঃ পূর্ণচন্দ্র নিভাননঃ॥ ১৩২

ভক্তকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত যাহার পদযুগল একটির উপর অন্যটি সুবিন্যস্ত মঙ্গলময় মূর্তি গোপীর নয়ন আনন্দ পূর্ণচন্দ্র হইতেও অধিক আহ্লাদকারী শ্রীমুখচন্দ্র।

সমস্ত জগদানন্দঃ সুন্দরো লোকনন্দনঃ।
যমুনাতীর সঞ্চারী রাধামন্মথ বৈভবঃ॥ ১৩৩

সর্বজীবের আনন্দদায়ক সুন্দর, সকলকার আহ্লাদক, যমুনাতীরে বিহারী, রাধার মনমোহন মদনমূর্তি।

গোপনারীপ্রিয়ো দান্তো গোপীবস্ত্রাপহারকঃ।
শৃঙ্গারমূর্তিঃ শ্রীধামা তারকো মূলকারণম্॥ ১৩৪

গোপীপ্রিয়কান্ত অথচ গোপীবস্ত্রাপহারক। শৃঙ্গারমূর্তি সুন্দর দীপ্তি জীবতারক, জগতের মূল কারণস্বরূপ।

গোপীর বস্ত্র অজ্ঞান বাসনার প্রতীক বলিলে বস্ত্রহরণ লীলার তত্ত্ব বুঝা যায়। ইহার পরই আত্মজ্ঞান সম্ভব। কৃষ্ণকে তখন প্রেষ্ঠ আত্মা বলিয়া বোধ হয়। প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।

আরও তাহাদের মুখে কৃষ্ণের পরমাত্ম স্বরূপেরও পরিচয় পরিস্ফুট হয়। ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিল দেহিনামন্তরাত্মদৃক্। আপনি যশোদার পুত্র ইহাই সবখানি পরিচয় নয়, আপনি সকল জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। কৃষ্ণলীলার তত্ত্বব্যাখ্যা দেখুন—

হেমন্তঃ সাধনাসক্তঃ সদ্বোধো মার্গশীর্ষকঃ
কুমার্য্যঃ সাধকধিয়ঃ শান্তিঃসৌর্য্যনিমজ্জনম্।
পূর্ণনিষ্ঠা ভদ্রকালী তন্নিষ্ঠাপূজনং স্মৃতম্
কদম্ববৃক্ষো বিশ্বাসঃ ফলদাতা স্বয়ং হরিঃ
ভক্তিভাবাবয়স্যাশ্চ বেণুর্নাদ শ্রুতিস্ততঃ
বাসনা বস্ত্রহরণং সাক্ষাৎকারস্তদা হরেঃ ॥

গোপীগণের আদর্শে উপাসনার ভঙ্গীই যেন প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণগোপালের বাল্যলীলায়। করুণানিধি গোপাল প্রেমিক ভক্তগণের পরমানন্দ সাক্ষাৎকার, মাধুর্য ও মহিমা মঞ্জুলীলায় অভিব্যক্ত করেন।

ইত্যুপাসন সন্মার্গো গোপীব্যাজেন সূচিতঃ
প্রত্যক্ষতশ্চরিত্রং যৎতদ্ বস্ত্রহরণাদিকম্।
কৌমারান্তমিদং বালক্রীড়নং চেতি বোধদম্
গোপ্যস্তু শক্তয়ঃ শুদ্ধাস্তস্যৈব পরমাত্মনঃ
ভাবুকানাং পরাসিদ্ধ্যৈ লীলেয়ং করুণানিধেঃ ॥

প্রাচীন বৈদিক নীতিতে বাল্যাপগমে অর্থাৎ কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং এই বাক্য অনুসারে সন্তানকে অক্ষর অভ্যাস করাইয়া সদাচার শিক্ষা দিতে হয়। এইভাবে কন্যকাদেরও বিদ্যাভ্যাস করাইয়া শিব-

গৌরীর পূজা শিক্ষা দিতে হয়। এই জন্যই ব্রজের কুমারীগণ কৌমার দশায় পঞ্চম বর্ষে কাত্যায়নী পূজা ব্রত গ্রহণ করেন। হেমন্তের প্রথম মাসে তাহাদের ব্রত আরম্ভ হয়; ব্রতপালন সময়ে কাহারও নগ্ন হইয়া স্নান করা উচিত নয়। এজন্যই বস্ত্রহরণ লীলা। অনন্তর তাহাদিগকে নিজের সমীপে ডাকিয়া কৃষ্ণ তাহাদের ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে এই ভাব প্রকাশ করিলে তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করেন। প্রায়শ্চিত্ত বরুণ সূর্য প্রভৃতি দেবতার নমস্কার করাইয়া বস্ত্র দান করেন। পাঁচ বৎসরের পর আর কোনো বালিকাকে নগ্ন দেখা উচিত নয়। ইহা ধর্মশাস্ত্র উক্ত নীতি। কৃষ্ণ শৃঙ্গার রসের শ্যাম মূর্তি। প্রণব কথার মধ্যে প্রণামের তাৎপর্য নিহিত কাছে। প্রণাম করলেই দেবতারাও অবনত হন ভক্তের সমীপে।

সৃষ্টি সংরক্ষণোপায়ঃ ক্রূড়াসুর বিভঞ্জনঃ
নরকাসুর সংহারী মুরারি বৈরি মর্দনঃ॥ ১৩৫

সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্ত সর্বদা যিনি ব্যবস্থা করেন। নরকাসুর প্রভৃতি অসুর বিনাশক, মুরারি ও শক্রমর্দন গোপাল বীর।

আদিতেয়প্রিয়ো দৈত্যভীকরো যদুশেখরঃ
জরাসন্ধকুলধ্বংসী কংসারাতিঃ সুবিক্রমঃ ১৩৬

দেবতার প্রিয় দানবের ভয়োৎপাদক, যদুকুল নায়ক, জরাসন্ধ বিনাশক, সুবিক্রমী, কংসারি গোপাল।

পুণ্যশ্লোকঃ কীর্তনীয়োযাদবেন্দ্রো জগন্নুতঃ।
রুক্মিণীরমণঃ সত্যভামাজাম্ববতী প্রিয়ঃ ১৩৭

যাহার কীর্তি পুণ্যময়, কীর্তনযোগ্য, যাদবগণের শ্রেষ্ঠ, রুক্মিণীবল্লভ, সত্যভামা জাম্ববতী প্রভৃতির অত্যন্ত প্রিয় কৃষ্ণগোপাল।

মিত্রবিন্দা নাগ্নজিতী লক্ষ্মণাসমুপাশ্রিতঃ।
সুধাকরকুলে জাতোঽনন্ত প্রবল বিক্রমঃ ॥ ১৩৮

মিত্রবিন্দা, নাগ্নজিতী, লক্ষ্মণা প্রভৃতি পত্নীগণ সেবিত কৃষ্ণ।

সর্বসৌভাগ্যসম্পন্নো দ্বারকা পত্তনস্থিতঃ
ভদ্রাসূর্য সুতানাথো লীলামানুষবিগ্রহঃ ॥ ১৩৯ ॥

সর্বপ্রকার সৌভাগ্যের জন্মভূমি তুমি দ্বারকায় অবস্থান কর, লক্ষ্মণা ও যমুনার প্রাণনাথ তুমি লীলামানুষ বিগ্রহ।

সহস্র ষোড়শস্ত্রীশো ভোগমোক্ষৈকদায়কঃ।
বেদান্তবেদ্যঃ সংবেদ্যোবৈদ্যো ব্রহ্মাণ্ড নায়কঃ ॥ ১৪০ ॥

তুমি ষোলহাজার স্ত্রীর স্বামী, তুমি ভোগ ও মোক্ষের দাতা, বেদান্তবেদ্য, পরম জ্ঞেয় পুরুষ, ভবরোগের একমাত্র চিকিৎসক, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক।

গোবর্দ্ধনধরো নাথঃ সর্বজীব দয়াপরঃ।
মূর্তিমান্ সর্বভূতাত্মা আর্তত্রাণ পরায়ণঃ ॥ ১৪১ ॥

তুমি গোবর্দ্ধনধারী, সর্বজীবের প্রতি দয়ালু, মূর্তিমান সর্বজীবের আত্মা এবং বিপদ্গ্রস্ত আর্তের একমাত্র ত্রাণকর্তা।

সর্বজ্ঞ সর্বসুলভঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
ষড়্গুণৈশ্বর্যসম্পন্নঃ পূর্ণকামো ধুরংধরঃ ॥ ১৪২ ॥

তুমি সকলই জান, ভক্তিমানের সুলভ, তুমি সর্বশাস্ত্র বিশারদ, তুমি সকলগুণে গুণবান, ঐশ্বর্য সম্পন্ন, পূর্ণকাম এবং অগ্রণী।

মহানুভাবঃ কৈবল্যনায়কো লোকনায়কঃ।
আদি মধ্যান্ত রহিতঃ শুদ্ধসাত্ত্বিক বিগ্রহঃ ॥ ১৪৩ ॥

মহানুভাব তুমি মুক্তিদায়ক লোকনায়ক তোমার আদি মধ্য অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তুমি শুদ্ধ সাত্ত্বিক বিগ্রহবান্।

অসমানঃ সমস্তাত্মা শরণাগত বৎসলঃ
উৎপত্তি স্থিতি সংহার কারণং সর্বকারণম্ ॥ ১৪৪ ॥

ন তৎ সমশ্চাপ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে এই বাক্য অনুসারে গোপালের সমান বা অধিক আর কেহ নাই। সকলের আত্মা, শরণাগত বৎসল সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারণ এবং মূল কারণ স্বরূপ তুমি।

গম্ভীর সর্বভাবজ্ঞঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
বিষ্বক্ সেনঃ সত্যসন্ধঃ সত্যবাক্ সত্যবিক্রমঃ ॥ ১৪৫ ॥

গম্ভীর স্বভাব, সকলের হৃদয়জ্ঞ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তুমিই বিষ্বক্সেন, সত্যসন্ধ, সত্যবাক্য ও সত্যবিক্রম। সত্যেই তোমার প্রতিষ্ঠা, পরিচয় এবং স্বরূপ প্রকাশ।

সত্যব্রতঃ সত্যরতঃ সত্যধর্ম পরায়ণঃ
আপন্নার্তি প্রশমনো দ্রৌপদীমানরক্ষকঃ ॥ ১৪৬ ॥

ভাগবতে গর্ভস্তুতিতেও শ্রীভগবানকে সত্যব্রত সত্যপর ত্রিসত্য সত্যের যোনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত সত্যাত্মক বলিয়া শরণ গ্রহণ করা হইয়াছে। ভক্তআর্তি হরণকর্তা, ভক্তের রক্ষক বলিয়াই দ্রৌপদীর ত্রাণ বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছেন।

কন্দর্প জনক প্রাজ্ঞো জগন্নাটক বৈভবঃ।
ভক্তবশ্যোগুণাতীতঃ সর্বৈশ্বর্য প্রদায়কঃ ॥ ১৪৭ ॥

কামদেব প্রদ্যুম্নস্বরূপে কৃষ্ণের পুত্র। পরম প্রাজ্ঞ ভগবান এই জগৎ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ভক্তবৎসল প্রাকৃত গুণাতীত সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য দায়ক।

দমঘোষ সুতদ্বেষী বাণবাহুবিখণ্ডনঃ।
ভীষ্মভক্তি প্রদোদিব্যঃ কৌরবান্বয়নাশনঃ ॥ ১৪৮ ॥

রুক্মিণী বিবাহ প্রসঙ্গে শিশুপালের সঙ্গে যে বিরোধ তাহার ফলে কৃষ্ণের হস্তে তাহার মৃত্যু ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের শত দোষ মার্জনা করিলেও শিশুপাল কৃষ্ণ নিন্দার ফলেই সভামধ্যে নিহত হয়।

বাণরাজা কন্যা ঊষা ও অনিরুদ্ধের গোপন প্রেম-সম্বন্ধে-অনিরুদ্ধকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাণরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বাণ শংকরের উপাসক বলিয়া এবং সহস্র বাহু বলিয়া গর্বিত ছিল। শংকরের অনুগত বাণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রুদ্রগণ ও নারায়ণী সেনার মধ্যে যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ বাণের বাহুগুলি ছেদন করেন। শেষ পর্যন্ত চারিটি মাত্র বাহু অবশিষ্ট রাখিয়া তাহাকে শংকরের অনুরোধে পরিত্যাগ করেন এবং উভয় দলে সন্ধি স্থাপন হয়।

শরশয্যায় অবস্থিত ভীষ্মদেবের স্তব ভাগবতের প্রসিদ্ধ অধ্যায়। উহাতে সত্যসন্ধ ভীষ্মের কৃষ্ণভক্তির উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবকুল নিধনের মূলেও শ্রীকৃষ্ণ, একথা প্রসিদ্ধ।

কৌন্তেয়প্রিয়বন্ধুশ্চ পার্থস্যন্দন সারথিঃ।
নারসিংহো মহাবীরঃস্তম্ভজাতো মহাবলঃ॥ ১৪৯ ॥

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরাদির প্রিয় বন্ধু পাণ্ডব সখা পার্থ-সারথি নরসিংহ অবতার রূপে প্রকাশিত, মহাবীর মণিময়স্তম্ভ হইতে প্রকাশিত মহাবলবান তুমি।

(এখানে নয়শত নাম পূর্ণ হইল।)

প্রহ্লাদবরদঃ সত্যো দেবপূজ্যোঽভয়ঙ্করঃ।
উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজো বামনো বলিবন্ধনঃ॥ ১৫০ ॥

নরসিংহরূপে প্রহ্লাদের প্রতি বরদাতা, দেবতাগণের পূজ্য, ভয়ঙ্কর

হইলেও নিজের ভক্তের সমীপে অভয় দাতা। তুমিই ইন্দ্রের লঘু ভ্রাতা উপেন্দ্র বামন। এই রূপেই তুমি দৈত্যরাজ বলিকে বন্ধন করিয়াছ।

গজেন্দ্রবরদঃ স্বামী সর্বদেব নমস্কৃতঃ।
শেষ পর্যঙ্কশয়নো বৈনতেয়রথো জয়ী ॥ ১৫১ ॥

শ্রীহরি রূপ প্রকাশ পূর্বক তুমি গজেন্দ্রকে গ্রাহের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়াছ। তোমার এই শ্রীহরি স্বরূপের শরণ গ্রহণ করিলে সর্বপ্রকার বিপদ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

ভাগবতে শ্রীহরির আবির্ভাব বর্ণনা—
এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিত নির্বিশেষং
ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ।
নৈতে যদোপসস্পৃ নিখিলাত্মকত্বাৎ
তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ ॥

গজরাজ কেনো বিশেষরূপের চিন্তা না করিয়া স্তব করেন। এই নির্বিশেষ স্তব শুনিয়া বিভিন্নরূপে অবস্থিত অভিমানী দেবতারা কেহ আসিলেন না। কিন্তু সমস্তদেবতাময় বলিয়া শ্রীহরিই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকল দেবতাময় শ্রীহরি জগতের নিবাস শরণ সুহৃৎ। তিনি তখন গজেন্দ্রকে পীড়িত অনুভব করিয়া এবং তাহার স্তব শুনিয়া ছন্দময় বেদবাক্যময় গরুড়ে আরোহণ করিয়া গজরাজের সমীপে উপস্থিত। তাঁহার শ্রীহস্তে সুদর্শন চক্র। শূন্যপথে চক্রধারী অখিল গুরু ভগবান

শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া গজরাজ অতিকষ্টে শুণ্ড-দ্বারা একটি বিকশিত কমল উপহার প্রদান করিল এবং বলিল—

"নারায়ণাখিল গুরো ভগবন্নমস্তে !"

প্রভু সর্বদেবতার নমস্কৃত শেষশায়ী গরুড়বাহন সর্বত্র জয়ী শ্রীহরি গোপাল।

অব্যাহত বলৈশ্বর্য সম্পন্ন পূর্ণমানসঃ
যোগেশ্বরেশ্বরঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞো জ্ঞানদায়কঃ ॥ ১৫২ ॥

তোমার বল ঐশ্বর্য কোথাও ব্যাহত হয় না। তুমি সর্বযোগেশ্বর সকল কর্মের সাক্ষী জীবের আত্মা জ্ঞানদ গুরু।

যোগীহৃৎপঙ্কজাবাসো যোগমায়া সমন্বিতঃ
নাদবিন্দু কলাতীতশ্চতুর্বর্গফলপ্রদঃ ॥ ১৫৩ ॥

যোগীর হৃদয় পঙ্কজে ধ্যেয় যোগমায়া সমাবৃত সকলের দৃষ্টিগোচর হও না। তুমি প্রণবের নাদ, বিন্দু ও কলার অতীত, তুরীয় পদার্থ এবং ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষদায়ক।

সুষুম্না মার্গ সঞ্চারী দেহস্যান্তর সংস্থিতঃ
দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণসাক্ষীচেতঃপ্রসাদকঃ ॥ ১৫৪ ॥

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম নাড়ী তাহার নাম সুষুম্না এই নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র সহস্রদল পদ্ম পর্যন্ত বিস্তারিত, ইহাকে অমৃতবহা নাড়ীও বলা হয়। সেই নাড়ীর ভিতর দিয়াই সাধক শরীরে অমৃতময় আনন্দময় সঞ্চারিত হইয়া সর্বদেহে আনন্দ দান করেন। তিনিই দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণমন হৃদয় সকলকে সঞ্জীবিত করেন।

সূক্ষ্ম সর্বগতো দেহী জ্ঞানদর্পণগোচরঃ
তত্ত্বত্রয়াত্মকোঽব্যক্তঃ কুণ্ডলী সমুপাশ্রিতঃ ॥ ১৫৫ ॥

তুমি সূক্ষ্ম স্বরূপে দেহে অবস্থান পূর্বক সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট। জ্ঞানদর্পণ তুমি অব্যক্ত অথচ জীব, ঈশ্বর ও মায়া এই ত্রিবিধরূপে লীলা কর। তুমিই যোগীর চিন্তনীয় মূলাধার চক্রে কুলকুণ্ডলিনীর রূপে অবস্থিত। সূক্ষ্ম কুণ্ডলিনী জীবাত্মা উহাও তোমার রূপ।

ব্রহ্মণ্যঃ সর্বধর্মজ্ঞঃ শান্তো দান্তো গতক্লমঃ
শ্রীনিবাসঃ সদানন্দো বিশ্বমূর্তির্মহাপ্রভুঃ ॥ ১৫৬ ॥

তুমি বৈদিক কর্মের হিতকারী, ধর্ম রহস্য প্রকাশক, শান্ত দান্ত চিরদিন আনন্দে অবস্থিত, শ্রীলক্ষ্মীর নিবাস তুমি সদানন্দ, বিশ্বমূর্তি তুমিই মহাপ্রভু।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
সমস্ত ভুবনাধারঃ সমস্ত প্রাণরক্ষকঃ ॥ ১৫৭ ॥

বেদোক্ত পুরুষ সূক্তে বর্ণিত তোমার মহিমা। তুমি সহস্ররূপে প্রকাশিত। সমস্ত ভুবনের আধার তুমি সকলের ধারক। সকলের প্রাণরক্ষক।

সমস্তঃ সর্বভাবজ্ঞো গোপিকাপ্রাণবল্লভঃ
নিত্যোৎসবো নিত্যসৌখ্যো নিত্যশ্রীর্নিত্য মঙ্গলঃ ॥ ১৫৮ ॥

তুমি সর্বরূপে অবস্থিত সকলই তুমি জান। গোপিকার প্রাণবল্লভ নিত্যই উৎসব মূর্ত্তি, নিত্য সুখময়, নিত্য শোভা ও নিত্য মঙ্গলরূপ তোমার।

ব্যূহার্চিতো জগন্নাথঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ পুরাধিপঃ
পূর্ণানন্দ ঘনীভূতো গোপবেশধরো হরিঃ ॥ ১৫৯ ॥

বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহে যাহার অর্চনা

জগন্নাথ তুমি বৈকুণ্ঠনাথ। পূর্ণানন্দ বিগ্রহ গোপাল বেশধারী তুমিই হরি।

এষ বৈ বৃষা হরির্য এষ তপত্যেষ উ প্রবগ্যঃ। অর্থাৎ যিনি তাপ প্রদান করেন তিনিই বর্ষণশীল আদিত্য, তিনি হরি হরণ করেন, ইহা তাহার স্বভাব।

কলায়কুসুমশ্যামঃ কোমলঃ শান্তবিগ্রহঃ
গোপাঙ্গনাবৃতোঽনন্তো বৃন্দাবন সমাশ্রয়ঃ ॥ ১৬০ ॥

কলায় কুসুমের ন্যায় শ্যামলবর্ণ কোমল শান্ত বিগ্রহ গোপীগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত আনন্দস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবন সমাশ্রয়ী তুমি।

বেণুবাদরতঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং হিতকারকঃ
বালক্রীড়া সমাসক্তো নবনীতস্য তস্করঃ ॥ ১৬১ ॥

বেণু সম্বন্ধে গোপীসঙ্গে যিনি বাদানুবাদ করেন, সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া যিনি দেবতাগণের হিতকারক অথচ যিনি বাল্যক্রীড়াতে আসক্ত হৃদয়, এমন কি নবনীত চুরি করিতেও অভ্যস্ত তুমি।

গোপালকামিনীজারশ্চৌরজার শিখামণিঃ
পরংজ্যোতিঃ পরাকাশঃ পরাবাসঃ পরিস্ফুটঃ ॥ ১৬২ ॥

গোপালকামিনীনাং জরয়তি সংসার—বাসনাং নাশয়তীতি—গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শনে সংসার বাসনাকে দূরে ঠেলিয়াই আসিয়াছেন। তাহাদের সকল কামনা ত্যাগ হইয়াছিল কৃষ্ণপ্রাপ্তির কামনায়। তাহাদের ত্যাগের কথা ভক্তিসূত্রে প্রমাণিত, 'যথা ব্রজগোপীকানাম্' এই সূত্রে। তাহারা এই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন জারভাবে মিলিত হইলেও গোপীগণ উদ্ধবাদি ভক্তগণের দ্বারা প্রসংশিত

হইয়াছেন। ইহা দ্বারা তাহাদের ভাবের শুদ্ধতা অনুমান করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপ বিদোবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছত সহস্রশঃ॥

সহস্র গোপী আমাকে না জানিয়াও রমণ বা উপপতিরূপে মিলিত হইয়া ব্রহ্ম আমাকে লাভ করিয়াছেন।

শাস্ত্রেষু দৃশ্যতে শুদ্ধং পঞ্চধা ব্রহ্মরূপতঃ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম ষষ্ঠমেব নিগদ্যতে॥

শাস্ত্রে শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপকে পঞ্চপ্রকারে বিচার করা হইয়াছে যথা—

শব্দব্রহ্ম মহদ্‌ব্রহ্ম সগুণব্রহ্ম নির্গুণম্।
শুদ্ধব্রহ্ম পরব্রহ্ম চেতিভেদো রসাত্মকঃ॥

শব্দব্রহ্ম, মহদ্‌ব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম, নির্গুণব্রহ্ম, শুদ্ধব্রহ্ম, পরব্রহ্ম এই পঞ্চপ্রকার বলা হইলে ষষ্ঠপ্রকার ব্রহ্ম হইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ। "শব্দস্য হি ব্রহ্মণ এব পন্থাঃ" "শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতম্" এই সকল বাক্যে বেদকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। মহদ্‌ব্রহ্ম বলে প্রধানকে যথা মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সগুণব্রহ্ম প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষ যথা—ভেদ দৃষ্ট্যাভিমানেন নিস্‌সঙ্গেনাপি কর্মণা। কর্তৃত্বাৎসগুণং ব্রহ্ম পুরুষং পুরুষর্ষভ। নির্গুণব্রহ্ম পরমাত্মা অন্তর্যামী। অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্॥ শুদ্ধব্রহ্ম কৈবল্য শব্দের পর্যায়, খং ব্রহ্ম বা চিদাকাশ বলিয়া বলা যায়। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এই সূত্রে বেদান্তবেদ্য আনন্দঘন পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। ইহা ভিন্ন অন্য কোনো স্বরূপ হইতে পারে না।

মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রমাণে ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

"গূঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্"। "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম" পরাকৃত-নমদ্ বন্দ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্। সৌন্দর্য্য সারসর্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহঃ।

মধুসূদন সরস্বতীর পূর্বোক্তবাণী চিন্তনীয়।

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। আরও পরব্রহ্মণ উৎকৃষ্টং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব বৈভবম্। শাস্ত্রেষু বিস্তৃতং চাস্তি শব্দব্রহ্মাদিপঞ্চকম্।

হরিবংশে দুর্বাসার উক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যথা—

বিশ্বং যতঃ প্রাদুরাসীদ্যস্মিনল্লীনং ক্ষয়ে সতি। ইদং তবেশ্বরং তেজস্তব গচ্ছামি কেশব।

বিশ্ব যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া যাহাতে লীন হইয়া যায়—হে কেশব সেই তোমার ঐশ্বরিক তেজ আমি লাভ করিয়াছি।

শব্দ ব্রহ্ম ব্যবহৃতং শ্রীকৃষ্ণস্য পরাত্মনঃ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাণী শব্দ-ব্রহ্মবেদ ছন্দঃ সুপর্ণৈর্মুখপদ্ম নীড়ৈঃ।

তাঁহার মুখকমলরূপ কুলায় হইতে ছন্দ বা বেদমন্ত্র পক্ষীগণ নির্গত হয়।

অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিত
মেত দৃগবেদো যজুর্বেদং সামবেদোথ
র্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা
উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনু ব্যাখ্যানি
ব্যাখ্যানানস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি।

সেই মহাপুরুষের শ্বাসরূপে ঋক্ যজু সাম অথর্ব বেদ ইতিহাস পুরাণ বিদ্যা উপনিষদ্ শ্লোক সূত্র অনুব্যাখ্যান ব্যাখ্যান সকলই বহির্গত হইয়াছে।

জীবাধান পরমাত্মা সেই শ্রীকৃষ্ণের গর্ভাধান স্থান মহদ্ ব্রহ্ম এই জন্যই বলা হয়—মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।

গীতায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা!

সকল জীব তাঁহারই অংশ। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

প্রথম পুরুষাবতার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ। আমিই সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া স্মৃতি জ্ঞান উৎপন্ন করি আর উহার অভাব আমার অভাবেই হয়। উহাকেই শব্দব্রহ্মাতিগ অগোচর স্বপ্রকাশ কৈবল্য নামে নিরাকার স্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্ম বলা হয়।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ এবং ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাংকো ন পাবকঃ॥ যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। এই সকল উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি তেজকেই ব্রহ্মশব্দে বুঝানো হইয়াছে। উপনিষদ্ কহে যারে ব্রহ্ম সুনির্মল, উহাও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি করে ঝলমল।

পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের বাণী যথা—

যন্নখেন্দু রুচির্ব্রহ্ম ধ্যেয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ
গুণত্রয়মতীতং তংবন্দে বৃন্দাবনেশ্বরম্॥

যাঁহার চরণ নখস্বরূপ চন্দ্রকান্তিকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ধ্যান করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত বৃন্দাবনের পরমেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। ইহাতে কেহ অতিপ্রশংসা বা অপবাদ কল্পনা করিবেন না। তৎপ্রকাশং ব্রহ্মাবেহি। যদদ্বৈতং ব্রহ্ম যস্য তনুভা কৃষ্ণভা ইত্যাদি। সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। অদ্বৈত ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের অঙ্গকান্তি। ইহা আরও স্পষ্টভাবে বলা আছে।

পরমাত্মা ত্বমেবৈকোনান্যোঽস্তি জগতঃ পরঃ
তবৈব মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্॥

আপনি একমাত্র পরমাত্মা আপনি ভিন্ন এই জগতের পরবস্তু আর নাই। আপনার মহিমায় চরাচর জগৎ পরিব্যাপ্ত।

শুভাশ্রয়ঃ সচিত্তস্য সর্বগস্য মহাত্মনঃ

এই শ্লোকাংশের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন সর্বগস্যাত্মনঃ পরব্রহ্মণো প্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সর্বগ আত্মা পরব্রহ্মের আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা, পরমানন্দময়। ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

বাতরসনা ঋষয়ঃ শ্রমণাঃ উর্দ্ধমন্থিনঃ
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোমলাঃ

তোমার যে ব্রহ্মনামে ধাম উহাই পরিশ্রমসাধ্য সাধনায় ঋষিগণ লাভ করেন, তবে সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন না; কেন না একমাত্র প্রেমদ্বারাই লাভ করা যায়। সেই সকল দিগ্‌বসন শীত-গ্রীষ্ম সহনশীল ঋষিগণ ঐ শ্রমসাধ্য তপস্যায় ভগবানের তেজোময় ধামেই গমন করেন।

ব্রহ্ম নির্ধর্মকং বস্তু নির্বিশেষমমূর্তিকম্
ধৃতিসূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎপ্রভোপমম

সনাতন গোস্বামিপাদের এই কথায় ব্রহ্মশব্দে যে নিরাকার বস্তু বুঝায় তাহা পাওয়া গেল।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন—যদরীণাং প্রিয়াণাং চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্ তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমা জুষৈঃ। আবার দেখ—

ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ।
কেচিৎপ্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তিতৎসুখে।'

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের বিরোধি শত্রু আর গোপী এবং বৃষ্ণিগণের যে এক ব্রহ্মে লীন হওয়ার কথা আছে, এজন্যই কৃষ্ণ ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে সূর্য্য ও কিরণের উপমা দেওয়া হইয়াছে। প্রায়শঃ শ্রীহরির শত্রুগণও ব্রহ্মে লীন হয়, আর কেহ বা সারূপ্যের আভাস পাইয়া সেই সুখে ডুবিয়া থাকে।

ব্রহ্ম সংহিতায় তাই বলা হইয়াছে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্ত মগাধবোধং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহম্ ভজামি॥

যে ভগবানের প্রভায় জগৎস্বরূপ কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পায়, সমগ্র বসুধা দ্যুলোকে স্বর্লোকে ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেই নিষ্কল অনন্ত অগাধ জ্ঞানস্বরূপ আদি পুরুষ পরম, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" এই বাক্যে আত্যন্তিক সুখরূপ ব্রহ্মের পরমাধার আমি ইহাই বুঝায়। প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ পরম আশ্রয়।

উপাসক ভেদে জানি উপাস্য মহিমা, এই রীতি অনুসারে একই পরমব্রহ্ম কাহারও উপাসনায় নিরাকার আবার উপাসনার প্রাচুর্যে সাকার সর্ব সদ্গুণাধার স্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। পরমতত্ত্বে

আত্মারাম গণেরও চিত্তাকর্ষণের ইহাই হেতু যে যাহারা শুদ্ধ ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্মকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করেন তাহারাই শ্রীভগবানের অগাধ গুণের মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। স্কন্ধ পুরাণে যথা—

যস্য পাদনখ জ্যোৎস্না পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্।

স এব বৃন্দাবন ভূ-বিহারী নন্দ নন্দনঃ ॥

যাহার চরণ নখমণির জ্যোৎস্না পরম ব্রহ্ম বলিয়া শব্দিত তিনিই বৃন্দাবন ভূমিবিহারী নন্দ নন্দন।

পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—অহো মূঢ়া ন জানন্তি কৃষ্ণস্য নিত্য বৈভবম্ যস্য পাদনখা জ্যোৎস্না পরব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। অহো মূঢ় জনগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বৈভব জানেনা, তাঁহারই চরণ নখের কিরণ পরম ব্রহ্ম নামে আখ্যাত।

নারদপঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে—কেবলং ব্রহ্ম যৎপাদপংকজ দ্যুতি বৈভবম্।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপংকজ নখদ্যুতি বৈভব কেবল ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত।

ব্রহ্মোপনিষদে বলা হইয়াছে—

তদপ্যস্য তনুভা য আত্মান্তর্যামী পুরুষঃ। যিনি আত্মাঅন্তর্যামী পুরুষ, তিনি ইঁহার অঙ্গকান্তি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন—যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষ্যদ তদপস্যি তনুভা

য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশ বিভবঃ

ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃপূর্ণো যঃ ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং।

ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং সেই চৈতন্য কৃষ্ণ ভিন্ন আর পরম পরতত্ত্ব নাই।

সর্বেষামিহ বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ
তস্যাপি ভগবানেষ কিমতদ্‌বস্তু রূপ্যতাম্ ॥

ভূত ইন্দ্রিয় দেবতা অন্তঃকরণ কাল কর্ম-স্বভাব মায়া ও জীবের পরম তত্ত্ব ব্রহ্মাই অবস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মাই পরমার্থ তত্ত্ব তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছু বস্তু বলিয়া নিরূপণ করা যায় না, কারণ কৃষ্ণই ব্রহ্মেরও অন্তর্যামী। স্বধাম্নি রংস্যতে নমঃ। এইভাবে ভাগবত ঘোষণা করেন। নিজের তেজে নিজে অভিরমিত এরূপ আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

বিষ্ণু ধর্মোত্তরে বলা হইয়াছে—

যথাচ্যুতস্ত্বং পরতঃ পরস্মাৎস ব্রহ্ম-ভূতাৎ পরতঃপরাত্মন্। তথাচ্যুত ত্বং কুরু বাঞ্ছিতং তন্মমাপদং চাপহরাপ্রমেয়। হে অচ্যুত আপনি পর হইতে পরাৎপর হইয়া ব্রহ্ম হইতেও পরম। সেইভাবে হে অপ্রমেয় আপনি আমার বাঞ্ছিত পূর্ণ করিয়া বিপদ ভঞ্জন করুন। বিষ্ণুপুরাণে আছে—সর্বশক্তি ময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণঃ পরম্। মূর্তংতদ্ যোগিভিঃ পূর্বং যোগারম্ভে বিচিন্ত্যতে।

স পরঃ সর্বশক্তীশো ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ।
মূর্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্বব্রহ্মময়ো হরিঃ ॥

পরব্রহ্মেরও পরবস্তু বিষ্ণু। সর্বশক্তিসম্পন্ন বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম স্বরূপ। যোগী যোগারম্ভ হইতে তাঁহারই ধ্যান করেন, সর্বপ্রকার শক্তির নিয়ন্তা ব্রহ্মের পরমমূর্ত ব্রহ্ম সর্ব দেবময় শ্রীকৃষ্ণ। অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ বলিয়া জীবলক্ষণ ব্রহ্ম হইতে পরম কূটস্থ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই।

পদ্মপুরাণের বাক্য স্মরণীয় ঃ—

নখেন্দু কিরণ শ্রেণীঃ পূর্ণব্রহ্মৈক কারণম্।
কেচিদ্ বদন্তি তদ্রশ্মি ব্রহ্মচিদ্‌রূপ কারণম্॥
তদঙ্ঘ্রি পঙ্কজ শ্রীমন্নখচন্দ্র মণি প্রভাম্।
আহুঃ পূর্ণ ব্রহ্মণোপি কারণং বেদ দুর্গমম্॥

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা স পরাগতিঃ। শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ তাহা হইতে আর পরম প্রাপ্য বা পরম গম্য কিছু নাই।

নমঃ সমস্ত বেদান্ত বিশ্রুতাত্মবিভূতয়ে—এই পুণ্ডরীক ভক্তবাক্য ঘোষণা করিয়াছে সমস্ত বেদান্ত বিশ্রুত আত্ম বিভূতি শ্রীপুণ্ডরীক প্রিয় শ্রীভগবান্।

হারীত্ মুনির প্রতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। ভগবান বলেন—

বিশ্বকর্মাহ্যহং সাক্ষাৎ পরমাত্মা পরাৎপরঃ
উদরেহং ন বৎস্যামি যতোহং বৈ সনাতনঃ ॥

আমি সকলের পরাৎপর বিশ্বকর্মা আমি শুধু উদরেই নয় সর্বত্র অবস্থান করি।

শ্রীলোমশমুনি বলেন—

ব্রহ্মাদি ব্রহ্ম বিষ্ণো ত্বং ত্বমেব ব্রহ্মণঃ বপুঃ
স্রষ্টা ব্রহ্ম নিদানঞ্চ শুদ্ধ ব্রহ্ম ত্বমেব হি॥

হে বিষ্ণো, তুমিই ব্রহ্মাদি দেবতা, তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই ব্রহ্মার শরীর জগৎ নির্মাতা—ব্রহ্মের আদি কারণ শুদ্ধ ব্রহ্ম তুমিই।

অন্যত্র দেখা যায়--

পরং ধাম পরং রূপং দ্বিভুজং গোকুলেশ্বরম্
বল্লবীনন্দনং ধ্যায়েন্নির্গুণস্যৈককারণম্ ॥
কেচিদ্‌বদন্তি তস্যাংশং ব্রহ্মচিদ্রূপ মব্যয়ম্
তদ্দশাংশং মহাবিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥
নিত্যানন্দ তনুঃ শৌরির্যোঽ শরীরীতি ভাষ্যতে,
বায্বগ্নি নাক ভূমীনা মঙ্গাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ
নিরূপ্যন্তে ব্রহ্মণোপি তথা গোবিন্দ বিগ্রহঃ ॥
সেন্দ্রিয়োপি যথা সূর্য স্তেজসা নোপলক্ষ্যতে।
তথাকান্তি যুতঃ কৃষ্ণঃ কালং মোহয়তি ধ্রুবম্
ন তস্য প্রাকৃতামূর্তির্ভেদো মাংসাস্থি সংভবা।
যোগী-চৈবেশ্বরশ্চান্যঃ সর্বাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ।
কাঠিন্যং দৈবযোগেন করন্দাঘৃতয়োরিব ॥
কৃষ্ণস্যামিত তত্ত্বস্য পাদপৃষ্ঠং ন দেবতাঃ
বৃন্দাবন পরিত্যাগো গোবিন্দস্য ন বিদ্যতে ॥
অন্যত্র যদ্বপুস্তস্য কৃত্রিমং তন্ন সংশয়ঃ
সুলভং ব্রজনারীণাং দুর্লভং তন্মুমুক্ষুতাম্
তং ভজে নন্দসূনুং যন্নখতেজঃ পরং মতম্ ॥

দ্বিভুজ গোকুলেশ্বর পরমধাম পরমরূপ। নির্গুণ ব্রহ্মেরও পরম কারণ গোপীকানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে। চিৎস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মকে কেহ তাহার অংশ বলেন। পণ্ডিতগণ মহাবিষ্ণুকে তাঁহার দশাংশ বলেন। নিত্য আনন্দময় বিগ্রহকে শরীরী বলিয়া মনে করে

সাধারণ জীব। শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ বায়ু অগ্নি আকাশ ভূমি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, ব্রহ্মেরও তিনি অধিষ্ঠাতা।

সূর্যমণ্ডলের প্রখর তেজ প্রভাবে তাহার অন্তর্বর্তী দেবতার রূপ লক্ষ্যের বিষয় হয় না। সেইরূপ কান্তিপ্রভাবে চিরসমুজ্জ্বল কৃষ্ণ কালকেও মোহিত করিয়া বর্ত্তমান। তাঁহার মাংস রুধিরাদি ভেদযুক্ত প্রাকৃত দেহ নাই। তিনি মহাযোগেশ্বরের পরম ঈশ্বর সকলের আত্মা নিত্য আনন্দ বিগ্রহ। দৈবযোগে তাহার রস স্বরূপে মিশ্রি খণ্ড বা ঘৃতের মত কাঠিন্য দর্শন হয়। কৃষ্ণ অপরিমেয় দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব। তাহার চরণ পদ্মাধিষ্ঠিত অন্যান্য দেবতা।

তিনি কখনও বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কুত্রাপি গমন করেন না। অন্যত্র তাহার শ্রীমূর্তি কৃত্রিম। তৎ তৎ স্থানের লীলা সমাধানের নিমিত্ত প্রয়োজন বশতঃ প্রকাশিত। ব্রজসুন্দরীগণের সমীপে তিনি দুর্লভ। যাহার পদনখতেজ পরম তত্ত্ব বলিয়া সমাদৃত সেই নন্দনন্দনকে ভজন করি।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হইয়াছে—

ব্রহ্মত্বম মরত্বং বা সালোক্যাদিকমেব চ
ত্বৎ পাদাম্ভোজ দাসস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্তং সর্বং মিথ্যৈব পার্বতি।
ভজ সত্যং পরং ব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎ পরম্॥
এবং জ্যোতির্ময়ো দেব সদানন্দঃ পরাৎপরঃ
আত্মারামস্য তস্যাস্তি ন প্রকৃত্যা সমাগমঃ ॥

ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব দেবত্ব বা সালোক্যাদি মুক্তি হে কৃষ্ণ তোমার চরণ-সেবক দাসের মহিমার কলামাত্রও নয়। ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত

সকলই মিথ্যা কেবল ত্রিগুণাতীত পরম সত্য পরব্রহ্ম শ্রীরাধাকান্ত। পার্বতিকে সম্বোধন করিয়া শংকর বলেন, সেই শ্রীরাধাকান্তকেই ভজন কর। সদানন্দ পরাৎপর জ্যোতির্ময় আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রকৃতির মোটেই সমাগম নাই।

ব্রহ্ম সংহিতা এই কথাই বলে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ
অনাদি রাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্ ॥
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তদ্দৈবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যম্ ॥

মুণ্ডক উপনিষদ্ বলেন—(৩।৩)

যদাপশ্যঃ পশ্যতি রুক্মবর্ণং কর্তারমীশম্
পুরুষম্ ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ
পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি অনাদি এবং সকলের কারণের কারণ আদি পুরুষ। তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর পরমেশ্বর। দেবতার দেবতা পরম দেবতা পতিরও পতি পরম পতি। তিনিই স্তুত্য প্রণম্য তাহাকে স্তব করি। প্রণাম করি। শ্রুতি বলেন—জ্ঞানী পুরুষ যখন সেই সর্বকান্তি জগতের কর্তা ঈশ্বর ব্রহ্মকে পরম কারণ স্বরূপ পুরুষকে দর্শন করে তখন বিদ্বান ব্যক্তি পাপ পুণ্য বিদায় দিয়া নিরঞ্জন পরম সমতায় সর্বত্র বর্তমান সেই পরমপুরুষকে লাভ করেন।

অধিক আর বলিব কি, সর্বপ্রকার শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণবাক্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণই যে পরম তত্ত্ব ইহাই নির্ণিত হইয়াছে। সেই পরম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণাত্মক :

একং জ্যোতিঃ স্বরূপং চ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্
কারণং ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সদসৎ বস্তুনঃ পরম্।।
রাধাকৃষ্ণেতি সংজ্ঞাঢ্যং রাধিকারূপ মঙ্গলম্

সেই সচ্চিদানন্দরূপ একই জ্যোতির্ময় পরম পুরুষ ব্রহ্মেরও পরম। কারণ তিনি, সৎ ও অসৎ বস্তুর পরম তত্ত্ব।

সনৎকুমার সংহিতায় বলেন—

শ্রীরাধা মঙ্গলময়ী মূর্তি।

শক্তি ও শক্তিমানে কিছু ভেদ নাই। শ্রীরাধা-কৃষ্ণেও ভেদ শংকা করা উচিত নয়।

যথা ভানোঃ প্রকাশস্য মণ্ডলস্য পৃথক্ স্থিতিঃ
এবং শ্রীকৃষ্ণ দেবস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।

সূর্য ও প্রকাশময় মণ্ডলের যেরূপ দুই ভাব অনুভব হয়, সেইরূপ একই বস্তুর ব্রহ্ম পরমাত্মা হইতে শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথক্ অনুভব হয়। স্বরূপত তত্ত্ব ভেদ নাই। বেদান্ত রসিক পরতত্ত্বে ভেদ দর্শনের আনন্দ অনুভব করেন। মধুসূদন সরস্বতী বলেন—

ধ্যানাভ্যাস'বশীকৃতেন মনসা
তং নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং জ্যোতিঃ কিঞ্চন
যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচন চমৎকারায়

ভূয়াচ্চিরং কালিন্দী পুলিনেষু যৎ কিমপি
তন্নীলং তমো ধাবতি ॥

যিনি ধ্যান অভ্যাসে মনকে বশীভূত করিয়াছেন করুন। যোগী সেই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় জ্যোতি দর্শন করেন করুন। আমার কিন্তু নয়নের চমৎকৃতি সৃষ্টির কারণ কালিন্দীর তীরে কোনো নীলতম ধাবমান জ্যোতি উহাই। উপরোক্ত বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই যে পরম তত্ত্ব উহাই নির্ণীত হয়।

তিনি পরমজ্যোতি পরমাকাশ পরমাবাস এবং পরিস্ফুট সর্বত্র প্রকাশ স্বরূপ।

অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্র ব্যাপকো লোক পাবনঃ।
সপ্তকোটি মহামন্ত্র শেখরো দেব শেখরঃ ॥ ১৬৩ ॥

শ্রীভগবান্ মন্ত্রমূর্ত্তি। শ্রীগুরুদেব যখন এই মন্ত্রমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপীগণের প্রাণবল্লভকে শিষ্যের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত অনুভব করিবার নিমিত্ত কৃপা সংকেত করেন, তখন হইতে শিষ্যের দেহ অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-মন্দিরে পরিণত হইতে থাকে। সকল লোকপাবন এই মন্ত্র অপর সকল মন্ত্রের রাজা, আর এই মন্ত্রের আরাধ্য দেবতাও পরম দেবতা।

বিজ্ঞান জ্ঞান সংধানস্তেজোরাশির্জগৎপতিঃ।
ভক্তলোক প্রসন্নাত্মা ভক্ত মন্দার বিগ্রহঃ ॥ ১৬৪ ॥

শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও অনুভব সিদ্ধ জ্ঞান, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি জগতের পালক তেজোময় ভক্ত-গণের প্রতি প্রসন্ন হৃদয় এবং ভক্তের সমীপে কল্পবৃক্ষস্বরূপ।

ভক্ত দারিদ্র্যদমনো ভক্তানাং প্রীতিদায়কঃ।
ভক্তাধীনমনাঃ পূজ্যো ভক্তলোক শিবংকরঃ ॥ ১৬৫ ॥

ভক্তের দুঃখদারিদ্র্য ভঞ্জনকারী পরম আনন্দদায়ক ও ভক্তের মনো-বৃত্তির অনুসারি লীলাকারী পরম পূজ্য ও ভক্তের মঙ্গলদায়ক। সুদামা-ভক্ত কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেন—তাঁহারই সঙ্গে আমার যেন জন্মে জন্মে মিত্রতা বন্ধুতা কটুম্বিতা হয়।

তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রীদাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ। তিনি ভক্তের প্রীতি বর্দ্ধন করেন মুক্তি দিয়া বিদায় করিতে প্রস্তুত কিন্তু ভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ। যাহাকে ভক্তি দান করেন, তিনি যে তাহার বশীভূত হইয়া থাকেন।

মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স ন চ ভক্তিযোগম্—ভক্তের সম্বন্ধে সকলের মঙ্গল বিধান করেন।

যে হন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়া শ্রয়াঃ।
শুদ্ধন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

ভক্তাভীষ্টপ্রদঃ সর্বভক্তাঘৌঘ নিকৃন্তনঃ।
অপার করুণাসিন্ধুর্ভগবান্ ভক্ততৎপরঃ॥ ১৬৬॥

তিনি ভক্তের অভীষ্টদান করেন। ভক্তের কামনা জাগেই না।

ন কাম কর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

অপার করুণা সিন্ধু ভগবান মোহিত করেন, উচ্চাটিত করেন, আকর্ষণ করেন, অভক্তের সঙ্গ ত্যাগ করান। অকর্ম হইতে বিরত করেন বা স্তম্ভন করেন এবং বশীভূত করেন, তাই ষট্ কর্মনিপুণ ভগবান্।

মোহনোচ্চাটনাকর্ষ বিদ্বেষস্তম্ভনং তথা।
বশীকরণ মিত্যেবং ষট্‌কর্ম ভগবাচকম্॥

শ্রীকৃষ্ণকে ভাগবত বলেন ভক্ত ভক্তিমান। ভক্তের মুখে নামো-

চ্চারণধ্বনিমাত্র কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি মনোযোগী হইয়া থাকেন। ভক্ত কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট, কৃষ্ণ ভক্তমুখে উচ্চারিত নিজ নামের মাধুরীতে আকৃষ্ট। নাম প্রভাবে ভগবানের মন ভক্ত বিষয়ে অবনমিত হয়। অত্যন্ত নীচে পড়িয়া থাকিয়াও ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণ নাম লইয়া ক্রন্দন করেন ভগবান্ যত উচ্চস্থানেই থাকুন না কেন, তাহাকে কোলে তুলিয়া নেন।

মনকে এক বিষয়ে লাগাইয়া· শ্বাসনিরোধ পূর্বক সংযত ভোজন পান হইয়া বৈরাগ্য অভ্যাসে সদা সচেতনভাবে হৃদয়ে পরমতত্ত্বকে ধারণ করিতে হয় যথা—

মন একত্র সংযুজ্যাজ্জিত শ্বাসো জিতাশনঃ।
বৈরাগ্যাভ্যাস যোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ॥

অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত বেদোক্ত কর্ম, সংসার ধর্ম, যথা নির্দিষ্ট রীতিতে পালন করিবার ব্যবস্থা মানিয়া লইতেই হইবে! স্বেচ্ছাচারীর ধর্ম নাই। বিধানের মধ্যেই শুদ্ধির ব্যবস্থা। অতএব বিধান মানিয়া চলিবে। কর্মের আকর্ষণ না থাকিলেও প্রাপ্ত কর্তব্য কর্ম করাই বিধেয়। শ্রীকৃষ্ণ নিজে প্রয়োজন না থাকিলেও কর্ম করেন। একান্ত নির্বেদ বা বৈরাগ্য আসিলে আর কোনো উপদেশের অবস্থা থাকেনা।

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥

কর্ম সাধনে অন্তঃশোধন—শুদ্ধ মনে শ্রবণ কীর্ত্তনে হৃদয় বিগলিত এবং এই বিগলিত প্রাণের আঙ্গিনায় ভক্তিরসের উদ্বেল ভাবের উদয় হয়।

যদারম্ভেষু নির্বিঘ্নে বিরক্ত সংযতেন্দ্রিয়ঃ
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ

ধার্যমানং মনোযর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্।

অতন্দ্রিতো হনুরোধেন মার্গেণাত্ম বশং নয়েৎ ॥

কর্মসাধন হইতে নির্বেদ উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া আত্মযোগের অভ্যাসে মনকে স্থির করিবে। মন চঞ্চল অশ্বের ন্যায়, সেও অভ্যাস বশে নিশ্চল হয়। তখন সাবধান ভাবে যোগমার্গে নিরত করিয়া মন আত্মাকে বশীভূত করে। এইভাবে মন নিরভিমান ও দম্ভ রহিত হয়।

ইহার পরেই জ্ঞানযোগে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। গীতার বাণী স্মরণীয়—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্

আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য মনহঙ্কার এব চ।

জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম্।

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদার গৃহাদিষু।

নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্ব মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥

ময়ি চানন্য-যোগেন ভক্তিরভ্যভিচারিণী।

বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥

অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ॥

এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥

নিরভিমানিতা, দম্ভরহিততা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থিরতা, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, অহঙ্কার ত্যাগ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দোষ দর্শন, অনাসক্তি, সঙ্গত্যাগ, পুত্রাদিতে স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ, সমচিত্ততা, ভালমন্দ কোনো বিষয়ে বিক্ষুব্ধ না হওয়া, শ্রীভগবানে অনন্যভাবে

শুদ্ধাভক্তির অনুশীলন, নির্জনস্থানে অবস্থিতি, জনগণমধ্যে অধিক সময় না থাকা, অধ্যাত্ম জ্ঞানাভিলাষ, তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় দর্শনাভিলাষ প্রভৃতি জ্ঞান বলিয়া জানিবে ইহার অন্যথা যাহা কিছু সকলই অজ্ঞান।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য আরও যথা—

সাংখ্যেন. সর্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ
ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎপ্রসীদতি ॥
নির্বিণ্ণস্য. বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ
মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া
যমাদিভির্যোগপথৈ রান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া।
মমার্চোপা সনাভির্বা নান্যৈ র্যোগ্যং স্মরেন্মনঃ ॥ (ভাঃ১১।২০।২২)

সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ববিচার অনুসারে অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে মহৎ তত্ত্ব হইতে সৃষ্টি ও প্রলয়াদির কথা অনুধ্যানে মনের চাঞ্চল্য দূর হয়। তত্ত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়। অবিবেক জনিত আসক্তি ক্ষীণ হইলে গুরুবাক্য বিচার প্রবণ চিত্ত ক্রমে অভিমান শূন্য হয়। যম নিয়মাদি সাধন—তত্ত্ববিচার—আত্ম-অনাত্ম বিষয়ে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত-জ্ঞানে ভগবদ্ বিগ্রহ সেবায় মন লগ্ন হয়।

এইভাবে ভগবান্‌কে নিকটতম পরম উপাস্য শ্রীবিগ্রহে আবির্ভূত ভাবনায় জীব কৃতার্থতা লাভ করে। ইহা ভিন্ন নিরভিমান হইয়া পরতত্ত্বে মগ্ন হওয়ার অন্য কোনো উপায় নাই। শুধু সেবাতেই আমিত্বের অভিমান দূর হয়। আমি সাধনায় তাহার ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া তন্ময় হইয়া যাইব, এই প্রকার প্রবৃত্তিতে অভিমান যায় না। জ্ঞানযোগের পরম পরিণতি ভক্তিতে হউক ইহাই গীতা ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ভক্তি ভিন্ন হৃদয়ের প্রসন্নতা মনের

প্রসাদগুণ লাভ হয় না। ভক্তিকে কখনও সাধনরূপে হৃদয়ের শোধক এবং জ্ঞানের হেতু বলিয়া বলা হইয়াছে আবার কখনও জ্ঞানকেই সাধন বলিয়া ভক্তি তাহার ফল এরূপ বর্ণনা আছে।

ভক্তিভাবে যে সর্বপ্রকার সাধনার ফল অনায়াসেই লাভ হয়, এই কথা খুবই স্পষ্টভাবে বিঘোষিত হইয়াছে। যথা—

তস্মান্মদ্ ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥
যৎকর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥
ন কিঞ্চিৎসাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥
নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥
ন ময্যেকান্ত ভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেযুষাম্ (ভাঃ ১১।৩৬)

আমার ভক্তেরা আমাতে মন লাগাইয়া থাকেন। এজন্য জ্ঞান-বৈরাগ্য তাহাদের প্রয়োজন হয় না। কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান ধর্ম, বা অন্য অনুষ্ঠানে লাভ করার মত সবকিছুই আমার ভক্তগণ অনায়াসে লাভ করে। আমার ভক্ত স্বর্গ অপবর্গ বা মদ্ধাম কিছুই পাইতে অভিলাষুক নয়। ধীরমতি ভক্ত কৈবল্যমোক্ষকেও পাইতে ইচ্ছা করে না। সর্বপ্রকার প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি হইতে সে

নিরপেক্ষ থাকে। আশাত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ না হইলে ভক্তি লাভ হয় না। সমচিত্তভায় পরম তত্ত্বানুভব। অচ্যুত ভগবান্ গুণাতীত দোষগুণ বিষয়ে সমভাবাপন্ন। সমোহং সর্বভূতেষু এই তাঁহার বাক্য। প্রাকৃত দোষ বা গুণ ভক্তকেও স্পর্শ করে না।

দুঃখ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট সুখানুভব পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও ভক্ত এই চারিপুরুষার্থ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান রহিত। তিনি একমাত্র ভগবৎ সেবারসে মগ্ন থাকেন।

দুঃখের নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ এইরূপ সিদ্ধান্ত বিচার সহ নয়, আবার দুঃখনিবৃত্তি পূর্বক সুখপ্রাপ্তি এই প্রকার মতও যুক্তিযুক্ত নয়। সুখ ও দুঃখের সম্বন্ধ রহিত কেবল সুখই পরম পুরুষার্থ ইহাও বলা যায় না। দুঃখের অভাবই সুখের পরিচায়ক অথবা সুখই দুঃখের অভাবের পরিচায়ক এরূপ পরস্পর সাপেক্ষ অবস্থাটিও পরম পুরুষার্থ হইতে পারে না। ধর্মের ফল দৃষ্ট নয় অদৃষ্ট। ইহকালে হয়ত ধার্মিক ব্যক্তি কষ্টই করিয়া গেল কেবল পরলোকে সুখলাভের নিমিত্ত। এই ধর্মকে একান্ত অভিলষিত পুরুষার্থ কি করিয়া বলা যায়? অর্থ স্বতন্ত্রভাবে সুখ দিতে পারে না। বস্তু সংগ্রহে অর্থের প্রয়োগ এবং সেই বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয় দ্বারে গ্রহণাদি দ্বারা অর্থ পরম্পরা ক্রমে সুখের হেতু। অতএব স্বতন্ত্র সুখ বা পুরুষার্থ হইতে পারে না। কাম কামনা ইন্দ্রিয় সহযোগে সুখদায়ক হয় বটে কিন্তু সেখানেও ইন্দ্রিয় সংযোগ ও বিয়োগ জনিত হর্ষ বিষাদ ভঙ্গুর—চিরস্থায়ী নয় বলিয়া কামসিদ্ধি জনিত সুখও পরম পুরুষার্থ হইতে পারে না। বাকী রহিল মোক্ষসুখ। এই অবস্থায়ও পুরুষের মোক্ষ দশায় তাহার

উপাধি ধ্বংস জীবত্ব বিলোপ। নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া যে সুখ উহা সুখপ্রাপ্তি হইতে পারে না। অতএব পুরুষার্থ হইতে পারে না। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিতে সুখ হয়। কিন্তু প্রাপ্যবস্তু যদি অনিত্য হয়—উহা পাওয়া হইলেও আবার উহা বিনষ্ট হইবার কথা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই এরূপ এক নিত্যবস্তুর কথা ভাবনা করিতে হয়, যাহার একবার প্রাপ্তি ঘটিলে ধ্বংস হওয়ার কথা থাকে না। আর যাহার প্রাপ্তি তাহারও নিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়া চাই। তবেই প্রাপ্ত ও প্রাপ্তির কোনো ব্যবধান থাকে না।

জীব ভগবদংশ অতএব নিত্য, ভগবান্ নিত্য, ইহাতো আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। ভগবদ্‌জ্ঞান-অভাব এই দোষ দুঃখের মূল। ভগবানের জ্ঞানের সংসর্গাভাবই জীবের দুঃখ। ভক্তি এই জ্ঞান সংসর্গাভাবকে ধ্বংস করিয়া ভক্ত ও ভগবানেব সংসর্গ ঘটাইয়া দেয় এবং জ্ঞানের সংসর্গাভাবকে ধ্বংস করে। এই ধ্বংস দ্বারা যে অভাব বা ভাব সৃষ্টি হয়, উহা নিত্য—প্রাক্ অভাব এবং ধ্বংস রহিত। ভক্তিশাস্ত্রে এই নিমিত্ত ভক্তিকেই পরম পুরুষার্থ নির্ণয় করিয়াছে। এই ভক্তি প্রেম লক্ষণা ভক্তি। অর্থাৎ প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ।

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃপন্থা
বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো
যদাভবেৎ॥
ধর্মঃস্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং
বিষ্বক্ সেন কথাসু যঃ
নোৎপাদয়েৎ যদা রতিং

শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

দানব্রত তপোহোম

জপস্বাধ্যায় সংযমৈঃ।

শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ

কৃষ্ণেভক্তির্হি সাধ্যতে ॥

ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎর্স্ন্যেন

ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া

তদধ্যবস্যৎকূটস্থো

রতিরাত্মন্যতো ভবেৎ।. ভাঃ (২।২।৩৪)

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্

পুংসাংনিঃশ্রেয়সোদয়ঃ

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন

মনোময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥ ভাঃ (৩।২৫।৪৪)

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব

পাদপদ্ম ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথা

শ্রবণেন বা স্যাৎ।

সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ

মাভূৎকিন্ত্বন্তকাসিলুলিতাৎ

পততাং বিমানাৎ ॥

জগৎ পরিবর্তনশীল। বাসুদেব ভক্তির মত কিন্তু আর কোনো পথ নাই।

যে কর্মানুষ্ঠান ভগবান্ বিষ্বক্সেন কথাশ্রবণে রতি না জন্মায় উহা শ্রমমাত্র বৃথা। দান তপ হোম স্বাধ্যায় প্রভৃতি সকল সাধনের

ফল ভক্তি। সকল বেদ উপনিষদের সার কথা কূটস্থ পরমাত্মা শ্রীশ্রীভগবানে যে পথে প্রীতিলাভ হয়, উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। এই সংসারে মানুষের পরম মঙ্গলের উদয় তখনই হইয়াছে বলা যায় যখন সে তীব্র ভক্তিযোগে ভগবৎচরণে লগ্ন হয়।

হে নাথ, তোমার চরণ কমল ধ্যানে জীবের যে আনন্দ লাভ হয় বা তোমার ভক্তমুখে তোমার গুণানুবাদ শ্রবণে যে আনন্দ হয়, উহা ব্রহ্মানন্দেও পাওয়া যায় না। স্বর্গবাসীর সমীপে উহাতো একান্ত দুর্লভ, কারণ তাহাদের সুখতো খণ্ডিত হইয়াই যায়।

পূর্বোক্ত বাক্যের তাৎপর্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভক্তিই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষার্থ।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

যোগীগণের মধ্যেও আমাকে আত্মসমর্পণ পূর্বক শ্রদ্ধার সহিত যে আমার ভজন করে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বা যুক্ততম।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ
জনয়াত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুম্॥
অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব পরায়ণাঃ
অঘংধুম্বন্তি কাৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥

বাসুদেব ভগবানে ভক্তিলাভ হইলে বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান শীঘ্রই লাভ করা যায়। কামনা সহ অথবা নিষ্কামভাবে অথবা মোক্ষ

কামনা করিয়া উদার পুরুষ তীব্রভক্তি দ্বারা পরম পুরুষোত্তমের আরাধনা করিবে।

কেহ বা শুদ্ধ ভক্তিতেই ভগবান্ বাসুদেবের শরণাগত হয় তাহাতে অন্ধকার দূর করিয়া সূর্য্যোদয়ের মত তাহার পাপ দূর হইয়া হৃদয় নির্মল আনন্দ আলোকে পূর্ণ হইয়া যায়। আরও দেখ ভগবান্ বলেন—ভক্তিদ্বারাই আমি কিরূপ তাহা সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ভক্ত আমার স্বরূপে প্রবেশ করে।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি
যাবান্ যশ্চাস্মি ভারত।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা
বিশতে তদনন্তরম্॥

ভক্তি ভিন্ন আমাকে তত্ত্বত জানা যায় না।

সাধন ভক্তি হইতে প্রেমের উদ্গম হয়—এই কথার সূত্ররূপে দেখা যায়—

ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা
বিভ্রত্যুৎপুলকাংতনুম্।”

ভগবদ্ ভক্তগণ পরস্পর ভগবৎপ্রসঙ্গ করেন। একজন অপর-জনের মনে তাঁহার রূপ গুণ লীলার কথা জাগ্রত করিয়া দেন। এইভাবে কথা শ্রবণাদি সাধন ভক্তি হইতে ক্রমে প্রেমের উদয়ে শ্রোতা ও বক্তা ভক্তগণ পুলকান্বিত হইয়া প্রেম ভূষণে ভূষিত হন। তখন—

ক্বচিদ্ রুদন্ত্যচ্যুত চিন্তয়া ক্বচিদ্
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ

নৃত্যন্তিগায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥

ভক্তিলাভ করিয়া ভক্ত কাঁদে, কখনো তাঁহার চিন্তায় হাসে, আনন্দিত হয়, আবার অলৌকিক বাক্য উচ্চারণ করে, কখনো গান করে, এইভাবে পরমেশ্বরানুশীলনে পরমানন্দে মগ্ন হইয়া কখনো বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

অধ্যয়নের ফল অক্ষর জ্ঞান এই রীতিতে ভক্তিকে যদি ফলান্তর সাধক বলিয়া মনে করা হয়, তবেই সাধন ভক্তি ও প্রেমভক্তিকে দুইপ্রকার ভেদ করা যায়। এখানে সেইপ্রকার ফল ভেদ করিবার প্রয়োজন নাই—কেননা ভক্তিরই ফল ভক্তি। গোড়া হইতেই ভক্তি অনুরাগ সহিত মিলিত এবং পরিণামেও সেই অনুরাগের বৃদ্ধি হওয়ার পরিচয় হাসি ও কান্নার মাধ্যমে প্রকাশিত।

জীবন্মুক্ত দশায় ভক্তির পরম উৎকর্ষ অভিব্যক্ত হইলেও শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি সাধন ভক্তির বিরাম হয় না, বরং তখন আরও অধিকতর প্রেমের সহিত শ্রবণ কীর্ত্তন চলিতে থাকে।

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধি দত্তয়োঃ
অবিচ্যুতোর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তম শ্লোক গুণানুবর্ণনম্ ॥

শ্রীভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তনই মানুষের সকল তপস্যা অধ্যয়ন এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল।

এই গুণানুবাদ ভগবানে প্রীতির উদ্বোধক। আনন্দময়ের প্রতি প্রীতি উৎপাদনেই গুণানুবাদের সার্থকতা।

অন্য কোনো সাধনে নয় শুধু জ্ঞানেই ব্রহ্মকে জানা যায়! সর্বপ্রকার সুকৃতির ফল ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া বলা হয়। আবার কিছু পূর্বেই শাস্ত্রবাক্যে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে যে, সর্বপ্রকার সাধনার পরম ফল ভগবদ্ ভক্তিই। যদি কেহ তর্ক উপস্থিত করিয়া বলে যে ব্রহ্ম জ্ঞানই যখন পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে তখন ভক্তির পরম পুরুষার্থতার কথা আর কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে স্বরূপ সাধনের ফলাধিকার বিলক্ষণতা আছে উহা অস্বীকার করিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্যায় মনে দ্রব্যভাবের অপেক্ষা না করিয়া নির্বিকল্প মনের একতানতার কথাই প্রধান আর ভগবদ্ ভজনে মনের প্রেমার্দ্র ভাব বা দ্রব্যভাবের অপেক্ষা আছে। তত্ত্বমস্যাদি বাক্য ব্রহ্মবিদ্যার সাধন আর ভগবদ্‌গুণাখ্যান শাস্ত্র শ্রবণ নামকীর্ত্তন ভগবদ্ ভক্তির সাধন। ব্রহ্মবিদ্যার ফল ভগবানে প্রেমের প্রকর্ষ। ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন পরমহংস পরিব্রাজক ভক্তির সাধনে কাহারও নিষেধ নাই, আর কাহারও অনধিকারও নয়।

কেবল নির্গুণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেই মুক্তি ইহাও বলা হইবে না কেননা শাস্ত্র ঘোষণা করেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তি মিত্থংভূতগুণো হরিঃ ।।

শ্রীভগবান তাঁহার মধুর শোভন মনোহারী গুণে আত্মারাম মুনিগণেরও মন হরণ করিয়া তাহাদিগকে অহৈতুকী ভক্তিতে মগ্ন করেন। দৃষ্টান্ত দেবর্ষি নারদ শ্রীশুকদেব প্রভৃতি প্রসিদ্ধই আছেন। ইহারা পরম সুখ সাগর ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকিলেও গোবিন্দের গুণাবলী শ্রবণে ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অন্যান্য সাধন সম্বন্ধে দেশের পবিত্রতা, কালের শুভাশুভ বিচার,

ব্যক্তির যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার আছে। ভক্তির অনুশীলনে কোনো দেশ কাল বা অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন ওঠেনা। সর্বদেশে সর্বকালে সর্বজনের ভক্তি সাধনে অধিকার।

অন্যান্য সাধন পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠিত না হইলে, সম্যক ফলোদয়ের কোনো সম্ভাবনাই নাই। উচ্চস্থান হইতেও যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পতিত হওয়ার কথা শুনা যায়। অতি অল্প দোষে ব্রহ্মানন্দীর ব্রহ্মরাক্ষস হওয়ার সংবাদ আছে। ভক্তির সাধন পূর্ণাঙ্গ না হইলেও দোষ ধরাতো হয়ই না, বরং অতিঅল্প সাধনেও বড় ভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, এরূপ আশ্বাস বাণী শুনা যায়। ভজন আরাধনা করিতে যদি পথেই কোনো বিপদ ঘটে তাহা হইলেও সাধকের সাধনা একান্তভাবে নিরর্থক হইবে না। স্খলন পতন ভাগবত ধর্মের পথে নাই—চক্ষু বুজিয়া চলিলেও গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব, কেবল এই ভক্তির পথেই।

ইতি শ্রীরাধিকানাথ সহস্রং নাম কীর্তিতম্।
স্মরণাৎ পাপরাশীনাং খণ্ডনং মৃত্যু নাশনম্ ॥ ১৬৭ ॥

পার্বতী শংকরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

হে প্রভো, আপনি নিশিদিন কাহার নাম স্তোত্র পাঠ করেন। তাহারই উত্তরে শংকর এই সহস্র নামস্তোত্র শুনাইলেন। তিনি বলেন—শ্রীরাধিকানাথের সহস্র নাম কীর্তন করিলাম। ইহা স্মরণ করিলে পাপসমূহ দূর হয় মৃত্যু ভয় থাকে না। ভক্তের অন্য কোনো প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।

বৈষ্ণবানাং প্রিয়করং মহারোগ নিবারণম্।
ব্রহ্ম হত্যা সুরাপানং পরস্ত্রী গমনং তথা ॥ ১৬৮ ॥

পরদ্রব্যাহপহরণং পরদ্রোহ সমন্বিতম্ ।
মানসং বাচিকং কায়ং যৎপাপং পাপ সংভবম্ ।। ১৬৯ ।।
সহস্রনাম পঠনাৎ সর্বং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ।
মহা দারিদ্র্যযুক্তোহপি বৈষ্ণবো বিষ্ণু ভক্তিমান্ ।। ১৭০ ।।
কার্তিক্যাং যং পঠেদ্রাত্রৌশতমষ্টোত্তরং ক্রমাৎ ।
পীতাম্বরধরো ধীমান্ সুগন্ধঃ পুষ্প চন্দনৈঃ ।। ১৭১ ।।
পুস্তকং পূজয়িত্বাস্য নৈবেদ্যা দিভিরেব চ ।
রাধাধ্যানাঙ্কিতো ধীরো বনমালা বিভূষিতঃ ।। ১৭২ ।।

বৈষ্ণবগণের প্রিয়, মহারোগ নিবারক এই নাম। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, পরস্ত্রীসংসর্গ, পরদ্রব্য হরণ, পরদ্রোহাচরণ, কায়িক বাচিক ও মানস পাপ প্রভৃতি সহস্র নাম পাঠে তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া যায়।

মহাদরিদ্র বৈষ্ণবও বিষ্ণু ভক্তির সহিত কার্তিক মাসে রাত্রিকালে দীপালীতে যদি অষ্টোত্তরশতবার পাঠ করে অথবা অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ১০৮ বার পাঠ করে এবং পীতবস্ত্র ধারণপূর্বক গন্ধ চন্দনাদি-দ্বারা এই গ্রন্থের পূজা করে এবং শ্রীরাধা পাদপদ্ম ধ্যান করে তাহার মনোরথ সিদ্ধ হয়।

শতমষ্টোত্তরং দেবি পঠেন্নাম সহস্রকম্ ।
চৈত্রে শুক্লে চ কৃষ্ণে চ কুহু সংক্রান্তি বাসরে। ১৭৩ ।।
পঠিতব্যং প্রযত্নেন ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ ।
তুলসী মালয়া যুক্তো বৈষ্ণবো ভক্তি তৎপরঃ ।। ১৭৪ ।।
রবিবারে চ শুক্রে চ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে
ব্রাহ্মণং পূজয়িত্বা চ ভোজয়িত্বা বিধানতঃ ।। ১৭৫ ।।
পঠেন্নাম সহস্রং চ ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ।
মহানিশায়াং সততং বৈষ্ণবো যঃ পঠেৎ সদা ।। ১৭৬ ।।

দেশান্তর গতা লক্ষ্মীঃ সমায়াতি ন সংশয়ঃ।
ত্রৈলোক্যে চ মহাদেব্যঃ সুন্দর্য্যঃ কামমোহিতাঃ॥ ১৭৭ ॥
মুগ্ধাঃ স্বয়ং সমায়ান্তি বৈষ্ণবং তং ভজন্তি তাঃ
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ১৭৮ ॥

চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে বা কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যায় বা সংক্রান্তি দিনে হে দেবি, এই সহস্রনাম একশত আটবার পাঠ করিবে। কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণপূর্বক ভক্তিতৎপর হইলে এবং এই সহস্রনাম যত্ন সহকারে পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ ত্রিলোক মোহিত করিতে পারে বৈষ্ণব! রবিবারে শুক্ল পক্ষে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ দিনে ব্রাহ্মণের পূজা ও ভোজন করাইয়া সহস্রনাম স্তোত্র পাঠ করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে! বৈষ্ণব এই নামস্তোত্র মহানিশায়ও পাঠ করিবে। ইহাতে দেশান্তরে তাহার ধনসম্পদ্ লাভ হয়। ত্রিলোকের যত নারী মোহিত হইয়া সেই নাম সহস্রপাঠকারী বৈষ্ণবের শরণাগত হয়। রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, বদ্ধ ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে। এই সহস্র নাম পাঠে।

গুর্বিণী জনয়েৎ পুত্রং কন্যাবিন্দতি সৎপতিম্।
রাজা চ বশ্যতাং যাতি কিং পুনঃ ক্ষুদ্র মানবঃ॥ ১৭৯ ॥
সহস্রনাম শ্রবণাৎ পঠনাৎ পূজনাৎ প্রিয়ে।
ধারণাৎ সর্বমাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৮০ ॥
বংশীবটে চান্য বটে তথা পিপ্পলকেঽথবা।
কদম্বপাদপতলে গোপাল মূর্তি সন্নিধৌ॥ ১৮১ ॥
যঃ পঠেদ্ বৈষ্ণবো নিত্যং স যাতি হরিমন্দিরম্
কৃষ্ণেনোক্তং রাধিকায়ৈ ময়াং প্রোক্তং তয়া শিবে॥ ১৮২ ॥

পতিব্রতা নারী এই স্তব পাঠ করিলে পুত্রলাভ করে, অবিবাহিতা

পতি লাভ করে, শাসকও অনুকূল ভাবাপন্ন হয়, অপর সাধারণ মানুষের কথা আ'র কি, সকলেই বশীভূত হয়। বৈষ্ণব এই নাম শ্রবণ পঠন-পূজনে বা ধারণে সর্ববিষয় লাভ করে ইহাতে সন্দেহ নাই. বংশীবটে বা যে কোনো বটবৃক্ষ বা পিপুল বৃক্ষের অথবা কদম্ব বৃক্ষতলে অথবা শ্রীগোপাল বিগ্রহ সমীপে যে নিত্য এই নাম স্তোত্র পাঠ করিবে সেই বৈষ্ণব ভগবন্ মন্দিরে স্থান লাভ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ এই নামমালা শ্রীরাধিকাকে অর্পণ করেন। শ্রীরাধার কৃপা প্রসাদে তাঁহার সমীপে আমি ইহা লাভ করিয়াছি।

নারদায় ময়া প্রোক্তং নারদেন প্রকাশিতম্
ময়া তুভ্যং বরারোহে প্রোক্তমেতৎ সুদুর্লভম ॥ ১৮৩ ॥
গোপনীয়ং প্রযত্নেন প্রকাশ্যং ন কথং চ ন
শঠায় পাপিনে চৈব লম্পটায় বিশেষতঃ ॥ ১৮৪
ন দাতব্যং ন দাতব্যং ন দাতব্যং কদাচন।
দেয়ং শান্তায় শিষ্যায় বিষ্ণুভক্তিরতায় চ॥ ১৮৫ ॥

দেবর্ষি নারদকে আমি এই সহস্র নাম উপদেশ করিয়াছি। দেবর্ষি ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত দুর্লভ আমি তোমাকে বলিলাম ইহা যত্নপূর্বক গোপন করিয়া রাখিবে প্রকাশ করিবে না। শঠ পাপী লম্পট প্রভৃতি অযোগ্য ব্যক্তিকে দিবে না। শান্ত শিষ্য বিষ্ণু ভক্তি-নিরতকে দিবে।

গোদান ব্রহ্মযজ্ঞস্য বাজপেয় শতস্য চ।
অশ্বমেধ সহস্রস্য ফলং পাঠে ভবেদ্ধ্রুবে॥ ১৮৬ ॥
মোহনং স্তম্ভনং চৈব মারণোচ্চাটনাদিকম্।
যদ্ যদ্ বাঞ্ছতি চিত্তেন তৎ তৎ প্রাপ্নোতি বৈষ্ণবঃ॥ ১৮৭ ॥

একাদশ্যাং নরঃ স্নাত্বা সুগন্ধি দ্রব্য তৈলকৈঃ।
আহারং ব্রাহ্মণে দত্ত্বা দক্ষিণাং স্বর্ণ ভূষণম ॥ ১৮৮ ॥
তত আরম্ভকর্তাহস্য সর্বং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
শতাবর্তং সহস্রং চ যঃ পঠে দ্বৈষ্ণবো জনঃ ॥ ১৮৯ ॥
শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রস্য প্রসাদাৎ সর্ব মাপ্নুয়াৎ।
যদ্ গৃহে পুস্তকং দেবি পুজিতং চৈব তিষ্ঠতি ॥ ১৯০ ॥
ন মারী ন চ দুর্ভিক্ষং নোপসর্গ ভয়ং ক্বচিৎ
সর্পাদি ভূত যক্ষাদ্যানশ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯১ ॥
শ্রীগোপালো মহাদেবি বসেৎতস্য গৃহে সদা
যস্য গেহে সহস্রং চ নাম্নাং তিষ্ঠতি পূজিতম্ ॥ ১৯২ ॥

ইতি শ্রীসম্মোহনতন্ত্রে শ্রীপার্বতীশ্বর সংবাদে।
শ্রীগোপাল সহস্রনাম স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥ —"শ্রীরস্তু"

হে উমে, তোমাকে আর কি বলিব এই সহস্রনাম স্তোত্র পাঠে গোদান, ব্রহ্মযজ্ঞ, শত বাজপেয়, সহস্র অশ্বমেধ, যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

এই নামে মোহন, স্তম্ভন প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। বৈষ্ণব এই নাম স্মরণ পূর্বক যাহা পাইতে ইচ্ছা করে তাহাই সে লাভ করিতে পারে।

একাদশী দিনে নিয়মিত সুগন্ধি তৈলাদি দ্বারা স্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে স্বর্ণালংকারে ভূষিত করিয়া আহার প্রদান করিয়া দক্ষিণা দিবে। এই প্রকার নাম করিতে আরম্ভ করিলে সাধক সকল বস্তুই লাভ করিতে পারে। একশতবার বা সহস্রবার যে এই স্তোত্র পাঠ করে শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রের কৃপায় তাহার কোন অভাব থাকে না। এই গ্রন্থ যে গৃহে পূজিত হইয়া অবস্থান করিবে সেখানে মারীভয়, দুর্ভিক্ষ ক্লেশ বা অন্য কোন উপসর্গের ভয় থাকে না। সর্পভয় বা যক্ষ রক্ষের ভয়ও দূরে যায়।

যাহার গৃহে এই সহস্রনাম স্তোত্র গ্রন্থ নিত্য পূজিত হইবেন তাহার গৃহে সদা সর্বদা শ্রীশ্রীগোপালদেবই বিরাজমান, ইহাই জানিবে।

ইতি সম্মোহন তন্ত্রে শিব পার্বতী সংবাদে শ্রীগোপালসহস্রনাম স্তোত্র সমাপ্ত।

[মঙ্গল হউক]

পরিশিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংকলিত গ্রন্থে উক্ত পাঠান্তর।

শ্লোক সংখ্যা	পাঠান্তর
৯	সংসারসাগরোত্তার কারণায়
	শ্রীরঙ্গাদিকরূপেণ
২৬	শ্রীগোপাল মহীপাল
	সর্ববেদান্তপারগঃ
	ধরণী পাকোধন্যঃ
২৮	জগদ্ধর্ত্তা
৩৫	দুর্মদমর্দনঃ
৩৮	রামশ্চঞ্চলশ্চারু লোচনঃ
৪৭	নবাম্ভো বিরহো
৫৮	কমলাভঃ পুরন্দরঃ
৬৭	যোগীদত্ত ধরো
৭৪	শরণ্যস্তরবো
৮০	মুদময়ো
৮৮	গুরুগণাশ্রয়ঃ, গুরুবনাশ্রয়ঃ
১০৬	যমাদির্যমনো
১৫৯	ব্যুহাতীতো
১৮৮	দত্তাহারং ব্রাহ্মণায়

মুখুয্যে শ্রীকালিদাস কালীপদ ঘোষ।
উদারতা-গুণে যাঁরে প্রভুর সন্তোষ॥
বাসন্তী ফাল্গুনে শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়ায়।
যেই শুভ তিথিযোগে জন্মিলেন রায়॥
উৎসবের দিন স্থির করিয়া তখন।
দ্রব্য আদি আয়োজনে রামের উদ্যম॥
ঘোষণা করেন বার্তা শহরে বাহিরে।
প্রভুভক্ত যে যেথায় কাছে কিবা দূরে॥
শ্রীমন্দিরে পুরীমধ্যে যেখানে গোসাঁই।
শুভকর্ম-সম্পাদনে নির্ধারিত ঠাঁই॥
জন্মোৎসব শ্রীপ্রভুর ভক্তদের দ্বারা।
প্রথম আরম্ভ-পক্ষে সুরেন্দ্রই গোড়া॥
ক্রমে পরে লীলা-ক্ষেত্রে প্রভু ভগবান।
সভক্তে ধরায় যদবধি মূর্তিমান॥
অন্য অন্য ভক্তদের পাইয়া সাহায্য।
একা রাম করিতেন যাবতীয় কার্য॥
যেমন সুন্দর রাম তেন ভক্তিবল।
বুদ্ধি স্থির সুগম্ভীর দলের মোড়ল॥
ল'য়ে প্রভু ভগবানে আপনার ঘরে।
কত মহোৎসব রাম কৈল বারে বারে॥
মহাতীর্থ সম গণি রামের প্রাঙ্গণ।
স্বগণ সহিত যেথা প্রভুর কীর্তন॥
দুর্লভ প্রভুর ভক্তি অনায়াসে পায়।
রামের প্রাঙ্গণ-রেণু যে ধরে মাথায়॥
শুভ জন্মোৎসবদিনে হেথা ভক্তবর।
নানা দ্রব্য পরিমাণে বিস্তর বিস্তর॥
বোঝাই করেন নৌকা অতি প্রাতঃকালে।
আয়োজনে কোন ত্রুটি নাহি এক তিলে॥
যথাকালে উপনীত দক্ষিণশহর।
যেখানে বিরাজে প্রভু পরম ঈশ্বর॥
গগনে যখন বেলা প্রহরেক প্রায়।
স্নানক্রিয়া সমাপন শেষ কৈলা রায়॥
অতি অল্প জলপান কর্ম তার পরে।
শুনিবারে সংকীর্তন বসিলা আসরে॥
উত্তরের বারাণ্ডায় ঠাঁই পরিসর।
ভক্তগণে যেইখানে সাজান আসর॥
খোল-করতাল-সহ কীর্তনের গান।
শুনামাত্র শ্রীপ্রভুর উঠিল তুফান॥
লীলারসাস্বাদে প্রেমে অন্তর বিহ্বল।
কীর্তনে আখর যোগ করেন কেবল॥
আখরের কি মাধুরী নহে কহিবার।
ক্রমশঃ আবেশ অঙ্গে প্রভাবে যাহার॥
বিশেষ প্রকৃতি এক আবেশের ধারা।
শক্তি ছুটে মত্ত যাহে হয় দর্শকেরা॥
সংক্রামক সেই শক্তি বড়ই প্রখরা।
সকলে আকৃষ্ট হয় কাছে রহে যারা॥
আবেশের পরে মহা সমাধি গভীর।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-সহ ইন্দ্রিয়াদি স্থির॥
এখন শ্রীঅঙ্গে কিবা মাধুরী উদয়।
উপলব্ধি দরশনে বলিবার নয়॥
চাঁদের কিরণমালা বদনকমলে।
কখন বা ঘন কভু মন্দ মন্দ খেলে॥
গোটা অঙ্গে কান্তি-ছটা ভুবনে অতুল।
যেমন শ্রীপ্রভুদেব রূপের পুতুল॥
অপরূপ রূপ সেই রূপের তুলনা।
সৃষ্টিতে কোথাও তার নাই অণুকণা॥
বিশ্ববিমোহিনীরূপ রূপ উপমায়।
আগোটা সৃষ্টির রূপ সে রূপে লুকায়॥
ভাগ্যবান যেবা রূপ নেহারে নয়নে।
যতদিন রহে হেথা দেহের ধারণে॥
পারে না ভুলিতে রূপ কখনই আর।
অন্য যত রূপে বুঝে তিমির আঁধার॥
চর্মচক্ষু-শক্তিযোগে সে রূপ কে দেখে।
যদি না দেখিতে জানে হৃদয়ের চোখে॥
ঠামে রূপে অপরূপ প্রভুর গড়ন।
রক্ত-মাংস-গড়া দেহে না দেখি এমন॥
একরূপ শ্রীপ্রভুর নয়নের কোণে।
সে অতি আশ্চর্য রূপ রূপের বিধানে॥

জালের প্রকৃতি ঠিক সে রূপের ধারা।
যে দেখে জন্মের মত সেই পড়ে ধরা ॥
আর এক কিবা রূপ তুলা নাহি তার।
যেরূপ রক্তিমাধরে প্রভুর আমার ॥
আধারের শোভা বৃদ্ধি হাসি তাহে যবে।
যে দেখে জন্মের মত একেবারে ডুবে ॥
এখন সমাধি-বেগে বাহ্যজ্ঞান দূর।
রূপময় কলেবর রূপের ঠাকুর ॥
সুযোগ সময় ভক্তে পাইয়া এখন।
পরাইল প্রভুদেবে সুন্দর বসন ॥
অতি মিহি দেশী ধুতি নয় হস্ত প্রায়।
আরক্ত বরণ ঘোর লাল পাড় তায় ॥
সুন্দর চাঁপার বর্ণে ছোবান সেখানি।
ছোবাইয়া দিয়াছেন রামের ঘরণী ॥
মনোহর ফুলহার পরাইল গলে।
শ্বেত চন্দনের বিন্দু ললাটে কপালে ॥
সুবিশাল বক্ষঃস্থলে কিরূপ শোভন।
চরণযুগলে পরে করিল লেপন ॥
চরণে চন্দন-রেখা কিবা শোভমান।
নয়নের মনোলোভা শোভার নিদান ॥
কুসুমের হার আর চন্দন ঘষিয়ে।
গৌর-মা আনিয়াছিল প্রভুর লাগিয়ে ॥
রূপের শোভার প্রভু একে তো আপনি।
তাহার উপরে ভক্তে করিলা সাজনি ॥
রূপময় ঠাম এবে রূপের উপর।
অপরূপ দেখে যত ভকতনিকর ॥
আনন্দে বিভোর ফুল্ল মন প্রাণ চিত্ত।
দু-হাত তুলিয়া কেহ কেহ করে নৃত্য ॥
ভীমভাবে নাচে কেহ করতালি দিয়া।
রোলসহ লম্ফে কেহ মাটি কাঁপাইয়া ॥
প্রেমেতে বিহ্বল কেহ ধরণী লুটায়।
কেহ বা ঢলিয়া পড়ে অপরের গায় ॥
কেহ বা বদনে তুলে হাসির ফোয়ারা।
কেহ বা স্তম্ভিত যেন পুতুলের পারা ॥

কীর্তন নাহিক আর সংকীর্তন সায়।
সবে মিলে খালি মাত্র এক ধুয়া গায় ॥
গগন করিয়া ভেদ উচ্চরোল উঠে।
খুলীর আঙ্গুল ফোলে চাপড়ের চোটে ॥
দেখিয়া তুমুল কাণ্ড প্রভু নারায়ণ।
করিলেন আপনার শক্তি সম্বরণ ॥
প্রভু সম্বরিলে শক্তি নিজের ভিতর।
প্রকৃতিস্থ ক্রমে ক্রমে ভকতনিকর ॥
প্রভুর অবস্থা কিবা শুনহ এখন।
শ্রীঅঙ্গেতে সমুদিত বাহ্যিক চেতন ॥
শ্রীপ্রভু গলার মালা ধরিয়া দুহাতে।
ছিন্ন ছিন্ন করি তায় ফেলিলা তফাতে ॥
মুছিলা বসন দিয়া চন্দনের রেখা।
ললাটে কপালদেশে যত ছিল লেখা ॥
কিন্তু প্রভু মুছিবারে না পাইলা লাগ।
চরণযুগলে যত চন্দনের দাগ ॥
শুন তবে বলি কথা কারণ তাহার।
শ্রীপদে প্রভুর নাই কোন অধিকার ॥
শ্রীঅঙ্গের সঙ্গে রহে শ্রীপ্রভুর সনে।
চিরকাল ভক্তদের তাঁর মাত্র নামে ॥
গুপ্ত-অবতার প্রভু বড় রূপ-চোরা।
ভক্তের নিকটে কিন্তু অবিরত ধরা ॥
চন্দনালঙ্কার রক্ষা করিয়া শ্রীপায়।
অবিশ্বাসী জীবে সাক্ষ্য দিলা প্রভুরায় ॥
শুন গীত গায় মূর্খে মহাভাগ্যবান।
রামকৃষ্ণায়ণ কথা অমৃত-সমান ॥

সংকীর্তনে লীলারস করি আস্বাদন।
ভক্তসহ প্রকৃতিস্থ এবে নারায়ণ ॥
এখন অনেক বেলা প্রভুর ভোজনে।
দেখিয়া ভকতবর্গ চমকিত মনে ॥
ছাড়িয়া কীর্তনাসর ত্বরান্বিত যান।
করিবারে শ্রীমন্দিরে ভোজনের স্থান ॥
থরে থরে পাত্রে পাত্রে দ্রব্য নানা জাতি
কত তার তালিকায় নাহি হয় ইতি ॥

অগ্রভাগ সকলের একপাত্রে যোগ।
লইয়া জনৈক ভক্ত সাজাইলা ভোগ॥
সকলে রাখিয়া অগ্রে করিতে ভোজন।
শ্রীপ্রভুদেবের নহে কোনকালে মন॥
সেই হেতু কাছে দূরে লয়ে ভক্তগণে।
প্রভুদেব রামকৃষ্ণ বসিলা ভোজনে॥
একত্তরে সবে কিন্তু স্বতন্তর স্থান।
বর্ণভেদ রক্ষা করা প্রভুর বিধান॥
ভোজনের সঙ্গে নানা কথোপকথন।
রঙ্গ রসভাব হাস্য না যায় বর্ণন॥
চতুর্বিধ রসে যেন পরিতৃপ্তোদর।
সেইমত চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়নিকর॥
সমভাবে সকলের তৃপ্তি দিয়া রায়।
বরষের জন্মোৎসব করিলেন সায়॥

রহিতে নারিনু মুই না করি বাখান।
পরবর্ষে জন্মোৎসবে মুই ভাগ্যবান॥
প্রভুর কৃপায় কিবা কৈনু দরশন।
অবধান ভক্তিসহ কর তুমি মন॥
উৎসবের কাজে যেন বৎসর বৎসর।
উদ্যোগের রহে ভার রামের উপর॥
বর্তমান বরষেও রামে আছে ভার।
সাধারণ ব্যয়ে আয়োজনের যোগাড়॥
ধামায় ধামায় মুড়্‌কি প্রতুল প্রতুল।
রসেতে প্রস্তুত যেন সাদা জুঁই ফুল॥
হাঁড়িতে হাঁড়িতে দধি চিনি দিয়া পাতা।
বর্ণিবার নাহি তার আস্বাদের কথা॥
হাঁড়ি হাঁড়ি রসমুণ্ডি বাটুল আকার।
বিস্তর বিস্তর মণ্ডা সন্দেশ ছানার॥
কাঁদি কাঁদি চাঁপা কলা সেরা বাজারের।
এ কয়েক দ্রব্য খালি পরিমাণে ঢের॥
শ্রীপ্রভুর উপযুক্ত ভোগের কারণ।
রামের কর্তৃক যাহা দ্রব্য আয়োজন॥
পাতি তার কি তুলিব দুঃখী জনা আমি।
পণদয়ে তাহাদের নাম নাহি জানি॥

মিঠা ফল মিষ্টি মেওয়া নানাবিধ তার।
শহরেতে যাহা মিলে কিছু কিছু তার॥
স্বতন্তর পাত্রে পাত্রে বিভিন্ন আধারে।
শ্রীমন্দিরে রাখিবার স্থানে নাহি ধরে॥
ক্রমে ক্রমে পরে পরে প্রভুভক্তগণ।
একে একে যথাকালে দেন দরশন॥
তার সঙ্গে দলে দলে আসে একত্তরে।
শ্রদ্ধা ভক্তি রাখে যারা প্রভুর উপরে॥
প্রভুর চরণপ্রিয় প্রভুভক্ত যাঁরা।
আজি দিনে সকলেই অতি মাতোয়ারা॥
ভাবে গদগদ তনু না সরে বচন।
পরস্পরে পরস্পরে কথোপকথন॥
হেসে হেসে ঠারে-ঠোরে নয়ন-হিল্লোলে।
সোনা সোহাগার সঙ্গে যেন পড়ে গলে॥
মন্দিরাভ্যন্তরে তার বাহির প্রাঙ্গণে।
আনাগোনা পাছু পাছু শ্রীপ্রভুর সনে॥
প্রভু সঙ্গে সবে যবে মত্ততর মন।
আসিয়া গিরিশ ঘোষ দিলা দরশন॥
নানা রসে সুরসিক বুদ্ধি সুগম্ভীর।
ভক্তির প্রেমের রাজা বিশ্বাসের বীর॥
নয়ন-বিনোদ-ঠাম আনন্দোদ্দীপক।
তাঁর সঙ্গ-সম্ভোগেতে সকলের সখ॥
ভক্ত-সমাগম-স্থলে উচ্চতর রঙ্গ।
গিরিশের সম্মিলনে উত্তাল তরঙ্গ॥
যেমন কলের তরী আসিয়া জুটিলে।
কানে কান জাহ্নবীর জোয়ারের জলে॥
টলমল সকলেই দেখিয়া তাহায়।
আনন্দে উথলা-হৃদি হইলেন রায়॥
পূর্বাস্যে শ্রীপ্রভুদেব লীলার ঈশ্বর।
দাঁড়াইয়া পূর্বদিকে দ্বারের উপর॥
ঠামে ভাবে শ্রীঅঙ্গের প্রকৃতি তখন।
সুসরল-মতি এক বালক যেমন॥
দেখিয়া গিরিশচন্দ্র হাসি ভরা মুখে।
উপনীত ত্বরান্বিত প্রভুর সম্মুখে॥

রঙ্গের কারণে প্রশ্ন করিলেন রায়।
গিরি ধরে কৃষ্ণচন্দ্র এত শক্তি গায়॥
কিন্তু যবে নন্দরানী সোহাগের ভরে।
গোপালে কহেন পিঁড়ি আনিবার তরে॥
লঘুকলেবর পিঁড়ি কাঠের তৈয়ারি।
যেবা ধরে গোবর্ধন তার পক্ষে মুড়ি॥
ভক্তপ্রিয় ভগবান নন্দের দুলাল।
যশোদার কাছে ঠিক দুধের গোপাল॥
বাৎসল্যে পুরিতান্তরা নন্দরানী মায়।
পিঁড়ি দিতে কৃষ্ণচন্দ্র হেন ভাবে যায়॥
রঙ্গে ভঙ্গে চারিদিকে হেলিয়ে হেলিয়ে।
ভারি যেন কাষ্ঠাসন গোবর্ধন চেয়ে॥
গিরিশের কথা শুনি প্রভু গুণধর।
ভক্তবরে করিলেন তাহার উত্তর॥
সুমধুর হাস্যসহ কিবা অপরূপ।
এই ঠিক কথা এবে চুপ শালা চুপ॥
ভক্তসঙ্গে শ্রীপ্রভুর লীলার প্রসঙ্গ।
কিংবা লীলা-রসাস্বাদে দোঁহাকার রঙ্গ॥
লিখিয়া কাহিনী তার কার সাধ্য বলে।
আভাস প্রকাশ খালি ঠারে-ঠোরে চলে॥
এক ঠারে এক বর্ণে এত বিবরণ।
তুলনায় কোটি বেদ কোটি কোটি কম॥
উপস্থিত ঘটনাতে মুই ভাগ্যবান।
প্রভুর কৃপায় ক্ষেত্রে ছিনু বিদ্যমান॥
কানে যা শুনিনু চক্ষে কৈনু দরশন।
হৃদয়ের পটে তাহা রহিলা লিখন॥
তিল তার বর্ণিবার ক্ষমতায় মরা।
কে কবে স্মরিলে হই আপনারে হারা॥
ভিতরে রহিল বাহে না ফুটিল কথা।
এবে শুন উৎসবের পশ্চাৎ বারতা॥
স্নানের অধিক বেলা হইল যখন।
বসিলেন গুণমণি শুনিতে কীর্তন॥
উত্তরের বারাণ্ডায় যেথানে আসর।
লম্বে প্রস্থে আয়তনে স্থান পরিসর॥
কিঞ্চিৎ উত্তরে তার ফুলের বাগান।
বিবিধ ফুলের গাছে অতি শোভমান॥
নিকটে পথের পাশে গণ্ডাদরে ঝাড়।
বড় বড় গন্ধরাজ ফুলের সর্দার॥
বড় ছোট বেলফুল দুই কাঠা প্রায়।
গাছভরা ফুলকুল ফুটে আছে তায়॥
বসন্তের সহচর অনিল শীতল।
আমোদিত করে স্থান লয়ে পরিমল॥
জনৈক বালকবয়ঃ মহাভাগ্যবান্।
কীর্তন গায়ক তেঁহ নরোত্তম নাম॥
মিষ্ট গায় কৃষ্ণবর্ণ গায়ের বরণ।
গেঁড়াপানা গোলমুখ উজ্জ্বল নয়ন॥
তেথরি তুলসী-মালা গলদেশে কথা।
জাতিতে বৈষ্ণব তাই কীর্তন-ব্যবসা॥
কালের গায়ক-মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ।
খুলীও বৈষ্ণব জেতে নাম তার গোষ্ঠ॥
মধুর বাজায় খোল খোলে তুলে বুলি।
যেমন গায়ক ঠিক তার মত খুলী॥
গায়কের সম্বন্ধেতে প্রভুর বচন।
এই নরোত্তমে দেখি সেই নরোত্তম॥
বায়েনের সম্বন্ধেতে শ্রীপ্রভুর সায়।
খোলে সিদ্ধ এই গোষ্ঠ খোল যে বাজায়॥
আগাগোড়া আজি ক্ষেত্রে দেখিবারে পাই।
মহোৎসবে রাজসিক ভাব মোটে নাই॥
কিন্তু যদি প্রভুদত্ত চক্ষু কেহ পায়।
দেখিতে পাইবে ধ্রুব প্রভুর কৃপায়॥
সমুদিত উৎসবে ঐশ্বর্য কোটি কোটি।
তুলনায় যার সঙ্গে মহৈশ্বর্য মাটি॥
আপনি আসরে প্রভু অখিল-ঈশ্বর।
সঙ্গে পারিষদ-সাঙ্গ-উপাঙ্গ-নিকর॥
ছদ্মবেশে সশরীরে দেবতার গণ।
উৎসবেতে উপনীত শুনিতে কীর্তন॥
প্রেমিক গায়ক এক বৈষ্ণবের ছেলে।
যে জন বায়েন গোষ্ঠ সিদ্ধ তেঁহ খোলে॥

ব্রহ্মবারিবাহী সুরতরঙ্গিণী- তীর।
পুণ্যময়ী ভূমি যেথা বৈঠক পুরীর॥
মরি কি মাধুরী তার না যায় বর্ণন।
ধরার মাঝারে যেন গোলক ভুবন॥
যেইখানে সংগোপনে রাজা মহারাজ।
শক্তিসহ লীলাপর প্রভুর বিরাজ॥
নরপুরে নররূপে নরের মতন।
চিনিবার সাধ্য কার ব্রহ্মাদির ভ্রম॥
আগোটা সৃষ্টির চক্ষে নিক্ষেপিয়া ধুলা।
সংগোপনে কালমত সুমধুর লীলা॥
এবে উৎসবের কাণ্ড করহ শ্রবণ।
মিষ্ট কণ্ঠে নরোত্তম ধরিল কীর্তন॥
প্রেমিকের মুখে শুনি লীলা-গুণ-গান।
আবেশাঙ্গ হইলেন প্রেমের নিধান॥
কীর্তনে আখর যোগ আবেগের ভরে।
যাহে কীর্তনের কায়া বৃদ্ধি পরে পরে॥
লীলা রস-সুধা পানে মত্ত ভক্তগণ।
দর্শকেরা বুদ্ধিহারা মানুষ যেমন॥
যে যেখানে সেইভাবে সে সেথা তেমতি।
মুগ্ধপ্রাণমনে হেরে প্রভুর মুরতি॥
অতুল আনন্দভোগ করে সর্বজন।
নরেন্দ্র এহেন কালে দিলা দরশন॥
নয়নবিনোদ ঠাম বালক বয়সে।
আসরে বসিলা আসি শ্রীপ্রভুর পাশে॥
ষোলকলা পূর্ণ চাঁদে করি নিরীক্ষণ।
রতন-আকর নিজে সাগর যেমন॥
ফুলাইয়া জলকায়া মহান্ উল্লাসে।
আপনার জলে যায় আপনিই ভেসে॥
সেইমত প্রভুদেব প্রেমের সাগর।
নিরখিয়া নরেন্দ্র নয়নানন্দকর॥
প্রেমের উত্তাল ঊর্মি তুলিয়া প্রবল।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন হৃদয় বিহ্বল॥
নরেন্দ্রের উরুদেশে দক্ষিণ চরণ।
শ্রীকরকমলদ্বয়ে কুন্তল ধারণ॥

সমাধিস্থ ভগবান মনোহর ঠামে।
প্রেমের পুতুল যেন গলে পড়ে প্রেমে॥
শ্রীবয়ানে সেই কান্তি লাবণ্য উজ্জ্বল।
কাঞ্চনে যেমন বর্ণ যখন তরল॥
অরূপে রূপের ছবি সুন্দর এমন।
কভু নাহি দেখি শুনি শ্রীপ্রভু যেমন॥
বিরাজে শ্রীঅঙ্গে রূপ পরম সুন্দর।
তেন ভাবে ঊর্মি যেন জলের উপর॥
স্থির অঙ্গ যবে রূপ দেখা নাহি মিলে।
উঠিলে ভাবের বায় তবে অঙ্গে খেলে॥
শ্রীঅঙ্গেতে রূপরাশি বহে সংগোপন।
জলদের মধ্যে রাজে বিজলি যেমন॥
রূপের পার্থক্য ভাব শ্রীঅঙ্গের সনে।
সে বুঝে স্বেচ্ছায় তিনি দেখান যে জনে
বাহ্যিকে না মিলে রূপরাশির সন্ধান।
পুঁথি দিল শ্রীপ্রভুর রূপ-চোরা নাম॥
রূপচোরা বাঁকা-আঁখি রক্তিম-অধর।
এই তিন নাম গান পুঁথির ভিতর॥
ভুবনমোহনরূপ লীলার প্রাঙ্গণে।
দেখাইয়া দেন ধরা নিজ জনগণে॥
মায়ায় মোহিত সবে ইচ্ছায় তাঁহার।
কখন আলোকমালা কখন আঁধার॥
শরতের মেঘছায়া দুপুর বেলায়।
বৃহৎ প্রান্তর মধ্যে যেন দেখা যায়॥
আনন্দের ধ্বনি তুলে ভকতের মালা।
নিরখিয়া শ্রীপ্রভুর অপরূপ লীলা॥
সেই প্রভু সেই তাঁরা আপনার জন।
লীলাহেতু নররূপে ধরায় এখন॥
বুঝিয়া আপন মনে রসাস্বাদ করে।
রঙ্গরসভাষসহ ভকতনিকরে॥
হেথা মত্তভাবে করে নরোত্তম গান।
কিছু পরে শ্রীপ্রভুর ভাব-অবসান॥
প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিলা নিজ স্থানে।
পুনঃ কভু ভাবাবেশে কীর্তন শ্রবণে॥

পরিতৃপ্ত ভক্তবর্গ হইয়া যখন।
নরোত্তম করিলেন গীত সমাপন॥
শান্তি শান্তি পরিতৃপ্ত হইলা আসরে।
চলিলেন রূপ-চোরা আপন মন্দিরে॥
ভোজনের কার্য পরে ল'য়ে ভক্তগণ।
মহানন্দে বাঁকা-আঁখি করিলা ভোজন॥
ভোজনান্তে অলসাঙ্গ কখনই নাই।
ভক্তগণে ল'য়ে পুনঃ বসিলা গোসাঁই॥
কথোপকথনে কত ঈশ্বরীয় কথা।
কত অতি গুহ্যতর তত্ত্বের বারতা॥
রামকৃষ্ণায়ণে লীলা শ্রীপ্রভুর কথা।
শ্রবণ-কীর্তনে ঘুচে মন-মলিনতা॥
প্রেম-ভক্তি-দাতা প্রভু জগতের গুরু।
মহারাজ দীন-সাজ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
প্রভুর দরজা খোলা যে লয় শরণ।
পূর্ণভাবে মনসাধ করেন পূরণ॥
অদ্ভুত ঘটনা কিবা হৈল অতঃপর।
শুন রামকৃষ্ণ-কথা শান্তির আকর॥
বয়স্কা রমণী এক মহাভাগ্যবতী।
রতি মতি প্রভুপদে অপার ভকতি॥
প্রশস্ত অবস্থা নহে দুঃখীর ধরন।
ঘরে নাই কড়িপাতি মনের মতন॥
আজি শুভ জন্মোৎসবে প্রভুর কারণে।
বাটিতে চারিটি মাত্র রসগোল্লা আনে॥
জনাকীর্ণ শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রভু হেথায়।
পশিতে নারিল নারী জাতীয় লজ্জায়॥
সেইহেতু বাটিসহ চলিল তখনি।
যেখানে বিরাজমানা জগৎ-জননী॥
জন্মোৎসব দেখিবারে মন্দিরে মায়ের।
উপনীতা ভক্তিমতী কুলনারী ঢের॥
কাতর অন্তরে নারী নিবেদিল মায়।
পাঠাইতে রসগোল্লা শ্রীপ্রভু যেথায়॥
মাতা না কহিতে কথা উত্তর বচনে।
উত্তর করিল তায় অন্য এক জনে॥

নানাবিধ দ্রব্যসহ প্রভুর ভোজন।
হইয়া গিয়াছে আজি দিনের মতন॥
পাঠাইলে রসগোল্লা তাঁহার সদনে।
গ্রহণ হইবে কিনা সন্দ লাগে মনে॥
এতই পাইল ব্যথা শুনিয়া সে বাণী।
অন্তরে মাথায় যেন পড়িল অশনি॥
কাতরে আকুলা নারী স্মরে প্রভুরায়।
দাঁড়াইয়া আধোমুখে চিত্রার্পিত-প্রায়॥
এখানে অন্তরযামী ভক্তদের সনে।
মহামত্ত ঈশ্বরীয় তত্ত্ব-আন্দোলনে॥
নারীর মরম-ব্যথা বুঝিয়া অন্তরে।
ত্বরান্বিত উপনীত মায়ের মন্দিরে॥
যেখানে মিষ্টির বাটি ধরিয়া রমণী।
দাঁড়াইয়া যেন জড় দেহে নাহি প্রাণী॥
শ্রীকরকমলে বাটি লইয়া তখন।
রমণীর মনসাধ করিতে পূরণ॥
প্রভুদেব হেনভাবে রসগোল্লা খান।
অনাহারে যেন তাঁর গেছে দিনমান॥
কোটি কোটি দণ্ডবৎ রমণীর পায়।
মিষ্টিতে যাঁহার তুষ্ট রামকৃষ্ণরায়॥
কেবা মানবিনী-বেশে দেবীঠাকুরানী।
নাম-ধাম এখানের কিছু নাহি জানি॥
রমণীর বাঞ্ছা পূর্ণ করি প্রভুরায়।
ভক্তসঙ্গে তত্ত্বালাপে বসিলা খট্টায়॥
বিশ্বাস-ভক্তির বীর গিরিশ এখানে।
প্রভুর বিচিত্র লীলা নেহারি নয়নে॥
জানিতে বিশেষ তত্ত্ব চিত্ত সবিস্ময়ে।
জিজ্ঞাসিলা এক কথা রূপচোরা রায়ে॥
ভাব তার তুমি প্রভু অখিল-ঈশ্বর।
লীলা হেতু দীনবেশে ধরার উপর॥
হেন জন্মোৎসবে আজি রবে ত্রিভুবন।
তাহা না হইয়া কেন এই কয় জন॥
তদুত্তরে ভক্তবরে উত্তরিলা রায়।
কিঞ্চিৎ প্রকাশ বাক্যে বেশী ইশারায়॥

অর্থ তার ভবিষ্যতে এই জন্মোৎসবে।
শিরোভূষা কত লোক এখানে আসিবে॥
অতিশয় গণ্যমান্য খ্যাত্যাপন্ন তেজে।
লুটাইতে ভক্তিভরে এখানের রজে॥
পরিহরি লীলা-ভূমি ধরার উপর।
নিত্যধামে গিয়াছেন লীলার ঈশ্বর॥
ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র আর বেশী নয়।
উৎসবে এখন আধ লক্ষ লোক হয়॥
গণ্যমান্য সবে কেহ রাজ-অধিরাজ।
মার্কিন-বিলাতবাসী সাহেব ইংরাজ॥
যেখানে যে ভাবে যা বলিলা গুণমণি।
পরে ঘটিবার কথা ভবিষ্যৎ বাণী॥
কেহ এবে প্রস্ফুটিত সহ শতদল।
সঙ্গে বিশ্ব-বিনোদিনী গন্ধ পরিমল॥
কেহ বা অর্ধেক ফুটা কেহ প্রায় ফুটে।
কেহ ডগমগে কলি মৃণালের বাঁটে॥
কেহ বা পাঁকের কাছে অঙ্কুরে কেবল।
যাহার উপরে ঢাকা বিশ বাঁশ জল॥
লীলাক্ষেত্রে শক্তিরসে বীজ-সংরোপণ।
বিশ্বের নিধনে নাই বীজের নিধন॥
শুন রামকৃষ্ণায়ণ বিশ্বাসের ভরে।
অন্ধকার তিরোহিত হইবে অচিরে॥
নয়নগোচরে লীলা দেখিবে প্রত্যক্ষ।
প্রভুর ইচ্ছায় কাজে সময়-সাপেক্ষ॥
মাঙ্গলিক উৎসবের কথা হৈল সায়।
পুণ্যবানে শুনে কথা ভক্তিমানে গায়॥
সংসারের দুঃখে সুখে পেতে দিয়া ছাতি।
দিবানিশি মথ মন লীলাগুণগীতি॥

নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে প্রভুর উৎসব

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ বিশ্বগুরু যিনি।
জয় মাতা শ্যামাসুতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দোঁহাকার।
এ অধম মাগে পদ-রজ সবাকার॥

অদ্যাবধি ধরাধামে যত অবতার।
প্রভু রামকৃষ্ণরায় সমষ্টি সবার॥
নানা ভাবে নানা মতে শিক্ষা নানা জনে।
সব ধর্ম পথ মত তাঁহার বিধানে॥
ধর্মদ্বন্দ্ব-নিবারণ ধর্মের সমতা।
ধর্ম-সামঞ্জস্যভাব ধর্মের একতা॥
এই অভিনব পন্থা করিতে প্রচার।
অবতীর্ণ ধরাধামে শ্রীপ্রভু আমার॥
কৃষ্ণ-অবতারে কথা প্রকাশ গীতায়।
যে রূপে যে ভজে তিনি তেন ভজে তায়॥
কথায় কথিত মাত্র হইল তখন।
করমেতে কিঞ্চিন্মাত্র নহে প্রদর্শন॥
কারণ জিজ্ঞাসা মন যদি কর তার।
শুন কহি অতিশয় গুহ্য সমাচার॥
বার বার বলিলেন প্রভু নারায়ণ।
সময়সাপেক্ষ কর্মে অতি প্রয়োজন॥
যখন তখন কার্য হইবার নয়।
কার্য তবে উপযুক্ত আসিলে সময়॥
শাস্ত্রের প্রমাণ আর স্বরূপনির্ণয়ে।
এক অবতারে কথা রাখেন বলিয়ে।

ভবিষ্যবাণীর ন্যায় পরের বারতা।
ভাবী অবতরণের কারণের কথা॥
পূর্বকথামত কর্ম করিয়া পশ্চাৎ।
লীলার প্রমাণ দেন অখিলের নাথ॥
বলবৎ এত ধর্ম ছিল না তখন।
কৃষ্ণ-অবতারে যবে কথার পত্তন॥
পশ্চাতে বিবিধ ধর্ম নানা পথ মত।
তুলিবে প্রবল ভাবে ঝড় বলবৎ॥
বুঝিয়া জানিয়া তত্ত্ব বিশেষপ্রকারে।
আভাস দিলেন তার গীতার ভিতরে॥
দেখ এবে নানাবিধ ধর্ম-সম্প্রদায়।
সকলে আপন ধর্মে শ্রেষ্ঠতম গায়॥
মহান্ কলহ-দ্বন্দ্ব বাদ-প্রতিবাদ।
তত্ত্ব-অন্বেষক জনে ঘোর পরমাদ॥
কেবা সত্য কেবা মিথ্যা যায় কোন্ পথে।
সন্দেহ-আতুর চিন্তা দিবারাতি চিতে॥
সত্যপথ প্রদর্শিতে তত্ত্বান্বেষী জনে।
আর ধর্মরাজ্যে ধর্ম-দ্বন্দ্ব-বিভঞ্জনে॥
কালমত প্রভু রামকৃষ্ণ অবতার।
করিলেন সার্বভৌম মতের প্রচার॥
সার্বভৌম মতে তার বিশ্ব-বেড়া বেড়।
স্থানীয় জাতীয় নহে গোটা জগতের॥
ধর্মমাত্রে সকলেই পথ বাস্তবিক।
কোনটি অলীক নহে সকলেই ঠিক॥
এই ধর্ম প্রচারিলা প্রভু নারায়ণ।
কার্যেতে আচরি সহ সাধনভজন॥
যে যে রূপে ভাবে নামে আরাধেন তাঁয়।
সেই রূপে ভাবে নামে সেই তাঁরে পায়॥
ভাবে রূপে নামে নানা বস্তুগত নয়।
উপমা ধরিয়া তত্ত্ব দিলা পরিচয়॥
বাপি কূপ তড়াগাদি সাগরনিচয়।
হ্রদ নদী খাল বিল সব জলাশয়॥
আকারে গঠনে নামে প্রভেদ কেবল।
কিন্তু সকলের মধ্যে সেই এক জল॥

বালিশ শয্যার সজ্জা অপর উপমা।
আকারে গঠনে বর্ণে বাস্তবিক নানা॥
ব্যবহার বিশেষেতে নাম স্বতন্তর।
কিন্তু সেই এক তুলা সবার ভিতর॥
তেন এক ভগবান সকলের মাঝে।
বিকাশে বিবিধ নাম নানাবিধ সাজে॥
যত ধর্ম তত পথ জগতে প্রকাশ।
সকলেতে সেই এক বস্তুর বিকাশ॥
রামকৃষ্ণপন্থিগণে বুঝেন বারতা।
লীলাধর্ম শ্রীপ্রভুর ধর্মের সমতা॥
এইখানে এক কথা কর অবধান।
ধর্মমাত্রে ভেদ নাই সকলে সমান॥
কিন্তু ভাব-বিশেষেতে আছয়ে পার্থক্য।
ধর্মে এক কিন্তু ভাবে নাহি হয় ঐক্য॥
প্রত্যেকের মধ্যে ভাবে আলাহিদা রয়।
তাহাতে কখন কার ক্ষতি নাহি হয়॥
বরঞ্চ পোষ্টাই করে প্রত্যেক ভাবীকে।
গোপনে আপন ভাব যেবা করে রক্ষে॥
বিশ্বগুরু শ্রীপ্রভুর উপমার কথা।
পল্লীতে রাখালদের গোচারণ-প্রথা॥
জল খাইবার বেলা গগনে যখন।
নিজ নিজ গরু ছাড়ে রাখালের গণ॥
ক্রমে পরে একত্তরে সকলেই জমে।
বৃহৎ প্রান্তর মাঠ গোচারণ-ভূমে॥
তখন পার্থক্য ভাব নাহি রহে আর।
সব পাল সঙ্গে মিলে হয় একাকার॥
কিন্তু ঘরে ফিরিবারে সময় যখন।
পৃথক করিয়া আনে নিজের গোধন॥
ধর্মমেলা যেইখানে সেথা একত্তরে।
ভাবেতে পার্থক্য শ্রেয়ঃ আপনার ঘরে॥
এই ভাব-সমর্থনে শ্রীপ্রভুর গীত।
অবধান কর তত্ত্ব বুঝিবে নিশ্চিত॥
প্রভুর অভয় পদ ধরিয়া অন্তরে।
অটল অচল রহ আপনার ঘরে॥

গীত

"আপনাতে আপনি থেক' মন যেও নাকো কার ঘরে,
যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন সে পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে,
কত মণি পড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

একেশ্বর যদবধি না হয় ধারণা।
তদবধি তত্ত্ববোধে রহে মহা হানা॥
সাধন-ভজন-কর্মে নাহি অধিকার।
এক-জ্ঞান ভিন্ন রহে বহু-জ্ঞান যাঁর॥
উপদেশে বলিলেন প্রভু ভগবান।
সর্বাগ্রে আঁচলে বাঁধি অদ্বৈতগিয়ান॥
পশ্চাতে করহ কর্ম যেন লয় মন।
বে-তালে কখনও পদ হবে না পতন॥
অদ্বৈতগিয়ান মানে এক-জ্ঞান সার।
লক্ষ বুড়ি রকমারি বিকাশ তাহার॥
ব্রজগোপিনীর বাক্যে বুঝহ বারতা।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে কৃষ্ণ স্ফুরে সেথা॥
বেদান্তের বাক্যে আর ভাবে গোপিকার।
ভিন্ন নাই উভয়েই একই প্রকার॥
নানা মতে পথে ঠিক একই প্রকৃতি।
বিচ্ছেদ-যাতনাতুরা কহেন শ্রীমতী॥
আপনে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে সহচরীগণে।
কোথা চূড়া বাঁশি মোর ত্বরা দেহ এনে॥
আর কথা বলিলেন প্রভু ভগবান।
বহুজ্ঞান অজ্ঞান গিয়ান এক-জ্ঞান॥
এক-জ্ঞান একেশ্বর অখিলের রাজ।
নানা ভাবে নামে রূপে সর্বত্রে বিরাজ॥
দেখাইলে প্রভুদেব দেখিবে সুস্পষ্ট।
সকলের মূলে মোর প্রভু রামকৃষ্ণ॥
একমাত্র বস্তু তিনি জগতে কেবল।
সকলেতে তিনি আর তাঁহাতে সকল॥
সকল ধর্মের ভাব আছে এ লীলায়।
ধর্ম-দ্বেষী জনে তুষ্ট নন প্রভুরায়॥

লীলা দেখিবারে সাধ যদি রহে মনে।
যেরূপ যে নামে যেবা ভজে ভগবানে॥
সাকারে কি নিরাকারে যেন রুচি তার।
তে সবার পদে করি কোটি নমস্কার॥
শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা ভক্তি সহকারে।
চলিলে বাসনা পূর্ণ হইবে অচিরে॥
রামকৃষ্ণ-লীলা-কথা লীলার আকর।
সকল লীলার তত্ত্ব ইহার ভিতর॥
যেইরূপ রত্নাকর জলধির মাঝ।
যাবতীয় রত্নরাজি সবার বিরাজ॥
কতিপয় ভক্ত-সঙ্গে লীলার আসরে।
যাহা করিলেন প্রভু লীলা কই তারে॥
শুন সেই লীলা-কাণ্ড প্রভুর আমার।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তির ভাণ্ডার॥
বিবিধ প্রভুর ভাব এবার লীলায়।
বিশেষিয়া বিবরণ বলা বড় দায়॥
কেমনে কহিব খুঁজে নাহি পাই পথ।
ভাবের স্বভাবে দেখি দুটি বলবৎ॥
প্রথম প্রকাশ্যভাবে জীবের মতন।
দীনহীন দ্বিজবেশে কঠোর সাধন॥
সর্ব ঠাঁই শিক্ষাপ্রার্থী বিনীত-আচার।
যারে তারে সকলেরে আগে নমস্কার॥
সীমাহীন সহিষ্ণুতা অনন্তের চেয়ে।
বসুন্ধরা লাজে মাটি তিতিক্ষা দেখিয়ে॥
একবারে আত্মসুখমাত্রে বিসর্জন।
আজীবন প্রাণপণে সত্যের পালন॥
জননীর প্রতি ভক্তি অতুল জগতে।
ত্যজি মান মান-দান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতে॥
উচ্চ শ্রদ্ধা-প্রদর্শন সাধু-ভক্ত জনে।
পদে পদে দয়া ক্ষমা বিচারবিহীনে॥
পূর্ণাবতারের ভাবে রাজরাজেশ্বর।
দাসী সম শক্তি-সঙ্গে সদা আজ্ঞাপর॥
প্রতিবাক্যে প্রতিপদে মহৈশ্বর্য ফুটে।
অবিদ্যা কম্পিতকায়া আসিতে নিকটে।

সরল শরণাপন্নে দয়ার নিধান।
যে যা চায় তাই তায় তৎক্ষণে দান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুয়ারে প্রহরী।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেথা ছড়াছড়ি॥
ন্যায়বান দয়াবান রতন-আসনে।
দেখি দূরে দাসে যাঁর কম্পমান যমে॥
উচ্চতম তত্ত্বজ্ঞান সদা শ্রীবদনে।
লোলুপ অর্জুন যার বর্ণেক-শ্রবণে॥
গভীর সমাধিপর কথায় কথায়।
বাহ্যহারা নাড়ী-ছাড়া জড় পারা রায়॥
শুনিয়াছি শ্রীবদনে প্রভু সেই ভাবে।
খেলিতেন মীনবৎ সিন্ধুনীরে ডুবে॥
এ সকল সিন্ধু যেন খালি ভরা জলে।
পরিপূর্ণ সেই সিন্ধু কারণ-সলিলে॥
অনন্ত শয্যায় যেথা ভাসে নারায়ণ।
পদপ্রান্তে লক্ষ্মী করে চরণ সেবন॥
ঈষৎ আমিত্ব তাঁর রহে এ সময়ে।
পুনরাগমন হয় যাহার আশ্রয়ে॥
যাবতীয় ভাবে রূপে প্রভু অলঙ্কৃত।
প্রভুভক্ত বিনে নহে অপরে বিদিত॥
প্রভুভক্ত সাঙ্গোপাঙ্গ পূজ্য সবাকার।
যাঁহাদের সঙ্গে খেলা হৈল এইবার॥
হেন প্রভুভক্তপদে রাখি রতি মতি।
একমনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥
বাহুড়বাগানে ঘর শ্রীনবগোপাল।
প্রায় পঞ্চাশের কাছে স্বভাবে ছাবাল॥
সরল অন্তর যেন সেই মত মন।
সর্বদা সহাস্য মুখ তাহার লক্ষণ॥
সোনার সংসার ঘরে ভার্যা গুণবতী।
যাঁহার ভক্তির বলে পতির উন্নতি॥
শ্রীপ্রভুর মহোৎসব ভক্তের ভবনে।
প্রায় প্রতি রবিবারে এখানে সেখানে॥
মহাভাগ্যবান্ তেঁহ জনম ধরায়।
সভক্তে ভবনে যাঁর ভিক্ষা কৈলা রায়॥

গোপালের মনের সাধ হৈল এইবারে।
করিবারে মহোৎসব আপনার ঘরে॥
প্রভুর কৃপায় কিছু নাহি অনটন।
টাকাকড়ি রাগ-ভক্তি সুসরল মন॥
মনের বাসনা ব্যক্ত প্রভুর নিকটে।
একদিন গোপাল কহিলা করপুটে॥
আনন্দে মগন মন প্রভুদেব রায়।
ভাল ভাল বলিয়া গোপালে দিলা সায়॥
মহামহোৎসবপ্রিয় রাম ছিলা কাছে।
শুনিয়া আনন্দে মত্ত ধিয়া ধিয়া নাচে॥
উৎসবের দিন স্থির করিয়া তখন।
ভক্তবর্গে চারিদিকে বারতা প্রেরণ॥
এই মহোৎসবে যাহা করিলা গোসাঁই।
এমন কোথাও আমি চক্ষে দেখি নাই॥
কথা তার বলিবার শক্তি মম কিবা।
বলিতে করিলে চেষ্টা আগে হই বোবা॥
বুদ্ধিহারা আঁকিবার প্রয়াস যখন।
স্ব-অঙ্গে অঙ্গুলি হয় কাঠির মতন॥
লীলার মাহাত্ম্যখেলা অব্যক্ত ব্যাপার।
নয়নের ভোগ্য যোগ্য নহে রসনার॥
ঘটনাতে বর্ণনীয় যত দূর হয়।
একমনে শুন মন বলি পরিচয়॥
গোপাল আনন্দভরে মনের মতন।
মহোৎসব হেতু করে দ্রব্য আয়োজন॥
পরিবারবর্গমধ্যে দেখে কেবা ধুম।
রাত্রিতে কাহার চক্ষে নাহি আসে ঘুম॥
প্রতিবাসী জনে জনে শুনিল সবাই।
গোপালের আবাসেতে আসিবে গোসাঁই॥
সচকিতে রহে সবে কুতুহল মনে।
শ্রীপ্রভুর চরণারবিন্দ-দরশনে॥
কি পুরুষ কিবা নারী হোক যে রকম।
শ্রীপ্রভুর দরশনে সকলের মন॥
কি জানি কি মোহনত্ব শ্রীনামেতে রয়।
শুনিলে শ্রবণে সাধ দরশনে হয়॥

প্রভুদরশন-সাধ নহে যে জনার।
লইয়া মানব-জন্ম বৃথা জন্ম তার॥
নির্ধারিত দিন তবে আসিল যখন।
বেলাবেলি ভক্তবর্গ দেন দরশন॥
মহা-উৎসবের ঠাঁই বাহির প্রাঙ্গণে।
ভাগবত করে পাঠ জনেক ব্রাহ্মণে॥
শত শত জনে পরিপূর্ণ নিকেতন।
ভাগবতলীলাপাঠ করেন শ্রবণ॥
শ্রবণ কেবল নামে মন নাহি তায়।
সবে ভাবে কতক্ষণে আসিবেন রায়॥
কেহ কেহ পথপানে আছে নিরখিয়া।
পরিহরি পাঠস্থান দ্বারে দাঁড়াইয়া॥
প্রভু বিনা কারও না হয় মন স্থির।
কি পুরুষ কিবা নারী সকলে অধীর॥
মন মোহনিয়া হেন প্রভুর মতন।
জগতে কোথাও নাহি হয় দরশন॥
কিবা মোহনত্ব-শক্তি ভিতরে তাঁহার।
তিল আধ তত্ত্বশক্তি নাহি বর্ণিবার॥
গুণযুক্ত নামহীন সেই বস্তুখানি।
আপনার কলেবরে ধরে দিনমণি॥
নলিনী প্রভাবে যার হইয়া মোহিত।
বিকাশি কেশর-দল হয় প্রফুল্লিত॥
গুণমণি গুণের ঠাকুর প্রভুরায়।
গুণ করি খুন কৈলা যে দেখিল তাঁয়॥
মোহনত্ব-গুণ নহে কেবল শরীরে।
নামেরও সহিত গুণ ছায়াবৎ ঘুরে॥
শ্রবণ-বিবরে নাম প্রবেশের দ্বার।
পশিলে অন্তরে করে জোর অধিকার॥
চক্ষু কিবা কর্ণ হোক যে পথে গমন।
একমাত্র ধর্ম কর্ম চুরি-করা মন॥
কানের দুয়ারে যেথা জোর সেথা ভারি।
শতগুণে বুদ্ধি গুণ মন করে চুরি॥
ছাদের উপরে হেথা পথের দু-ধারে।
নরনারী কত শত সংখ্যা কেবা করে॥
দাঁড়াইয়া মহোৎসুকে কুতুহল মন।
দেখিবারে প্রভুবরে পতিতপাবন॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু বিশ্বগুরু রায়।
উপনীত হেনকালে হইলা তথায়॥
ভাসিল আগোটা পল্লী আনন্দের নীরে।
নয়ন আনন্দকর প্রভুবরে হেরে॥
চকোর ভকতবৃন্দ পরম উল্লাসী।
নেহারিয়া প্রভুদেবে অকলঙ্ক শশী॥
কথক একাকী ধরি শতেকের বল।
করিতে লাগিল পাঠশ্রবণমঙ্গল॥
পাঠেতে তথাপি কারও নাহি বসে মন।
পিপাসী নয়নে করে রায়ে নিরীক্ষণ॥
শ্রীমুরতি-দরশনে সকলের তৃপ্তি।
কথক করিল তবে পাঠের সমাপ্তি॥
বনয়ারি নামেতে বৈষ্ণব একজন।
দলে দলে ধরিলেন মাথুর-কীর্তন॥
কীর্তনে আথর-যোগ শ্রীপ্রভুর ধারা।
যাহে ক্রমে প্রভু হন নিজে মাতোয়ারা॥
ঘন ঘন ভাবাবেশ সমাধি গভীর।
ইন্দ্রিয়াদিসহ একেবারে স্থির॥
সংক্রামকতা-শক্তি এক প্রভুর আবেশে।
ভক্ত অভিভূত সব রহে যাঁরা পাশে॥
ঘূর্ণিপাক জলের স্বভাব উপমায়।
যে আসে সকাশে ধ্রুব তাহায় ঘুরায়॥
প্রভুর ভাবের বেগে হইয়া মগন।
ভাবস্থ হৈলা তবে ভক্ত কয়জন॥
বিষম লাটুর ভাব উদয় প্রবল।
নখ দিয়া বিদারণ করে বক্ষঃস্থল॥
কৃষ্ণেতে মধুর ভাব দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
উপলক্ষ গুরু মোর আরাধ্য-চরণ॥
সখী নামে জানা তিনি ভক্তের ভিতরে।
মগন হইলা ভাবে কালিয়া-পাথারে॥
অল্পবয়ঃ মণি গুপ্ত বালক বয়েস।
বাহ্যহীনে শ্যামকুণ্ডে করিল প্রবেশ॥

আর কেহ কাঁদে কেহ ভাবোন্মত্তপ্রায়।
তিলেকে তুমুল কাণ্ড ঘটাইলা রায়॥
বুদ্ধিহারা দর্শকেরা করে নিরীক্ষণ।
দাঁড়াইয়া জড়বৎ ষষ্টির মতন॥
এখন প্রবল ভাব শ্রীঅঙ্গে প্রভুর।
যাহাতে উঠিল কণ্ঠে শ্রুতিমোহ সুর॥
আপনার ভাবে নিজে হইয়া মোহিত।
ধরিলেন একখানি কীর্তনের গীত॥
বড়ই মধুর প্রাণ-মাতানিয়া গান।
একত্রে ভক্তেরা তাহে কৈল যোগদান॥
সঙ্গে পেয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ আপনার ঠাঁই।
অধিক প্রমত্ততর হইলা গোসাঁই॥
গীতের সহিত নৃত্য সিংহের বিক্রম।
লম্ফে ধরা কম্পমান ভীষণ গর্জন॥
তাহার মধ্যেতে কভু কলেবর স্থির।
বাহ্যিক-গিয়ানশূন্য সমাধি গভীর॥
কভু কান্তিময় মুখ চন্দ্রিমার পারা।
কখন নয়নে বহে বরিষার ধারা॥
কখন সঘনে পাণি কাঁপে ঘনে ঘন।
কখন খসিয়া পড়ে কটির বসন॥
স্বরের জড়তা কভু বাক্য নাহি ফুটে।
কখন বা উচ্চরব রসনায় উঠে॥
কভু পুনঃ ভীম নৃত্য পূর্বের মতন।
একাধারে নানাবিধ ভাব-প্রদর্শন॥
ভক্তগণ কি রকম এমন সময়।
শুন মন যথাসাধ্য কহি পরিচয়॥
কেহ বা অচল-পদ বাহ্য নাহি গায়।
কেহ বা অর্ধেক বাঁকা ধনুকের প্রায়॥
কেহ বা উন্মুক্ত আঁখি স্থির আঁখি-তারা।
দাঁড়াইয়া একধারে বুদ্ধিবলহারা॥
কেহ পাগলের পারা ভীম হাস্য করে।
সরোদনে লুটে কেহ ধরার উপরে॥
নাচিয়া নাচিয়া কেহ বলে হরি হরি।
কেহ শ্রীচরণতলে যায় গড়াগড়ি॥

রঙ্গের তুফান বৃদ্ধি ক্রমশই পায়।
লীলারঙ্গরসপ্রিয় প্রভুর ইচ্ছায়॥
ভক্তগণ অনেকে অধীর-কলেবর।
দলে দলে খালি পড়ে ভূমির উপর॥
কদলীর ঝাড় যেইরূপ উপমায়।
এক মুখে ধরাসাৎ হয় ঝঞ্ঝাবায়॥
প্রভুরায় কি করিলা শুন বিবরণ।
যেখানে ভক্তের মালা ধুলায় পতন॥
প্রসারি দক্ষিণ পদ সেব্য কমলার।
তদুপরি সমাধিস্থ হইলা আবার॥
প্রত্যাকৃতি ছবিখানি কি কহিব লিখে।
যেমন দক্ষিণা-কালী মহেশ্বর বুকে॥
শ্রীঅঙ্গ পশ্চাতে হেলা পাছে পড়ে ভূঁয়ে।
সেহেতু দু-জন ভক্ত ধরিলেন গিয়ে॥
এবে অপরূপ কিবা শ্রীমুখ প্রভুর।
ঢলঢল ঝলমল যেমন মুকুর॥
কোমল প্রশান্ত মূর্তি ধীরে ধীরে খেলে।
নয়নের মনোলোভা দেখিলেই ভুলে॥
অন্তরালে ভক্তিমতী কুলবতীগণ।
বারে বারে বন্দি আমি তাঁদের চরণ॥
ভুবনমোহনরূপ নেহারি নয়নে।
করিতে লাগিল শঙ্খ-নাদ ঘনে ঘনে॥
বাহিরে কাঁসর-ঘণ্টা তার সঙ্গে বাজে।
গোলোকের ছবি আজি অবনীর মাঝে॥
ধন্য ধন্য নরসাজে লীলা ভাগবত।
ধন্য ধন্য সাঙ্গোপাঙ্গ যতেক ভকত॥
ধন্য ধন্য জীবগণ কলিকাল ধন্য।
যেই কালে রামকৃষ্ণরায় অবতীর্ণ॥
প্রভুর সমাধি-ভঙ্গ হৈলে ক্রমে ক্রমে।
উপবিষ্ট হইলেন নিজের আসনে॥
প্রাঙ্গণে অত্যুচ্চাসন কোমল তেমন।
কোমল কমলাদপি শ্রীঅঙ্গ যেমন॥
বসিয়া যখন প্রভু আসন-উপরে।
শ্রীনবগোপাল তাঁয় পান দেখিবারে॥

মনোহর মূর্তিখানি আঁখি-বিমোহন।
ঝলকে ঝলকে খেলে চাঁদের কিরণ॥
পরম সুন্দর রূপ ভুবনে অতুল।
গোপাল দেখিয়া বুঝে নয়নের ভুল॥
সেইহেতু সকলের মুখপানে চায়।
বিদ্যমান যাবতীয় আছিল সেথায়॥
কাহারও বদনে নহে লাবণ্য তেমন।
শ্রীমুখমণ্ডলে যাহা করে দরশন॥
তথাপিও আঁখি ভ্রান্তি বিবেচনা করি।
নয়নে সিঞ্চন করে সুশীতল বারি॥
পাখালিয়া আঁখিদ্বয় হয় নিরীক্ষণ।
শ্রীমুখমণ্ডলে ভাতি পূর্বের মতন॥
তখন হইয়া তেঁহ বিমুক্ত-সংশয়।
সোদরে ডাকিয়া অতি ধীরে ধীরে কয়॥
বিস্ময়ে আবিষ্ট-চিত্ত কর দরশন।
প্রভুর মুখারবিন্দে চাঁদের কিরণ॥
রূপচোরা ভক্তের ঠাকুর প্রভুরায়।
ভক্ত বিনা রূপ অন্যে দেখিতে না পায়॥
বারবার সহোদর চায় তাঁর পানে।
দেখিতে না পায় রূপ প্রভুর বয়ানে॥
গোপালেরে কহিলেন সোদর তাঁহার।
শ্রীবয়ানে কোন্‌খানে রূপ চন্দ্রিমার॥
রূপ কি লাবণ্য ভাতি বদনমণ্ডলে।
গন্ধ কি আভাস মোর নয়নে না মিলে॥
শুনি সোদরের কথা গোপাল তখন।
প্রেমে করে দুনয়নে বারি বরিষণ॥
ত্বরান্বিত অগ্রসর প্রভুর নিকটে।
ধরিয়া যুগলপদ ধরাতলে লুটে॥
প্রভুর স্বরূপ আজি করি দরশন।
গোপাল বুঝিলা বেশ প্রভু কোন্ জন॥
সার্থক জনম তাঁর ধরণীর তলে।
ভক্তিমতিযুক্ত যেবা চরণকমলে॥
প্রহরেক প্রায় রাতি দেখিয়া এখন।
ভোজনের কৈল ঠাই প্রভুর কারণ॥
সুন্দর দ্বিতলে এক ঘরের ভিতর।
যেখানে করেন বাস মহিলানিকর॥
এত কুলবতী আজি গোপালের ঘরে।
সুবৃহৎ অন্তঃপুর তাহাতে না ধরে॥
প্রভুর দরশ-আশে গিয়াছে জুটিয়ে।
আত্মীয়-কুটুম্বদের যাবতীয় মেয়ে॥
প্রভুর অন্তরে বহে কি ভাব কখন।
নাহিক কাহারও সাধ্য করে নিরূপণ॥
অন্তঃপুরে আজি ভাব দেখিবারে পাই।
পদ পরশিতে কারে না দিলা গোসাঁই॥
যদি পরশন-আশে কেহ কাছে যায়।
মা বলিয়া সমাধিস্থ তখনই রায়॥
গুটাইয়া পদদ্বয় কোলের ভিতরে।
শঙ্কায় সান্নিধ্যে কেহ যাইতে না পারে।
ব্যাপার দেখিয়া তবে গোপাল ঘরণী।
প্রার্থনা করেন মনে জুড়ি দুই পাণি॥
কৃপাসিন্ধু দীনের ঠাকুর তুমি রায়।
শ্রীচরণরেণু আজি কাঙ্গালিনী চায়॥
ভক্তিমতী ভাগ্যবতী সরল- অন্তরা।
পদরজ-হেতু ভক্তে দেখিয়া কাতরা॥
অন্তরে অন্তরে প্রভু দিলা তাঁরে সায়।
গ্রহণ করহ রজ ইচ্ছা যেন যায়॥
গৃহিণী আশ্বাস-বাক্য পাইয়া তখন।
লইল চরণ-রজ ধরিয়া চরণ॥
কিবা ভাগ্য গৃহিণীর পরিসীমা নাই।
যাহারে এতেক কৃপা করিলা গোসাঁই॥
শুন তার পরে কি হইল পরিচয়।
রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি শান্তির আলয়॥
অটল বিশ্বাস-ভক্তি পাইয়া এখন।
প্রকাশ্যে প্রার্থনা করে প্রভুর সদন॥
পুরাইয়া দেহ সাধ বড় মনে মনে।
নিজ হাতে দিব ভোজ্য তুলিয়া বদনে।
বচনে উত্তর কিছু নাহি দিলা রায়।
অন্তরে প্রদান কৈলা অনুমতি তাঁয়॥

তখন গৃহিণীদেবী মহানন্দমনে।
স্বহস্তে তুলিয়া ভোজ্য দিলেন বদনে॥
পুলকে আকুল-চিত্ত চক্ষু ভাসে জলে।
প্রভুদেবে জ্ঞান যেন পেটে-ধরা ছেলে॥
ভক্তির মধুর তত্ত্ব কি কহিতে পারি।
সামান্য মানুষ মুই নরবুদ্ধি ধরি॥
ইচ্ছাময় সনাতন হরি তথা বশ।
উদয় যেথায় ভক্তি-মাধুর্যের রস॥
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব একবারে নাশ।
যেথানে তাঁহার শুদ্ধাভক্তির বিকাশ॥
ষড়ৈশ্বর্যবান বিভু ভক্তির নিকটে।
জড়সড় আজ্ঞাপর সদা করপুটে॥
ভক্তির মাধুর্য-রস আস্বাদন-হেতু।
সর্বশক্তিমান সদা সশঙ্কিত ভীতু॥
ভক্তির কোমল হাতে বাঁধা ভগবান।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ শিশুর সমান॥
বেদবিধি কর্মকাণ্ড কিছু নাহি রয়।
ভক্তির সৌরভ যেথা অণুকণা বয়॥
গোপ-গোপী বিনা এই ভক্তির সন্ধান।
সম্ভোগ সুদূর কারও নহে অনুমান॥
আজি সেই ভক্তিরস-আস্বাদের তরে।
মূর্তিমান ভগবান গোপালের ঘরে॥
মানবিনী বেশে কেবা গোপাল-ঘরণী।
সাধ্য নাই চিনি তাঁয় দৃষ্টিহীন আমি॥
প্রভুভক্তপদে ভিক্ষা মাগি বারবার।
রজ দিয়া কর মুক্ত লোচন-আঁধার॥
একমাত্র শুদ্ধাভক্তি বলে যায় জানা।
প্রভুর সমান প্রভু-ভক্তের মহিমা॥
লীলা-গীতি ঈশ্বরের সে বুঝে কেবল।
ভক্তপদরেণু যার সহায় সম্বল॥

প্রেমাভক্তি শুদ্ধাভক্তি ভক্তে করি দান।
ভক্তির আস্বাদে মত্ত হন ভগবান॥
নিম্নতলে যেইখানে ভকতের দল।
ভক্তির ঠাকুর হয়ে ভাবেতে বিহ্বল॥
দেবেন্দ্র প্রভৃতি সাঙ্গ-অন্তরঙ্গে কন।
ভক্তিমতী গোপালের গৃহিণী কেমন॥
বলিবারে বিবরণ বিশেষ প্রকারে।
বিহ্বল এতই মুখে বাক্য নাহি সরে॥
রসনার দ্বারে পথ না পেয়ে তখন।
অধরে নয়নে চিত্র কৈলা প্রদর্শন॥
ভক্তি-সম্ভোগের তত্ত্ব নিগূঢ় বারতা।
ভাষায় প্রকাশে তায় হেন শক্তি কোথা॥
সম্ভোগীর বদনের হাবভাবে কয়।
আভাস কেবলমাত্র পরিচয় নয়॥
তরঙ্গ কোথায় বল প্রকাশিতে পারে।
কত বড় সিন্ধু কিংবা কি তার ভিতরে॥
এই ভক্তি ভক্তের হৃদয়ে করে বাস।
ভক্তের যে জন ভক্ত মুই তাঁর দাস॥
শুনি গৃহিণীর ভক্তি প্রভুর বদনে।
নমস্কার উদ্দেশে করেন ভক্তগণে॥
এখানে গোপাল দেখি রাতি উর্ধ্বতন।
ভক্তদের করিলেন ভোজন-আসন॥
চর্ব চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ রসে।
গোপাল করিল তুষ্ট ভক্তগণে শেষে॥
ত্রুটি নাই আয়োজনে বহু আমদানি।
ভক্তিমতী লক্ষ্মীরূপে ঘরের গৃহিণী॥
আজিকার ভিক্ষা-লীলা এইখানে সায়।
ভক্তিমানে শুনে কথা ভক্তিমানে গায়॥
রামকৃষ্ণকথা অতি শ্রবণ-মঙ্গল।
স-মনে শুনিলে ফুটে হৃদয়-কমল॥

শ্রীদেবেন্দ্রের গৃহে প্রভুর উৎসব

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণরেণু মাগে এ অধম॥

ভক্তি-বিবর্জিত স্থল, এবে এই ধরাতল,
ধরাতল যেন রসাতলে।
বিবেকী বিরাগী ভক্ত, বিশ্বাসে ঈশ্বরাসক্ত,
কোটিতে জনেক নাহি মিলে॥
ধনধান্যে রত্নে ভরা, হাহাকার বসুন্ধরা,
দিশাহারা যত জীবগণ।
মত্তচিত্ত নিরবধি, দ্বেষ-হিংসা পূর্ণ-হৃদি,
কামিনী-কাঞ্চনময় মন॥
নিকেতন দেহ পুরে, বদ্ধ মন লিঙ্গোদরে,
নাহি উঠে নাভির উপর।
আত্মসুখে অতিপ্রিয়, শ্রেয়োজ্ঞান যেবা হেয়,
নারকীয় রুচি প্রীতিকর॥
হেনকালে কি বিচিত্র, প্রভুসঙ্গে প্রভুভক্ত,
নরদেহ করিলা ধারণ।
দিগ্‌দিগন্তর থেকে, ক্রমে ক্রমে একে একে,
লীলাসরে দিলা দরশন॥
প্রভু-ভক্ত যাঁরা যাঁরা, সকলেই বর্ণ-চোরা,
চেনা ধরা বড়ই বিষম।
ছদ্মবেশে নরতনু, ভিতরে গোপন ভানু,
মায়ায় বরন আবরণ॥
স্বতন্তর প্রকৃতিতে, মিলে না জীবের সাথে,
কর্মে ভাসে তাহার লক্ষণ।
সাধ যদি দেখিবারে, লীলাগীতি ধীরে ধীরে,
ভক্তিভরে কর আন্দোলন॥
প্রভু-পদে অনুরক্ত, দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভক্ত,
অন্তরঙ্গ প্রভুর আমার।

সখীভাব বলবতী, শ্রীকৃষ্ণে বুঝেন পতি,
ভারতী শুনহ চমৎকার॥
স্বভাব সংরক্ষণ করা, প্রভুর প্রকৃতি-ধারা,
আগাগোড়া প্রত্যক্ষ লীলায়।
তেই দেবেন্দ্রের সনে, সঙ্কেতে নয়ন-কোণে,
রসভাষ কথায় কথায়॥
কিবা রঙ্গ মধুরের, জীবে নাহি জানে টের,
সে ভাব দুর্বোধ্য অতিশয়।
সুগোপ্য কাহিনী তার, শক্তি নাহি বুঝিবার,
রিপুগ্রস্ত অন্তরাতিশয়॥
গোপীভাব বুঝা শক্ত, গোপীগণে ভাব গুপ্ত,
গোপী-অঙ্গ রঙ্গ-স্থল তার।
যেমন দামিনী-দ্যুতি, মেঘমধ্যে অবস্থিতি,
খেলে দুলে মেঘেই সঞ্চার॥
রহস্য কি বুঝা যায়, ব্রজগোপী নরকায়,
লয়ে শিরে ভাবের পশরা।
অবতীর্ণ প্রভুসনে, লীলাঙ্গনে ধরাধামে,
কৃষ্ণ-প্রেমে চিত্ত মাতোয়ারা॥
অধমে সদয় হয়ে, চরণে আশ্রয় দিয়ে,
লইয়া গেলেন যেই জন।
যেইখানে গুণমণি, অনন্ত অখিলস্বামী,
এই সেই দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ॥
করুণা করিয়া যাঁর, হইবেন কর্ণধার,
ধ্রুব তাঁর কৃষ্ণদরশন।
অকুতঃসাহস প্রাণে, সাক্ষ্য দিব জনে জনে,
প্রভুদেবে করিয়া স্মরণ॥

লীলার ভারতীগুণে, সহজে বুঝিবে মনে,
দেবেন্দ্র আরাধ্য দেবতার।
যশোদার নীলমণি, বৃন্দাবনচন্দ্র যিনি,
পরম হৃদয়-বন্ধু তার॥
ব্রাহ্মণ অযোত্রমান, দাস্যবৃত্তে গুজরান,
আয়ের অধিক প্রায় ব্যয়।
দুঃখসুখে কাটে দিন, কখন ছাড়ে না ঋণ,
খরচে কাতর কিন্তু নয়॥
অভাবে আটক নয়, নানা কাজে নানা ব্যয়,
এবে সাধ অন্তরে উদ্ভব।
আয়ে হোকহোক ঋণে, সভক্তে প্রভুরে এনে,
ভবনে করেন মহোৎসব॥
শ্রীচরণে জুড়ি কর, নিবেদিলা ভক্তবর,
পুরাইতে মনের বাসনা।
শুনি কন বিশ্বস্বামী, গরীব ব্রাহ্মণ তুমি,
তোমারে একাজে করি মানা॥
বাক্যে মাত্র নিবারণ, কিন্তু যাহে হয় মন,
লক্ষণ প্রকাশে হাস্যাননে।
ঋণ করি ঘৃত খাই, রহস্য করি গোসাঁই,
সায় দিলা উৎসবায়োজনে॥
আনন্দে উথলাচিত, দিন করি নির্ধারিত,
প্রত্যাগত আবাসে ব্রাহ্মণ।
দ্রব্যজাত ধারে ঋণে, সাধ্যমত নিলা কিনে,
ভক্তগণে কৈলা নিমন্ত্রণ॥
রামকৃষ্ণোৎসবানন্দ, চাঁই ভক্ত রামচন্দ্র,
উৎসবের খবর পাইয়া।
উল্লাসে উথলাচিত্ত, ধিয়া ধিয়া করে নৃত্য,
উর্ধ্বদেশে দু-বাহু তুলিয়া॥
উৎসবগিয়ারা হেন, ভক্তোত্তম রাম যেন,
এমন কেহই নহে আর।
নিকেতনে দেবেন্দ্রের, যথা দিনে উৎসবের,
সকলের অগ্রে আগুসার॥
ক্রমশঃ অপরে সবে, যোগ দিতে মহোৎসবে,
জুটিয়া পড়িল যথা ঠাঁই।
সন্দেশ এমন কালে, উপনীত ভক্তদলে,
প্রায়াগত প্রেমের গোসাঁই॥
মহানন্দময় ঠাম, যেই স্থলে মূর্তিমান,
মহানন্দে ভাসে সেই স্থল।
যেখানে ছিলেন যিনি, সবে দিয়া জয়-ধ্বনি,
হইলেন হরষে চঞ্চল॥
যেন নিধুকুঞ্জবনে, পাখিচূড়ে বিহঙ্গমে,
উল্লাসে কূজন গীত গায়।
দেখিয়া পূরবে শোভা, প্রত্যূষে অরুণ-আভা
বিরঞ্জিত সুন্দর ছটায়॥
কেহ যান অগ্রে ছুটি, পরিহরি গৃহ বাটী,
তুষিবারে সতৃষ্ণ নয়নে।
কাছে প্রতিবাসী যত, আড়ি পেতে অবস্থিত,
নেহারিতে অতুল চরণে॥
কিবা সবে ভাগ্যবান, হেলায় দেখিতে পান,
ভগবান নরদেহধারী।
সৃষ্টিস্থিতিলয় যাঁর, কটাক্ষেতে একবার,
বিধি বিষ্ণু শিব আজ্ঞাকারী॥
কেহ না চিনিল বটে, কাল-দড়ি গেল কেটে,
এড়াইল জঠর-জনমে।
বিশ্বাসে পুরাণ কয়, পুনর্জন্ম নাহি হয়,
বারেক শ্রীমুখ-দরশনে॥
দরশনে কিবা ফল, নষ্ট ধর্মকর্মফল,
জন্ম জন্ম জন্মে পায় ত্রাণ।
করুণার সঙ্গে সিন্ধু, উপমায় এক বিন্দু,
দীনবন্ধু অতি সত্য নাম॥
মুক্তি ত্রাণ বলে কারে, ব্যাপার ধরে না শিরে,
শুন অর্থ মধ্যে কত দূর।
তুলনায় বুঝ কাণ্ড, জন্ম জন্ম কারাদণ্ড,
হেলায় খালাস বেকসুর॥
দ্রবিয়া করুণ রসে, দীন সাজ ছদ্মবেশে
আপনি আগত ভগবান।
ন্যায়ের নিয়ম ছেড়ে, পাপী তাপী যারে তারে,
অকাতরে দিতে মুক্তিদান॥

হেথা উৎসবের স্থলে, প্রভুদেব প্রবেশিলে,
ভক্তবর্গ চরণে লুটান।
প্রভুর অপার সুখ, উল্লাসে প্রফুল্লমুখ,
জনে জনে কুশল শুধান॥
নিজাসনে উপবিষ্ট, ভক্ত-প্রাণ রামকৃষ্ণ,
পশ্চিমাস্যে ঘরের ভিতর।
নিদাঘ আগতপ্রায়, ব্যজন করিয়া গায়,
সেবা করে ভকতনিকর॥
ভক্তসহ ভগবান, যেইখানে বিদ্যমান,
মহিমা-মাহাত্ম্য তথাকার।
কন শুক বেদব্যাস, বর্ণনে বিফল আশ,
তাহে কি কহিব মুই ছার॥
বিদ্যায় বর্ণের ফলা, কামিনীকাঞ্চন মালা,
পেটের জ্বালায় দাস্যগিরি।
অর্থ চিন্তা অনুক্ষণ, অবিদ্যা-মোহিত মন,
এ অধম দারুণ সংসারী॥
হৃদয়ে মলার ভার, অভিমান অহঙ্কার,
রাগ-লোভ-রিপুর অধীন।
আত্ম-সুখহেতু ঘুরি, দিবা কিবা বিভাবরী,
তম-অন্ধে অন্তর মলিন॥
দেহি প্রভু দীননাথ, বিশ্বগুরু ভক্তসাথ,
দৃষ্টিপাত করি এ অধমে।
শুদ্ধভক্তি শুদ্ধমতি, যাহে পাব আঁখি-ভাতি,
মাহাত্ম্য মহিমা দরশনে॥
শ্রীপদে বিশ্বাস সহ, শুদ্ধ বুদ্ধি মন দেহ,
যাহার গোচর তুমি রায়।
অনুরাগে গাব নাম, বাহ্যহীনে অবিরাম,
লুটাইয়া চরণ-তলায়॥
দেবেন্দ্র-মন্দিরে আজ, জগতের মহারাজ,
বিরাজে গোপনে ভক্তসনে।
কিবা বিষ্ণু কিবা ধাতা, কিবা শিব মুক্তিদাতা
বারতা কেহই নাহি জানে॥
কিবা বস্তু প্রভু-ভক্ত মহিমা স্বরূপ-তত্ত্ব
কারা এঁরা কোথাকার জন।

এত দিন পাছু পাছু, তিল না বুঝিনু কিছু,
তোমারে কহিব কিবা মন॥
শুনিয়াছি শ্রীবদনে, এই ভক্তগণ বিনে,
দিনে প্রভু দেখেন আঁধার।
পরিচয়ে শুন মন, কি অধিক বিবরণ,
শ্রবণ করিবে তুমি আর॥
আজিকার লীলাগীত, সুমধুর সুললিত,
শুদ্ধচিত নিশ্চিত শ্রবণে।
তিল ক্লান্তি নাহি সন্দ, অন্তরে অপারানন্দ,
রতিমতি ভক্তের চরণে॥
উৎসবে কীর্তন-গীতি, ইহাই আছিল রীতি
সম্প্রতি গায়ক একজন।
দোঁহার নাহিক তার, এক খুলী বাজন্দার,
দোঁহে মিলে ধরিল কীর্তন॥
দলে নৈলে আট দশ, কীর্তনে না হয় রস,
দুই জনে কি করিবে গান।
সেহেতু দোঁহার হয়ে, স্বরে স্বর মিলাইয়ে,
ভক্ত রাম কৈলা যোগদান॥
ঠিক যেন পাঠশালে, যাবতীয় ছাত্র মিলে,
ষট্‌কে কড়া ঘোষে সমস্বরে।
বুদ্ধিমান ঠিক কয়, বোকা যারা অতিশয়,
খালি তারা গণ্ডা-কড়া করে॥
হেথা কিন্তু পমমেশ, তাহাতেই ভাবাবেশ,
হরিনাম শ্রবণে শুনিয়া।
হেনকালে মহাতেজা, গিরিশ বিশ্বাসে রাজা,
উপনীত দিক্ বিজলিয়া॥
নেহারিয়া ভক্তবরে, আনন্দ উঠিল বেড়ে,
মোহন মুরতিখানি তার।
অল্প স্থান ছিল ঘরে, তাড়াতাড়ি সবে সরে,
দিলা তাঁরে ঠাঁই বসিবার॥
আলো করি গোটা ঘর, উপবিষ্ট ভক্তবর,
ভক্তিবলে অটল বিশ্বাসে।
হেনকালে শুন রঙ্গ, কীর্তন হইল ভঙ্গ,
প্রভু কিন্তু আছেন আবেশে॥

গিরিশ করেন মনে, কল্পতরু বিদ্যমানে,
হেন আর রব কত কাল।
ভৈরবের অবস্থায়, ভূত প্রেত কহে যায়,
এ তো বড় বিষম জঞ্জাল॥
আবেশে হৃদয়াচারী, ভক্তপ্রাণ নরহরি,
উত্তর করিলা তাঁর প্রতি।
আশ্চর্য হইবে লোকে, সময়ে তোমায় দেখে,
এত হবে তোমার উন্নতি॥
যেন প্রভু ভাবাবেশে, প্রাণসম শ্রীগিরিশে,
দেখিতেছিলেন এতক্ষণ।
নয়নে পলক আছে, সাধে বাজ পড়ে পাছে,
সেই হেতু মুদিয়া নয়ন॥
পরম প্রসাদ-বাণী, শুনি ভক্তচূড়ামণি,
অমনি প্রসারি দুই হাত।
অতুল আনন্দভরে, অতি প্রীতি-সহকারে,
শ্রীচরণে কৈলা প্রণিপাত॥
কাটিছে আবেশ-নেশা, গায়ে বাহ্য ভাসা ভাসা,
অর্ধ-জাগা অর্ধ-নিমগন।
হেনকালে উপনীত, অঙ্গে চিহ্ন চিত্রাঙ্কিত,
কয় জনা গোসাঁই-ব্রাহ্মণ॥
মন্ত্র-ব্যবসায়ী তাঁরা, কটা কটা আঁখি-তারা,
ছিটাফোঁটা অঙ্গে ভারি ভারি।
শ্রীপ্রভুর ভক্তগণ, দিয়া যোগ্য সম্ভাষণ,
বসাইলা নমস্কার করি॥
কি ছিল তাদের মনে, সুগোচর ভগবানে,
অনুমানে কি কহিব মন।
এখানে প্রভুর দশা, শ্রীঅঙ্গে আবেশ-নেশা,
ভক্তজনমনবিমোহন॥
কহিলেন শ্রীগোসাঁই, আর লুচি খাব নাই,
মধ্যে কিবা গূঢ়ার্থ ইহার।
এত ভক্ত মহারাধ্য, তখন বুঝিতে সাধ্য,
বুঝিতে না আসিল কাহার॥
গিরিশের বুদ্ধি মেলা, তেঁহ না পাইল তলা,
শুন কহি তাহার কারণ।

এখন বুঝায়ে দিলে, ভেঙ্গে যায় গোটা লীলে,
সেই হেতু যতনে গোপন॥
স্বভাব-সুলভ ধারা, ভক্তমন চুরি করা,
মোহনিয়া মুরতি মধুর।
করিলেই দরশন, ঘরে না থাকিত মন,
আকর্ষণ শ্রীঅঙ্গে প্রভুর॥
কিবা অর্থ শ্রীবাক্যের, তখন কে করে টের,
কান্তি-রূপে মন গেছে গাড়া।
অপার-জলধি-নীরে, মগন হইলে পরে,
দূরে রহে তরঙ্গের সাড়া॥
সাঙ্গোপাঙ্গগণ যাঁরা, শ্রীবাক্যে কি ভাব ভরা,
বুঝিতে অক্ষম সেইকালে।
বাক্যের গুরুত্ব-গুণে সতেজে প্রবেশি কানে,
রহে গিয়া অন্তরের তলে॥
শ্রীবাক্যে শ্রীপ্রভুদেবে, আভাস দিলেন এবে,
ভবিষ্যৎ লীলার ঘটনা।
লীলা-নিধি যেবা মথে, সে দেখিবে বিধিমতে,
রতন মানিক মণি নানা॥
গোসাঁই-ব্রাহ্মণ হেথা, শ্রীমুখে লুচির কথা,
বারবার করিয়া শ্রবণ।
উঠিয়া চলিল ঘরে, এই মনে মনে করে,
ভাল সাধু প্রভু নারায়ণ॥
কিছুক্ষণ পরে দেখি, উন্মীলিত দুটি আঁখি
প্রফুল্লিত কমল-বয়ান।
নাহি আর ভাবাবেশ, সহজের মত বেশ,
পূর্ণভাবে বাহ্যিক গিয়ান॥
দেবেন্দ্রের নিকেতনে, আজি উৎসবের দিনে,
লোকসংখ্যা অতিশয় কম।
সেগুলি কেবল খালি, চিরসঙ্গ যারে বলি,
উপ-অঙ্গ পাঁচ ছয় জন॥
বিকালে পড়িল বেলা, যায় প্রায় রৌদ্র-জ্বালা,
তাপে তনু ঘর্মাক্ত সবার।
হেনকালে ভগবানে, কুলপি দিলেন এনে,
আস্বাদনে অতীব সুতার॥

দ্রব্যটি প্রস্তুত কিসে, মালাই নেবুর রসে,
মিশ্রিত তাহার মধ্যে চিনি।
বরফে জমাট করা, টিনের পাত্রেতে ভরা,
পরশিলে সুশীতল প্রাণী॥
স্নিগ্ধকর দ্রব্য ঢের আছে বহু নিদাঘের,
ইহার মতন কেহ নয়।
যতনে যোগাড় করি, করপদ্মে দিয়া ধরি,
দিলা ভক্ত নিজ পরিচয়॥
একেতো সুমিষ্ট দ্রব্য, রসনার সুখসেব্য,
যেন প্রভু যোগ্য তাঁর মত।
তাহে ভক্তিরসে মাখা, যেমন শ্রীচক্ষে দেখা,
গুণমণি পুলকে পূর্ণিত॥
উদর পুরিল দেখে, কিঞ্চিত চাখিয়া মুখে,
ভক্তমধ্যে আজ্ঞা বিতরণ।
দেবেন্দ্র লইয়া হাতে, শ্রীপ্রভুর আজ্ঞামতে,
কৈলা মহাপ্রসাদ বণ্টন॥
অতি অন্তরঙ্গ গণি, মহেন্দ্র মাস্টার যিনি,
প্রভুপদপঙ্কজে ভ্রমরা।
উলট পালট কোষে, মধু পিয়ে শুষে শুষে,
মুখে নাই গুন্ গুন্ সাড়া॥
কুলপি-প্রসাদে আজি, সুমধুর কণ্ঠরাজি,
'এঙ্কোর' 'এঙ্কোর' রব করে।
এঙ্কোরার্থ এই বটে, প্রসাদ বড়ই মিঠে,
পুনরায় দাও কিছু মোরে॥
দেবেন্দ্র এমন কালে, হাসিয়া হাসিয়া বলে,
শ্রীগোচরে প্রভুর আমার।
বেলা আর বড় নাই, প্রস্তুত ভোজন ঠাঁই,
গাত্রোত্থান করুন এবার॥
শুনিয়া ভক্তের বাণী, উঠিলেন গুণমণি,
চিন্তামণি ভক্তের ঠাকুর।
ধীরে ধীরে গতিপথে, দেবেন্দ্র আছেন সাথে,
যেথায় দ্বিতলে অন্তঃপুর॥
প্রতিবাসী ললনারা, তৃষিত চাতকী পারা,
বাড়ি ভরা আছেন তথায়।

প্রভুদেবে নিরখিয়ে, একে একে যত মেয়ে,
প্রণাম করিলা রাঙ্গা পায়॥
দেবেন্দ্র-ঘরণী যিনি, পতি সেবাপরায়ণী,
পবিত্রচরিতা পতিব্রতা।
পতিভক্তি চিতে পূর্ণ, ইহসুখ-আশাশূন্য,
মহাপুণ্য শুনিলে বারতা॥
ধ্যান পতি জ্ঞান পতি, ইষ্টভাব পতি প্রতি,
দিবারাতি পতির সেবন।
পতি বিনা নাহি জানা, দেবদেবী-আরাধনা,
কিংবা কোন ধরম করম॥
বস্ত্রাবৃতা গোটা পায়, প্রণমিলে রাঙা পায়,
তখন জানিলা অন্তর্যামী।
স্বরূপ মূরতি তাঁর, চিরদাসী আপনার,
লীলাপুরে দেবেন্দ্র-ঘরণী॥
ভক্তিভরে দ্বিজকন্যে, করেছে প্রভুর জন্যে,
নানাবিধ দ্রব্য ভোজনের।
যাহে দিলা পরিচয়, এ কন্যা সামান্যা নয়,
এ সময় ঘরে মানুষের॥
খাইতে খাইতে ভোজ্য, বিধিবিষ্ণুশিবপূজ্য,
ষড়ৈশ্বর্যবান গুণমণি।
দেবেন্দ্র ডাকিয়া কন, এ যে বাউলে ধরন,
ভক্তিমতী তোমার ঘরণী॥
আহা কি সরলান্তরা, হৃদয় খোলার পারা,
ভোগ-আশা নাহি হৃদিপুরে।
দিনেক সঙ্গেতে করি, লয়ে যেও কালীপুরী,
শ্রীমন্দিরে দক্ষিণশহরে॥
ভক্তিপ্রিয় ভক্তবশ, কহিতে ভক্তের যশ,
পুরিল উদর ভক্তিরসে।
ভোজ্যমাত্র পাত্রে দেওয়া, হইল না আর খাওয়া,
গাত্রোত্থান হরিষে হরিষে॥
এখানে ব্যাকুল হয়ে, পথপানে আছে চেয়ে,
চিরভক্ত সাঙ্গোপাঙ্গগণ।
আসি পুনঃ কতক্ষণে, কথামৃত বরিষণে,
করিবেন তৃপ্ত প্রাণমন॥

শ্রীবাক্য এতই মিঠে, শুনিয়া আশা না মিটে,
যত শুনে তত বাড়ে তৃষা।
কর্ম্মফলে বাড়ে কর্ম্ম, তেমতি কথার ধর্ম্ম,
শুনিলে শ্রুতির বৃদ্ধি আশা॥
শুন কি হইল পরে, ভক্তদের সেবা তরে,
ভোজন-আসন পাতা করি।
দেবেন্দ্র সহাস্যানন, সবে কৈলা আবাহন,
অন্তরে আনন্দ বাড়াবাড়ি॥
হেথা প্রভু বাঁকা-আঁখি, বালিশে আলিস রাখি,
পূর্ব্বদিকে করিয়া শিয়র।
বিশ্রামের তরে মাত্র, উন্মীলিত দুটি নেত্র,
এক প্রান্তে গৃহের ভিতর॥
সকলে যাইলে পরে, শ্রীঅঙ্গে কে সেবা করে,
সেইহেতু দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
করুণার নাহি ওর, চির ইষ্টাকাঙ্ক্ষী মোর,
আমারে করিলা আবাহন॥
বাহিরে আছিনু দূরে, হাতেপাখা দিয়া জোরে,
লইয়া চলিলা প্রভু-পাশ।
প্রণিপাত দ্বিজোত্তমে, কত কৃপা এ অধমে,
শ্রীঅঙ্গেতে করিতে বাতাস॥
ভক্তবর্গ কুতূহলে, অন্তঃপুরে প্রবেশিলে,
পদ-প্রান্তে দুই শ্রীপ্রভুর।
আর এক ভাগ্যবান, ছিল তথা বিদ্যমান,
নাম তাঁর উপেন্দ্র ঠাকুর॥
ভয়ে মুই ভেবাচেকা, ডানি হাতে করি পাখা,
ধীর ধীর সুমন্দ চালনে।
পাছে বায়ু বেশী বয়, শ্রীঅঙ্গে নাহিক সয়,
কোমল এতই পরিমাণে॥
ভক্তের করুণা-বলে, যা না মিলে তাই মিলে,
আজি মুই বসিয়া কোথায়।
শ্রীচরণতলে তাঁর, বিধি পঞ্চানন যাঁর,
যোগাসনে মুরতি ধিয়ায়॥
শুনা ছিল গ্রন্থে গায়, ভক্তের ঠাকুর রায়,
প্রত্যক্ষ করিনু বিলোকন।
কৃপা যদি ভক্ত করে, দুর্লভ পরমেশ্বরে,
মিলে বিনা সাধনভজন॥
কল্পতরু প্রভু কিসে, শুন কহি সবিশেষে,
পদ-প্রান্তে পাখা করি তাঁয়।
বাসনা হইল মনে, সেবিবারে শ্রীচরণে,
স্বেচ্ছায় যদ্যপি দেন রায়॥
তখনি দক্ষিণেতর, শ্রীপদ শ্রীগুণধর,
প্রসারণ কৈলা মম কোলে।
কমলার সেব্য পাদ, সেবিয়া মিটানু সাধ,
জনম সফল ধরাতলে॥
করি শ্রীচরণসেবা, দেখিনু পাইনু কিবা,
তোমারে কি দিব পরিচয়।
প্রত্যক্ষে হইল ঐক্য, পুরাণাদি ঋষি-বাক্য,
তন্ত্রগ্রন্থ বেদান্তনিচয়॥
সেবা করি সমাপন, নিম্নতলে ভক্তগণ,
দরশন দিলা দলে দলে।
দিবা প্রায় অবসান, পাটে দিনকর যান,
রক্তিম তিলক নভোভালে॥
আনন্দ সুখের ক্ষণ, দ্রুত করে পলায়ন,
সন্ধ্যার হইল আগমন।
তিমিরে ঢাকিতে দিশি, দিননা আলোকরাশি,
বিকাশিয়া উজ্জ্বল কিরণ॥
শোভে শূন্যে তারকারা, উজ্জ্বল হীরার পারা,
কিবা কান্তি না যায় বাখানি।
আলোর বসন পরা, মাটির বনান ধরা,
মনোহরা ধরিল সাজনি॥
সুশীতল সমীরণ, ধীর মন্দ সঞ্চালন,
অনুক্ষণ সুখকর বয়।
আগোটা প্রকৃতিদেবী, মরি কি সুরম্য ছবি,
যেন নব পূর্ব্বেকার নয়॥
লীলাপ্রিয় নরহরি, উৎসব সমাধা করি,
প্রভুদেব লীলার ঈশ্বর।
ঘোড়াগাড়ি আরোহণে, সেবাপর ভক্ত সনে,
চলিলেন দক্ষিণশহর॥

পশ্চাতে নিজের কথা, হৃদয়ে রহিল গাঁথা,
তোমাকেও কহিবার নয়।
রামকৃষ্ণ-লীলামৃত, পান কর অবিরত,
ক্রমে পরে পাবে পরিচয়॥

ভদ্রকালী গ্রামে প্রভুর আগমন

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণরেণু মাগে এ অধম॥

আকর্ষণী শক্তি এক প্রভুর কেমন।
অসাধ্য বাহুল্যে বলি তার বিবরণ॥
কহিতে কিঞ্চিৎ পারি ঘটনা ধরিয়া।
মানুষের মন বাঁধা আছে ডুরি দিয়া॥
সে ডুরির এক প্রান্ত তাঁর হাতে আছে।
সে দূরে যেখানে লোল টানে আসে কাছে॥
পুতুলের নাচ যেন জানা সবাকার।
ঈশ্বরের লীলা-রাজ্যে তেমতি ব্যাপার॥
দেখিতে বুঝিতে মাত্র পারে সেই জন।
প্রভুর কৃপায় যার বিমুক্ত লোচন॥
শুন অপরূপ লীলা বিচিত্র ভারতী।
অমৃতভাণ্ডার রামকৃষ্ণলীলাগীতি॥
এ হাটের লীলাকথা বড়ই মধুর।
ভ্রাতৃ-পুত্র রামলাল নিকটে প্রভুর॥
ভ্রাতৃ-পুত্রে ভ্রাতৃ-পুত্রবোধ মোটে নাই।
এতেক তিয়াগী প্রভু জগৎ-গোসাঁই॥
পূর্ণভাবে বালকের ভাব অঙ্গে খেলে।
যেখানে থাকেন ঘর ভূত যান ভুলে॥
বাল্যসহচরবর্গে আর নাহি মনে।
পরম আত্মীয় যাঁরা এবে সন্নিধানে॥

রামলাল এক দিন নিবেদন করে।
পাঁচালি হইবে কল্য আলমবাজারে॥
প্রত্যুষে জুড়িয়া গান ছাড়িবে বেলায়।
শুনিতেছি সুগায়ক মিঠা গীত গায়॥
শুনিতে যাইব মনে ইচ্ছা অতিশয়।
যাইবারে পারি যদি অনুমতি হয়॥
বেশ বেশ বলিয়া শ্রীপ্রভু দিলা সায়।
পর দিনে রামলাল শুনিবারে যায়॥
সেদিন গায়ক গাইতেছে রামায়ণ।
হনুর অশোকবনে সীতা-অন্বেষণ॥
সন্ধান পাইয়া হনু অলক্ষ্য অন্তরে।
অন্তরে হরষ ভারি রামনাম করে॥
সুধামাখা রামনাম অশোকের বনে।
শ্রবণে সীতার ভাব বাখানিছে গানে॥

গীত

এমন অমূল্য শ্রীরামনাম কে শুনালি আমার কর্ণে
আজ কে এমন শোকনিবারণ,
কোরলে অশোক-অরণ্যে।
বিনে সে ধন, মনের বেদন, কে জানিবে অন্যে;
সে ধন বিনে, এ দুর্দিনে হ'য়ে আছি দৈন্যে।

বোলে কি জানাব আমি, জানেন সব অন্তর্যামী,
শ্রীরামচন্দ্র স্বামী পেয়েছিলাম অনেক পুণ্যে।
আমি দাসী, বনে আসি দুটি চরণ সেবার জন্যে,
তাহে বিধি হয় বিবাদী, হারাই নিধি, সে নীলবর্ণে॥

ভক্তিমান রামলাল হৃদয় নরম।
যেই কুলে শ্রীপ্রভুর সে কুলে জনম॥
স্বভাবতঃ রামমূর্তি হৃদে আছে গাঁথা।
মূর্তিমান রঘুবীর কুলের দেবতা॥
রামনাম যাঁহাদের সদা রসনায়।
শোণিতের সম চলে শিরায় শিরায়॥
রামপদে রতিমতি রামগতপ্রাণ।
রামনামে বংশগত সকলের নাম॥
মানিকরামের পুত্র ক্ষুদিরাম নাম।
প্রভুর জনক যাঁর রঘুবীর প্রাণ॥
তাঁর পুত্র শ্রীরামকুমার রামেশ্বর।
পরে প্রভু রামকৃষ্ণ আগে গদাধর॥
রামলাল শিবরাম মধ্যমের ছেলে।
দিবারাত্র করে নৃত্য রামনাম বলে॥
আজি রামলাল হেথা সংগীত শুনিয়া।
কাঁদে জনতার মধ্যে আকুল হইয়া॥
বিশেষতঃ ছন্দে ভাবে মরমের গীত।
শুনিলেই অশ্রুধারা নয়নে নিশ্চিত॥
ভাবের আবেগে হয়ে বুদ্ধি গোলমাল।
কিছু পরে পুরীমধ্যে ফিরে রামলাল॥
দেখিয়া তাহারে তবে প্রভুদেব কন।
শুনিলি পাঁচালি বল হইল কেমন॥
মুগ্ধমন রামলাল করিল উত্তর।
কখন না শুনি হেন সঙ্গীত সুন্দর॥
কি জানি কি মধুরত্ব আছে তার গানে।
গীতাংশ বলিল মাত্র ছিল যাহা মনে॥
গীতাংশ শুনিয়া তবে কন গুণমণি।
লিখে না আনিলি কেন গোটা গানখানি॥
আবেশেতে আপসোসে কহিলেন তবে।
সংগ্রহ সঙ্গীতখানি এইখানে হবে॥
কিছুদিন পরে তার অবাক্ কাহিনী।
পাঁচালি-গায়ক নিজে হাজির আপনি॥
সঙ্গে আছে দলবল যন্ত্রাদি সহিত।
মানস শ্রীপ্রভুদেবে শুনাইবে গীত॥
আশ্চর্যপূর্ণিত হৃদে আনন্দ উত্তাল।
প্রভুদেবে সম্বোধিয়া কহে রামলাল॥
পাঁচালি-গায়ক এই অতি মিঠা স্বর।
শিবু ভট্টাচার্য নাম অন্য দেশে ঘর॥
শুনামাত্র শ্রীপ্রভুর পুলকিত মন।
রামলালে আজ্ঞা দিতে বসিতে আসন॥
প্রভুর না সহে দেরি কন গায়কেরে।
বারেক সঙ্গীতখানি গাইবার তরে॥
সুর-লয়ে বাদ্যযন্ত্রে করি এক তান।
গায়ক ভক্তির ভরে আরম্ভিল গান॥
চিতান ছাড়িয়া যবে ধরিলেন কলি।
সমাধিস্থ প্রভুদেব রাম রাম বলি॥
রামনাম শ্রীবদনে অতি মনোহর।
শতদল-দলে যেন গুঞ্জরে ভ্রমর॥
সমাধিতে প্রভুদেব লয়ে প্রাণমন।
করিতে লাগিলা রাম-রূপ দরশন॥
এখানে গায়ক গীত বারবার গায়।
তথাপি ফিরিয়া ঘরে না আসেন রায়॥
বহুক্ষণ পরে যবে গীত-সমাপন।
তবে দেখা দিল অঙ্গে বাহ্যিক চেতন॥
প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীপ্রভু কন পরে।
শুনিতে না পেনু গীত পুনঃ গাও ফিরে।
যথা-আজ্ঞা গায়ক আরম্ভ করে গান।
পূর্ববৎ ভাবগ্রস্ত হৈলা ভগবান॥
রামনাম শুনামাত্র মহাভাব উঠে।
যতবার হয় গীত শুনা নাহি ঘটে॥
তবে আজ্ঞা রামলালে উদ্বেগ সহিত।
সত্বর লিখিয়া রাখ আগোটা সঙ্গীত॥

গায়কে অপার কৃপা করিলেন রায়।
গায়ক সে দিন গেল লইয়া বিদায়॥
উত্তরপাড়ার কাছে ভদ্রকালী গ্রামে।
গায়ক চলিল তথা শ্বশুরের ধামে॥
শ্বশুর সরলমতি মহাভাগ্যবান।
জামাতা কহিল তাঁকে প্রভুর আখ্যান॥
শুনে নাম অবিরাম প্রাণখানি নাচে।
বাসনা প্রবল আসে শ্রীপ্রভুর কাছে॥
পঞ্জিকা দেখিয়া করি শুভদিন স্থির।
জামাতা সহিত দ্বিজ হইল হাজির॥
প্রভুর মুরতি দেখি মিঠা বাণী শুনে।
গলিয়া পড়িল তেঁহ প্রভুর চরণে॥
জামাতার চেয়ে হৈল শ্রীচরণে টান।
বড়ই সদয় তারে হৈল ভগবান॥
বেশীদিন অদর্শনে থাকিতে না পারে।
বারবার দ্বিজোত্তম যাওয়া-আসা করে॥
বর্ণের ব্রাহ্মণ তিনি লোকমুখে শুনি।
ফুলের মুখুটি চেয়ে মুই তাঁরে গণি॥
শ্রীপ্রভুর পদাম্বুজে মজে যাঁর মন।
ক্ষত্রিয় ন-শূদ্র তেঁহ ন-বৈশ্য ব্রাহ্মণ॥
দেবাদি অপেক্ষা পূজ্য একরূপ জাতি।
লোকান্তরে ঘর নয় ধরায় বসতি॥
অন্ধ আমি মোরে কৃপা কর প্রভু রায়।
ভক্তি হয় যেন হেন ব্রাহ্মণের পায়॥
প্রশস্ত অবস্থা নয় গরীব ব্রাহ্মণ।
বিষয় সম্পত্তি ঘরে অতিশয় কম॥
ছোট ছোট মেটে ঘর মাত্র কয়খানি।
মাটির দেয়াল গোলপাতার ছাউনি॥
বহির্দেশে আছে এক পূজার দালান।
সেটিও মাটির, নীচে সামান্য উঠান॥
নিমন্ত্রিত লোকজন বসে সেই ঠাঁই।
হইলে বাদল-বৃষ্টি কর্ম চলে নাই॥
ভক্তিমান পুণ্যবান এই দ্বিজবর।
দেবপূজা-অর্চনায় অতি সমাদর॥
লোকজনে নিমন্ত্রণে বড়ই বাসনা।
অর্থাভাব নিবন্ধন পথে দেয় হানা॥
শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম হৃদে দিয়া ঠাঁই।
ব্রাহ্মণের মনসাধ আশা মিটে নাই॥
উপজিল মহাসাধ দ্বিজের অন্তরে।
যথাসাধ্য আয়োজিত ভোজ্য উপচারে॥
ভিক্ষা দিতে প্রভুদেবে ঘরে আপনার।
এই চিন্তা অবিরত মনে মনে তাঁর॥
কেমনে হইবে কিছু বুঝিতে না পারে।
অন্তরের খেদ তেঁহ সম্বরে অন্তরে॥
সহসা বলিতে নারে সকাশে প্রভুর।
কখন বা ভয় কভু লজ্জায় আতুর॥
সাহসে করিয়া ভর কহে একবার।
হৃদয় বুঝিয়া প্রভু করিলা স্বীকার॥
করুণ অমৃতমাখা শুনিয়া উত্তর।
নির্ধারিত দিন তবে করি স্থিরতর॥
সত্বর সেদিন লয়ে শ্রীপদে বিদায়।
আনন্দে উথলা হৃদি ঘরে চলে যায়॥
যদিও এদিগে তেঁহ গরীব ব্রাহ্মণ।
গুণে তাঁর গণ্যমান্য করে দশ জন॥
ভিক্ষা-আয়োজন হেতু নানাদিকে ছুটে।
জুটিবার নহে যাহা তাও তাঁর জুটে॥
অল্পদিনে নানাবিধ কৈলা আয়োজন।
ধনী জনে নহে যাহে সহজে সক্ষম॥
নিমন্ত্রণ কৈলা যত কীর্ত্তনিয়াগণে।
গ্রামমধ্যে যেবা কেহ আছিল যেখানে॥
নির্ধারিত দিনে তবে জাহ্নবীর ঘাটে।
সুন্দর ফটক বাঁধে পাতা দিয়া এঁটে॥
চারিখানি পানসির করিল যোগাড়।
কানে কানে গ্রামে কথা হইল প্রচার॥
দলবল লয়ে তেঁহ তরীর ভিতর।
ফুল্লচিতে দিল পাড়ি দক্ষিণশহর॥
শ্রীপ্রভু মন্দিরে হেথা সাঙ্গোপাঙ্গ সাথে।
আনন্দের ধ্বনি এক উঠিল তফাতে॥

ব্যগ্রচিতে কেহ কেহ গঙ্গাপানে চান।
দলেবলে আসি দ্বিজ দেখিবারে পান॥
দ্রুতপদে শ্রীগোচরে দিলা সমাচার।
আনন্দ-লহরী বাজে অন্তরে সবার॥
শ্রীপ্রভুদেবের সঙ্গে উৎসবে গমন।
বড় আনন্দের কথা শুনে ফুলে মন॥
তরণী হইতে অবতরি দলবল।
পরশিল শ্রীপ্রভুর চরণযুগল॥
দারুণ নিদাঘকাল তপন প্রচণ্ড।
বিশেষ মধ্যাহ্নে করে প্রলয়ের কাণ্ড॥
সেইহেতু প্রভুদেবে করে নিবেদন।
যাহাতে সভক্তে হয় সত্বর গমন॥
আনিয়া দিলেন রামলাল তাঁর জন্যে।
পরিধেয় বসন ছোবান পীতবর্ণে॥
শুনিয়াছি এই বস্ত্র সুন্দর বাহার।
দিয়াছিল বলরাম বসু জমিদার॥
স্বতই মোহন প্রভু বিনোদ চেহারা।
তাহে পুনঃ পীতাম্বর ফুলমালা পরা॥
এই বেশে পরমেশে দরশে যে জন।
কেবা আর তুল্য তার সার্থক জীবন॥
পরিত্রাণ কিবা কথা জনম-মরণে।
মিলে অতি বড় ভক্তি প্রভুর চরণে॥
উঠিলেন প্রভুদেব ত্বরিতে তরীতে।
আগন্তুক সাঙ্গোপাঙ্গ পাছু পাছু সাথে॥
গঙ্গাকূলে ঘাট যেথা ভদ্রকালী গ্রামে।
উপনীত হইল তরী তথায় প্রথমে॥
সুন্দর ফটক বাঁধা গঙ্গার উপর।
যেথানে শ্রীপ্রভু সেথা সকল সুন্দর॥
সুন্দর মানুষ সব আছে দাঁড়াইয়া।
সুন্দর নিন্দিত রায়ে অপেক্ষা করিয়া॥
কি সুন্দর কীর্ত্তনিয়া সুন্দর কণ্ঠায়।
আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন সম্ভাষিতে রায়॥
সুন্দর ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারি।
কারা এরা জুটিতে লাগিল নরনারী॥

সুন্দর কেমন ভাব সুন্দর নয়ন।
অনিমিখে করে যাহে প্রভু দরশন॥
কীর্ত্তনিয়াগণের মাঝারে প্রভুরায়।
লোকজনে শ্রীচরণে বাতাসা ছড়ায়॥
ধামায় ধামায় ভরা ধরা আছে হাতে।
চৌদিকে আনন্দময় সবে গেছে মেতে॥
কিবা শিক্ষা ভক্তি-পথে বুঝহ বারতা।
চিরকাল আছে নহে অভিনব কথা॥
ছিল বটে আছে বটে ওষ্ঠাগত প্রাণ।
মুমূর্ষু অবস্থা গঙ্গাযাত্রীর সমান॥
জিজ্ঞাসিতে এক কথা পার তুমি মন।
তবে প্রভু ইহাতে কি করিলা নূতন॥
তদুত্তরে আর এক শুনহ ভারতী।
অপরূপ কথা রামকৃষ্ণলীলাগীতি॥
দিবারাত্র এত যে কহিলা প্রভুবর।
সকল নিহিত আছে শাস্ত্রের ভিতর॥
শাস্ত্রছাড়া কোন কথা শ্রীমুখে না সরে।
প্রভুর অপূর্ব শ্রদ্ধা শাস্ত্রের উপরে॥
শাস্ত্রে যেন শাস্ত্রজ্ঞতে সম্মান সমান।
প্রভু অবতার দিলা সর্ব ঠাঁই মান॥
শাস্ত্রের বৃহদাকার প্রকাণ্ড বিষম।
তত্ত্বসার সংগ্রহতে মানুষ অক্ষম॥
স্বল্পআয়ু স্বল্পবুদ্ধি মলিনাতিশয়।
প্রয়াস পিয়াসহীন ক্ষণানন্দে রয়॥
তাহে কিবা করিলেন প্রভুদেবরায়।
ভাঙ্গিলা বৃহৎ তত্ত্ব সামান্য কথায়॥
গ্রাম্য ভাষা সরল উপমাসহকারে।
অনায়াসে লোকে যাহা বুঝিবারে পারে
যদি বল তত্ত্ব তত্ত্ব দুর্বোধ্যাতিশয়।
সহজেতে মানুষের বুঝিবার নয়॥
না হয় বলিলা প্রভু সরল ভাষায়।
কি বলে পশিল তত্ত্ব জীবের মাথায়॥
উত্তরে তাহার মন শুনহ কাহিনী।
শ্রীপ্রভুর মহাবাক্য বেদবাক্য জিনি॥

ভিতরে নিহিত তার অপরূপ বল।
যে দিকে গমন করে সে দিক উজ্জ্বল॥
অন্ধকার তিরোহিত স্পষ্ট দৃশ্যমান।
কি তত্ত্বের ছবি বাক্যে শ্রীপ্রভু দেখান॥
বহু কথা জীবে এবে শুনিতে না চায়।
নেজামুড়াবাদে সার কহিলেন রায়॥
সেইহেতু শ্রীপ্রভুর উক্তি-উপদেশ।
এবে মানুষের পক্ষে পুরাণ বিশেষ॥
প্রভুর সংক্ষিপ্তসারে পেয়ে আস্বাদন।
আদি মূল শাস্ত্র লোকে করে অধ্যয়ন॥
এক কর্মে দুই কর্ম হৈল এইবার।
জীব-শিক্ষা এক আর শাস্ত্রের উদ্ধার॥
আর এক নূতনত্ব প্রভু-অবতারে।
সকলে করিলা রক্ষা বাদ নাই কারে॥
সমতা একতা ভাব লীলার প্রাঙ্গণে।
হেন নাই দেখা যায় অন্য কোন স্থানে॥
ধনাঢ্যে পণ্ডিতে রয় অভিমান ভারি।
তে সবারে কৃপাদান গিয়া বাড়ি বাড়ি॥
অতি বড় দীনহীন কাঙ্গালের বেশে।
একমাত্র মানুষের মঙ্গল-মানসে॥
এদিকে দীনের বেশে মহাবল গায়।
যে হোক যতই বড় গ্রাহ্য নাহি তায়॥
ভক্তি ভক্ত শাস্ত্রবাক্য রক্ষার কারণে।
কিংবা কোন জিজ্ঞাস্যের সদুত্তরদানে॥
কিংবা কোন কর্মে যাহে জীবের কল্যাণ।
সেখানে শ্রীপ্রভু মহাবলের আধান॥
রাজরাজেশ্বর যদি বিপক্ষে দাঁড়ায়।
তৃণ-জ্ঞানে সেইখানে হানা দেন রায়॥
জীবে শিক্ষা নহে মাত্র কথায় বলিয়া।
হৃদয়ে আঁকিয়া দেন কাজে দেখাইয়া॥
অগণ্য প্রকারে অলৌকিক দেন শিক্ষে।
তারে সেটি যেটি উপযুক্ত তার পক্ষে॥
প্রতিজনে দেন শিক্ষা প্রত্যেক রকম।
প্রভু অবতারে ইহা অতীব নূতন॥

কখনই কোন কর্ম নাহি অকারণে।
সেথা হাতুড়ির বাড়ি বাঁকা যেইখানে॥
বিশ্বগুরু অন্তর-নিবাসী ভগবান।
লীলা-গীতি পদে পদে তাহার প্রমাণ॥
পথে পথে সংকীর্ত্তনে হরিগুণগান।
পূর্বপ্রথা ভক্তিভাব ছিল ম্রিয়মাণ॥
সর্ব ঠাঁই সেই প্রথা করি আচরণ।
জাগাইয়া দিলা তাহে পুনশ্চ জীবন॥
শুষ্ক ভাব ব্রাহ্মগণে ছিল চিরকাল।
এবে সংকীর্ত্তনে বাজে খোল করতাল॥
পথে পথে সংকীর্ত্তন করে কুতূহলে।
মহামান্যগণ্য বড়মনুষ্যের ছেলে॥
লীলাতত্ত্বে যাত্রা-গীত হৈল বারে বারে।
কমলকুটির নামে কেশবের ঘরে॥
ভক্তিশিক্ষা শ্রীপ্রভুর এত ধরে বল।
ডাঙ্গায় ফুটিল যাহে ফুল শতদল॥
ইহার অধিক তুমি কি শুনিবে আর।
মহান্ মহিমাকথা প্রভুর আমার॥
আগমনোদ্বেগ-ভাব পুরাণ-শ্রবণে।
লীলাতত্ত্বে যাত্রাগীত হয় যেইখানে॥
হরিসভা দেখিবারে মহোল্লাস ভারি।
কোথা বালী কালাচাঁদ মুখুয্যের বাড়ী॥
কোথায় পটলডাঙ্গা কোথা কোন্নগরে।
কোথা জানবাজার কোথায় বেলঘোরে॥
দুয়ারে দুয়ারে ভ্রাম্যমাণ নানাস্থানে।
একমাত্র ভক্তি-উদ্দীপনার কারণে॥
হেথা ভদ্রকালীগ্রামে কীর্ত্তন সহিত।
ব্রাহ্মণ-ভবনে ক্রমে হৈল উপনীত॥
পূর্বে বলিয়াছি ভিটা কত পরিসর।
দালানের সম্মুখেতে উঠানে আসর॥
ভক্তসহ শ্রীপ্রভুর চরণ-পরশে।
হাসিয়া উঠিল যেন পরম উল্লাসে॥
ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী নামে একজন।
পরম পণ্ডিত শাস্ত্রে পটু বিলক্ষণ॥

তার্কিকের শিরোমণি শাস্ত্রপাঠ-বলে।
সেইখানে উপনীত হৈল হেনকালে॥
শ্রীপ্রভুর সঙ্গে তাঁর মনের বাসনা।
কিছুক্ষণ করিবেন শাস্ত্র আলাপনা॥
অন্তরে বুঝিয়া ভাব প্রভু বিশ্বপতি।
সন্নিকটে আসীন মহিম চক্রবর্তী॥
বিদ্যাবুদ্ধিমান শাস্ত্রপাঠী এক জনা।
শ্রীআজ্ঞা করিতে তত্ত্বকথা আলোচনা॥
কেবা কি করিল প্রশ্ন কি কার উত্তর।
ঠিক জানা নাই শুন মোটের উপর॥
দ্বৈতাদ্বৈতভাব ল'য়ে উঠিল বিচার।
সামধ্যায়ী দ্বৈতভাব করে অস্বীকার॥
সেব্য-সেবকের ভাব ভক্তিভাব মতে।
সমূলে তর্কেতে চান উড়াইয়া দিতে॥
প্রতিপক্ষ প্রতিবাদে যত কথা কন।
তার্কিক তর্কেতে করে সকল খণ্ডন॥
বাদ-প্রতিবাদ আধ ঘণ্টার উপর।
পরাভূত মহিম পশ্চাতে নিরুত্তর॥
অতঃপর কি হইল শুনহ কাহিনী।
মহিমের পক্ষ প্রভু লইলা আপনি॥
অধিক রুষিয়া তবে তার্কিক তখন।
তর্ক-বলে করে নিজ পক্ষ সমর্থন॥
তর্কে সুকৌশল তেঁহ তর্কে কেবা আঁটে।
যত কথা কন প্রভু তর্ক দিয়া কাটে॥
বাক্য নাহি ফুটে আর প্রভুর বদনে।
রামলালে হয় আজ্ঞা ছিলা সন্নিধানে॥
মূত্রত্যাগে যাইব আইস মোর সাথে।
ঝারিসহ রামলাল চলিল পশ্চাতে॥
মূত্রত্যাগে বসিয়া কহেন নিজে রায়।
"ওমা ই শালা তো দেখি তার্কিক বেজায়"॥
জানি মা জননী কিবা কহিলা উত্তরে।
সত্বর উঠিলা প্রভু আবেশের ভরে॥
ঝারি-স্পর্শ মনে নাই প্রভু পরমেশ।
দ্রুতপদে অভ্যন্তরে করিলা প্রবেশ॥

কোন দিকে নাহি দৃষ্টি একেবারে যান।
যেথা অভিমানভরে তার্কিক-প্রধান॥
করে করি করস্পর্শ নাড়া দিয়া কন।
আর বার বল কি বলিলে এতক্ষণ॥
শ্রীপ্রভুর পরশনে বলবুদ্ধিহারা।
তর্ক করা দূরে থাক মুখে নাই সাড়া॥
অবাক্ হইয়া যেন করে দরশন।
কি দেখান প্রভু তাঁরে করি পরশন॥
দেখিতে দেখিতে বস্তু কহেন তার্কিক।
কি বলিব বলিলেন যাহা তাই ঠিক॥
বুঝিত না যাহা তাহা বুঝিল তখনি।
কি পেঁচ ঘুরায়ে দিলা প্রভু গুণমণি॥

সমান ঘটনা আর শুন অতঃপর।
ব্রহ্মচারী আসে এক প্রভুর গোচর॥
শ্রীশ্রীরামচন্দ্র নাম ধীর-শিরোমণি।
শাস্ত্রপাঠ বিধিমতে অদ্বৈত-গিয়ানী॥
দ্বৈতবাদ ঘোর রণ শ্রীপ্রভুর সনে।
সেব্য-সেবকের ভাব আদতে না মানে॥
ভক্তি-পথে কোন মতে যাইতে না চায়।
শক্তি-সঞ্চালন-যুক্তি পরে কৈলা রায়॥
শালা বলি দিয়া গালি যবে পরশন।
ঝটিতে উঠিল তার নবীন নয়ন॥
যার জোরে ক্ষণমধ্যে পাইলা দেখিতে।
সেব্য-সেবকের ভাব কিবা ভক্তিমতে॥
পরম আনন্দে হৃদি উথলিয়া যায়।
ভাবে গলে পদতলে অবনী লুটায়॥
মহিমা-বাখান আর প্রমাণের তরে।
লিখিয়া গিয়াছে নিজে দেয়াল-উপরে॥
"শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী অদ্য হইতে স্বামিবাক্যে (অর্থাৎ প্রভুর বাক্যে) সেব্য-সেবক ভাব প্রাপ্ত হইল।"
শ্রীপ্রভুর মন্দিরের পূরব অঞ্চলে।
দেখিতে পাইবে লেখা দালান-দেয়ালে॥
অদ্যাপিহ স্পষ্টভাবে আছে লেখাখানি।
কেবা জানে কত যে খেলিলা গুণমণি॥

লক্ষাংশের এক অংশ জানা নাহি কার।
মহালীলা ছদ্মবেশ গুপ্ত-অবতার॥
ধরা-ছুঁয়া মোটে নাই অবতার-কালে॥
বিনা ডাকে বিদ্যুৎ হানিয়া গেল চলে॥
হুজুগের গোড়া রাম দত্ত ভক্তবর।
সকলে কহেন প্রভু পরম ঈশ্বর॥
এমত কহিলে কেহ বলিতেন রায়।
'বিছে বিছে বলিলে সে পলাইয়া যায়'॥
ঈশ্বর বলিলে বড় সকাতর প্রাণে।
গুপ্ত রাখিবারে কন অন্তরঙ্গগণে॥
একদিন শ্রীগোচরে ভক্ত রাম কয়।
তত্ত্বসারে লিখি কথা আজ্ঞা যদি হয়॥
'তত্ত্বসার' গ্রন্থখানি রামের রচনা।
শুনিয়াছি প্রভু তাহে করিলেন মানা॥
নিবারণ না শুনিয়া তবু লিখে রাম।
শ্রীপ্রভুর লীলাভাব সংক্ষেপ আখ্যান॥
ইহাতে বিশ্বাস মোর হয় এ রকম।
রামের মতন ভক্ত অতিশয় কম॥
মানাসত্ত্বে তথাপি যে লীলার আভাস।
তত্ত্বাসার গ্রন্থমধ্যে করিলা প্রকাশ॥
ইহাতে প্রতীয়মান স্পষ্টভাবে পায়।
রামের ইচ্ছায় নহে প্রভুর ইচ্ছায়॥
তাঁহার শক্তিতে কর্ম্ম হয় লীলাধামে।
ইচ্ছাময় ভগবান ভক্ত মাত্র নামে॥
কখন কি ভাবে রন প্রভু গুণমণি।
আপনে প্রকাশ কভু করেন আপনি॥
প্রধান সেবক শশী সেবকাগ্রগণ্য।
একদিন শ্রীমন্দিরে সেবিবার জন্য॥
নিকটে দণ্ডায়মান প্রভু তাঁরে কন।
আমি সেই তুমি যার কর অন্বেষণ॥
এক প্রশ্ন এইখানে পার করিবারে।
ভক্তেরা যদ্যপি নাহি চিনে প্রভুবরে॥
তবে তাঁহে ভক্তি-প্রীতি কিসের কারণ।
কি ফলপ্রাপ্তির আশে করে আকিঞ্চন॥

বারান্তরে বলিয়াছি ইহার বারতা।
একমনে শুন মন পুনঃ কহি কথা॥
অন্তরঙ্গ ভক্ত যাঁরা পারিষদগণ।
চিরকাল সেই তাঁরা না হয় নূতন॥
আকারে বিভিন্নমাত্র বিভিন্ন লীলায়।
স্বভাবতঃ লগ্ন-মন শ্রীপ্রভুর পায়॥
অলির স্বভাব ভক্তে চিরকাল ধরে।
পেলে পদ্ম পিয়ে মধু না যায় বিচারে॥
দ্বিতীয় ফলের কথা শুন তবে মন।
অন্তরঙ্গ ফলাকাঙ্ক্ষী না হয় কখন॥
গাছের বিহগ তারা গাছে করে বাসা।
গাছেই পিরীতি নাই ফলের পিয়াসা॥
জন্ম-ভূমে অন্নকষ্ট যদি অতিশয়।
তথাপিহ পরিত্যাগে মন নাহি লয়॥
স্বভাবে আসক্তি তায় নাহি যায় ছাড়া।
মোহন মূরতিখানি স্বরগের বাড়া॥
কল্পবৃক্ষ প্রভুদেব মন-বিমোহন।
বিহঙ্গম-রূপে তাহে অন্তরঙ্গগণ॥
ডালে বিজড়িত সাঙ্গ ঠিক যেন লতা।
উপাঙ্গেরা উর্দ্ধদেশে প্রশাখাদি পাতা॥
প্রভু আর প্রভুভক্তে সদা একঠাঁই।
উভয়ে উভয়মধ্যে ভিন্ন ভেদ নাই॥
কখন প্রভুর মধ্যে ভক্তদের স্থান।
কভু ভক্তদের মধ্যে রন ভগবান॥
আর প্রশ্ন করিবারে পার হেথা তুমি।
কোথায় তাঁহার ভক্ত ভক্তে কোথা তিনি॥
বিষম সমস্যাতত্ত্ব শুন অতঃপর।
অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি ভক্তের ভিতর॥
তবে যবে স্বরাট মূর্ত্তিতে ভগবান।
লীলায় স্বতন্ত্র দেহে হন অধিষ্ঠান॥
তখন ভক্তেরা তাঁর মধ্যে বাস করে।
গাছের যেমন পাখী গাছের উপরে॥
পরে লীলা-অবসানে যবে অন্তর্ধান।
স্বরাট শরীরধারী সেই ভগবান॥

ভক্তদের হৃদয়েতে করিয়া বসতি।
এক হয়ে নানা রূপ বিরাট মুরতি॥
এক হয়ে বহু পুনঃ কেমনে সম্ভবে।
অতুল তাঁহার শক্তি শক্তির প্রভাবে॥
ছোটবড় উনো-দুনো নানাভাবে খেলে।
দু'টি বস্তু একরূপ জগতে না মিলে॥
এক—বহু তবে কি এ খণ্ড হয় তাঁর।
খণ্ডে ও অখণ্ডে তিনি বিচিত্র ব্যাপার॥
রাসলীলা গোপিনীর ইহার প্রমাণ।
নৃত্যগীতে যবে সবে সুখে ভাসমান॥
প্রত্যেক গোপিনী তথা দেখে তাঁর কাছে।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম কৃষ্ণ বামভাগে নাচে॥
যত গোপী তত কৃষ্ণ যেমন প্রকার।
খণ্ডেও অখণ্ড তিনি চলে না বিচার॥
চতুর্দশ বর্ষ আজি প্রভু অন্তর্ধান।
প্রতি প্রভুভক্তে রাজে ইহার প্রমাণ॥
ভক্তি রাখি শ্রীপ্রভুর ভক্তের চরণে।
বুঝিতে পারিবে চল লীলা-গীতি শুনে॥

প্রভুর বচনে শুন ইহার ভারতী।
ঈশ্বরীয় অবস্থার নাহি হয় ইতি॥
এটি তিনি উটি নন্ এমত বলিলে।
সীমাবদ্ধ করা হয় তাঁরে এই স্থলে॥
খণ্ডাখণ্ড সব তিনি অব্যক্ত প্রকার।
নাহি চলে কোন কথা কথায় তাঁহার॥
শীতলা মাকাল ষষ্ঠী সকলেই মানা।
একে একে কৈল প্রভু সকল সাধনা॥
ইহাতে সাব্যস্ত কৈলা লীলার ঈশ্বর।
সেই এক ভগবান সবার ভিতর॥
সাধনা হইলে সিদ্ধ সেই বস্তু মিলে।
একেতে যাহার খেলা তারই সকলে॥
কালী কৃষ্ণ সাধনায় সেই সে জিনিস।
প্রভেদ কিছুই নাই কুড়ি কি উনিশ॥
বেদান্তের সাধনায় সেই বস্তু সার।
সাকার যাহার রূপ তিনি নিরাকার॥

রূপ নাম প্রভেদেতে নাহি হয় হানি।
আগাগোড়া এই কথা কন গুণমণি॥
সব সামঞ্জস্যভাব প্রভুর মতন।
কোনকালে কোথাও না হয় দরশন॥
ধর্ম-বাদ-বিবাদের নাহি তথা ত্রাস।
যেখানে হৃদয়ে প্রভু-বাক্যের বিশ্বাস॥
নীরব বিশাল ভাব শান্তি-নিকেতন।
তাই শ্রীপ্রভুর নাম বিবাদভঞ্জন॥
সারবস্তু ভগবান যেবা চায় তাঁরে।
তাঁর কার্য বস্তু খোঁজা কি কাজ বিচারে॥
বাক্যের বিচারে নাই বস্তু ভগবান।
তাঁর অন্বেষণে মিলে তাঁহার সন্ধান॥
হারাইলে শিশু ছেলে জনক যেমন।
শিশুর কেবল নাম করি উচ্চারণ॥
বিকল পরান খোঁজে দুয়ারে দুয়ারে।
বন-উপবন কিবা সরসীর তীরে॥
ভাগ্যবলে যায় মিলে কোন একজনে।
যে দেখেছে শিশুছেলে খেলে কোন্‌খানে
অথবা যেখানে শিশু প্রমত্ত খেলায়।
বাবা ডাকিছেন তারে শুনিবারে পায়॥
পরিহরি খেলাস্থান দ্রুত পায় ছুটে।
যেখানে জনক তার কোলে গিয়া উঠে॥
সেই মত ধর এঁটে ঈশ্বরের নাম।
আকুল পরানে উচ্চে ডাক অবিরাম॥
অবশ্য পাইবে গুরু পথে আপনার।
বলিয়া দিবেন কোথা ঈশ্বর তোমার॥
কিংবা গুরুরূপে তাঁর পথে পাবে দেখা।
যদি শুদ্ধ মনে হয় ঠিক ঠিক ডাকা॥
গুরু চাই,—বস্তু নাহি মিলে গুরু বিনে।
সতত রাখিবে কথা জাগরিত প্রাণে॥
সাধের ঈশ্বর তাঁয় মিলে সাধপণে।
আবশ্যক নাহি হয় রতনে কি ধনে॥
সখের সে ভগবান তাঁহে যার সখ।
সখরূপে পায় নাহি ধনে আবশ্যক॥

ঈশ্বর কেবলমাত্র একমাত্র ধন।
তুষ ভুসি অন্য যাহে কর আকিঞ্চন॥
যদি কিছু নাহি ধন ঈশ্বরের বাড়া।
কি হেতু মানুষে তাহে হৈল মতিছাড়া॥
শুন তবে কহি কথা ইহার বাখানে।
বসাইয়া প্রভুরায় হৃদয়-আসনে॥
অনর্থের মূল গোড়া খালি অহংকার।
ইহসুখ-অভিলাষ বাতিক বিকার॥
ব্যাধির মূলেতে রস ঢালে অনুক্ষণ।
বিষ-বিনিন্দিত বিষ কামিনীকাঞ্চন॥
মূল ব্যাধি এই শাখা-প্রশাখাদি আছে।
পল্লব মুকুল ফুল পত্র কত গাছে॥
দেহগুলি মানুষের বিয়াধির বাসা।
অনিবার গাত্র-দগ্ধে কেবল পিপাসা॥
ক্ষণিক আরাম-হেতু খায় সেই জল।
যাহে হইয়াছে হেন বিয়াধি প্রবল॥
বিরাম বৃদ্ধির নাই বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে।
অবিনাশী রহে ব্যাধি জনমে জনমে॥
ভীষণ ব্যাধির ধারা অদ্ভুতেতিহাস।
দেহের বিনাশে নাই ব্যাধির বিনাশ॥
চতুর্বিধ আছে দেহ দেহে বিদ্যমান।
পঞ্চভূতে যেই দেহ স্থূল তার নাম॥
মন বুদ্ধি চিত্ত আর এক অহংকার।
এই চতুষ্টয়ে সূক্ষ্মদেহ নাম যার॥
সূক্ষ্মদেহে যবে জীব করে বিচরণ।
কামিনীকাঞ্চনে তার নাহি রহে মন॥
তৃতীয় কারণ দেহে করিলে বসতি।
ঈশ্বরদর্শনানন্দ-ভোগ দিবারাতি॥
নাহি আসে ফিরে আর চতুর্থে যে যায়।
পাইয়া পরম মুক্তি ঈশ্বরে মিশায়॥
স্থূল দেহ যার নাম পঞ্চভূতে গড়া।
প্রাণ কৈলে পলায়ন সেই হয় মড়া॥
স্থূলের বিনাশে অন্য তিন নাহি মরে।
ব্যাধির লইয়া বীজ যায় জন্মান্তরে॥

এই ব্যাধিগ্রস্ত-হেতু যত মানুষেরা।
হয়েছে পরম ধনে রতিমতি-হারা॥
এমন বিয়াধি তবে কিসে মারা যায়।
জিজ্ঞাসিলে যদি মন শুনহ উপায়॥
এ ব্যাধির প্রতিকার জানে না নিদান।
প্রতিকারী একজনা হরিবৈদ্য নাম॥
মৃত্যুঞ্জয় চতুর্মুখ যার গড়া বড়ি।
চতুর্দশ লোকময় গোটা বিশ্ব বাড়ি॥
কেমনে বৈদ্যের তবে দেখা পাওয়া যায়
তাহার বিধানে শুন কি কহিলা রায়॥
সময়ে সময়ে হন ঈশ্বরাবতার।
ধরাধামে ধরি নিজে মনুষ্য- আকার॥
নিশ্চয় তাঁহার তুমি পাবে দরশন।
মানুষের মধ্যে যদি কর অন্বেষণ॥
মানুষ অনেক তাঁহে চিনিব কেমনে।
প্রভুদেব কহিলেন তাহার লক্ষণে।
যেখানে উর্জিতা ভক্তি সদা বিদ্যমান।
প্রেম ও ভক্তির বন্যা বহে কান কান॥
সেই সে আধারধারী বুঝিবে নিশ্চিৎ।
মহাবৈদ্য নিজে ভবরোগবিদ্যাবিৎ॥
আর কথা যে হরির আবির্ভাব আছে।
লীলা-সমাপনে তাঁর অন্তর্ধান পিছে॥
কেমনে পাইব দেখা হৈলে অন্তর্ধান।
তখন উপায় কিবা কর অবধান॥
অন্তর্ধানে ভগবান বিরাট মূরতি।
ভক্তের হৃদয়-মধ্যে করেন বসতি॥
সদা বিরাজিত থাকি ভক্তের ভিতরে।
লীলার প্রচার-কর্ম নানাভাবে করে॥
যেই ভগবৎভক্ত সেই ভগবান।
ভক্তের নিকটে কর ঔষধ সন্ধান॥
পাইবে ঔষধি ব্যাধি দূর হবে তায়।
লীলা-গীতি বলি সেই ভক্তের আজ্ঞায়॥
তাহার উপরে আজ্ঞা দিয়াছে জননী।
আদ্যাশক্তি শ্যামাসুতা গুরুদারা যিনি॥

গুপ্তভাব শ্রীপ্রভুর কহিতে কহিতে।
আসিয়া পড়েছি হেথা আর এক পথে ॥
ফটো প্রতিমূর্তি তাঁর তুলিবার তরে।
আকিঞ্চন ভক্তগণ অনুক্ষণ করে ॥
কোনমতে তাহাতে প্রভুর নহে মন।
বিধিমতে ফটো নিতে করেন বারণ ॥
যখন সমাধিযুক্ত বাহ্যজ্ঞানহারা।
তখন লইল তুলে প্রভুর চেহারা ॥
এখানেতে প্রভুদেব ব্রাহ্মণের ঘরে।
পরিপূর্ণ লোকজন আছে চারিধারে ॥
তত্ত্বালাপ-সমাপন তার্কিকের সনে।
রঙ্গরসে অন্য কথা কথোপকথনে ॥
পরে দ্বিজোত্তম করি ভোজন-আসন।
ভিক্ষা দিলা ভগবানে সহ ভক্তগণ ॥
চরণ-বন্দনা তাঁর করি বারে বারে।
ভাগ্যবান পুণ্যবান অবনী মাঝারে ॥

রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি অমৃত-ভাণ্ডার
শ্রবণ-কীর্তনে জীবে ভবসিন্ধুপার ॥

বিবিধ তত্ত্ব-কথা

('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' হইতে সংগ্রহ)

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ বিশ্বগুরু যিনি।
জয় জয় শ্যামাসুতা জগৎ-জননী ॥
জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দোঁহাকার।
এ অধম পদ-রজ মাগে সবাকার ॥

বেদান্তে আত্মায় কহে নির্লিপ্তের রীত।
দুঃখে সুখে পাপপুণ্যে সম্বন্ধরহিত ॥
তবে দেহ অভিমান রাখে যেই নরে।
অনিবার্য কষ্ট তার বিবিধ প্রকারে ॥
বুঝিবারে সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধূম উপমায়।
দেয়ালে কলঙ্কী করে যদি লাগে তায় ॥
কিন্তু সীমাহীন শূন্য খ-এর উপরে।
কালিমা কলঙ্ক-দাগ দিতে নাহি পারে ॥
দেহে যার অভিমান আছে তার হানি।
মুক্ত-অভিমান অতি মঙ্গলদায়িনী ॥
আমি মুক্ত আমি মুক্ত মুখে যেবা বলে।
নিশ্চিত মুকতি তার মিলে এককালে ॥
আমি পাপী আমি পাপী জিহ্বা যার কয়।
ভবের বন্ধন তার চিরকাল রয় ॥
পাপী পাপী কথা কভু করিলে শ্রবণ।
লাগিত তাঁহার কানে বাজের মতন ॥
শুন কই বিবরণ তাহার ব্যাখ্যায়।
একদিন শ্রীমন্দিরে প্রভুদেব রায় ॥
প্রিয় ভক্ত শ্রীনরেন্দ্র আছেন সদনে।
মহানন্দ উভয়ের কথোপকথনে ॥
এমন সময় তথা উপনীত হন।
শহরে বসতি করে ব্রাহ্ম কয় জন ॥
স্থানের মহিমা আর প্রভু-দরশনে।
পাইল হৃদয়ে শান্তি মহানন্দ মনে ॥
অজ্ঞাতে গিয়াছে দিন মনে নাই তায়।
এবে প্রায় অবসান বেলা যায় যায় ॥
আবাসে ফিরিতে আজি নাহি হয় মন
প্রভুদেবে কহে রাতি করিবে যাপন ॥

সকলে সন্তুষ্ট সদা শ্রীপ্রভু আমার।
ব্রাহ্মদের আবেদনে সানন্দে স্বীকার॥
সন্ধ্যা এল গেল তার পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ।
কুতুহল ব্রাহ্মদল ধরিল সঙ্গীত॥
গীতখানি নাহি জানি মর্ম এই তার।
পাপী মোরা পিতা তুমি করহ উদ্ধার॥
একসঙ্গে উচ্চরোলে এই গীত গায়।
শুনিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধবৎ রায়॥
ছাড়িতে না চায় গীত গায় বারবার।
তখন শ্রীপ্রভুদেব করিয়া চীৎকার॥
সন্নিকটে গিয়া ছুটে রুষ্ট ভাষে কন।
কেন পাপী পাপী সদা কর উচ্চারণ॥
পাপী কেবা পাপী পাপী কহ কি কারণে।
এ ঠাঁই ছাড়িয়া যাও গাও অন্য স্থানে॥
ঈশ্বরের নামে ধর বিশ্বাস অটল।
তাঁহার অপেক্ষা তাঁর শ্রীনামের বল॥
পাপ কি বন্ধন কিছু থাকিতে না পারে।
বারেক যে ডাকে নাম জনম-ভিতরে॥
ঈশ্বরে দয়াল গুণ করিলে আরোপ।
তাহাতেও দেখিয়াছি শ্রীপ্রভুর কোপ॥
অবধান কর কথা শুন বিবরণ।
একদিন পুরীমধ্যে শিখসৈন্যগণ॥
মা কালীর শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রভুর কাছে।
কহিল ঈশ্বর সম কে দয়াল আছে॥
ধন ধান্য ফল ফুলে অবনী এমন।
ক্ষিতি জল বহ্নি আদি আকাশ পবন॥
দিয়াছেন ভগবান নিজ দয়া-গুণে।
একমাত্র আমাদের ভোগের কারণে॥
এত শুনি গুণমণি করিলা উত্তর।
কি কহ দয়াল বড় পরম ঈশ্বর॥
লালন-পালন-হেতু আপন ছাবালে।
প্রয়োজনমত ভোজ্যদ্রব্য আদি দিলে॥
তাহাতে কি আছে দয়া কর্তব্য পিতার।
পালিবে কি অন্য জনে তাঁর পরিবার॥

তাঁহার নিজের ভার লালনপালনে।
আমরা ছাবাল মাত্র যত জীবগণে॥
মোরা ঈশ্বরের তিনি মোদের ঈশ্বর।
নৈকট্য-সম্বন্ধ নাহি তিলেক অন্তর॥
হেন আত্মীয়তা-ভাব ঈশ্বরের সনে।
প্রভু অবতার শিক্ষা দিলা জীবগণে॥
পিতা অপরাধ নাহি লন ছাবালের।
তবে কেন পাপকথা পাপ বা কিসের॥
বালকে পালন করা কর্তব্য পিতার।
কর্তব্য-পালনে তবে দয়া কিবা তাঁর॥
বারেবারে বলিলেন প্রভু গুণমণি।
প্রারব্ধ যাহারে কয় অতি সত্য মানি॥
যদ্যপিহ সদা সঙ্গে রন ভগবান।
তথাপি নাহিক কর্মফলের এড়ান॥
কর্মফল ভক্তকেও কখন না বাছে।
ধরিলেই দেহখানি দুঃখ-সুখ আছে।
জাজ্বল্য প্রমাণ-কথা শুন কালুবীর।
কৃপামাত্র বরপুত্র নিজে ঈশ্বরীর॥
তবু তাঁর কারাবাস হৈল কালক্রমে।
বুকে পাষাণের চাপ কর্মফলগুণে॥
সিংহলে মশানে দেখ খুল্লনানন্দন।
কর্মফল অনিবার্য না হয় খণ্ডন॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজে।
সাক্ষাৎ দেবকীদেবী দেখিলেন নিজে॥
জগতের নাথ কৃষ্ণ তাঁহার জননী।
কর্মফলে কারাবাস অদ্ভুত কাহিনী॥
মধুর উপমা প্রভু দিলা এইখানে।
কানার তুলনা কানা গেল গঙ্গাস্নানে॥
পতিতপাবনী-স্পর্শে পাপ-বিমোচন।
কিন্তু কানা চক্ষু তার রহিল তেমন॥
যতই না সুখ-দুঃখ ভক্তজনে পায়।
ভক্তির ঐশ্বর্য-জ্ঞান কভু না হারায়॥
ঈশ্বরে বিশ্বাসসহ জ্ঞান-দীপ্তি হৃদে।
অটল হইয়া রয় সম্পদে বিপদে॥

সতত চৈতন্যবান পাণ্ডুপুত্রগণে।
কিবা রাজ্যভোগে কিবা নির্বাসন বনে॥
জীবের বিষয়াসক্তি যত হয় ইতি।
ততই তাহার বাড়ে ঈশ্বরেতে মতি॥
কৃষ্ণের নিকটে রাই যত আগুয়ান।
ততই তাঁহার নাকে কৃষ্ণের আঘ্রাণ॥
যে যত সান্নিধ্যে যায় তার তত ঋদ্ধি।
মনোহর কি সুন্দর ভাবভক্তি বৃদ্ধি॥
যেমন জুয়ার ভাটা উভয়েই খেলে।
সিন্ধুর সম্মুখবর্তী তটিনীর জলে॥
জুয়ার ভাটায় ভক্ত হাসে কাঁদে গায়।
কখন জলের তলে ডুব দিয়া যায়॥
কখন উপরিভাগে করে সন্তরণ।
কখন সিন্ধুর সঙ্গে বিলাসাস্বাদন॥

ভক্তের জুয়ার ভাটা গিয়ানীর নয়।
গিয়ানীতে একটানা দিবানিশি রয়॥
ব্রহ্মজ্ঞানে একটানা পোঁ ধরিয়া যায়।
সাকারবাদীরা রাগ-রাগিণী বাজায়॥
একটানা কি প্রকার শুন বিবরণ।
জ্ঞানী কহে সৃষ্টি গোটা স্বপ্নবৎ ভ্রম॥
সচ্চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্মনামে যিনি।
সর্বদা স্বরূপে নিজে অবস্থিত তিনি॥
বেদান্তের সারমর্ম দুর্বোধ্যাতিশয়।
রাজর্ষি মহর্ষি যোগী তপস্বিনিচয়॥
প্রণিধানে বহ্বায়াস কঠোর সাধনা।
যুগযুগান্তর রত কষ্ট-ব্রত নানা॥
নির্জনে নৈমিষারণ্যে মত্ত জল্পনায়।
সেই কথা আজি খুলে কন প্রভুরায়॥
সরল উপমাসহ মিঠে গ্রাম্যভাষা।
গল্পচ্ছলে শুন এক গ্রামে ছিল চাষা॥
মেঠ বটে মাঠে খাটে আটপিঠে চাষে।
পরম ধার্মিক জ্ঞানী সবে ভালবাসে॥
অপুত্রক ছিল কিন্তু কালে এইবার।
বয়স অতীতে পরে হইল কুমার॥
হারু নাম দিল তার নামের সময়।
মা বাপের উভয়ের প্রিয় অতিশয়॥
দৈবের ঘটনা তেঁহ একদিন ক্ষেতে।
জনেক আসিল তথা সমাচার দিতে॥
ওলাউঠাগ্রস্ত হারু জীবনসংশয়।
শুনিয়া আসিল ত্বরা আপন আলয়॥
চিকিৎসার নাহি ত্রুটি যত্নসহকারে।
বিফল সকল গেল বাছাধন মরে॥
পরিবারবর্গে সবে শোকেতে অধীর।
চাষার নয়নে নাহি একবিন্দু নীর॥
বরঞ্চ সান্ত্বনা করে শোকাকুল জনে।
কর্মহেতু চলে মাঠে তার পর দিনে॥
ক্ষেতের যতেক কর্ম করি সমাপন।
ঘরেতে আসিয়া দেখে কাঁদে সর্বজন॥
চাষা কিন্তু আছে খাসা চিন্তা শোক দূর।
গৃহিণী কহিল তারে তুমি কি নিঠুর॥
সবে ধন নীলমণি হারু ছেড়ে গেল।
একবিন্দু আঁখিবারি চক্ষে না পড়িল॥
এত শুনি গৃহিণীকে করিল উত্তর।
নামে মাত্র জেতে চাষা জ্ঞানে জ্ঞানিবর॥
শুন শুন কেন তবে করি না রোদন।
গত রাত্রিকালে এক দেখেছি স্বপন॥
যেন হইয়াছি আমি রাজা কোন স্থলে।
মহাসুখে কাটে কাল কোলে আট ছেলে॥
এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল মোর।
জাগিয়া হয়েছি এবে চিন্তায় বিভোর॥
কি মোর কর্তব্য কিছু বুঝিতে না পারি।
হারুর কি এ আটের জন্য শোক করি॥
চাষার অদ্বৈতজ্ঞান ষোল আনা পাকা।
বুঝে নিত্য সত্য সেই পরমাত্মা একা॥
অপর যা দেখি স্বপ্নে সুপ্তে জাগরণে।
সকল অলীক মিথ্যা সত্য কয় ভ্রমে॥

কহিতে কহিতে তত্ত্ব কথায় কথায়।
মায়াবাদে উপনীত হইলেন রায়॥

বিধিমতে এইখানে কহেন গোসাঁই।
আমার সকল গ্রাহ্য বাদ কিছু নাই॥
যেমন তুরীয় গ্রাহ্য এক ব্রহ্মে লীন।
তেমতি জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি তিন॥
ব্রহ্ম যেন সত্যবোধ তেন মায়া তাঁর।
জীব ও জগৎ দুই স্বীকার্য আমার॥
জীব ও জগৎ-যুক্ত ব্রহ্ম একজন।
দুয়ে দিলে বাদ কমে ব্রহ্মের ওজন॥
বেলের মতন ব্রহ্ম ধর উপমায়।
শস্য বীচ আঠা আর খোসা আছে তায়॥
শস্য রাখি অন্য সবে করিলে বর্জন।
বেলের নাহিক মিলে প্রকৃত ওজন॥
মায়াশক্তি-বলে জীবজগৎ উদ্ভব।
নিত্য লীলা উভয়েই একের বৈভব॥
বুঝাইতে মায়াতত্ত্ব কন তুলা দিয়ে।
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি অভেদ উভয়ে॥
উপমায় জ্যোতিঃসহ মণি যেইরূপ।
সেইমত শক্তিসহ ব্রহ্মের স্বরূপ॥
ভাবিলেই মণিখানি জ্যোতিঃ আছে তায়।
উপলব্ধি হয় মণি জ্যোতির প্রভায়॥
পুনরায় জ্যোতিঃ যেথা মণি বিদ্যমান।
ছাড়াছাড়ি নাহি দুয়ে একের সমান॥
দোঁহে দোঁহা বিদ্যমান অবিচ্ছিন্নভাবে।
ব্রহ্মের ওজন যায় সৃষ্টির অভাবে॥
একাকী সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় তিনি।
শক্তি-ভেদে আখ্যা-ভেদ নানা নামে জানি॥
বিশেষিয়া কন প্রভু শক্তির বাখানে।
সৃষ্টিস্থিতিলয় যেথা শক্তি সেইখানে॥
যেই বলে চলে কর্মশক্তি বলি তারে।
শক্তির বিচিত্র খেলা সৃষ্টি চরাচরে॥
লীলাস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি নামে কয়।
শক্তিই সচ্চিদানন্দ আর কেহ নয়॥
উপমা ধরিলে তত্ত্ব হইবে সরল।
মনে কর পূর্ণব্রহ্ম ঠিক যেন জল॥

যদি সেই জলমধ্যে হয় সমুত্থিত।
ভীষণ তরঙ্গমালা বিম্বসমন্বিত॥
জলেতে তরঙ্গবিম্ব উঠে যে সকল।
অপর কিছুই নয় সেই এক জল॥
শক্তির প্রভেদে মাত্র বিবিধ আকার।
কাহার তরঙ্গ নাম বুদ্বুদ কাহার॥
আকারে নামেতে মাত্র বিভিন্ন কেবল।
বস্তুগত সকলেই সেই এক জল॥
স্বরাটে বিরাটে নিত্যে সাকার লীলায়।
তিনিই একক মাত্র বুঝ মহাদায়॥
নিত্য থেকে কত লীলা উঠে চিদাকাশে।
ইচ্ছামত করি কর্ম পুনঃ তায় মিশে॥
প্রভুর উপমা চিৎসাগর যেমন।
তাহে যদি গুরু-বস্তু হয় নিপতন॥
তখনি তরঙ্গ তুলে নাহি দেরি আর।
কায়াবৃদ্ধিসহ সিন্ধু-সলিলে বিস্তার॥
তরঙ্গের যদবধি সত্তা রহে জলে।
ইহাকেই নিত্য থেকে লীলান্তর বলে॥
পুনশ্চ তরঙ্গ যবে জলে হয় লয়।
তখন তাহাকে লীলা-থেকে-নিত্যে কয়॥
মায়ালীলা বাদ-দেয়া জ্ঞানীদের আছে।
ভক্ত লয় উভয়েই অন্যে নাহি বাছে॥
ঠিক ঠিক ভক্ত যেবা তাহার লক্ষণ।
বেদান্তবিচারে কভু নাহি টলে মন॥
স্বপ্নবৎ মিথ্যা মায়া সাব্যস্ত বিচারে।
হাজার শুনাও তবু ফিরে আসে ঘরে॥
জ্ঞান-বিচারেতে যদি ভক্তি প্রেম কমে।
দুনো গুণে বেগে পুনঃ আসে কালক্রমে॥
পরে অবতারবাদ কন ধীরে ধীরে।
পীযূষপূরিত ভাব শুনে প্রাণ হরে॥
চৌদ্দপুয়া নরাধারে অখিলের পতি।
থলির ভিতর যেন ঐরাবত হাতী॥
জীবের বুদ্ধিতে লাগে অসম্ভব কাণ্ড।
কেন না অত্যন্ত ক্ষুদ্র ধারণার ভাণ্ড॥

বৃহতে অবোধ্য যেন পরম ঈশ্বর।
তেমতি অবোধ্য তিনি অণুর ভিতর॥
নরাধারে ঐশ্বর্যাদি সমভাবে রাজে।
বৃক্ষের সম্পত্তি যেন অতি ক্ষুদ্র বীজে॥
অসীম অনন্ত সত্য অদ্বিতীয় তিনি।
পরমেশ পরাৎপর অখিলের স্বামী॥
কিন্তু যদি ইচ্ছা তাঁর হয় মনে মনে।
অবতারবেশে এই মর্ত্যে আগমনে॥
সংশয়-সন্দেহশূন্য বুঝিবে বারতা।
আসিতে পারেন হেন ধরেন ক্ষমতা॥
আসিতে পারেন আর আসেন ধরায়।
মানুষের মত বেশে ধীর নর-কায়॥
সঙ্গে ল'য়ে আপনার সারবস্তু সব।
মহৈশ্বর্য শক্তি আদি যাবৎ বৈভব॥
অবতারে হন তিনি মানব-আকার।
উপমা সহিত তাহা নহে বুঝিবার॥
তিনিই তাঁহার মাত্র উপমার স্থল।
অনুভব-প্রত্যক্ষের বিষয় কেবল॥
উপমায় কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র মিলে।
দুগ্ধবতী গাভী গরু তুলা এই স্থলে॥
যে অংশ গাভীর তুমি কর পরশন।
লেজ খুর শৃঙ্গ কিবা সেইখানে মন॥
ইহা অতি সত্য কথা মনে জানা স্থির।
অঙ্গাংশে পরশ হয় পরশ গাভীর॥
সেই মত অনন্তের সার বস্তু রহে।
সীমাবদ্ধ চৌদ্দপুয়া অবতারদেহে॥
করুণায় নরমূর্তি বিভু ভক্তিবশ।
অবতারস্পর্শে হয় অনন্তে পরশ॥
গাভীর সারাংশ দুধ অতিশয় মিঠে।
লেজে খুরে নাহি মিলে মিলে মাত্র বাঁটে॥
সেই মত ঈশ্বরের ভক্তি-প্রেম সার।
অন্যত্রে না মিলে মিলে যেথা অবতার॥
সেই হেতু পূর্ণব্রহ্ম বিভু সনাতন।
ইচ্ছাময় শিবময় পতিত-পাবন॥
ধারণ করিয়া দেহ আসেন ধরায়।
ভক্তিহীন জ্ঞানহীন জীবের শিক্ষায়॥
আগুনের সত্তা বটে আছে সব ঠাঁই।
বেশী যেন কাঠে হেন অন্যত্রেতে নাই॥
সেইমত ঈশ-তত্ত্ব যত অবতারে।
এতেক কিসেও নাই সৃষ্টির ভিতরে॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব কিবা বিবরণ তাঁর।
যদ্যপি কাহার হয় ইচ্ছা জানিবার॥
সে যেমন অন্বেষণ সযতনে করে।
অন্যত্রেতে নয় মাত্র মনুষ্য-আধারে॥
নরবপু-অবতারে শক্তি বেশী রয়।
কভু কভু পূর্ণভাবে তিল কম নয়॥
এত বলি কন প্রভু অখিলের রাজ।
অবতারে কি লক্ষণ করয়ে বিরাজ॥
আধারে উর্জিতা ভক্তি বিকশিত পায়।
প্রেমভক্তি উভয়ের বন্যা বয়ে যায়॥
দিবা কিবা বিভাবরী প্রেমেতে বিহ্বল
ভাবেভরা মাতোয়ারা যেমন পাগল॥
সর্বশক্তিমান বিভু পরম-ঈশ্বর।
অক্ষম ধরিতে তেঁহ নরকলেবর॥
এমত কহিলে বড় কথা হয় আন।
সীমাবদ্ধ শক্তি নহে সর্বশক্তিমান॥
কাজেই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গল।
সাধু-মহাত্মার বাক্যে বিশ্বাস কেবল॥
পুরাণাদি ভক্তিগ্রন্থ শ্রদ্ধাসহকারে।
শ্রবণ-কীর্তন-কর্ম সরল অন্তরে॥
হীন হেয় কূটবুদ্ধি বিষম কপটী।
মারপেঁচে সুকৌশল পেটে মুখে দুটি॥
ধনমানবিদ্যামদে যেন ভিজা শোলা।
পদে পদে সংশয় সন্দেহ মনে মলা॥
পাটোয়ারী বিষয়-বুদ্ধিতে সুপণ্ডিত।
হেন জনে সরলতা রহে না নিশ্চিত॥
সরলতাবিহনে বিশ্বাস নাহি হয়।
সেই ভক্তি যার নাম বিশ্বাস প্রত্যয়॥

সরলতা কহে কারে তাহার লক্ষণ।
উপমা ধরিয়া দেখ বালক যেমন॥
শিশুসম সরলতা যে আধারে থাকে।
কৃপানিদানের কৃপা অধিক তাহাকে॥
ঈশ্বর প্রত্যক্ষ প্রাপ্য দৃঢ় জ্ঞান সহ।
অনুরাগভরে তাঁরে খুঁজে যদি কেহ॥
হোক অবতারবাদী কিংবা বিপরীত।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তাঁর সময়ে নিশ্চিত॥
নিরাকার সাকার সে এক ভগবান।
রুচি-অভিমত পথে করহ পয়ান॥
পরিণামে এক বস্তু এক ফল জুটে।
যে দিকে সন্দেশ খাও সেই দিকে মিঠে॥
সাকার ও নিরাকার দোঁহে সমতুল।
লাভের উপায় এক অনুরাগ মূল॥
সর্ববিধভাবযুক্ত অখিলের পতি।
ঈশ্বরীয় অবস্থার নাহি হয় ইতি॥
অটল অচলবৎ আপনার ভাবে।
অনুরাগবেগে যেবা সিন্ধুনীরে ডুবে॥
দুর্লভ মানিক রত্ন লাভ হয় তার।
জলের উপরিভাগে বিফল সাঁতার॥

ঈশ্বরের সাধনায় সাধনা-বিধান।
পূজা জপ ধ্যান আর নাম গুণগান॥
বিনা কর্মে নাহি ফল কর্মের জীবনে।
কর কর্ম ভগবানলাভের কারণে॥
সিদ্ধি সিদ্ধি বলিয়া তুলিলে উচ্চ ভাষা।
কোথায় কাহার কভু হইয়াছে নেশা॥
আনিয়া সিদ্ধির পাতা বাটিয়া তাহারে।
পানীয় প্রস্তুতে যদি উদরস্থ করে॥
তখন তাহাতে নেশা হয় সুনিশ্চিত।
অনুরাগ-নেশা হেতু সাধনা বিহিত॥
সাধনার স্থান বিধি অতি নিরজনে।
জন-মানবেতে যেন কেহ নাহি জানে॥
যুক্তিযুক্ত বেড়া বাঁধা কচি চারাগাছে।
কারণ পশুতে তাহে নষ্ট করে পাছে॥
কালে যবে মোটা বৃক্ষ গুঁড়ি কাণ্ড ভারি।
তখন বাঁধিলে তাহে মদমত্ত করী॥
হেলায় আটক রাখে অনিষ্ট বিহনে।
তেন ধারা যাবতীয় সাধকের গণে॥
প্রথমে গোপনে কর্ম সমুচিত হয়।
যদবধি হরিপদে ভক্তি-লাভ নয়॥
বিশ্বাস বিমল ভক্তি-বলে বাঁধি ছাতি।
সংসারে প্রবেশে পরে নাহি কোন ক্ষতি॥
মনরূপ দুধে পাতি দধি নিরজনে।
মন্থন করিয়া জ্ঞান-ভক্তির মাখনে॥
ভাসাইয়া রাখ যদি সংসারের নীরে।
মিশিবে না ভাসিবেক তাহার উপরে॥
কিন্তু এই মন-দুধে দুধ অবস্থায়।
সংসারের জলে কেহ যদ্যপি ভাসায়॥
দুধে নাহি রহে দুধ যায় মিশাইয়া।
আপনার রূপগুণ বর্ণ হারাইয়া॥
সাধন-ভজনকর্মে যেবা শক্তিহীন।
সংসারের গুরুভারে দেহ জীর্ণ ক্ষীণ॥
তারে বিধি দিলা প্রভু দয়ার সাগর।
আম্মোক্তারনামা দিতে হরির উপর॥
অবিকল রীতি যথা বিড়ালশাবকে।
মিউ রবে রহে সেথা মা যেথায় রাখে॥
অন্যত্রে যাইতে কভু চেষ্টা নাহি তার।
যদ্যপি সেখানে হয় জীবন-সংহার॥
ভার সমর্পিয়া মায় করিলে বিশ্বাস।
নিশ্চয় সময়ে হয় পূর্ণ মন-আশ॥

আছয়ে ত্রিবিধ সিদ্ধ শুন সমাচার।
নিত্যসিদ্ধ কর্মসিদ্ধ কৃপাসিদ্ধ আর॥
নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত বেদবিধিছাড়া।
স্বভাবতঃ রাগাত্মিকা ভক্তি-প্রেমে ভরা॥
চিরভক্ত ঈশ্বরের অঙ্গেতে জনম।
উপমা পাতাল-ফোঁড়া শিবের মতন॥
কামিনী-কাঞ্চনে নাহি রাখয়ে পিরীতি।
স্বভাবতঃ তে-সবার মৌমাছির রীতি॥

ঈশ্বরের পদাম্বুজে ঘুরিয়া বেড়ান।
হরি-রস রূপ মধু শুধু করে পান॥
সাধ্য-সাধনায় সিদ্ধ যেবা ভাগ্যবান।
অপর শ্রেণীর তেঁহ কর্ম্মসিদ্ধ নাম॥
অনেক কষ্টের কর্ম্ম বহু শ্রম তায়।
ঘুরে ঘুরে নদী পার যেন বরিষায়॥
কৃপাসিদ্ধ যেই জন ধন্য কৃপাবল।
অনায়াসে ঘরে বসে খায় পাকা ফল॥
সাধন ভজন নাহি আবশ্যক তার।
যেথানেতে ঈশ্বরের কৃপার সঞ্চার॥
যেমন বিউনি হাতে নাহি প্রয়োজন।
বহে যদি সুশীতল মলয় পবন॥
বিবেক বিরাগ বিনা শাস্ত্র-আলোচনা।
সে কেবল অবিদ্যার মাত্র বিড়ম্বনা॥
হাজার থাকিলে শক্তি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা।
তাঁহাতে না দিলে ডুব নাহি পায় ধরা॥
শাস্ত্রেতে উল্লেখ মাত্র লাভের উপায়।
বিশেষ বুঝিয়া দেখ পত্র উপমায়॥
পত্রে লেখা পাঠাইতে সন্দেশ কাপড়।
পাঠান্তে পত্রের আর রহে না আদর॥
সারমর্ম্ম সন্দেশ কাপড় রাখি মনে।
পত্র ফেলে দিয়া যায় বস্তুর সন্ধানে॥
সন্ধান যে করে তাঁয় ব্যাকুল অন্তরে।
নিশ্চয় তাহায় তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়ে॥
যে কৃপার বলে মিলে হরিদরশন।
দরশন পরে রঙ্গে কথোপকথন॥
মনে কল্পনায় নহে প্রত্যক্ষ চাক্ষুষে।
তোমায় আমায় যেন এক ঠাঁই বসে॥
এত বলি খেদসহ কহিলেন রায়।
কারে বলি কেবা করে বিশ্বাস কথায়॥
সাধনা শাস্ত্রের সার প্রভুর বচন।
সন্তপ্ত চিত্তের সুখ-শান্তির আশ্রম॥
সাহস-ভরসাভরা অক্ষরে অক্ষরে।
দীন দুঃখী দুর্বলের ভবনদীপারে॥

আসক্তির কূপে মগ্ন যত জীবগণ।
দারা-পুত্র-ধন-মানে গত প্রাণমন॥
শুনিলে ত্যাগের কথা রোমাঞ্চিত কায়।
কানেতে অঙ্গুলি দিয়া ছুটিয়া পলায়॥
দয়ায় কাতর হিয়া প্রভু নারায়ণ।
পতিত-উদ্ধার-কাজে মর্ত্ত্যে আগমন॥
বিবিধ উপায় কৈলা বিবিধ বিধান।
যাহে জীব হরি-পথে হয় আগুয়ান॥
সন্নিধানে আসে যারা সময়-বিশেষে।
গেঁটে বেঁধে দেন রত্ন বারেক পরশে॥
যোগেশে মুনীশে যাহা বহ্বায়াসে পায়।
কাহার প্রাপ্তির আসে আয়ু কেটে যায়॥
মানের কাঙ্গালী গৃহী যারা আসে কাছে।
নমস্কার সর্বাগ্রে আসন-দান পিছে॥
সুমধুর সম্ভাষণে কুশল-জিজ্ঞাসা।
সবিশেষ পরিচয় কি কারণ আসা॥
হইলে মধ্যাহ্নকাল আহারের খোঁজ।
নানা দ্রব্য শ্রীমন্দিরে আসে রোজ রোজ॥
রসাল সুমিষ্ট ফল তাকে গাদা করা।
শিকায় মিষ্টির হাঁড়ি দিনেরেতে ভরা॥
সর্বানুপ্রবিষ্ট প্রভু সর্বভূতে বাস।
লৌকিকে কেবলমাত্র কথায় উল্লাস॥
সর্বজ্ঞত্বগুণে কিন্তু সব আছে জানা।
কে কি কোথা কেন কার কিরূপ বাসনা॥
যে রসে মজিবে মন যাহে পুষ্টিকর।
তারে দেন সেই রস রসের সাগর॥
যাহাতে যাহার রুচি তাই দিয়া তায়।
হরি পথে আকৃষ্ট করেন প্রভুরায়॥
নাহি যায় সংসারীর আসক্তি সংসারে।
অথচ মঙ্গল নাই যদি নাহি ছাড়ে॥
সেই হেতু সংসারীর মঙ্গল বিধায়ে।
কি বলিলা প্রভুদেব শুন মন দিয়ে॥
সাধনভজন পক্ষে সংসার-আশ্রম।
অতি নিরাপদ ঠাঁই কিল্লার মতন॥

কামিনীকাঞ্চন তথা আছে মূর্তিমান।
নিরাসক্তভাবে রবে সদা সাবধান॥
সবিচারে উভয়েরে করিলে ব্যাভার।
সাধন-সমরে করে মহা উপকার॥
প্রকৃত সংসারী যেবা তাহার লক্ষণ।
সংসারে কেবল দেহ হরিপদে মন॥
নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে সংসারের কাজ।
মনখানি হরিপদে করিবে বিরাজ॥
নির্লিপ্ত কেমনে হবে তাহার উপায়।
শুন কি বিধান তাহে দিলা প্রভুরায়॥
সংসারীর উপযুক্ত নিরজনে বাস।
অধিকন্তু বৎসরেক ন্যূনে এক মাস॥
ঈশ্বরচিন্তায় কালে রবে অবিরত।
প্রার্থনা করিবে তাঁয় হয়ে ব্যাকুলিত॥
মনে মনে জানাইয়ে পরম-ঈশ্বরে।
হে হরি আমার কেহ নাহি ত্রিসংসারে॥
যাহাদিগে বলি আমি আপনার জন।
তাহারা কেবল দিন দুয়ের মতন॥
তুমি হরি একমাত্র সর্বস্ব আমার।
বিষম সংসার-সিন্ধু পারের কাণ্ডার॥
পথহারা জনে দাও বলিয়া উপায়।
কেমন করিয়া আমি পাইব তোমায়॥
যত দিন সাবালক নহে পুত্রগণ।
তদবধি সমুচিত লালনপালন॥
পতিপ্রাণা রমণী যদ্যপি রহে তার।
ভরণপোষণে রবে বিহিত যোগাড়॥
ধর্ম-উপদেশ-শিক্ষা সর্বথা প্রকারে।
যত দিন রবে প্রাণ দেহের ভিতরে॥
সঞ্চয় রাখিবে কিছু তাহার কারণ।
তোমার বিগতে হবে ভরণপোষণ॥
কিন্তু যদি হয় তেঁহ অসতী-আচার।
রাখিতে হবে না কিছু ভবিষ্য যোগাড়॥
জ্ঞানী গৃহী জনে যোগ্য এই সব পালা।
জ্ঞানোন্মাদে খণ্ডে বটে পোষ্যভার-জ্বালা॥

গৃহীর কর্তব্য তবে হয় হস্তান্তর।
পোষ্যের পোষণে চিন্তা করেন ঈশ্বর॥
নাবালক রেখে যদি মরে জমিদার।
তখনি কোম্পানি লয় বালকের ভার॥
পাঠাইয়া অছি এক আপনার জন।
বালকে বিষয়ে করে রক্ষণাবেক্ষণ॥
জনক বশিষ্ঠ ব্যাস নির্লিপ্ত সংসারী।
দুই হাতে ঘুরাতেন দুই তরবারি॥
একখান জ্ঞান আর কর্ম একখান।
জ্ঞানহীন সংসারীতে জানে না সন্ধান॥
অস্ত্রশস্ত্রে অঙ্গরক্ষা জ্ঞানে আত্মা রাখে।
জ্ঞানী জনে ভগবানে চোখে চোখে দেখে॥
যতক্ষণ নহে জ্ঞান ততক্ষণ তিনি।
জ্ঞান-রত্ন-লাভে হয় সেই তিনি ইনি॥
সতত হৃদয়মধ্যে হরি-দরশন।
এই হয় ঠিক ঠিক জ্ঞানীর লক্ষণ॥
অপর লক্ষণ কিবা শুন পরিচয়।
দেহাত্মবুদ্ধির হয় একেবারে লয়॥
স্বতন্তর বোধ হয় দেহেতে আত্মায়।
শুষ্কজল খোড়ো নারিকেল উপমায়॥
শস্যের সঙ্গেতে মালা ভিন্ন হয় কালে।
খট্‌খট্ করে শব্দ হাতে নাড়া দিলে॥
আর এক তাহার তুলনা পরিপাটি।
দুই তিন বৎসরের শুষ্ক আম আঁঠি॥
দেহেতে আত্মায় যার ভিন্ন হয়ে যায়।
সে হয় জীবন-মুক্ত বেড়িয়ে বেড়ায়॥
জীবনমুক্তের দশা বুঝিয়ে নিশ্চিত।
দেহ-সুখে দুঃখে তেঁহ সম্বন্ধরহিত॥
জ্ঞানীর লক্ষণে আর শুনহ প্রমাণ।
যখন সে শুনে কানে ঈশ্বরের নাম॥
তখনি পুলক অঙ্গে চক্ষে বহে নীর।
নিজে হারা প্রাণে সারা রোমাঞ্চশরীর॥
আসক্তি গিয়াছে তাঁর কামিনীকাঞ্চনে।
মনোরথ সিদ্ধ পূর্ণ হরি-দরশনে॥

বিষয়ের রসে মন বিশুষ্ক যেথায়।
হরি-উদ্দীপনা তাঁর কথায় কথায়॥
উপমা ইহাতে এক অতি পরিপাটি।
যেমন বিশুষ্ক দিয়াশলায়ের কাঠি॥
ঘষিলেই একবার জ্বলে উঠে ভাল।
বিদূরিত তমোজাল ঠাঁই করে আলো॥
বিষয়ের আসক্তিতে আর্দ্র যেথা মন।
সে মনে না হয় কভু হরি উদ্দীপন॥
ভিজা মন শুকাইতে কেবল উপায়।
ব্যাকুল অন্তরে থালি ডাকা শ্যামা-মায়॥
মায়ে যদি হয় বোধ মায়ের মতন।
তিলেকে বিষয়-রসে শুষ্ক হয় মন॥
আসন্ন সময়ে যাহে মনে পড়ে মায়।
জীবের উচিত চিন্তা তাহার উপায়॥
অন্তিমে স্মরিয়া তাঁরে ছাড়ে যে জীবন।
পুনরায় নহে আর জঠরে জনম॥
ঈশ্বরের নামে পদে রাখিয়া বিশ্বাস।
উপায়ের হেতু নিত্য করিবে অভ্যাস॥
আচার্যগিরির কর্ম কঠিনাতিশয়।
মায়ের আদেশ-শক্তি বিনা নাহি হয়॥
সামান্য মানুষ গায়ে কিবা বল তার।
যাহাতে করিতে পারে জীবের উদ্ধার॥
উদ্ধার মুক্তির নাম বন্ধনে মোচন।
যাহাতে না হয় আর পুনশ্চ জনম॥
ভুবনমোহিনী মায়া যাঁর হাতে গড়া।
কাহার শকতি দেয় মুক্তি তিনি ছাড়া॥
একা সে সচ্চিদানন্দ গুরু কর্ণধার।
তাঁহার ইচ্ছায় মাত্র মায়ায় নিস্তার॥
সৎ-গুরু পায় যদি কোন ভাগ্যবান।
সত্বর উদ্ধার সর্ব পাশে পায় ত্রাণ॥
উপমায় ভেক যেন বেশী নাহি ডাকে।
বিষধর ভুজঙ্গমে ধরিলে তাহাকে॥
বিষহীন ঢোঁড়ায় ধরিলে কিন্তু তায়।
নিরন্তর ডাকে তেঁহ মর্ম-বেদনায়॥
নিরন্তর রব কেন শুন বিবরণ।
গিলিতে ছাড়িতে ঢোঁড়া উভয়ে অক্ষম॥
সেইমত সৎগুরু ধরেন যাহায়।
দুই তিন ডাকে তার অহংকার যায়॥
এই অহংকার মায়া ঘন-আবরণ।
লুকায়ে যে রাখে কৃষ্ণ মুরলী-বদন॥
যেবা পড়ে কাঁচা-গুরু-ঢোঁড়ার পাল্লায়।
ভবের বন্ধনে মুক্তি কখন না পায়॥
গুরু শিষ্য উভয়ের দারুণ যন্ত্রণা।
কানার কি হবে যদি নেতা হয় কানা॥
মায়া অহংকার কিবা ঘন-আবরণ।
বাখানিয়া এইখানে প্রভুদেব কন॥
মেঘে যেন ঢাকে সূর্যে জগতলোচনে।
মায়ায় লুকায়ে তেন রাখে ভগবানে॥
নিকটে ঈশ্বর জীব দেখিতে না পায়।
মায়া আবরিয়া রাখে তাঁহার মায়ায়॥
আড়াই হাতের দূরে রামচন্দ্র যান।
মায়া রূপা সীতাদেবী মধ্যে ব্যবধান॥
সেহেতু লক্ষ্মণ জীব দেখিতে না পায়।
দূর্বাদলশ্যাম রাম কাছে আগে যায়॥
ঈশ্বর সান্নিধ্যে কত ঈশ্বর কোথায়।
বিবিধমতে বাখানিয়া কন প্রভুরায়॥
জীব তো সচ্চিদানন্দ তাঁহার স্বরূপ।
মায়ার উপাধি-ভেদে ভুলিয়াছে রূপ॥
মায়া উপাধির ভেদে যত জীবগণ।
নানাভাবে নানারূপে বিভিন্ন রকম॥
মায়া অহংকারে ভিন্ন কি প্রকার সেটি।
জলের উপরিভাগে ঠিক যেন লাঠি॥
এক জল তাহে লাঠি ফেলার কারণ।
দুভাগে বিভক্ত জল হয় দরশন॥
হেথা লাঠি অহংকার উপাধি কেবল।
দেখিবে লইলে তুলে খালি এক জল॥
এই অহংকারোপাধি করিলে বর্জন।
তখনি তোমাতে হবে তব দরশন॥

গিয়ানে হইতে পারে অহংকারহীন।
কিন্তু সেই জ্ঞানলাভ বড়ই কঠিন॥
ধ্রুব নষ্ট অহংকার সমাধিস্থ জনে।
মন যবে সহস্রার সপ্তমের ভূমে॥
জীবে বদ্ধ যে আমি বা অহংকারে করে।
সে আমি বজ্জাত আমি কাঁচা বলি তারে॥
এই আমি ভবপাশে বন্ধনের গোড়া।
ইহারে না মারা যায় যোল আনা খাড়া॥
একান্ত যদ্যপি এই আমি নাহি মরে।
দাস আমি হয়ে রহ তাঁহার গোচরে॥
দাস আমি আমি বটে কিন্তু সেটি পাকা।
জলের উপরে নহে লাঠি মাত্র রেখা॥
প্রধান উদ্দেশ্য ইহা লইয়া জনম।
যে কোন উপায়ে করা হরি দরশন॥
হরিপুরে যাইবারে হরিদরশনে।
সহজ ভক্তির পথ হালের আইনে॥
দরশন যেন তেন ভক্তিতে না পায়।
প্রেমাভক্তি রাগভক্তি দরশনোপায়॥
প্রেমে অনুরাগে এই ভক্তির গঠন।
মনের প্রকৃতি সেথা প্রমত্ত বারণ॥
বারণ না মানে ধায় পরান বিহ্বল।
ছিন্ন করি জাতিকুলশীলের শিকল॥
মনে নাই আছে কিনা আছে দেহখানি।
কৃষ্ণের লাগিয়া যেন ব্রজের গোপিনী॥
আর এক আছে ভক্তি বৈধী নামে জানা।
ধর্ম যার থালি কর্ম ধ্যান-আরাধনা॥
বহুকাল জপপূজা কৈলে আচরণ।
ক্রমে ফুটে রাগাত্মিকা ভক্তিরত্নধন॥
শাস্ত্র-বিধি সব যায় রাগাত্মিকা এলে।
শুষ্ক পত্র তৃণ যেন উড়ায় ভিঁভুলে॥
কর্ম-বৃক্ষ-উৎপাটন সহ শক্ত গোড়া।
প্রেমিকের ভিন্ন গতি বেদবিধিছাড়া॥
বিশ্বগুরু কল্পতরু প্রভু গুণধাম।
প্রতি ধর্মপন্থিমাত্রে আশ্রয়ের স্থান॥

শাক্ত শৈব কর্তাভজা বহুল বহুল।
নবরসিকের মতে সাধক বাউল॥
পঞ্চনামে উপাসক বৈষ্ণবের দল।
রামাৎ সন্ন্যাসী সাধু অতিথিসকল॥
দ্বিবিধ বেদান্তবাদী জ্ঞানমার্গে যাঁরা।
শিখজাতি অবিহিত নানকপন্থীরা॥
ইদানীর ব্রহ্মজ্ঞানী নূতন ধরন।
দরবেশি আল্লাভজা জাতিতে যবন॥
আর আর বহুবিধ বাহুল্য বাখান।
রাজধর্ম-অবলম্বী ম্লেচ্ছ খ্রীষ্টিয়ান॥
সহস্র সহস্র কত ধর্মহীন জনা।
কোন্ মতে পথে যাবে জানে না ঠিকানা
এ ছাড়া গাছের পাখী প্রভুপদে মন।
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গগণ॥
সুবিখ্যাত শাস্ত্রবেত্তা দেশে সুবিদিত।
ইন্দেশের গৌরী ন্যায়ে পরম পণ্ডিত॥
ধীর একে তাহে সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধনে।
হীরকের খণ্ডে যেন মণ্ডিত কাঞ্চনে॥
নৈয়ায়িক নারায়ণ শাস্ত্রী গুণধর।
কাটিলা যে বহুকাল প্রভুর গোচর॥
চতুর্বেদ মূর্তিমতী ব্রাহ্মণী যে জন।
শ্রীপ্রভু করেন যবে সাধনভজন॥
হঠাৎ আসিয়া যেবা প্রভুর নিকটে।
গৌরাঙ্গাবতার প্রভু পুরীমধ্যে রটে॥
তোতাপুরী প্রভুদেবে দিলা যে সন্ন্যাস।
কাটাইলা পুরীমধ্যে একাদশ মাস॥
বর্ধমান-অধিপের সভার পণ্ডিত।
নানাশাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা খ্যাতি-সমন্বিত॥
নাম পদ্মলোচন ধীরেন্দ্র এক জনা।
প্রভু-দরশনে যাঁর সফল বাসনা॥
দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদান্তিক জন।
কাশীর মঠের তাঁর চেলা অগণন॥
শ্রীপ্রভুর সমাধিস্থ অবস্থা দেখিয়া।
বিস্ময়ে কহিলা যেবা আক্ষেপ করিয়া॥

শাস্ত্রপাঠিগণে করে ঘোলের ভক্ষণ।
মহাপুরুষেরা খান কেবল মাখন॥
মহাভক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি।
প্রভুরে দেখিয়া হৈলা বাক্যহারা যিনি॥
ব্রাহ্মভক্তচূড়ামণি কেশব সজ্জন।
গোপনে পূজিলা যেবা প্রভুর চরণ॥
দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন কোন্নগরে ঘর।
যে মাগিল পরাজয় প্রভুর গোচর॥
শ্যামাপদ ন্যায়রত্ন খ্যাত সাধারণে।
লুটাইলা যেবা মোর প্রভুর চরণে॥
কুঁচাকুলে খ্যাতনাম শ্রীরাম পণ্ডিত।
প্রভু ভগবান যাঁর ধারণা নিশ্চিত॥
এইসব ধীরবর্গ সাধু ভক্তগণে।
ঈশ্বরীয় তত্ত্বকথা কথোপকথনে॥
শ্রীবদনে যাবতীয় কহিলা গোসাঁই।
তার মধ্যে শাস্ত্র-গ্রন্থ কিছু বাদ নাই॥
সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে অদ্যাবধি যত।
যাবৎ ঘটনাবলী সকল কথিত॥
সরল ভাষায় আর সংক্ষেপ প্রকারে।
শিশু বালকেও যেন বুঝিবারে পারে॥
পরিহরি নিদ্রাহার জগতগোসাঁই।
কত যে কহিলা তার লেখাজোখা নাই॥
কষ্টসাধ্য নানাবিধ সাধনভজনে।
গিয়াছে গায়ের বল শারীরিক শ্রমে॥
শ্রীঅঙ্গের অস্থি-মাংস কোমল এমন।
ননীতে গঠিত যেন এতই নরম॥
এখন কেবল মাত্র রসনায় জোর।
হিত-উক্তি-উপদেশে সতত বিভোর॥
কহিতে কহিতে প্রভু অবসন্নপ্রায়।
ভাবাবেশে বলিতেন সম্বোধিয়া মায়॥
একা আমি কত কব না যায় কথনে।
শক্তি দেহ বিজয়ে গিরিশে আর রামে॥
আর আর ভক্তিমান দুই-এক-জন।
পুঁথিমধ্যে নামোল্লেখ তাঁদের বারণ॥

জীবহিতব্রত প্রভু মঙ্গলনিদান।
জীবের কল্যাণে কৈলা আপনারে দান॥
আপনারে দান কিসে শুন মন দিয়া।
সাধন ভজন সব জীবের লাগিয়া॥
সোধনায় ভগ্নস্বাস্থ্য শারীরিক বল।
দহেতে আছিলা মাত্র পরান কেবল॥
তাও এবে ওষ্ঠাগত রসনা-চালনে।
পরে একেবারে দান জীবের কল্যাণে॥
কহিতে দারুণ কথা বিদরে হৃদয়।
লীলাগীতি শুনে পরে পাবে পরিচয়॥
কণ্ঠই পঞ্চম ভূমি বেদের বচন।
যেই ঠাঁই অবস্থিতি কৈলে পরে মন॥
ঈশ্বরীয় তত্ত্বকথা একমাত্র স্ফুরে।
অবিরত দিবারাত্র রসনার দ্বারে॥
এই ঠাঁই শ্রীগোসাঁই অধিক সময়।
জীবে দিতে ঈশতত্ত্ব বহুবাক্যব্যয়॥
সেই হেতু শ্রীকণ্ঠের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে।
সামান্য বেদনাবোধ হইল এক্ষণে॥
পশ্চাতে ভীষণ হেন বলিবার নয়।
যাহার যাতনা কষ্টে পরানসংশয়॥
এতেক প্রভুর কষ্ট জীবের কারণে।
তবু না চাহিল জীব শ্রীচরণপানে॥
হায় প্রভু জীব নামে মোরা কিবা জীব।
দেখিয়া জীবের বুদ্ধি শাহিরায় জিব॥
জীবত্রাতা শিবময় তুমি সনাতন।
পাপতাপহারী হরি পতিত-পাবন॥
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু বিভু পরমেশ।
অজ্ঞানতিমিরনাশ বিশ্বগুরুবেশ॥
সচ্চিৎ-আনন্দময় মানবমূরতি।
পূর্ণব্রহ্ম লীলা-প্রিয় অগতির গতি॥
রতি মতি দিয়া পদে করুণানিদান।
অধমে শরণাপন্নে কর পরিত্রাণ॥
আরম্ভ হইল এই গলদেশে ব্যথা।
পরে কি হইল পাবে পশ্চাতে বারতা॥

রামকৃষ্ণ-লীলাকথা অমৃত-সমান।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে হয় পরম কল্যাণ॥
সংসারের সুখে দুঃখে পেতে দিয়া ছাতি।
একমনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥

ভক্তের ঠাকুর

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ বিশ্বগুরু যিনি।
জয় মাতা শ্যামাসুতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দোঁহাকার।
এ অধম পদ-রজ মাগে সবাকার॥

সুমধুর লীলাকথা অতি সুললিত।
অক্ষরে অক্ষরে তাহে বরষে অমৃত॥
নিশ্চিত শীতল প্রাণ শ্রবণ কীর্ত্তনে।
প্রেমভক্তি পায় স্ফূর্তি ভারতীর গুণে॥
আজ্ঞামত শ্রীপ্রভুর দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
যাইতে দক্ষিণেশ্বরে কৈলা আয়োজন॥
সঙ্গে ল'য়ে ভক্তিমতী সরলা গৃহিণী।
আর তাঁর পক্ককেশা বৃদ্ধক জননী॥
বিহারী মুখুজ্যে এক আপনার জন।
কৌল শাক্ত প্রভুপদে ভক্তি বিলক্ষণ॥
যার প্রতি দেবেন্দ্রের পড়ে কৃপা-কণা।
সেখানে নিশ্চয় হয় প্রভুর করুণা॥
স্বচক্ষে লীলার হাটে কৈনু দরশন।
প্রভু রাজি রাজি যেথা দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ॥
বিহারী গরীব বড় বাহারিতে ঘর।
অর্থ-উপার্জ্জনে আসে শহর-ভিতর॥
দৈবযোগে দেবেন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়।
সন্তানের সম গণি দিলেন আশ্রয়॥
পাত্র দেখি পুত্রাপেক্ষা করেন যতন।
চাকরি করিয়া দিলা মনের মতন॥

অর্থ-পরমার্থে দু'য়ে পূর্ণ অভিলাষ।
জনশ্রুতি কহে সৎসঙ্গে কাশীবাস॥
দেবেন্দ্রের কৃপায় তাহারে কৃপাবান।
ভক্তাধীন ভক্ত-প্রিয় প্রভু ভগবান॥
প্রভুদেব একদিন দেবেন্দ্রকে কন।
বিহারী প্রকৃত সিদ্ধ কৌল একজন॥
শুন দিনেকের কথা কহি তোরে মন।
সরস্বতী পূজা করে বিহারী ব্রাহ্মণ॥
প্রত্যক্ষ দর্শন মূর্তি মাটি দিয়া গড়া।
হেলে দুলে খেলে যেন জীবন্তের পারা॥
বিহারীর পূজা এত ভক্তি সহকারে।
চিন্ময়ীর আবির্ভাব মৃন্ময়-আধারে॥
সেই সে বিহারী আজি মহাভাগ্যবান।
দেবেন্দ্রের সঙ্গে প্রভু-দরশনে যান॥
বহু অগ্রে শুনেছেন দেবেন্দ্রের মাতা।
পুরীর মধ্যে তো আছে অনেক দেবতা॥
সেহেতু দেবতাদের পূজার কারণে।
গুড়ের বাতাসা কিছু আনাইলা কিনে॥
সেগুলি পুঁটুলিমধ্যে করিল বন্ধন।
এ বিষয়ে স্ত্রীজাতির ব্যবস্থা যেমন॥

ব্যাপার গোপনে রহে কেহ নাহি জানে।
দেবেন্দ্র মিষ্টান্ন লন প্রভুর কারণে॥
তরী-আরোহণে হয় গমন তথায়।
যেখানে বিরাজমান রামকৃষ্ণরায়॥
নিদাঘের কাল ইহা অতি ভয়ঙ্কর।
প্রচণ্ড মার্তণ্ড জ্বলে মাথার উপর॥
আড়াই প্রহর বেলা গগনে এখন।
ছোট খাটে উপবিষ্ট প্রভু নারায়ণ॥
একে একে প্রণাম করিলা সবে তাঁয়।
বুড়ী খালি শ্রীপ্রভুর মুখপানে চায়॥
বাৎসল্য উদয় হৈল প্রভুর উপরে।
অকল্যাণ হবে তাই প্রণমিতে নারে॥
অন্তর বুঝিয়া তবে উঠিয়া ত্বরিতে।
বালকের মত প্রভু ধরিলেন হাতে॥
মাতৃবৎ সম্ভাষণ করিয়া তাঁহায়।
বুড়ীরে বসান প্রভু নিজের খট্টায়॥
শিশুসম এক পাশে আপনি বসিয়ে।
কথোপকথন কত যেন মায়ে পোয়ে॥
বুড়ীর আনন্দ এত নাহি লেখাজোখা।
বাতাসার পুঁটুলি বগলে রাখে ঢাকা॥
বগলে পুঁটুলি আছে মোটে নাই মনে।
ঘন ঘন চান খালি শ্রীমুখের পানে॥
শিশুসম ভাষে প্রভু কহেন তখন।
বাতাসা খাইতে মোর হয় বড় মন॥
নানা দ্রব্য মন্দিরেতে সাধ নহে তায়।
বাসনা হইল মাত্র গুড়ে বাতাসায়॥
দেবেন্দ্র দিলেন মূল্য বিহারীর হাতে।
আলমবাজারে গিয়া বাতাসা আনিতে॥
সন্নিকটে দোকান নাহিক তথাকার।
সিকিক্রোশ দূর এই আলমবাজার॥
উর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতপদে চলিল বিহারী।
বাতাসার জন্য প্রভু ব্যাকুলিত ভারি॥
বাতাসা বাতাসা প্রভু ক্ষণে ক্ষণে কন।
অবিকল অল্পবয়ঃ শিশুর মতন॥

মায়ের নিকটে যেন অতি শিশু ছেলে।
দ্রব্যের কারণে টানে ধরিয়া আঁচলে॥
ঠিক তেন প্রভুদেব করি আলিগুলি।
বাহির করিলা ঢাকা বুড়ীর পুঁটুলি॥
তাড়াতড়ি খুলিয়া দেখেন প্রভুরায়।
যা খুঁজেন সেই দ্রব্য বাঁধা আছে তায়॥
আনন্দের সীমা নাই দেন শ্রীবদনে।
দেবেন্দ্র কহেন তুমি বলিলে না কেনে॥
সুন্দর বাতাসা হেথা তোমাদের কাছে।
বিহারীকে অত দূর পাঠাইলে মিছে॥
কৃপা করি কহ প্রভু তত্ত্ব সুবিশেষে।
গুড়ের বাতাসা এত মিঠে হৈল কিসে॥
শ্রীমন্দিরে নানা দ্রব্য পাত্রে পাত্রে ভরা।
টাকা-সের সন্দেশ পান্তুয়া ছানাবড়া॥
চন্দ্রপুলি ক্ষীরপুলি মনোহরা গজা।
বর্ধমেনে সীতাভোগ মতিচুর তাজা॥
রকমারি ফল-মূল সহজে না মিলে।
গুড়ের বাতাসা মিষ্ট এ সকল ফেলে॥
কি দ্রব্য মিশান ছিল বাতাসা-ভিতর।
অণুকণা দেহ তার দয়ার সাগর॥
বড়ই দারুণ দুঃখ রৈল মনে মনে।
মম স্পর্শ ভোজ্য নাহি উঠিল বদনে॥
অন্য কোন বস্তু প্রভু নাহি প্রয়োজন।
বিনা তব সেবা-ভক্তি সেবার কারণ॥
দেহ যার না লাগিল তোমার সেবনে।
মিছার জনম তার কি ছার জীবনে॥
মহা ভাগ্যবান এই দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
প্রভুর কৃপায় কত দিব্য দরশন॥
ভাবানন্দে মগ্ন মন রহে নিরন্তর।
সংসারে থাকিতে লাগে গায়ে যেন জ্বর॥
পরিহরি গৃহবাস সন্ন্যাস-কামনা।
তাহায় শ্রীরায় দেন বারংবার হানা॥
দিনেকে দারুণ খেদ মর্ম্ম দুঃখযুত।
দণ্ডবৎ লম্বমান শ্রীপদে পতিত॥

করদ্বয়ে পদদ্বয় করিয়া ধারণ।
আর্তনাদে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদেন ব্রাহ্মণ॥
ভক্তের অন্তর বুঝি প্রভু ভগবান।
আপনার ভাবে তবে ধরিলেন গান॥
ভাবে রসে গীতখানি সুন্দর কেমন।
যেমন অবস্থাগত তাহার মতন॥

গীত

কেন নদে ছেড়ে সোনার গোউর দণ্ডধারী হবি।
ও তোর ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া তার দশায় কি করবি॥
একে বিশ্বরূপের শোকে শক্তিশেল রয়েছে বুকে।
তুইও কি অভাগী মাকে অকুলে ডুবাবি॥

উঠাইয়া শ্রীদেবেন্দ্রে বিশ্বগুরু কন।
শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের যত ভক্তগণ॥
কোন অংশে নহে কম সন্ন্যাসীর চেয়ে।
বলিতেছি রহ ঘরে কি কাজ ছাড়িয়ে॥
মহামন্ত্ররূপবাক্য সান্ত্বনা প্রভুর।
শুনিয়া সুস্থিরচিত্ত দেবেন্দ্র ঠাকুর॥
এহেন ভক্তের পদে মম নিবেদন।
কৃপা কর ছুটে যেন সংসার-বন্ধন॥
কি সুন্দর ভক্ত সব এবার লীলায়।
চরিত-শ্রবণে ভক্তি হয় প্রভুরায়॥
শুন কই আর এক ভক্তের কাহিনী।
শ্রীমনোমোহন মিত্র তাঁহার জননী॥
এখন বিধবাবস্থা পতি দেহছাড়া।
পতিপ্রাণা সতীদেবী পাগলের পারা॥
রুক্ষ কেশ রুক্ষ বেশ দেহে অযতন।
জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে কেবল জীবন॥
আহারে আচারে ঠিক ঠিক সন্ন্যাসিনী।
এহেন অবস্থাপ্রাপ্ত স্বভাবতঃ তিনি॥
লৌকিক শাস্ত্রিক বিধি করিতে পালন।
বাধ্য যেন হয় অঙ্গে কিন্তু নাহি মন॥
এখানে তেমন নয় শুন সমাচার।
ভক্তের করমকাণ্ড শাস্ত্রবিধিপার॥
স্বভাবতঃ হয় কর্ম স্বভাবের বশে।
বুঝিতে না পারে ভাব অভাগা মানুষে॥
পতিভক্তি-অলঙ্কার বিভূষিত গায়।
কঠোর আচার মহাত্যাগিনীর ন্যায়॥
কিন্তু না তিয়াগ কৈলা দিনেকের তরে।
সুবর্ণ-বলয় আর শাড়ি লালপেড়ে॥
বিপরীত রীতি ইহা হিন্দু বিধবার।
বিধবা হইলে পরা শাড়ি অলঙ্কার॥
তাই প্রতিবাসিনীরা করে কানাকানি।
কি ধারা ধরিল দেহে মিত্রের জননী॥
প্রবল নিজের ভাব অন্তরেতে বয়।
কখন কাহারো বাক্যে কর্ণপাত নয়॥
একদিন শ্রীমন্দিরে প্রভুদরশনে।
সমাগতা মিত্র মাতা কন্যাগণ সনে॥
সেই সঙ্গে আসিয়াছে প্রতিবাসিনীরা।
তাঁহার আচারে করে দোষারোপ যারা॥
কথার প্রসঙ্গে কথা কন গুণমণি।
স্ত্রীজাতির ধর্ম কিবা তাহার কাহিনী॥
প্রাণপণে পতিসেবা ধর্ম স্ত্রীজাতির।
আজীবন পতি-পদে মতি রবে স্থির॥
এ নহে আমার কথা শাস্ত্রের বাখান।
সতীর পতিতে পঞ্চভাব বিদ্যমান॥
সধবা বিধবা এই দুই অবস্থায়।
সমভাবে রবে সতী পতির চিন্তায়॥
পতির দেহান্তে সতী বুঝে স্থিরতর।
আছিল নশ্বর পতি এখন অমর॥
এত বলি বিশেষিয়া কন ভগবান।
কোন এক রাজরানী তাঁহার আখ্যান॥
যতদিন সশরীরে ছিলেন রাজন।
পরিত না অঙ্গে রানী কোন আভরণ॥
সধবা লক্ষণ-রক্ষা পতির মঙ্গল।
সেহেতু দু-খানি রুলি দু-হাতে কেবল॥
বিধবা হইলে পরে শুন পরিচয়।
তিয়াগিয়া রুলি পরে সুবর্ণ-বলয়॥

কারণ জিজ্ঞাসা তাঁরে করে কোন জন।
বৈধব্য-দশায় কেন স্বর্ণ আভরণ॥
উত্তর করিল তারে রানী ভক্তিমতী।
সশরীরে নশ্বর ছিলেন মম পতি॥
এখন ত্যজিয়া ভূতময় কলেবর।
নিজরূপে অবস্থিত অজর অমর॥
এত কহি অঙ্গুলিনির্দেশে গুণমণি।
দেখাইয়া দিলা যেথা মিত্রের জননী॥
অতিশয় উচ্চভাব সুন্দর কেমন।
রানীর অন্তরে যেন ইহারও তেমন॥
যেমন শ্রীপ্রভু সঙ্গে তেন ভক্তমালা।
মনোহর শুন মন রামকৃষ্ণলীলা॥
আর দিনেকের কথা শুন বিবরণ।
মিত্র জননীকে প্রভু কৈলা নিমন্ত্রণ॥
প্রসাদ পাইতে হেথা প্রভুর মন্দিরে।
নন্দন নন্দিনী যত সব সমিভ্যারে॥
মিত্রের জননী মহা সৌভাগ্য গণিয়ে।
যথাদিনে উপনীত পুত্রকন্যা ল'য়ে॥
আনন্দের সীমা নাই প্রভুর অন্তরে।
নেহারিয়া একত্তর ভক্ত-পরিবারে॥
একসঙ্গে বসাইয়া ভোজনকালীনে।
খাওয়াইতে দিয়া ভার যথাযোগ্য জনে॥
নিজের ভোজন-ঠাই কিঞ্চিৎ অন্তর।
দেওয়ালের ব্যবধান মন্দির-ভিতর॥
প্রভুর কি হৈল ভাব ভোজনের কালে।
থালায় মাছের মুড়া লইলেন তুলে॥
সত্বর ফেলিয়া তাহা দিলা গুণমণি।
যে পাতে ভোজন করে মিত্রের জননী॥
মহাভাগ্যবতী তবে অসঙ্কোচ মন।
গোটা মুড়া সেইক্ষণে করিলা ভোজন॥
নন্দন পালটি পরে আসিলে ভবনে।
মায়ে জিজ্ঞাসিল মুড়া খাইলে কেমনে॥
শুনিয়া জননী সবে করিল উত্তর।
প্রসাদ না হয় কভু দ্রব্যের ভিতর॥
প্রসাদ প্রসাদ মাত্র প্রসাদ জিনিস।
ফল নয় মিষ্টি নয় না অন্ন আমিষ॥
প্রসাদের ব্যাখ্যা কিবা শুন শুন মন।
বুঝ যে করিলা ব্যাখ্যা সে জন কে জন॥
বেদবাক্যাধিক গুরু ভক্তে যাহা কয়।
প্রভুর বিরাজ-স্থান যাঁদের হৃদয়॥
শ্রীপ্রভুর ভক্ত-পদে রাখি রতি মতি।
শুন ভাগবত রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি॥
ভক্তের যাতনা দুঃখ লাগে ভগবানে।
বাহ্যিকে বাহ্যিকে নয় পরানে পরানে॥
প্রত্যক্ষ প্রমাণে লীলা শুন অতঃপর।
ভক্ত-ভগবানে নাই তিলেক অন্তর॥
গলায় বেদনা এই প্রথম প্রথম।
কোনদিন বাড়ে আর কোনদিন কম॥
একদিন বলিল গোলাপ ঠাকুরানী।
জনেক ডাক্তার আছে আমি তারে জানি
অতি বিচক্ষণ তেঁহ সর্বজনে রটে।
যেখানে জামাই বাড়ি তাহার নিকটে॥
সরল প্রভুর ধারা বালকের ন্যায়।
বলিলেন ভাল কালি যাইব তথায়॥
পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া গুণমণি।
সঙ্গে লাটু কালী ও গোলাপ ঠাকুরানী॥
চলিলেন শহরেতে তরী-আরোহণে।
গঙ্গার উপরে নানা কথোপকথনে॥
এই কালী কালীচন্দ্র বালক বয়েস।
মা-বাপ ছাড়িয়া রহে যেথা পরমেশ॥
প্রভুর সেবায় রত দিবস-যামিনী।
মার কাছে যেমন গোলাপ ঠাকুরানী॥
মহাভক্তিমতী এই ব্রাহ্মণের মেয়ে।
পুঁথিতে রহিল নাম 'ভক্ত-মা' বলিয়ে॥
ভক্তিতে অকুতোবল লজ্জা ঘৃণা নাই।
ঘর যেথা মাতা আর জগৎ-গোসাঁই॥
প্রভুর কৃপায় ভক্তি বিশ্বাসের জোরে।
আকারে প্রকৃতি কিন্তু পুরুষ আচারে॥

প্রথমে সংসারী যবে আছিলা নন্দিনী।
এখন স্বভাব ধারা যেন উদাসিনী॥
মায়ায় বিমুক্ত মন প্রভুপদে নাচে।
নির্ভয়ে গমন সঙ্গে ডাক্তারের কাছে॥
কুমারটুলির ঘাটে উতরিল তরী।
নামিলেন এইখানে করিবারে গাড়ি॥
লাট্টু ডাকিলেন গাড়ি শ্রীপ্রভুর লেগে।
বসিলেন ভক্ত-মা ঠাকুর একদিকে॥
অন্যদিকে লাট্টু কালীকুমার দুজন।
এইখানে বুদ্ধিহারা এইবারে মন॥
কি ভাবের কোন্ ভক্ত কেবা কোন্ জনা।
ব্যাভার আচার দৃষ্টে আভাসেতে চেনা॥
পরম তিয়াগী প্রভু এবার লীলায়।
স্ত্রীজাতির গাত্রগন্ধ অসহ্য নাসায়॥
পরশে শ্রীঅঙ্গখানি যায় এঁকে বেঁকে।
কাঞ্চনে যেমন ধারা তেমন স্ত্রীলোকে॥
আজি ভক্ত-মার সঙ্গে একাসনে যান।
বুঝিবারে শুদ্ধ-বুদ্ধি দেহ ভগবান॥
লীলা দেখিবার তরে কর মুক্ত আঁখি।
জীবনে কামনা এবে একমাত্র রাখি॥
পূর্ণ কর কৃপাসিন্ধু বাঞ্ছাকল্পতরু।
তমো-বিনাশন বিভু জগতের গুরু॥
বিষম সমস্যা তত্ত্ব শুন শুন মন।
আকারে দর্শন নহে বস্তুর দর্শন॥
আকারে বস্তুতে দোঁহে বিভিন্ন প্রকার।
আকার কেবল মাত্র বস্তুর আধার॥
যেন তেন চক্ষে বস্তু দেখিবার নয়।
বস্তু যাঁর তাঁর কাছে জানা পরিচয়॥
বস্তুগত বস্তুমধ্যে সবে এক জাতি।
আকারে পুরুষ কেহ কেহ বা প্রকৃতি॥
বস্তু নিরখিয়ে প্রভু করেন নির্ণয়।
কেবা কিবা কার সঙ্গে সম্বন্ধ কি হয়॥
সম্বন্ধ ধরিয়া হয় আচার ব্যাভার।
শুন তবে কহি তার কিছু সমাচার॥

একদিন ঘোড়াগাড়ি করি আরোহণ।
নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে শহরে গমন॥
দিনকর খরতর কররাজি ঢালে।
শশীর সঙ্গেতে পথে দেখা হেনকালে॥
তাড়াতাড়ি ছুটে গাড়ি নাহিক বিরাম।
সেবকাগ্রগণ্য শশী পাছু পাছু ধান॥
গাড়ির মধ্যেতে স্থান আছে বসিবার।
নরেন্দ্র তাঁহারে ডাকে করিয়া চীৎকার॥
প্রভুদেব বারবার মানা তাহে করে।
শশীর নাহিক ঠাঁই গাড়ির ভিতরে॥
নরেন্দ্র শ্রীপ্রভুদেবে কৈল প্রত্যুত্তর।
ক্ষতি কি যদ্যপি বসে ছাদের উপর॥
তাহাতেও নারাজ হইয়া প্রভু কন।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া শশী আসিবে এখন॥
শুন মন কার সঙ্গে বহে কিবা ভাব।
লীলাদৃষ্টি নহে ভাবে থাকিলে অভাব॥
অকলঙ্ক-কলেবর ব্রাহ্মণ-নন্দন।
স্বভাবতঃ মায়া-মুক্ত প্রভুপদে মন॥
তারে পরশিতে গাড়ি না দিলা গোসাঁই।
এখানে ভক্ত-মা পায় একাসনে ঠাঁই॥
প্রত্যেক ভক্তের সঙ্গে ভাব স্বতন্তর।
শুন লীলাকথা পরে বুঝিবে রগড়॥
হেথা উপনীত গাড়ি ডাক্তারখানায়।
তিনজনে লয়ে সঙ্গে নামিলেন রায়॥
ডাক্তারের যশোরাশি জানা সবাকার।
সুবিখ্যাত নাম দুর্গাচরণ ডাক্তার॥
দরশন দিয়া তাঁয় কহেন তখন।
পীড়ার প্রকৃতি-আদি যত বিবরণ॥
বিচক্ষণ চিকিৎসক মনে বিচারিয়ে।
ঔষধ প্রদান কৈল এক টাকা লয়ে॥
পালটিয়া প্রভুদেব ভক্তদের সনে।
পথে পথে উপনীত বিডনবাগানে॥
শহরের মধ্যে ইহা সুন্দর বাগান।
সেখানেতে ভক্ত-মায়ে তিলক দেখান॥

রকমারি বৃক্ষ লতা ইহার ভিতরে।
সিমেণ্টে তিলক-চিত্র আঁকা চারিধারে॥
একে একে নিরখিতে তিলকের মালা।
ক্রমশঃ গগনে হৈল অতিশয় বেলা॥
ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে যবে অগ্রসর।
তখন অতীত প্রায় আড়াই প্রহর॥
জলস্পর্শ নাই করে সব অনাহারে।
তরী আরোহণ কৈলা ফিরিতে মন্দিরে॥
কিছুদূর অগ্রসর আসিলে তরণী।
ক্ষুধায় আকুল হৈল সকলের প্রাণী॥
পেট যেন তপ্ত খোলা নাড়ী জলে চুঁয়ে।
উপবাসী যেন কত মাসাদি ধরিয়ে॥
কিছু কেহ মুখে কিন্তু বলিতে না পারে।
জঠরের জ্বালা খালি জঠরে সম্বরে॥
ভক্তদের পানে চেয়ে কন প্রভুরায়।
বড়ই পেয়েছে ক্ষুধা পেট জ্বলে যায়॥
সহিতে না পারি আর ভকত-বৎসল।
জিজ্ঞাসিলা কার কাছে কি আছে সম্বল॥
লাটু কালী শূন্য-থলি এক বস্ত্র সার।
প্রভুর নিকটে থাকে সেবা করে তাঁর॥
ভক্ত-মা বিশুষ্ককণ্ঠ বাক্য নাহি ফুটে।
বলিলেন এক আনা পুঁজি আছে গেঁঠে॥
বরানগরের ঘাটে বাঁধিয়া তরণী।
গ্রামের ভিতরে কালী চলিল অমনি॥
ক্ষুধায় না চলে পদ লাগে পায় পায়।
কিছু পরে রসমণ্ডি আনিল ঠোঙ্গায়॥
গুন্তিতে অনেকগুলি প্রায় চারিগণ্ডা।
দেখিয়াই সবাকার প্রাণ হৈল ঠাণ্ডা॥
প্রসাদ পাবার আশা সকলের মনে।
মিষ্টিমুখে উদর পূরাবে জলপানে॥
সে গুড়ে পড়িল কিন্তু বালি সবাকার।
ভক্তের সঙ্গেতে খেলা মধুর ব্যাপার॥
শ্রীকরে ধরিয়া ঠোঙ্গা মুদিয়া নয়ন।
একে একে সব প্রভু করিলা ভোজন॥

পশ্চাতে চাটিয়া পাতা দিলা ভক্ত মায়।
নিজে হাতে পাতাখানি ফেলিতে গঙ্গায়
ভক্ত-মা সঙ্কেত মত পাতা দিয়া ফেলে।
প্রভুকে খাওয়ান জল অঞ্জলিতে তুলে॥
নিত্যাপেক্ষা নরলীলা দুর্বোধ্যাতিশয়।
সামান্য জীবের শিরে ধারণা না হয়॥
নিরাকারে যেমন দুর্বোধ্য ভগবান।
সাকারেও সেইমত অন্ধে দেখে আন॥
আঁকিতে ক্ষমতা নাই রৈল মনে মনে।
কারে বা দেখাব চিত্র কে বুঝিবে প্রাণে॥
ভাগ্যবান যেবা কৃপাপ্রাপ্ত ঈশ্বরের।
বুঝিতে তাঁহার পক্ষে যা কহিনু ঢের॥
শ্রীপ্রভুর শ্রীবচন শুন শুন মন।
পিত্রাজ্ঞায় রঘুমণি যবে যান বন॥
সাত জন ঋষি মাত্র চিনেছিল তাঁরে।
সেই পূর্ণব্রহ্ম রাম নর-কলেবরে॥
সাধিতে লীলার কার্য অরণ্যে গমন।
অপরে দেখিল রামে নৃপতি-নন্দন॥
সেই কথা এইখানে নহে ধারণার।
দীন-দুঃখী-বেশে রামকৃষ্ণ অবতার॥
জগৎ পালনে যিনি পরম ঈশ্বর।
গলায় বেদনা আজি ক্ষুধায় কাতর॥
শ্রীঅঙ্গেতে নাহি তাঁর এক তিল বল।
শ্রীকরে তুলিয়া খেতে জাহ্নবীর জল॥
সঙ্গে যাঁরা তেন তাঁরা এক বস্ত্র পুঁজি।
কখন বা পান অন্ন কখনও বা কাঁজি॥
কেমনে বুঝিবে নরে এই সেই জন।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিদান কারণ॥
লীলায় অগাধ কাণ্ড কেবা পায় তল।
শ্রীপ্রভু হইলা বাঁকা হইয়া সরল॥
আজিকার লীলাকথা শুন অতঃপর।
জলপানে শ্রীপ্রভুর ভরিল উদর॥
প্রভুর তৃপ্তিতে পূর্ণ তৃপ্ত ভক্তগণে।
দেখিয়া রঙ্গের কাণ্ড হাসে তিন জনে॥

পরস্পর মুখপানে চায় বারে বারে।
আনন্দ উথলে পড়ে হৃদয় আধারে॥
প্রভুও তাঁদের সঙ্গে হাসি মিশাইয়া।
উত্তাল তরঙ্গ আরো দিলা উথলিয়া॥
কেবা চিত্রকর হেন সৃষ্টির ভিতরে।
এ বিচিত্র রঙ্গ-চিত্রে বর্ণ দিতে পারে॥
লীলাকরে আছে বর্ণ প্রতিবিম্ব তার।
পড়ে মাত্র ভক্ত-চিত্ত-মুকুরমাঝার॥
কিছুক্ষণ করি খেলা চিত্তের প্রাঙ্গণে।
পুনঃ গিয়া মিশে যায় জনমের স্থানে॥
সূর্যের বরন যেন তার সঙ্গে রয়।
অস্তে অস্ত পুনরায় উদয়ে উদয়॥
এ চিত্রের একমাত্র লীলাকরে থানা।
বোবা বলে কালা শুনে চক্ষে দেখে কানা॥
দর্শন শ্রবণ আর বাগিন্দ্রিয় যায়।
শ্রীপ্রভুর দীপ্তিমান বর্ণের প্রভায়॥
অমৃত-ভাণ্ডার রামকৃষ্ণলীলাগীতি।
ধীরে ধীরে শুন এই রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥
পুত্র-পৌত্রে ভক্তিলাভ শ্রবণ-কীর্তনে।
বড়ই দয়াল প্রভু সংসারীর গণে॥

সভক্তে প্রভুর পানিহাটি মহোৎসবে গমন

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণরেণু মাগে এ অধম॥

বন্দ দুঁহু গুরু ইষ্ট, বিশ্বপতি রামকৃষ্ণ,
পুরুষের শ্রেষ্ঠ প্রভুরায়।
বন্দ জগত-জননী, এবে গুরুদারা যিনি,
আদ্যাশক্তি আগত লীলায়॥
অবনী লুটায়ে বন্দ, দোঁহাকার ভক্তবৃন্দ,
সাঙ্গোপাঙ্গ লীলার সহায়।
বন্দ সেই গঙ্গাতট, যেথা রাজে পঞ্চবট,
তপ-জপ যাহার তলায়॥
বন্দ সেই বিল্বতলা, যেখানে সাধন-লীলা,
দ্বাদশ বৎসর নিরন্তর।
হইয়া সর্বস্বত্যাগী, জীবের কল্যাণ লাগি,
করিলেন দয়ার সাগর॥
বন্দ সেই কালীবাটী, পাবন চেতন মাটি,
কোটি কোটি বদ্ধ লোকজন।
বারেক নমিয়া মাথা, মুকুতি পাইল যেথা,
পরশিয়া প্রভুর চরণ॥
বন্দ সে মন্দির মেলা, লয়ে যেথা ভক্তমালা,
খেলা কৈলা লীলার ঈশ্বর।
বন্দ সে যুগল পাট, ছোট বড় দু'টি খাট,
শয্যারাম যাহার উপর॥
মহালীলা শ্রীপ্রভুর, গাইলে শুনিলে দূর,
পাপ তাপ মন-মলিনতা।
খুঁটিনাটি তিয়াগিয়া, কায়মনপ্রাণ দিয়া,
শুন মন রামকৃষ্ণ-কথা॥

গলায় বেদনা প্রায়, দিন দিন বৃদ্ধি পায়,
আরোগ্যের উপায়বিধানে।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ, একসঙ্গে সংজোটন,
প্রভুর মন্দিরে এক দিনে॥
গিরিশ দেবেন্দ্র রাম, ভক্ত বসু বলরাম,
কুমার নরেন্দ্রনাথ আর।
চক্ষুতে চশমাযুক্ত, সুন্দর সুরেন্দ্র মিত্র,
মহাভক্ত মহেন্দ্র মাস্টার॥
আর কত ঘরভরা, মনে নাই কারা তাঁরা,
মিশামিশি চেনা-অচেনায়।
ভক্তের মেলানি দেখি, মহাতুষ্ট বাঁকা-আঁখি,
পূর্ব আস্যে বসিয়া খট্টায়॥
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্তপ্রিয় ভক্তপ্রাণ,
পাইয়া সম্মুখে ভক্তপাতি।
বেদনার কষ্ট যত, যাবতীয় তিরোহিত,
প্রভু যেন সহজপ্রকৃতি॥
ভক্তি-প্রিয় রামকৃষ্ণ, ভক্তিতে অতুল তুষ্ট,
তাই তুলি ভক্তির তরঙ্গ।
ভক্তগণ সঙ্গে হেথা, রঙ্গরসে কন কথা,
ভক্তিমাখা গোউর প্রসঙ্গ॥
জ্ঞান ভক্তি দুই মত, শেষোক্ত প্রশস্ত পথ,
এই শিক্ষা দিতে জীবগণে।
জ্ঞানেতে অন্তর পূর্ণ, কর্মেতে ভক্তির চিহ্ন,
আচরিলা শ্রীপ্রভু আপনে॥
ভক্তি-শিক্ষা আচরণ, গুণ-গান-সংকীর্তন,
জপ পূজা নামের মহিমা।
ভোগরাগ বেশ ভূষা, সেবা অনুরাগ নেশা,
রূপ ধরি ধ্যানের গরিমা॥
অর্চনাদি দেবাদির, ষষ্ঠী মাকালাদি পীর,
মতি স্থির সকলেতে তিনি।
সর্বত্রে তাঁহার সত্তা, তিনি জগতের কর্তা,
দেহে তাঁর গোটা সৃষ্টিখানি॥
প্রার্থনা গোচরে তাঁর, দাসবৎ রাখিবার,
আজ্ঞাধীন চাকর যেমন।

আমি কি আমার শব্দ, একেবারে যেথা স্তব্ধ,
অগ্নি-দগ্ধ রজ্জুর মতন॥
বেদান্তের ভাষ্যকার, শঙ্কর শিবাবতার,
ভাষ্যে যিনি করিলা বাখান।
এক ব্রহ্ম সার সত্তা, জীব ও জগৎ মিথ্যা,
মায়া ছায়া অলীক সমান॥
ইহাতে কেবল সায়, কই দিলা প্রভুরায়,
বলিলেন উত্তর বচনে।
জীব ও জগৎ ছেড়ে, ব্রহ্ম থেকে দিলে পরে,
ব্রহ্মের ওজন যায় কমে॥
জীব ও জগৎ নামে, ত্রিভুবনে যারে জানে,
ব্রহ্মের সে শক্তির বিকাশ।
শক্তি সৃষ্টিস্বরূপিণী, যাহে ধরি ব্রহ্মে জানি,
শক্তি-বলে ব্রহ্মের প্রকাশ॥
ধানের তণ্ডুল সার, মানি কথা বারবার,
ত্যাগ করি তুষ আবরণ।
ক্ষেতে যদি যায় পোঁতা, জনমে আঁকুর কোথা,
শক্তিহীন ব্রহ্মও তেমন।'
শক্তিতে জনমে সৃষ্টি, খাই মাখি পাই পুষ্টি,
হাসি কাঁদি অবস্থার গুণে।
দেখি শুনি দিবানিশি, ভুগি সুখ-দুঃখরাশি,
মিথ্যা তাহে বলিব কেমনে॥
যাঁর নিত্য তাঁর লীলা, উভয়ই একের খেলা,
নিত্যবৎ সত্য লীলাখানি।
দোঁহা ধরি দোঁহা পাই, উনো দুনো কেহ নাই,
তাও বটে তাও বটে মানি॥
বাক্যমন-অগোচর, বটেন অখিলেশ্বর,
ক্রিয়াকাণ্ড তপাদির পার।
পুনঃ শুদ্ধ বুদ্ধিবলে, প্রত্যক্ষ তাঁহারে মিলে,
লীলা তাঁর বিচিত্র প্রকার॥
অসম্ভব কিছু নাই, বারে বারে শ্রীগোসাঁই,
বলিলেন বিশেষ প্রকারে।
শুন মন সাবধানে, এথে নাই অন্য মানে,
ভক্তিকে প্রশস্ত রাখিবারে॥

প্রভু অবতারে মত, প্রশস্ত ভক্তির পথ,
দুর্বল কালের জীবপক্ষে।
আগাগোড়া সমভাবে, চাক্ষুষ দেখিতে পাবে,
ভক্তিপথে শ্রীপ্রভুর শিক্ষে॥
গোউর-লীলার কথা, বলিতে বলিতে হেথা,
বিভোরাঙ্গ হইয়া আপনে।
প্রভুপদে মজা প্রাণ, ভক্তিপথে আগুয়ান,
জিজ্ঞাসিলা দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণে॥
গঙ্গাতটে বিদ্যমান, পানিহাটি নামে গ্রাম,
মনোহর স্থান অতিশয়।
সুবিদিত লোকে সব, চিঁড়াভোগ মহোৎসব,
বৎসর বৎসর তথা হয়॥
জুটে কত লোকজন, সংখ্যা নাই অগণন,
সংকীর্তন করে দলে দলে।
মরি কি মাধুরী আহা, তুমি কি দেখেছ তাহা,
চল যাই একসঙ্গে মিলে॥
বলিলে করিব কাজ, আর নাহি সহে ব্যাজ,
একতানে কায়বাক্যমন।
এত বলি ভক্ত রামে, আজ্ঞা হৈল সেই ক্ষণে,
করিতে তরীর আয়োজন॥
আজ্ঞা শুনি ভক্তবর, প্রসারিয়া যুক্তকর,
হাসিমুখে করেন উত্তর।
পেনেটির মহোৎসবে, কেমনে গমন হবে,
গলায় বেদনা তাই ডর॥
নিষেধে বদনে হাসি, এদিকে অন্তরে খুশী,
কারণ করহ অবধান।
প্রভুদেবে ল'য়ে সাথে, ইচ্ছা বুলে যেতে পথে,
হুজুগ-পিয়ারা ভক্ত রাম॥
বালক স্বভাব রায়, প্রত্যুত্তর কৈলা তাঁয়,
গলায় ব্যথায় নাহি হানি।
পেনেটির মহোৎসবে, যেমতে যাইতে হবে,
যাব বলে বলিয়াছি আমি॥
সত্যপ্রিয় সত্যপ্রাণ, সত্যরূপে ভগবান,
গিয়ান প্রভুর আজীবন।
সত্যে স্থিতি সত্যে মতি, সত্যে চিরকাল গতি,
প্রাণপণে সত্যের পালন॥
ভালমন্দ মানামান, পাপপুণ্য জ্ঞানাজ্ঞান,
শুচি ও অশুচি বলি দিয়া।
রাখিলা সযত্নে কাছে, দুটি বস্তু বেছে বেছে,
শুদ্ধভক্তি সত্যেরে ধরিয়া॥
প্রকৃতি বুঝিয়া রাম, তখন অমনি যান,
জলযানে মাঝিরা যেখানে।
ভাড়া করি চারি তরী, তখনি আইলা ফিরি,
গোচর করিলা শ্রীচরণে॥
পানসীর মাঝে দাঁড়ি, শ্রীপদে ভকতি ভারি,
চৌধারে যতেক গঙ্গাতটে।
উৎসবের ধার্যদিনে, সকালে বাঁধিল এনে,
চারি তরী পুরীর নিকটে॥
হেথা বহু ভক্তগণ, ক্রমে ক্রমে সংজোটন,
হইতে লাগিল শ্রীমন্দিরে।
আনন্দের ঠিক চিত্র, আঁকিবার তিলমাত্র,
শক্তি নাহি আমার ভিতরে॥
আনন্দের সিন্ধু রায়, দুলিয়া লীলার বায়,
কানায় কানায় সমুত্থিত।
নানাবিধ রঙ্গে ভঙ্গে, তরঙ্গ তুলিয়া সঙ্গে,
আপনে আপনি আন্দোলিত॥
ভক্তযূথ তাহে গিয়া, পড়ে অঙ্গ ভাসাইয়া,
লহরে লহরে করে খেলা।
সরসীর স্বচ্ছ জলে, নানাভাবে হেলে দুলে,
যেইরূপ রাজহংসমালা॥
জলময় কলেবর, সেইরূপ সরোবর,
শ্রীপ্রভু-সাগরে এইখানে।
আহা মরি কি মাধুরী, আনন্দ-কারণ-বারি,
সুধা তিক্ত যাহার তুলনে॥
স্বর্গবাসী দেবতারা, অজর অমর যাঁরা,
সূক্ষ্মদেহে বিমানে বেড়ান।
অতুল শকতিধৃত, তাঁহারাও অবিদিত,
প্রভু-সিন্ধু-বারির সন্ধান॥

নারদাদি ঋষিবর, শুকদেব তপঃপর,
কেবল করিল পরশন।
গণ্ডুষেক পিয়ে পানি, শববৎ শূলপাণি,
অবাক্ কাহিনী শুন মন॥
হেথা প্রভু-ভক্তগণ, উঠু-ডুবু-সন্তরণ,
অনুক্ষণ সেই জলে করে।
সমস্যা বিষম শক্ত, বুঝিবারে প্রভুভক্ত,
কেবা তাঁরা নরকলেবরে॥
বুঝিতে নাহিক শক্তি, ভক্তপদে মাগি ভক্তি,
যোজন অন্তরে মুক্তি রাখি।
একমাত্র অভিলাষ, হইয়া দাসানুদাস,
চরণসেবায় যেন থাকি॥
এই সব ভক্তপাতি, সঙ্গে লয়ে বিশ্বপতি,
প্রভুদেব লীলার ঈশ্বরে।
আনন্দে মগন মন, করিলেন আরোহণ,
ঘাটে বাঁধা তরীর উপরে॥
কাছে কাছে চারি তরী, চালাইল ধীরি ধীরি,
ব্রহ্ম-বারি-বাহিনী গঙ্গায়।
হৃষ্টমন ভক্তগণে, মধ্যে লয়ে ভগবানে,
আনন্দে আনন্দ-গীত গায়॥

গীত

প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা।
হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে আনন্দে করে খেলা॥
ইত্যাদি

এখানে শুনিয়া গান, বাহ্যহারা ভগবান,
শুন তাহে কি হইল ফল।
সেই সিন্ধু আনন্দের, বাড়িয়া উঠিল ঢের,
আধার উথলে পড়ে জল॥
ছদ্মবেশে শ্রীগোসাঁই, চিনে অন্যে সাধ্য নাই,
চিনে মাত্র সহচরগণে।
ভক্তিতে অতুলতেজা, তাঁহারা লুটিল মজা,
এই মহালীলার প্রাঙ্গণে॥
নরচক্ষে দিয়া ধূলা, এবারে প্রভুর খেলা,
অপরে না পাইল সন্ধান।

নিত্যধাম পরিহরি, ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী,
সকায় ধরায় মূর্তিমান॥
ভাগ্যে যদি কেহ শুনে,তত্ত্ব নাহি পশে প্রাণে,
বরঞ্চ উত্তরে তর্কে কয়।
করিয়া ভীষণ কোপ, মনুষ্যে ঈশ্বরারোপ,
অসম্ভব কে করে প্রত্যয়॥
পণ্ডিতে অধিক ধোঁকা, কথা কয় চোখাচোখা,
বিপরীত তর্ক-সহকারে।
প্রমাণে সাকার নাই, বিশ্বাস-প্রত্যয়ে পাই,
বোধ উপলব্ধির দুয়ারে॥
স্বরাটে বিরাট যিনি, মায়াময় মায়াস্বামী,
সর্বানুপ্রবিষ্ট বিশ্বকায়।
সর্বজ্ঞ সর্বগশক্তি, সদা যাঁর আজ্ঞাবর্তী,
যুক্তিতে কি বুঝিবে তাঁহায়॥
বিন্দুতে যে সিন্ধুময়, অণুতে যে হিমালয়,
ব্যয়ে যার ক্ষয় মোটে নাই।
অঙ্কপাতে দিয়া ঠিক, কি তাঁয় করিবে ঠিক,
অঙ্ক যার নাহি পায় থেই॥
সাকারে ও নিরাকারে, সমভাবে খেলা করে,
সমকালে অবিচ্ছিন্নভাবে।
নাহি যেথা কথারব, কিংবা কিছু অসম্ভব,
কথায় কি তাঁহারে বুঝিবে॥
মানুষের মাথাগুলি, যেমন শামুক খুলি,
বিন্দু বুদ্ধি আধারের স্থল।
আছে যদি এক ফোঁটা, তাহাতে অনেক লেঠা,
ঠিক যেন কাদা-ঘাঁটা জল॥
জলে নাহি জলাকার, তাহে নহে ভাতিবার,
চন্দ্রমার প্রতিবিম্বখানি।
দর্পণ ধূলায় মাখা, নাহি যায় মুখ দেখা,
মলিনতা-আবরণে হানি॥
পরাবিদ্যা বলি তাকে, কায়মনোবাক্যে একে,
গুরুবাক্যে কেবল প্রত্যয়।
তাহে যার স্থিতি গতি, গিরিবৎ স্থিরমতি,
সুপণ্ডিত সেই জনে কয়॥

হৃদয়ে বিশ্বাস-খুঁটি, ভক্তি-ডোরে বাঁধ আঁটি,
পদ দুটি প্রভুর আমার।
চল যাই দুই জনে, লীলা-গীতি আন্দোলনে,
কূলহীন ভবসিন্ধুপার॥
এখানে দেখহ রঙ্গ, ভগবান ভক্তসঙ্গ,
আনন্দের তুলিয়া তুফান।
ধন্যা জগতের চক্ষে, পূততোয়া গঙ্গাবক্ষে,
সগণে আপনে ভাসমান॥
ভাবভঙ্গে প্রভুরায়, বাহ্যচেঁঠা এলে গায়,
আঁখি হাসি দুয়ের দুয়ারে।
এত কথা ইশারায়, ভাষা নাহি কূল পায়,
ভেসে যায় অকূল পাথারে॥
উল্লাসে হৃদয় নাচে, পানিহাটি যত কাছে,
দূরে থেকে পশিল শ্রবণে।
উচ্চ আনন্দের রোল, বাজে শত শত খোল,
করতাল রণশিঙ্গা সনে॥
দ্রুতগতি তরী চলে, আসিয়া লাগিল কূলে,
মহোৎসব হয় যেইখানে।
প্রভুপদে মন আঁটা, নবাই চৈতন্য জেঠা
আগত উৎসব-দরশনে॥
তরীতে দেখিয়া রায়, আছাড় কাছাড় খায়,
লুটাপুটি যায় ধরাতলে।
কভু ধরিবারে তরী, বীরদম্ভে লম্ফ মারি,
ঝাঁপ দিতে যান গঙ্গাজলে॥
শ্রীচরণ-দরশনে, দিগ্বিদিক্ নাহি মানে,
ঠিক যেন উন্মাদের প্রায়।
সত্বর ডাঙ্গায় গিয়া, অঙ্গে হাত বুলাইয়া
শান্ত তাঁরে করিলেন রায়॥
পরে প্রভু ভক্তাধীন, বটবৃক্ষ প্রদক্ষিণ,
কৈলা যত লয়ে ভক্তগণ।
যেই বটবৃক্ষমূলে, গৌরাঙ্গের মূল লীলে,
মহোৎসব যাহার কারণ॥
গৌরভক্ত এক জন, বন্দি তাঁর শ্রীচরণ,
নিতাই মল্লিক নামে তিনি।
শুভ সমাচার পেয়ে সত্বর আইল ধেয়ে,
যেথা প্রভু অখিলের স্বামী॥
প্রভুপদে ভক্তিমতি, যুক্ত এই মহামতি,
ভক্তিমাখা বিনয় বচনে।
প্রভুকে প্রার্থনা করে, সভক্তে গমন তরে,
সন্নিকটে তাঁর নিকেতনে॥
গৌউর-নিতাই ঘরে, ভক্তিভরে সেবা করে,
ভক্তি বড় গৌরাঙ্গের পায়।
ভক্তগণ সহ লয়ে, প্রেমে পুলকিত হয়ে,
বসাইলা বৈঠকখানায়॥
মন্দিরের পাশ্ববর্তী, গোরা-নিতায়ের মূর্তি,
বিদ্যমান আছয়ে যেখানে।
কীর্তনীয়া দলে দলে, নাচে গায় কুতূহলে,
এই মহা উৎসবের দিনে॥
কিছুক্ষণ হৈলে গত, মল্লিক দু-করযুত,
নিবেদন কৈলা শ্রীগোচরে।
ভিতরে প্রবেশ করি, যেখানে ঠাকুরবাড়ি,
বিগ্রহের দরশন তরে॥
স্থানে গমনের আগে, শ্রীঅঙ্গে আবেশ লাগে,
পথিমধ্যে ক্ষণের ভিতরে।
প্রভুর প্রকৃতি জ্ঞাত, ভক্তগণ সচকিত,
আছে অঙ্গ রক্ষা করিবারে॥
ঘোরে আবেশের নেশা, ভিতরে যখন আসা,
দালানের প্রাঙ্গণ উপর।
কীর্তনীয়া দলে দলে, বেড়িল সকলে মিলে,
ভাবে ভরা মূর্তি মনোহর॥
পুলকে আকুল গাত্র, কেশরি-বিক্রমে নৃত্য,
দেখি নেত্রে লাগে চমৎকার।
স্থান হৈল পরিপূর্ণ, চারিদিকে লোকারণ্য,
দেখিবারে নৃত্যের বাহার॥
নেহারিতে শ্রীগোসাঁই, নীচে যে না পায় ঠাঁই,
দরশন-পিয়াসের চোটে।
ছাদের উপরে ধায়, কেহ উচ্চস্থানে যায়,
কেহ কেহ গাছে গিয়ে উঠে॥

কীর্তনে প্রভুর নৃত্য, কি শক্তি আঁকিব চিত্র,
নৃত্যে মোর শ্রীপ্রভুর কর।
আকর্ণ পূরিত টানে, যেইরূপ ধনুর্গুণে,
ধানুকী ছাড়িতে যায় শর॥
বাম হস্ত প্রসারিত, সরল শরের মত,
দক্ষিণ বুকের দিকে মোড়া।
ঠিক যেন আধাআধি, গলা কিংবা কণ্ঠাবধি,
বক্ষে লগ্ন অঙ্গুলির গোড়া॥
ধরে অঙ্গে মহাবল, পদচাপে ধরাতল,
অবিকল হেলাহেলি করে।
কভু অঙ্গ এত ঢলে, পড়ে যেন ভূমিতলে,
পড়ি পড়ি কিন্তু নাহি পড়ে॥
ভক্তগণে পায় ডর, এ যে নৃত্য ভয়ঙ্কর,
পাছে বাড়ে বেদনা গলায়।
শান্ত করিবার তরে, বিধিমতে চেষ্টা করে,
কিন্তু হয় বিফল উপায়॥
ভীতিভাব ভক্তদের, অন্তরে পাইয়া টের,
হইলা আপনি শান্ত নিজে।
তখন লইয়া তাঁয়, ভক্তেরা বাহিরে যায়,
অঙ্গবাস ঘামে গেছে ভিজে॥
মল্লিক সোনার বেনে, সত্য সত্য সোনা চিনে,
কাতরে দাঁড়ায়ে একধারে।
যোগাইছে যাহা লাগে, প্রভুর সেবার লেগে,
অতি ভক্তি যত্নসহকারে॥
প্রভু যবে প্রকৃতিস্থ, হয়ে তেঁহ শশব্যস্ত,
যুক্তকরে করিয়া কাকুতি।
প্রভু-ভক্তগণে কন, জলযোগ আয়োজন,
আগমন করুন সম্প্রতি॥
রাঘবের ঘাট হেথা, মুল মহোৎসব যেথা,
তথাকার গোস্বামী ব্রাহ্মণ।
প্রভুর বারতা পেয়ে, গোচরে আসিয়া ধেয়ে,
আগমনে কৈলা নিবেদন॥
তথায় যুগল-ঠাম, মনোহর রাধাশ্যাম,
রাঘব সেবক ছিল যাঁর।

রাঘব পণ্ডিত যিনি, গৌরাঙ্গের গণ তিনি,
জন্ম যবে গৌরাঙ্গাবতার॥
গোস্বামীরে শ্রীগোসাঁই, কহেন কেমনে যাই,
গলায় বেদনা অতিশয়।
শ্রীবাক্য না শুনে কানে, শ্রীহস্ত ধরিয়া টানে,
সহ স্তুতি মিনতি বিনয়॥
ভক্তিপ্রিয় ভগবান, ভক্তিতে দিয়াছে টান,
ভক্তিমান গোস্বামী ব্রাহ্মণ।
থাকিতে না পারি আর, হইলেন আগুসার,
ছায়াবৎ পাছু ভক্তগণ॥
ভাবে ভরা অনিবার, কি ভাব কখন তাঁর,
ধারাবৎ নিরন্তর বয়।
সঙ্গে যাঁরা অহরহ, তাঁরাও বুঝে না কেহ,
একবাক্যে সকলেই কয়॥
অবোধ্য যাঁহার নাম, বিশ্বনাথ বিশ্বধাম,
অবোধ্য সকল অবস্থায়।
সাকারেও বোধাতীত, নিরাকারে যেই মত,
সীমাবদ্ধ কেবা বলে তাঁয়॥
থাকিয়া দেহের ঘরে, যে প্রভু জানিতে পারে,
ব্রহ্মাণ্ডের যাবৎ বারতা।
হয়েছে কি হবে পরে, কার্যাবলী স্তরে স্তরে,
সীমাবদ্ধ তিনি কিবা কথা॥
হেথা একে অন্যে পিটে, দাগ শ্রীপ্রভুর পিঠে,
সহ গাত্রে প্রহার-যাতনা।
কাছে কিবা লোকান্তরে, তিনি পান দেখিবারে,
কোথা কিবা কি হয় ঘটনা॥
একদিন গঙ্গাকূলে, ঠিক পঞ্চবট মূলে,
বসিয়া আছেন প্রভুরায়।
গভীর ভাবেতে মগ্ন, অঙ্গে বাহ্যচৈতন্য শূন্য,
জড়বৎ পুত্তলিকা প্রায়॥
অঙ্গবাস আলথাল, সঙ্গে আছে রামলাল,
ভ্রাতৃ-পুত্র নিজের প্রভুর।
অকস্মাৎ হেনকালে, হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ বলে,
হাত তুলে উঠিলা ঠাকুর॥

রামলাল কিছু পরে, জিজ্ঞাসা করিল তাঁরে,
কহিবারে কিবা বিবরণ।
তবে কন শ্রীগোসাঁই, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই,
দেশে এক পূজারী ব্রাহ্মণ॥
ঢুকিল ঠাকুরঘরে, সেবিবারে রঘুবীরে
ঘটিতে খাঁ পুকুরের জল।
জলমধ্যে মাটি মলা, ঘোলের মতন ঘোলা,
জল-পোকা তাহাতে কেবল॥
সেই জল পাত্রে ধরে, নাওয়াইতে রঘুবীরে,
পূজারীর উগ্তম বাসনা।
তে কারণে ব্রাহ্মণেরে, বলিয়া দিলাম তারে,
ব্যবহারে হেন জল মানা॥
হেথা জাহ্নবীর তীর, কোথা দেশে রঘুবীর,
দূর স্থান দু-দিনের পথ।
কি কব অধিক আর, কর রামকৃষ্ণ সার,
ত্বরায় পুরিবে মনোরথ॥
গোটা বিশ্বরাজ্য ব্যাপে, দেব কি দানবরূপে,
যেরূপ যেথানে আছে যিনি।
শ্রীপ্রভুর করগত, প্রকৃত কলের মত,
শুন এক মহিমা-কাহিনী॥
পূর্বাস্যে পুরীর বামে, ইংরাজের মেগাজিনে,
গোলাগুলি-বারুদের ঘর।
ইচ্ছামত কোম্পানির, বারেক করিল স্থির,
দক্ষিণে করিতে পরিসর॥
প্রবেশিয়া কালীবাটী, যতদূর পঞ্চবটী,
ইংরাজ মাপিয়া কয় পরে।
ল'য়ে উপযুক্ত পণ, স্থান কর সমর্পণ,
নচেৎ লইব কিন্তু জোরে॥
পুরীতে পাইয়া ভয়, আসিয়া প্রভুকে কয়,
কি উপায় হয় এই স্থলে।
মহান্ বিপদ শুনি, নিজমনে গুণমণি,
চলিলেন পঞ্চবটীতলে॥
কহেন আসিয়া ফিরে, পঞ্চবটী রক্ষা করে,
মহান্ পুরুষ একজন।

আমি কহিয়াছি তাঁয়, পেঁচ যাহে ঘুরে যায়,
নাহি আর ভয়ের কারণ॥
যে প্রভুর এই সাধ্য, কি সে তাঁরে কবে বোধ্য,
বটে চৌদ্দপুয়ার আধারে।
নিত্যতেও যে প্রকার, কিমদ্ভুত কিমাকার,
লীলার ওপার নিরাকারে॥
কত আর কব মন, নিজ মনে আন্দোলন,
কর রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি।
কহি যদি পুনর্বার, বলা কথা পূর্বেকার,
অনর্থক বেড়ে যায় পুঁথি॥
হেথা রাঘবের পাটে, পথে যেতে ভাব উঠে,
হেন ভাব কখন না শুনি।
তাকায়ে আকাশপানে, দক্ষিণ-পূরব কোণে,
বাহ্যজ্ঞানহীন গুণমণি॥
কোথায় ধাইল চেঁঠা, স্পন্দহীন অঙ্গগোটা,
জড়বৎ অচল শরীর।
এই ছিলা এই নাই, কোথা গেলা শ্রীগোসাঁই,
সাধ্য কার কে করিবে স্থির॥
বদনমণ্ডলে ফুটে, চন্দ্রিমার জ্যোতিঃ মিঠে,
ঝলমল শ্রীবয়ানখানি।
তাহাতে নীলিমা-রেখা, মাঝে মাঝে দেয় দেখা,
অপরূপ প্রভুর কাহিনী॥
এরূপে সমাধি ঘোর, গত প্রায় ঘণ্টাভোর,
নিম্নে মন আসিতে না চায়।
সেই হেতু ভক্তগণে, শ্রীপ্রভুর কানে কানে,
বীজ-বাক্য প্রণব শুনায়॥
বীজমন্ত্র শ্রুতিমূলে, সমাধি সময়ে দিলে,
হয় মহাভাব-অবসান।
হেথা রাঘবের পাটে, সে বিধান নাহি খাটে,
ভক্তবর্গে সভীত পরাণ॥
ভক্তের যে ভগবান, শুনহ তার প্রমাণ,
ভক্তগণে ভয়ার্ত দেখিয়া।
সপ্তম হইতে নীচে, ক্রমে ক্রমে পিছে পিছে,
আসিলেন আপনি নামিয়া॥

আবেশের ঘোরে তাঁয়, উঠায়ে লইলা নায়,
ধরাধরি করি পরস্পর।
মাঝিগণে অনুমতি, পাড়ি দেহ দ্রুতগতি,
একবারে দক্ষিণশহর ॥

রামকৃষ্ণায়নকথা, শ্রুতি-সুমধুর গাথা,
শ্রবণ করিলে একমনে।
ভবভয় করি নষ্ট, বিশ্বরাজ রামকৃষ্ণ,
স্থান দেন অভয় চরণে ॥

প্রভুর মাহেশের রথে আগমন

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায়।
প্রেমানন্দে বন্দ গুরু দারা জগন্মায় ॥
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকার।
যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগল-বিহার ॥

আগাগোড়া দেখ লীলা ভক্তিসহকারে।
দয়া বিনা কিছু নাই প্রভুর শরীরে ॥
মহামত্ত দিবারাত্র বিভোর দয়ায়।
বলবতী এত মন রহে না কায়ায় ॥
বরিষার কালে যেন জলদের দল।
হেঁকে ডেকে শূন্যে ছুটে ঢালিবারে জল ॥
ভালমন্দ স্থানাস্থান বিচারবিহীনে।
সেইমত প্রভুদেব কৃপা-বিতরণে ॥
দিনে দিনে গলার বেদনা বৃদ্ধি পায়।
তিল গ্রাহ্য নাহি হেন কঠিন পীড়ায় ॥
পীড়ার বারতা রাষ্ট্র হৈল সর্ব স্থানে।
দলে দলে ভক্ত যত আসে দরশনে ॥
দরশে অলস বহুকাল যেই জন।
তিনিও আসিয়া দেখা দিলেন এখন ॥
বিশেষিয়া আকৃষ্ট করিতে ভক্তদল।
গলার বেদনা যেন প্রভুর কৌশল ॥
নিরখিয়া ভক্তপ্রিয় ভকতের মালা।
একেবারে বিস্মরণ বেদনার জ্বালা ॥

পূর্ববৎ একভাব বহে অবিরাম।
রঙ্গ-রসে কথা নাই তিলেক বিশ্রাম ॥
ভাবের আবেগবৃদ্ধি কথোপকথনে।
সহজে ধরিয়া প্রভু পড়েন তুফানে ॥
প্রভুতে যখন উঠে প্রভূত তুফান।
ভক্তদের সঙ্গে প্রভু নিজে ভেসে যান ॥
কুটিকাটাসহ যেন অকূল সাগর।
তরঙ্গ তুলিয়া ভাসে নিজের ভিতর ॥
সাগর-সলিলে ভরা আনন্দ হেথায়।
প্রভু-সিন্ধুমধ্যে উর্মি তুলে ভাব-বায় ॥
সিন্ধুর আধারে যেন সলিল আধেয়।
শ্রীপ্রভু-সাগরে খালি আনন্দের তোয় ॥
সেথানে পবনে তুলে তরঙ্গের মালা।
এখানে লইয়া ভাব শ্রীপ্রভুর খেলা ॥
কুটিকাটা ভাসমান সাগরে যেমন।
শ্রীপ্রভু-সাগরে ভাসে ভকতের গণ ॥
এহেন অবস্থাপন্নে খোঁজ নাহি রহে।
কে গেছে দেখিতে কিংবা পীড়া কোন্ দেহে ॥

এমতে করিয়া রঙ্গ অন্তরঙ্গ সনে।
যে ছিল অন্তরে তাঁরে আনিলেন টেনে॥
অন্তরঙ্গ-বাছাই এ কাণ্ডের প্রকৃতি।
শুন রামকৃষ্ণ-লীলা মধুর ভারতী॥
আষাঢ়ে রথের দিনে শহরে গমন।
ভক্ত বসু বলরাম তাঁহার ভবন॥
তাঁহার মন্দিরে জগন্নাথের মুরতি।
অন্নভোগরাগসহ সেবা নিতি নিতি॥
সমারোহ নহে কিন্তু পর্ব সব হয়।
এবার আষাঢ়ে এই রথের সময়॥
শ্রীপ্রভুর আগমন শুনিয়া বারতা।
ভক্ত-সমাগমে হৈল বিষম জনতা॥
বাহিরের শত শত লোক আসে যায়।
ভিতরে না ধরে মোটে রহে বারাণ্ডায়॥
চৌদিকে বারাণ্ডারাজি বাহির প্রদেশে।
দক্ষিণের বারাণ্ডায় রহে যারা আসে॥
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রায় উপস্থিত।
কভু ঈশতত্ত্বে মত্ত কভু হয় গীত॥
প্রভু-সঙ্গ-সুখে সবে মগ্ন নিরবধি।
মনে নাই শ্রীপ্রভুর গলায় বিয়াধি॥
প্রভুর আনন্দ তেন ভক্তসহবাসে।
মহামত্ত দিবারাত্র পরম হরষে॥
সুকণ্ঠ নরেন্দ্রে আজ্ঞা করিলেন রায়।
শুনিতে সঙ্গীত তোর ইচ্ছা বড় যায়॥
যথাআজ্ঞা ভক্তবর তুলি মনপ্রাণ।
ডুগি বাজাইয়া নিজে ধরিলেন গান॥

গীত

কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী॥
লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা অসিধরা করালিনী।
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা ভয়ঙ্করা কালকামিনী॥
ভকতের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী।
তুমি কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী॥

সেই সঙ্গে দিলা যোগ আর কয়জনে।
বিভোরাঙ্গ গুণমণি সঙ্গীত-শ্রবণে॥
বসিয়া মণ্ডলাকারে গায় ভক্তগণ।
দাঁড়াইয়া তার মধ্যে প্রভুর নৃত্যন॥
প্রেমিক নরেন্দ্রনাথ ভক্তের প্রধান।
কলির শেষাংশগুলি বারে বারে গান॥
বিশেষিয়া "পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী" ভাগে।
মাতিয়া উঠিল গীত ভক্তি-রস-রাগে॥
ভক্ত-ভগবানে রঙ্গ অপূর্ব ব্যাপার।
শ্রোতাগণ মুগ্ধমন বাক্য নাহি কার॥
নরলীলা ঈশ্বরের যাই বলিহারি।
কি দেখিনু কি শুনিনু বলিতে না পারি॥
নৃত্য-গীত রসভাষ কথোপকথন।
বিবিধপ্রকৃতিযুক্ত নরনারীগণ॥
কতই দেখিনু জন্ম লইয়া ধরায়।
হেন নহে কোথা যেন প্রভুর সভায়॥
কিবা দিব্য ভাবধারা ইহার ভিতর।
গন্ধে স্পর্শে জীবের যাহাতে গুণান্তর॥
বদলে বিধির লেখা কপালমোচন।
আসক্তির নেশা নষ্ট পাশবদ্ধ ভ্রম॥
সৃষ্টি দৃষ্টি বালকের যেন খেলাশাল।
লোচন-আঁধার উড়ে মায়ার জঞ্জাল॥
আত্মীয় অপরিচিত ঘর হয় পর।
স্বদেশী বিদেশী বোধ রগড় সুন্দর॥
নাগপাশাধিক শক্ত সংসার-বন্ধন।
বহ্নিযোগে দগ্ধরজ্জু প্রকৃত তেমন॥
অশঙ্কিত চিত্ত নষ্ট যাবতীয় ত্রাস।
হরষে প্রত্যক্ষ করে আপনার নাশ॥
নানা বর্ণে নানা গুণে নানান আকারে।
জীব ও জগৎ-যুক্ত সৃষ্টি চরাচরে॥
বলিহারি রকমারি ফুলের সাজনি।
দুটি নহে একমাত্র তাহার গাঁথনি॥
জ্ঞানী যোগী সাধকেরা শেষে যাহা পায়।
মিলে রামকৃষ্ণ-কল্পতরুর তলায়॥

কল্পতরু প্রভুদেব বিধির বিধাতা।
অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ কাণ্ড শাখা পাতা॥
গীত সমাপনে বসিলেন গুণমণি।
হেথা করে বলরাম রথের সাজনি॥
অতিশয় ক্ষুদ্র রথ কাঠের নির্মিত।
দ্বিতলের বারাণ্ডায় টানিবার মত॥
শোভে রথ বিবিধ বর্ণের পতাকায়।
পাশের চৌদিকে প্রতি ধ্বজায় ধ্বজায়॥
সুন্দর ফুলের মালা দিলা মাঝে মাঝে।
সেখানে তেমন ধারা যেখানে যা সাজে॥
সুরঞ্জিত রথরজ্জু করিয়া বন্ধন।
ঠাকুর আনিতে চলে পূজারী ব্রাহ্মণ॥
বাজে বাদ্য ঝাঁজ ঘণ্টা মনে কুতূহলী।
ঘন ঘন কীর্তনীয়া খোলে দিল তালি॥
তার সঙ্গে করতাল উঠিল বাজিয়া।
পূজারী ঠাকুর আনে জলধারা দিয়া॥
বসাইল জগন্নাথে রথের উপর।
বাদ্যের উঠিল তবে রোল উচ্চতর॥
তখন কে রাখে আর প্রভু গুণধরে।
ত্বরান্বিত উপনীত রথের গোচরে॥
শ্রীকরে রথের রজ্জু করি আকর্ষণ।
মত্তভাবে ধরিলেন মধুর কীর্তন॥
ভক্তগণ সেই সঙ্গে কৈল যোগদান।
মাঝে মাঝে রথের দড়িতে পড়ে টান॥
কভু রজ্জু পরিহরি প্রেমত্ত কীর্তনে।
অপূর্ব প্রভুর লীলা ভক্তগণ সনে॥
তালে তালে বাদ্য রোল উঠে অনিবার।
প্রভুর নৃত্যন তাহে করিয়া হুঙ্কার॥
মদমত্ত করী যেন গায়ে মহাবল।
সঙ্গে সঙ্গে নাচে যত ভকতের দল॥
ভক্ত বসু বলরাম মাথায় পাগড়ি।
নাচেন প্রভুর পাশে দোলাইয়া দাড়ি॥
কৃষ্ণকায় তেজচন্দ্র বসু চুনিলাল।
শ্রীমনোমোহন রাম দেবেন্দ্র রাখাল॥
কৃতদার হরিপদ হরিণনয়ন।
সুন্দর শরৎ শশী কুমার দু'জন॥
বারাণ্ডা কাঁপায়ে নাচে অভিমানিবর।
বিশ্বাসী গিরিশ ঘোষ গুরুকলেবর॥
নাচেন সুরেন্দ্রনাথ ভক্তের প্রধান।
সাকার হৃদয়ে যাঁর নাহি পায় স্থান॥
অতি অল্পপরিসর ছোট বারাণ্ডায়।
দাঁড়াইতে ভক্তদের ঠাঁই না কুলায়॥
এইরূপে রথলীলা লয়ে ভক্তগণ।
সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে রঙ্গ-সমাপন॥
নিজাসনে প্রভুদেব বসিলা সাদরে।
চৌদিকে ভক্তের মালা বেড়িলা তাঁহারে॥
প্রভুতে মোহিত এত ভক্ত সমুদয়।
তিলেক ছাড়িয়া কেহ যাইতে না চায়॥
পরম বৈষ্ণব ভক্ত বসু মহামতি।
আগত দেখিয়া সন্ধ্যা জ্বালাইল বাতি॥
দীনতাপূরিত কথা সুধা ঝরে তায়।
আনন্দে প্রফুল্ল মুখ কিবা শোভা পায়॥
করজোড়ে মিনতি করেন জনে জনে।
কিছু কিছু ঠাকুরের প্রসাদধারণে॥
বারাণ্ডায় পাতা পাতা ভাঁড় খুরি ধারে।
বসাইলা ভক্তবর্গে পিরীতের ভরে॥
আয়োজনে ত্রুটি নাই লুচি তরকারি।
সুঘন ছোলার ডাল ভাজি রকমারি॥
পাঁপড় মোহনভোগ গজা মালপুয়া।
বড় বড় রসগোল্লা লাল পানতুয়া॥
রসের চাটনি মিঠা কিশমিশে করা।
দধি ক্ষীর পরিপূর্ণ কটরা কটরা॥
রসনায় তৃপ্তিকর মনের মতন।
নানা দ্রব্যে কৈলা বসু প্রসাদ বণ্টন॥
সুন্দর মন্দিরখানি প্রভুর ভাণ্ডারা।
কিছুই অভাব নাই লক্ষ্মী আড়ি ধরা॥
তীর্থে তীর্থে যাত্রীদের আশ্রয়কারণ।
সুন্দর বন্দেজ সহ সুন্দর আশ্রম॥

বংশেতে সকলে ভক্ত বংশপরম্পরা।
পিতা পিতামহ আদি পূর্বপুরুষেরা॥
নাহি হেন ভক্তগোষ্ঠী প্রভু অবতারে।
লক্ষ-ভক্ত-পদধূলি যাহার দুয়ারে॥
বলরাম নাম যেবা উচ্চারে বদনে।
ধ্রুব তার হয় ভক্তি প্রভুর চরণে॥
এই রথে কি হইল শুনাইনু মন।
পর রথে কি হইল করহ শ্রবণ॥

মাহেশ নামেতে গ্রাম গঙ্গাকূলে স্থিতি।
অনেক লোকের বাস নানাবিধ জাতি॥
এই মহাভাগবত বসু বলরাম।
তাঁর পূর্ব-পুরুষদিগের কীর্তিধাম॥
সুন্দর মন্দিরে জগন্নাথের মূরতি।
ভোগরাগ সহ হয় সেবা নিতি নিতি॥
বিশেষে আষাঢ়ে মহাসমারোহ হয়।
বৃহৎ কাঠের রথ উচ্চ অতিশয়॥
জনতার কথা কহা বাহুল্য কেবল।
সুবিদিত সাধারণে আগোটা অঞ্চল॥
বড়ই পিরীতি পায় মাহেশের রথে।
কাতারে কাতারে লোক আসে নানা পথে॥
জলে স্থলে নানা যানে বিবিধ উপায়।
বেশ্যা লম্পটের সংখ্যা অধিকাংশ প্রায়॥
প্রতিবর্ষে শ্রীপ্রভুর প্রায় আগমন।
পাপী তাপী সন্তাপীর নিস্তার-কারণ॥
দরশন শ্রীপ্রভুর কৈলে একবার।
জঠর-জনম-কষ্ট নাহি হয় আর॥
জন্ম জন্মার্জিত পাপে মুক্ত তৎকালে।
শ্রীচরণ-দরশন বারেক করিলে॥
নিষাদের বাণ যথা জীব-বিনাশন।
পরশে-পরশে ধরে কাঞ্চন-বরন॥
জীবহিতব্রত প্রভু করুণাসাগর।
মাহেশে যাইতে আজি সাধ উগ্রতর॥
করিব বলিলে কর্ম দেরি নাহি আর।
যদ্যপি তাহাতে হয় বিপদ হাজার॥

মাহেশে চলিল সঙ্গে ভক্ত কয় জন।
কৃষ্ণবর্ণ হরিপদ হরিণ-নয়ন॥
ফকির ব্রাহ্মণ এক পরম আচারী।
মূলনাম যজ্ঞেশ্বর নিষ্ঠাবান ভারি॥
ভক্তিমতী 'ভক্ত-মা' গোলাপ ঠাকুরানী।
আর আর ছিল কেবা নাম নাহি জানি॥
শ্রীপ্রভুর সঙ্গে যাত্রা মহানন্দ মন।
তরীযোগে যথাদিনে মাহেশে গমন॥
যথাযোগ্য বাসাবাটী মন্দিরের কাছে।
প্রয়োজন মত দ্রব্য সকলই আছে॥
নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রচুর প্রচুর।
ত্রিতলে আসন ঠাঁই হইল প্রভুর॥
খেচরান্ন শ্রীপ্রভুর ভোগের কারণ।
ত্বরান্বিতে করিলেন ভক্ত-মা রন্ধন॥
ভোজনে প্রভুর কিন্তু সুখ নাহি হয়।
গলার বেদনা আজি বৃদ্ধি অতিশয়॥
ক্ষুণ্নমন ভক্তগণ হন তেকারণে।
শ্রীপ্রভুর সেবা করে রহে সাবধানে॥
মনে ভয় অতিশয় করয়ে ভাবনা।
রথে যদি যান প্রভু বাড়িবে বেদনা॥
মুখে নাই সাড়াশব্দ ভকতের দলে।
রথের বাজনা উচ্চে বাজে হেনকালে॥
দারুময় ঠাকুরের মূর্তি সাজাইয়া।
পূজারী ব্রাহ্মণে দিলা রথে উঠাইয়া॥
লোকে লোকারণ্য স্থান মহাকোলাহল
শুনিয়া শ্রীপ্রভুদেব হইলা চঞ্চল॥
ধীর সমীরণ-ভাব বহিল অন্তরে।
দ্বিতলের বারাণ্ডায় নামিলেন ধীরে॥
ক্রমশঃ আবেগ-বৃদ্ধি অঙ্গ টলমল।
পবন সঞ্চারে যেন সরসীর জল॥
প্রবল আবেশ পরে পরে বৃদ্ধি পায়।
যার জোরে বহির্দ্বারে উপনীত রায়॥
পাছু পাছু ধাবমান ভকতের গণ।
সাহস না হয় করে গতি নিবারণ॥

মত্ত মাতঙ্গের মত অঙ্গে ধরে বল।
আবেশের ভার যবে অধিক প্রবল॥
এবে যদি রথ-রজ্জু যত যাত্রিগণে।
ঘর্ ঘর্ শব্দেতে বৃহৎ রথ টানে॥
প্রভুরও হইল মন রথ টানিবারে।
দ্রুতপদে প্রবেশিলা জনতা ভিতরে॥
উপনীত একেবারে বিষম সঙ্কট।
রথের ঘূর্ণায়মান চক্রের নিকট॥
মহাভাবগ্রস্ত এবে বাহ্য মোটে নাই।
আপনে আপনহারা জগৎ-গোসাঁই॥
ভাবের প্রভাবে কান্তি লাবণ্য বদনে।
সমুজ্জ্বল চাঁদ যথা নিজের কিরণে॥
ভক্তগণ পাছু হেথা আছেন পড়িয়া।
শক্তি নাই সঙ্গে আসে জনতা ঠেলিয়া॥
হেনকালে শুন কিবা অপূর্ব কাহিনী।
ভাবে যেথা বাহ্যহারা প্রভু গুণমণি॥
সেখানে ধরিয়া রজ্জু ছিল যত জন।
গুন্তিতে অনেক নহে পঞ্চাশের কম॥
অবিদিত কোথা ঘর উপনীত রথে।
শুনা কথা গোউর গোয়ালা তারা জেতে॥
নিরখিয়া প্রভুদেবে নিকটে চাকার।
সকলে রথের রজ্জু করি পরিহার॥
উচ্চরবে কহে হয়ে শঙ্কায় আতুর।
আরে সেই আমাদের দয়াল ঠাকুর॥
এত বলি দলবদ্ধে ঘেরিয়া দাঁড়ায়।
পাছে কোন ঘটে বিঘ্ন ইহার শঙ্কায়॥
স্থগিত চলিত রথ দেখি একবারে।
যাত্রিগণ কি কারণ অন্বেষণ করে॥
গুজব পড়িয়া গেল শ্রীপ্রভুর কথা।
দরশনে আসে লোক ঠেলিয়া জনতা॥
আগে পিছে দরশন করে সর্বজনে।
ভাবাবেশে বাহ্যহারা প্রভু ভগবানে॥
এক কথা জিজ্ঞাসিতে পার তুমি মন।
যিনি নিজে সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥
বিভু পরমেশ যিনি ষড়ৈশ্বর্য গুণে।
আদ্যাশক্তি মায়া যাঁর আজ্ঞার অধীনে
সৃষ্টি স্থিতি লয় তিনি যিনি বিদ্যমান।
ইচ্ছাময় শিবময় মঙ্গলনিদান॥
জীব-হিত-ব্রত যিনি দয়ার সাগর।
জীবের কল্যাণে যাঁর তপ উগ্রতর॥
পরিহরি আত্মসুখ এখানে সেখানে।
ভাবময় তাঁর পুনঃ ভাবাবেশ কেনে॥
শুন কহি লীলা-তত্ত্ব অতীব মধুর।
শ্রবণ-পঠনে আন্দোলনে তমঃ দূর॥
যখন যে মূর্তি নেহারিয়া মহাভাব।
সেই সে মুরতি হয় তাঁহে আবির্ভাব॥
হেন আবেশের কালে যদি কোনজন।
ভাগ্যবলে শ্রীপ্রভুর পায় দরশন॥
তাঁর দরশনে দরশন সুনিশ্চয়।
আবির্ভূত মূর্তি যাহা প্রভুতে উদয়॥
আজিকার মহাভাবে প্রভু পরমেশ।
জগন্নাথ জগবন্ধু তাঁহার আবেশ॥
এমন আবেশ যেবা দরশন পায়।
তার নাহি রহে জন্ম মরণের দায়॥
প্রভুর সৃষ্টিতে আছে দেবদেবী যত।
আবেশে প্রভুর অঙ্গে হয় আবির্ভূত॥
প্রভু মোর মূলবৃক্ষ প্রকাণ্ড বিশাল।
অবতার যত কেহ কাণ্ড শাখা ডাল॥
অন্তরঙ্গ পারিষদ অবতার শ্রেণী।
এইবারে প্রভুদেব নিজে খোদে তিনি॥
মহালীলা শ্রীপ্রভুর লীলার প্রধান।
ভক্তবেশে অবতার দলে আগুয়ান॥
ঈশ্বরকোটীর ভক্ত যতগুলি সনে।
এক এক অবতার দেখা যায় গুণে॥
রামকৃষ্ণসাগরের খণ্ডাংশ প্রত্যেকে।
কেবল নরেন্দ্রনাথ অখণ্ডের থাকে॥
বলিতেন প্রভুদেব করহ শ্রবণ।
নরেন্দ্রে দেখিলে যায় অখণ্ডেতে মন॥

ঈশ্বরকোটীর ভক্তে নিরীক্ষণ করি।
মাঝে মাঝে হইতেন আবেশস্থ ভারি॥
কোন্ ভক্ত কেবা আর কার অবতার।
আবেশে প্রত্যক্ষ সব হইত তাঁহার॥
মূল-নাম উচ্চারিয়া আবেশাবস্থায়।
সমাদরে স্তুতি পূজা করিতেন রায়॥
বুঝা কি প্রত্যক্ষ তত্ত্ব না হয় কখন।
বিনা শুদ্ধবুদ্ধি আর বিমল লোচন॥
প্রভু প্রভু-ভক্তে হৃদে রাখি একাসনে।
কায়মনোবাক্যে যেবা মহালীলা শুনে॥
শুদ্ধ বুদ্ধি শুদ্ধ মন মিলয়ে তাহার।
যাহাতে প্রত্যক্ষীভূত নিশ্চয় লীলার॥
যাত্রীদের জনতা দেখিয়া দরশনে।
কোমরে গামছা বাঁধা গোয়ালার গণে॥
এক এক জন যেন এক এক রথী।
শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া রহে যতন সংহতি॥
পরে গিয়া ভক্তগণ জুটিল তথায়।
মহাভাবে বাহ্যহারা যেথা প্রভুরায়॥
গোয়ালারা জনতা ঠেলিয়া পথ করে।
ভক্তবর্গ ধরি রায়ে আনিল বাহিরে॥
তথাপি না ছাড়ে লোক পাছু পাছু ধায়।
আত্মহারা একেবারে সংখ্যায় সংখ্যায়॥
মকরন্দ-গন্ধে অন্ধ হইয়া যেমন।
চাতকের পাছু পাছু ছুটে ভৃঙ্গগণ॥
ভীতচিত ভক্তবর্গ মনে মনে করে।
ঠাকুরে লইয়া ত্বরা প্রবেশে মন্দিরে॥
কিন্তু পথে ঘন ঘন ভাবের প্রবল।
ঠাঁই ঠাঁই শ্রীগোসাঁই অটল অচল॥
এই অবকাশে লোকে করে দরশন।
জন-মন-বিমোহন অতুল আনন॥
প্রেমমাখা শ্রীমুখমণ্ডল দ্যুতিমান।
মন-পাখী-ধরা বাঁকা-আঁখির সন্ধান॥
ঈষৎ-রক্তিমাধর সুন্দরের বাড়া।
সহজেই বোধ নয় বিধাতার গড়া॥
তায় বিশ্বমোহনিয়া হাসির খেলনি।
বর্ণে বর্ণে বরিষণ সুধামাখা বাণী॥
দেখা শুনা যার নাহি হইল জীবনে।
চক্ষু কর্ণ বৃথা তার চক্ষু কর্ণ নামে॥
বিনা পণে অবহেলে খালি করুণায়।
দেহ ধরি অবতরি আসিয়া ধরায়॥
জীব-হিত-ব্রত রায় কল্যাণ-নিদান।
এক কর্ম জীবে কিসে পায় পরিত্রাণ॥
এত দয়াসাগর গোষ্পদ উপমায়।
দেহ-ধরা দেহরক্ষা কেবল দয়ায়॥
আজিকার দিনে কত জীবে মুক্তিদান।
প্রভু বিনা অন্যে কেহ জানে না সন্ধান॥
পথের মধ্যেতে ভাব অতি গুরুতর।
প্রতিপদে প্রায় প্রভু যেন বিশ্বম্ভর॥
অর্থ তার অন্য নয় বুঝিবে বুঝিলে।
জীবে দিতে পরাগতি দরশনছলে॥
বহুক্ষণ হেন রঙ্গ করি প্রভুরায়।
আজি রথযাত্রা-লীলা করিলেন সায়॥
দিনমান যায় প্রায় ভাব-অবসান।
সঙ্গেতে ভকতবর্গ ব্যাকুলিত প্রাণ॥
ধীরে ধীরে মন্দিরের উপরে লয়ে যায়।
বহুগুণে হৈল বৃদ্ধি বেদনা গলায়॥
পরদিন দক্ষিণশহরে শ্রীগোসাঁই।
শয্যাগত উঠিবার শক্তি দেহে নাই॥
বেদনায় রক্তস্রাব হয় এইবারে।
দারুণ যন্ত্রণাভোগ গলার ভিতরে॥
প্রফুল্ল মুখারবিন্দ বিশুষ্ক আকার।
তরল পদার্থ বিনা চলে না আহার॥
সমাচার পাইয়া সভীত ভক্তগণ।
ত্বরায় আইলা ধেয়ে প্রভুর সদন॥
বেদনায় পরিশুষ্ক শ্রীবয়ানখানি।
প্রফুল্লিত ক্রমে দেখি ভক্তের মেলানি॥
বিস্মরণ গলায় বেদনা একেবারে।
উপবিষ্ট হইলেন খাটের উপরে॥

পূর্ববৎ রঙ্গ-রস কথায় কথায়।
ভক্তবর্গ এইবারে ভুলিল না তায়॥
আনিয়া রাখালদাস ঘোষ ডাক্তারেরে।
নিযুক্ত করিয়া দিল চিকিৎসার তরে॥
রাখালের চিকিৎসায় নহে উপশম।
কোন দিন রোগবৃদ্ধি কোন দিন কম॥
বিবিধ উপায় কৈল না হয় সুফল।
ক্রমশঃ হইতে থাকে শরীর দুর্বল॥
কেবল তরল ভোজ্য চলিছে এখন।
ভাত ডাল নাহি হয় গলাধঃকরণ॥
ভক্তেরা সভীত প্রাণ দিবানিশি ভাবে।
কি উপায়ে সমারোগ্য করে প্রভুদেবে॥
দিনেকে গিরিশ ঘোষ বিশ্বাসের বীর।
প্রহরেক বেলা হৈলা মন্দিরে হাজির॥
আবদার সহ কন প্রভুর গোচরে।
আজি অন্ন খাইতে হইবে আপনারে॥
শ্রীপ্রভু বলেন অন্ন কি করিয়া খাই।
আহার তরল দ্রব্য তবু কষ্ট পাই॥
গিরিশ প্রভুকে কন শ্রীগুরুর বলে।
তোমার যেমন কেহ নাই তিনকুলে॥
আমার সেরূপ নহে আছে একজন।
সশঙ্কিত নামে যার পুরন্দর যম॥
তাঁহার শক্তিতে আমি হেন শক্তি ধরি।
সামান্য বেদনা ফুঁয়ে উড়াইতে পারি॥
এত বলি এই মন্ত্র কন মনে মনে।
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু গুরু বিদ্যমানে॥
তোমারে প্রার্থনা যেন তোমার কৃপায়।
আরোগ্য গলার ব্যাধি মুহূর্তেকে পায়॥
উচ্চারিয়া এই মন্ত্র প্রভু ভক্তবর।
ফুঁক দিলা তিন বার গলার উপর॥
বেদনার স্থানে হাত বুলায়ে গোসাঁই।
বলিলেন কি আশ্চর্য ব্যথা আর নাই॥
এমন দারুণ ব্যথা গেলা কোথাকারে।
এ কেবল গিরিশের মন্তরের জোরে॥

এত শুনি শ্রীমন্দিরে আনন্দের রোল।
রাঁধিতে চলিল অন্ন মাগুরের ঝোল॥
অবিলম্বে ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া।
প্রভুর গোচরে দিলা মন্দিরে আনিয়া॥
মহানন্দে ভক্তবর্গ করে দরশন।
বহুদিন পরে পুনঃ প্রভুর ভোজন॥
দিবা-অবসানে যত ভকতনিকরে।
সেদিন চলিয়া গেল আপনার ঘরে॥
এইতক সমাপন দিনের ঘটনা।
পর দিনে পূর্ববৎ প্রবল বেদনা॥
এই অন্নভোগ হৈল অন্নভোগ সায়।
দারুণ যন্ত্রণা এত গলার ব্যথায়॥
প্রায় তিন মাস পূর্বে সুরু এই রোগ।
তখন হইতে আগে বন্ধ লুচিভোগ॥
যেই দিন মহোৎসব দেবেন্দ্রের ঘরে।
স্মরণ করহ কথা আবেশের ভরে॥
কিবা বলিলেন প্রভু বিশ্বের গোসাঁই।
ভবিষ্যৎ বাক্য আর লুচি খাব নাই॥
তখন অবোধ্য কিবা ভাবার্থ বাক্যের।
লীলাসমাপনে তবে মর্ম হৈল টের॥
তর্কচূড়ামণি যিনি নাম শশধর।
প্রভু-দরশনে আসে দক্ষিণশহর॥
অন্তর বিষণ্ণ ভারি মলিন বদন।
প্রভুর গলায় ব্যথা তাহার কারণ॥
আরোগ্য-উপায়ে তেঁহ কন শ্রীগোচরে।
বর্ণনা আছয়ে হেন শাস্ত্রের ভিতরে॥
সমাধি যাঁহার হয় যদি সেই জন।
সমাধিস্থ হন দিয়া ব্যাধিস্থানে মন॥
সেই সে তাঁহার পক্ষে পরম ঔষধি।
ক্ষণেকে আরোগ্যলাভ নাহি রহে ব্যাধি॥
এত শুনি মৃদু হাস্য করি প্রভুবর।
ধীরবর শশধরে করিলা উত্তর॥
সমাধিতে যবে করি দরশন তাঁয়।
তুচ্ছ এই দেহ পচা কুমড়ার ন্যায়॥

আছে কিনা আছে মোর রহে না স্মরণ।
কেমনে সম্ভব দিব ব্যথাস্থানে মন॥
শ্রীমুখে শুনিয়া হেন কথার উত্তর।
বাক্যহীন বিস্ময়ে আবিষ্ট শশধর॥
মনে মনে ভাবে তেঁহ প্রভু কোন্ জন।
ব্রহ্মানন্দভোগী দিয়া দেহ বিসর্জন॥
শাস্ত্রে আর প্রভুবাক্যে প্রভুর ক্রিয়ায়।
শশধর যোল আনা মিলাইয়া পায়॥

তথাপি বুঝিতে না পারিল মাসা রতি
প্রভু যে পরমেশ্বর অখিলের পতি॥
শিরে ধরি শাস্ত্রপাঠ নাহি প্রয়োজন।
নিরন্তর প্রভুকে প্রার্থনা কর মন॥
দেহ রামকৃষ্ণ রায় ভিক্ষা মাগে দীনে।
শুদ্ধাভক্তি সহ মতি চরণসেবনে॥
এইখানে চতুর্থ খণ্ডের কথা সায়।
সুমূর্খে গাইল গীত মায়ের আজ্ঞায়॥

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি

পঞ্চম খণ্ড

(অন্ত্যলীলা)

প্রভুর চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন ও বাস

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায়।
প্রেমানন্দে বন্দ গুরু-দারা জগমায় ॥
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকায়।
যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগল-বিহার ॥

প্রথম খণ্ডেতে বাল্য-লীলা সুমধুর।
শ্রবণ-কীর্তনে স্বচ্ছ হৃদয় মুকুর ॥
সমুজ্জ্বল প্রতিভাত তাহার উপর।
শ্রীপ্রভুর অপরূপ রূপ মনোহর ॥
দ্বিতীয় খণ্ডের লীলা সাধন-ভজন।
বিশ্বাসের সহ যেবা করে আন্দোলন ॥
নিশ্চয় বিমুক্ত তার লোচন-আঁধার।
পশিতে রতনাগারে চৈতন্যের দ্বার ॥
তৃতীয় চতুর্থ খণ্ডে ভক্ত-সংজোটন।
মহিমা-প্রচার ধর্ম-দ্বন্দ্ব-বিভঞ্জন ॥
স্বরূপত্ব-প্রদর্শন দীনহীনসাজে।
শ্রবণ কীর্তনে মন মজে পদাম্বুজে ॥
পঞ্চম শেষের খণ্ড পুঁথি যাহে সায়।
একমনে যদি কেহ শুনে কিংবা গায় ॥
বড়ই মধুর ফল হাতে হাতে ফলে।
প্রেমাভক্তি পরাধন চরণকমলে ॥

ব্যাধির বিক্রম ভারি বৃদ্ধি এইবার।
প্রদাহ যন্ত্রণা কত কষ্ট অনিবার ॥
মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাবে দেহ শীর্ণ-প্রায়।
এই মতে শ্রাবণের আধাআধি যায় ॥
ক্ষুণ্নমন ভক্তগণ বুঝিতে না পারে।
প্রভুর আরোগ্য-হেতু কি উপায় করে ॥
একদিন রাম আর দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
কালীপদ-গিরিশ প্রভৃতি কয়জন ॥
একত্র বসিয়া যুক্তি কৈল স্থিরতর।
প্রতিকারে উপযুক্ত ইংরাজ ডাক্তার ॥

পরদিন প্রাতঃকালে ভক্ত চারিজন।
অনুমতি-হেতু চলে প্রভুর সদন ॥
বিশুষ্ক-বদন প্রভু দেখিলেন গিয়া।
উঠিবার শক্তি নাই আছেন শুইয়া ॥
হেন বিমরষ ভাব কখন না শুনি।
রসনা রহিত রস নাহি ফুটে বাণী ॥
সদানন্দময়ে হেন নিরানন্দ ধারা।
দেখি ভক্তচতুষ্টয়ে প্রায় প্রাণহারা ॥
মুখে নাহি সরে কথা প্রভুর যেমন।
জিজ্ঞাসা করিতে তাঁরে আছেন কেমন
কিছুক্ষণ পরে তবে সম্বরি আপনে।
বলিলেন বড় কষ্ট গেছে গত দিনে ॥
এক পুয়া রক্তস্রাব যন্ত্রণা সহিত।
গলনালিমধ্যে দাহ বিয়াধির রীত ॥
ঘোর বরিষার কাল শ্রাবণের শেষ।
গেরুয়া-বসনা গঙ্গা বিরাগিনী বেশ ॥
নীল-কলেবর সিন্ধু-সঙ্গম-আশায়।
কূল দিয়া ভাসাইয়া তীব্র বেগে ধায় ॥
পুরীমধ্যে পুষ্পোদ্যান জাহ্নবীর কূলে।
শ্রীপ্রভুর মন্দিরের পশ্চিম অঞ্চলে ॥
ছয় হস্ত পরিমিত দূরত্ব কেবল।
মাটি নাহি যায় দেখা তদুপরি জল ॥
সেই হেতু শ্রীপ্রভুর মন্দিরাভ্যন্তর।
অতিশয় জলে সিক্ত রহে নিরন্তর ॥
এদিকে বিশালাকাশে জলদের দল।
ঝুরু ঝুরু ফেলিতেছে বৃষ্টি অবিরল ॥

জলকণা মাখি অঙ্গে বায়ু বহমান।
আর্দ্র করে অবিরত আশ্রয়ের স্থান॥
হেন ঠাঁই শ্রীগোসাঁই করিলে বসতি।
স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে তাঁর হবে বহু ক্ষতি॥
এত ভাবি ভক্তগণে কৈলা নিবেদন।
শহরে বসতি করা এবে প্রয়োজন॥
উপযুক্ত বাসস্থান অনুমতি দিলে।
নির্ধারিত করি গিয়া শহর অঞ্চলে॥
অবিকল শিশুছেলে বালক যেমন।
ভালবাসা মাখা ভাষা করিয়া শ্রবণ॥
সহাস্য-আননে কন বাড়ি দেখ তবে।
বাগবাজারের কাছে গঙ্গাতীর হবে॥
ভ্রাতৃপুত্র রামলালে বলেন ডাকিয়া।
যাত্রাদিন কর স্থির পঞ্জিকা দেখিয়া॥
সুন্দর যাত্রিক দিন পর শনিবারে।
আজি বৃহস্পতি আর একদিন পরে॥
সানন্দে ভকতবর্গ উঠিল সত্বর।
অন্বেষণ করিবারে আজ্ঞামত ঘর॥
আনন্দ কি হেতু যদি জিজ্ঞাসিলে মন।
তদুত্তরে কহি শুন তাহার কারণ॥
প্রভু-দরশন-প্রিয় ভকতনিকর।
ক্রোশত্রয় দূরে এই দক্ষিণশহর॥
সহজে এখানে আসা ঘটে না কাহার।
সপ্তাহে বারেক কেহ পক্ষে একবার॥
কিন্তু এবে কৈলে প্রভু শহরে বসতি।
দরশন শুভযোগে হবে দিবা রাতি॥
মনে মনে সকলের স্থিরতর জানা।
দু-দিনের চিকিৎসায় সারিবে বেদনা॥
সেইহেতু ভক্তবর্গ হরষিত মন।
কে জানে ঘটিবে পরে বিপদ ভীষণ॥
বাগবাজারের কাছে গঙ্গা সন্নিহিত।
নূতন আবাস-বাটী করি নির্ধারিত॥
সমাচার পাঠাইলা প্রভুর সাক্ষাতে।
উপনীত প্রভুদেব শনিবার প্রাতে॥
নিরখিয়া বাসাবাটী জানি না কারণ।
বসতি করিতে তথা হইল না মন॥
পরিহরি সেই বাটী ত্বরিত-গমনে।
উপনীত হইলেন বসুর ভবনে॥
বসুর ভাগ্যের কথা নাহি হয় ইতি।
যাঁহার ভবনে এত প্রভুর পিরীতি॥
শ্রীপ্রভুর আগমন বসুর ভবনে।
সাধারণে রাষ্ট্র কথা হৈল কানে কানে॥
লোকারণ্য হৈল লোকে ভবন-ভিতরে।
অগণন সাধ্য কার সংখ্যা তার করে॥
মঙ্গল-উৎসব-ধ্বনি উঠে দিবারাত্র।
বসুর ভবন ঠিক জগন্নাথ-ক্ষেত্র॥
প্রভু যে পীড়িত এত কেহ নাহি ভাবে।
দরশনে সবে মহানন্দ-নীরে ডুবে॥
পূর্ববৎ সমভাবে ব্যাধির বিক্রম।
কখন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি কভু কিছু কম॥
ইংরাজ ডাক্তারে দিতে চিকিৎসার ভার।
ঠাকুর তাহাতে নাহি করিলা স্বীকার॥
চিকিৎসার ভার তবে হইল পশ্চাতে।
প্রতাপ মজুমদার ডাক্তারের হাতে॥
শহরের একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার।
হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা তাঁহার॥
যথাসাধ্য বিয়াধির নিরূপণ করি।
খাইতে দিলেন ছোট ছোট সাদা বড়ি॥
প্রভুর বালকাপেক্ষা শরীর দুর্বল।
ঔষধসেবনে ঘটে বিপরীত ফল॥
প্রতাপ প্রতাপান্বিত যশ দেশ জুড়ে।
এখানের প্রতিকারে বুদ্ধি যায় মুড়ে॥
কিছুতেই কোনমতে কিছু নহে ফল।
প্রতিকারে রোগ করে দুনো গুণে বল॥
ইহাতেও তিল নাই প্রভুর বিশ্রাম।
তত্ত্বকথা নৃত্য-গীত চলে অবিরাম॥
দরশনে আসে যেবা যে কোন আশায়।
আশার অতীত কভু অনায়াসে পায়॥

একদিন শুন এক শ্রীপ্রভুর খেলা।
গগনে কেবল বাকি প্রহরেক বেলা॥
গৌরাঙ্গ-ভকত এক ব্রাহ্মণ-নন্দন।
নামাবলী ছিঁটাফোঁটা অঙ্গে সুশোভন॥
প্রভুর মহিমা-কথা লোকমুখে শুনে।
আসিতেন পথে পথে কভু দরশনে॥
আসিতে আসিতে করে মনে আন্দোলন।
প্রভুর মহিমা-কথা-শ্রবণ যেমন॥
সরল বিশ্বাসে তেঁহ পাইল দেখিতে।
গৌরাঙ্গ-চরিতখানি প্রভুর চরিতে॥
বিস্ময় সহিত নানাবিধ চিন্তা মনে।
অবশেষে উপনীত বসুর ভবনে॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু অখিলের রাজ।
সদর মেলার মধ্যে করেন বিরাজ॥
বৈষ্ণবের বেশভূষা অঙ্গে দেখি তার।
শ্রীপ্রভুর রীতি যেন অগ্রে নমস্কার॥
ব্রাহ্মণ-নন্দন করি প্রণিপাত পরে।
ভক্তিরীতে বসিলেন প্রভুর গোচরে॥
শ্রীকরে ধরিয়া এক বিউনি তখন।
আপনে আপনি প্রভু করেন ব্যজন॥
ব্রাহ্মণের মনে মনে উপজিল আশ।
পাইলে বিউনি করে শ্রীঅঙ্গে বাতাস॥
হৃদয় নিবাস প্রভু বুঝিয়া অন্তরে।
সমর্পণ কৈলা পাখা ব্রাহ্মণের করে॥
মিটাইয়া মনসাধ ব্রাহ্মণ তখন।
পরম আহ্লাদে করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন॥
কৃপা-পরবশ প্রভু স্বভাবের গুণে।
সেবায় হইয়া তুষ্ট ব্রাহ্মণনন্দনে॥
কমলার সেব্য সেই অমূল্য চরণ।
ভাবাবেশে বক্ষে তাঁর করিলা অর্পণ॥
পুলকে পূর্ণিত হিয়া দ্বিজ ভাগ্যবান।
পথে যা ভাবিলা তাই দেখে বিদ্যমান॥
প্রবল প্রাণান্ত পীড়াভোগ অবিরাম।
তথাপি তিলেক নাই খেলায় বিশ্রাম॥
তৃণতুল্য জ্ঞান দেহে খেলা নিরবধি।
যত দিন যায় তত বৃদ্ধি পায় ব্যাধি॥
পরাভূত কবিরাজ ডাক্তারের গণে।
এক পক্ষ হৈল গত বসুর ভবনে॥

এখানে অধিক দিন স্থিতি নহে যোগ্য
স্বতন্তর স্থান চেষ্টা করে ভক্তবর্গ॥
শ্যামপুকুরের মধ্যে বাড়ি হৈল স্থির।
যাহার পশ্চিমে এক শিবের মন্দির॥
দ্বিতল মহল বাড়ি মাস ভাড়া ধার্য।
গৃহস্বামী নামজাদা শিবু ভট্টাচার্য॥
শ্রীপ্রভুর মহাভক্ত কালীপদ ঘোষ।
নিকটে তাঁহার বাড়ি বড়ই সন্তোষ॥
যে বাড়িতে শ্রীপ্রভুর হবে আগুসার।
অগ্রণী হইয়া কর্মে কৈলা পরিষ্কার॥
দেবদেবীমূর্তি-আঁকা পট ক্রয় করি।
চৌদিকে দেয়ালে আঁটাইল সারি সারি॥
জালা হাঁড়ি খুন্তি বেড়ি মাদুর আসন।
চাল ডাল দ্রব্যাদি যতেক প্রয়োজন॥
এইসব আয়োজন করিবার তরে।
লইল সকল ভার নিজের উপরে॥
ব্যয় তার যত হয় সকলে যোগান।
গিরিশ সুরেন্দ্র মিত্র বসু বলরাম॥
হরিশ মুস্তফী নবগোপাল কেদার।
চাঁই ভক্ত রাম দত্ত মহেন্দ্র মাস্টার॥
কালীপদ দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভক্তগণ।
এবে যাঁরা সন্ন্যাসীরা বালক তখন॥
যোগাইতে টাকাকড়ি পাইবে কোথায়।
যাহা ছিল দেহপ্রাণ সঁপিল সেবায়॥
রাখাল যোগীন লাটু নিত্যনিরঞ্জন।
বাবুরাম কালী শশী এই কয়জন॥
সেবাপর অবিরত রহে রেতে দিনে।
'ভক্ত-মা' গোলাপ-মাতা একাকী রন্ধনে।
এখন নরেন্দ্রনাথ প্রভুতে পিরীত।
দু-গণ্ডা প্রহর গোটা প্রায় উপস্থিত॥

কোথাও ক্ষণেক জন্য হইলে বাহির।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ স্বস্থানে হাজির॥
এইবার আগেকার কথা স্মর মনে।
কতই ঘুরিলা প্রভু নরেন্দ্রান্বেষণে॥
কোথা তাঁর খেলাস্থান কোথা তাঁর ঘর।
সমাজ-মন্দির কোথা দক্ষিণশহর॥
ঋতুর তাড়না গ্রাহ্য তিলাদপি নাই।
নরেন্দ্রের জন্য যেন পাগল গোসাঁই॥
সহিলা কহিলা কত তাঁহার বিচ্ছেদে।
এখন নরেন্দ্রনাথ শ্রীপ্রভুর ফাঁদে॥
শরীরে ধরিয়া পীড়া এখন গোসাঁই।
করিছেন অন্তরঙ্গগণের বাছাই॥
ভক্তি-প্রাণ-ভালবাসা প্রাণাধিক টান।
এই কয় গুণে অন্তরঙ্গের প্রমাণ॥
পীড়ার প্রাবল্য যত হয় দিন দিন।
কান্তিময় তনুখানি জীর্ণ শীর্ণ ক্ষীণ॥
তত অন্তরঙ্গদের বাড়য়ে আসক্তি।
প্রাণের অধিক টান ভালবাসা ভক্তি॥
যেন দেহ-বিনিময়ে দেহে লয়ে রোগ।
করিছেন ভক্তদের ভক্তির সম্ভোগ॥
একদিন ভক্তবর্গে হয়ে একত্তর।
ভাবিয়া চিন্তিয়া যুক্তি কৈলা স্থিরতর॥
শহরের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসক।
হউক যতই ব্যয় তারে আবশ্যক॥
ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারোপাধি।
হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার বিধি॥
প্রতিকারে নির্বাচিত হইলেন তিনি।
ষোল টাকা প্রতিবারে বেতন দর্শনী॥
রাজভাষা-বিশারদ পাঠপ্রিয় ধারা।
যতগুলি আছে পাশ সবগুলি করা॥
অগণ্য করিয়া পাশ বদ্ধ মহাপাশে।
বিশেষিয়া পরিচয় পাবে পরিশেষে॥
সরল অন্তরাধারে দয়া বলবান।
রসনা কর্কশ বড় বাক্য যেন বাণ॥
যে কার্য করিলা তেঁহ প্রভুর লীলায়।
বহি যদি শিরে জুতা শোধ নাহি যায়॥
রামকৃষ্ণপন্থী মাত্র তাঁর কাছে ঋণী।
বারে বারে বন্দি তাঁর চরণ দুখানি॥
পূজনীয় প্রভুভক্ত মহেন্দ্র মাস্টার।
ডাক্তার আনিতে কর্মে লইলেন ভার॥
ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে ডাক্তার-ভবনে।
শ্রীপ্রভুর আগমন ব্যাধি নিরূপণে॥
জানা-শুনা ইহার অধিক পূর্বে আর।
মথুরে চিকিৎসা করেন যখন ডাক্তার॥
মথুরের মনমত ইঁহার চিকিৎসা।
সেহেতু দক্ষিণেশ্বরে ছিল যাওয়া-আসা॥
সে জানা কেমন জানা শুন পরিচয়।
মথুর-পোষ্য লোকে পরমহংস কয়॥
যেন অতিশয় মূর্খ ব্রাহ্মণের ছেলে।
পূজাকার্যে ব্রতী তাই ভট্টাচার্য বলে॥
সেইমতে ডাক্তারের প্রভুদেবে জানা।
সে ঠকে অধিক নিজে যে বুঝে শিয়ানা॥
হেথা পথপানে চেয়ে আছে ভক্তবৃন্দ।
কখন মহেন্দ্রে ল'য়ে আসেন মহেন্দ্র॥
হেনকালে ডাক্তার হইল উপনীত।
ভকতনিকরে প্রভুদেব সুবেষ্টিত॥
প্রভুদেবে দেখিয়াই সবিস্ময় মনে।
ডাক্তার প্রভুকে কন তুমি যে এখানে॥
দেখাইয়া সম্মুখীন ভকতনিকরে।
উত্তর—এনেছে এরা চিকিৎসার তরে॥
শ্রীপ্রভুর বিছানার উপর বসিয়া।
রোগ পরীক্ষিয়া দিল ঔষধ কহিয়া॥
নূতন দেখিনু আমি এতদিন পরে।
প্রভু ভিন্ন অন্যে তাঁর শয্যার উপরে॥
অতি অল্পক্ষণ মধ্যে উঠিল ডাক্তার।
উপনীত নীচে যেথা বাহির দুয়ার॥
ডাক্তারের কাছে গিয়া মাস্টার অগ্রণী।
সচেষ্ট তাঁহারে দিতে বেতন দর্শনী॥

হাতে না লইয়া টাকা পুছিল ডাক্তার।
যে বাড়িতে আসিয়াছি এ বাড়ি কাহার॥
শুনিয়া ডাক্তারে কৈলা মাস্টার উত্তর।
শ্রীপ্রভুর ভক্তদের ভাড়া লওয়া ঘর॥
ইঁহার চিকিৎসা মাত্র উদ্দেশ্য ইহাতে।
দক্ষিণশহর দূর শহর হইতে॥
উঁহার আবার ভক্ত ভক্ত কি রকম।
অধিক বিস্ময়াপন্ন হইয়া তখন॥
জিজ্ঞাসা করিল তবে জানিতে আখ্যান।
ভক্ত সব কারা তাঁরা কি তাঁদের নাম॥
ভক্তদের নাম শুনি অবাক ডাক্তার।
দর্শন-গ্রহণে তবে কৈলা অস্বীকার॥
ডাক্তার হৃদয়বান ধীমান পণ্ডিত।
ধর্ম তাঁর একমাত্র সাধারণহিত॥
প্রভুদেব হিতাকাঙ্ক্ষী সাধারণ জনে।
বিশেষ ধারণা দৃঢ় হৈল মনে মনে॥
মনোভাব বাক্যেতে প্রকাশ করি তিনি।
অস্বীকার করিলেন লইতে দর্শনী॥
মহেন্দ্র মাস্টার পুনঃ বুঝাইয়া কন।
যদিও ভক্তেরা নহে ধনাঢ্য এমন॥
তথাপি অক্ষম নহে দর্শনী-প্রদানে।
গ্রহণ করুন এথে অস্বীকার কেনে॥
মুগ্ধমন ডাক্তার কহেন তদুত্তরে।
আমাকেও কর গণ্য পাঁচের ভিতরে॥
পরম যতন সহ উঁহারে দেখিব।
যতবার আবশ্যক আপনি আসিব॥
সুহৃদের মত তেঁহ বলিলেন পিছে।
ইহাতে নিজের মোর বহু স্বার্থ আছে॥
শ্রীপ্রভুর চিকিৎসায় স্বার্থ আছে তাঁর।
সুগভীর অর্থ দেখি ভিতরে ইহার॥
গূঢ় কথা বড় হেথা কহিলা ডাক্তার।
লক্ষ কোটি নমস্কার চরণে তাঁহার॥
বহুদূরদর্শিতার ভাব এ কথায়।
ডাক্তার—ডাক্তার নহে জনৈক লীলায়॥

অতিশয় প্রিয়তম শ্রীপ্রভুর জন।
প্রভুর ইচ্ছায় এবে অবস্থা এমন॥
শ্রীপ্রভুর রঙ্গ যত ডাক্তারের সনে।
আলোচনা করিলে বুঝিবে অন্ধ জনে॥
শহরেতে শ্রীপ্রভুর কেন আগমন।
উদ্দেশ্য তাহার সঙ্গে সপ্রেম মিলন॥
বহুদূরদর্শিতার শকতির গুণে।
ডাক্তার বিশেষরূপে বুঝিলা আপনে॥
আপনার অবস্থা দেখিয়া পান টের।
প্রভুর চিকিৎসা নয় চিকিৎসা নিজের॥
ডাক্তার বড়ই চাপা অন্তঃশীলা বয়।
দেড়গণ্ডা তালা আঁটা হৃদয়-নিলয়॥
মনোগত ভাব কভু প্রকাশ না করে।
স্বেচ্ছায় এ নয় তাঁর স্বভাবানুসারে॥
মানুষের সঙ্গে কি খেলেন ভগবান।
মানুষে না দেন তিনি জানিতে সন্ধান॥
মায়ায় মোহিতচিত অবিরত রয়।
অহঙ্কারে আমি করি এই মত কয়॥
জাগাইয়া যার সঙ্গে খেলেন ঈশ্বর।
সে খেলার অন্য ধারা বর্ণ স্বতন্তর॥
সেখানে মায়ার তালা খোলা একেবারে।
আমিতে অকর্তা-বোধ তুমি তুমি করে॥
ডাক্তারের ধর্ম-রোগ শুনহ এখন।
পরম পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক এক জন॥
তর্ক-বিদ্যাবলে পক্ষ সমর্থন করে।
প্রাণান্তে স্বীকার নয় সাকার ঈশ্বরে॥
এ রোগ ইহার নহে একাকী কেবল।
রোগগ্রস্ত এবে প্রায় সব নব্যদল॥
সাকারের প্রতিবাদী সংখ্যা কেবা করে।
ম্যালেরিয়া রোগী যেন প্রতি ঘরে ঘরে॥
সকলে বিদিত হেতু বলাই বাহুল্য।
ব্রাহ্মধর্ম প্রাবল্যেতে রোগের প্রাবল্য॥
বিজ্ঞানের দেশে দেশে উন্নতি সাধন।
বুদ্ধিবল কলবল দ্বিতীয় কারণ॥

সাকার না লাগে ভাল দোষ নাহি তায়।
দোষমাত্র প্রতিবাদে সাকার কথায়॥
সর্বশক্তিমানত্বের ভাব ভগবানে।
আকার ধরিতে তবে শক্তি নাই কেনে॥
সর্বশক্তিমানত্ব প্রত্যক্ষ দেখা যাঁর।
সে বুঝে সাকার যিনি তিনি নিরাকার॥
যত দূর ধারণা করিতে পারে জীবে।
অসম্ভব কিবা তায় সকলি সম্ভবে॥
বার বার বলিলেন প্রভু ভক্তপতি।
ঈশ্বরীয় অবস্থার নাহি হয় ইতি॥
ভক্তপতি শ্রীপ্রভুর নাম এইখানে।
নূতন কহিনু শুন কিবা তার মানে॥
ভক্ত সাধারণী নাম ভক্ত কয় তাঁরে।
ভক্তিভরে ঈশ্বরের ভজনা যে করে॥
শাক্ত শৈব গাণপত্য রামাইৎ বৈষ্ণব।
বাউল নানকপন্থী কর্তাভজা সব॥
নবরসিকের দল জানা সর্বজনে।
নিরাকার-উপাসক সগুণ নির্গুণে॥
অঘোরপন্থী কি বৌদ্ধ কিবা পঞ্চনামী।
দরবেশ আল্লাভজা কিবা খ্রীষ্টিয়ানি॥
যে মতে যে পথে যেবা ভজে ভগবানে।
ভক্ত অর্থে এক করি সাধারণী মানে॥
এই সব পন্থীদের প্রভু অধিপতি।
বারে বারে বলিয়াছি ইহার ভারতী॥
যে মত পথের ভক্ত প্রভু বিদ্যমান।
সবে পায় আপনার পথের সন্ধান॥
যাবতীয় মতে পথে করিয়া সাধনা।
পথঘাট শ্রীপ্রভুর সব ভাল জানা॥
উপায়ের হেতু কাছে আসিলে সাধক।
ঘুচিয়া দিতেন তার যেথানে আটক॥
উপদেশ তার মত তাহার ভাষায়।
সে কথা অন্যের পক্ষে বুঝা মহাদায়॥
ভক্তমাত্রে হয়ে মুগ্ধ চরিতে প্রভুর।
সকলে বুঝিত তিনি তাঁদের ঠাকুর॥

ইহার বিশেষ মর্ম বিশেষিয়া জানে।
ইদানীর সমুন্নত ব্রাহ্মভক্তগণে॥
সকলের উপদেষ্টা প্রভু ভগবান।
পুঁথি তাই জানে তাঁর ভক্তপতি নাম॥
ডাক্তার বোঝেন সেই পরম-ঈশ্বর।
অরূপ আকারহীন বুদ্ধির উপর॥
মানুষ কখনও গুরু হইতে না পারে।
মানুষ মানুষ মাত্র কিবা শক্তি ধরে॥
মানুষের পদধূলি গ্রহণীয় নয়।
ঈশ্বর মহান কিবা মনুষ্যনিচয়॥
অসীম অখণ্ডেশ্বর মনুষ্য-আধারে।
হইবার নহে কভু হইতে না পারে॥
কেমনে হইবে যাহা নহে হইবার।
ভাব কি সমাধি ইহার মাথার বিকার॥
দুধ খেয়ে মলত্যাগ যেই জন করে।
কেমনে ঈশ্বরারোপ করিব তাঁহারে॥
বিজ্ঞতর বৈজ্ঞানিক মার্জিতাগ্রগণ্য।
ধনে গুণে যশে কাজে সাধারণে মান্য॥
এহেন উন্নতশীল মানুষ যে জন।
ঈশ্বর সমাধি ব্যাখ্যা করিল কেমন॥
যাহে বেদ তন্ত্র গীতা পুরাণনিচয়।
সাধন-ভজনকর্ম সব হয় লয়॥
বিশেষিয়া এইখানে বুঝ তুমি মন।
হালের মার্জিতবুদ্ধি লোকের লক্ষণ॥
হায়! আমি কি কহিব অতি অর্বাচীন।
পাড়াগেঁয়ে মেঠো লোক বিদ্যাবুদ্ধিহীন॥
চেহারায় মূর্ছা যায় গেছো ভূত দেখে।
বদনে লজ্জায় কালি দোয়াতেতে ঢুকে॥
পেটভরা ভাত মুড়ি কোথা দু-বেলায়।
হীন দাস্যবৃত্তি কাজে আয়ু কেটে যায়॥
এরা সব বড়লোক চড়ে গাড়ি ঘোড়া।
সুগঠন সুবসন বেশ জামাজোড়া॥
লুচি চিনি দুধ মিষ্টি ইচ্ছামত খায়।
দ্বিতলে ত্রিতলে নিদ্রা কোমল শয্যায়॥

দাস দাসী খানসামা চাকর বেহারা।
ভোজপুরী বংশধারী দরজাতে খাড়া॥
বড় বড় সাহেবেরা মহামান্য করে।
হুকুমেতে মানুষের মাথা যায় উড়ে॥
এহেন অবস্থাপন্ন লোকের তুলনে।
আমি ক্ষুদ্র পিপীলিকা ডোবে এক কোণে॥
কিন্তু রামকৃষ্ণজীর কৃপাদৃষ্টিবলে।
বড় লোকে দেখি যেন দুগ্ধপোষ্য ছেলে॥
বলিল কেমনে কথা ফুটিল বদনে।
এত সব মহা মহা ভক্তদের স্থানে॥
ভাব কি সমাধি ইহা মাথার বিকার।
শক্তিহীন ভগবান ধরিতে আকার॥
তবে দূরদর্শিতার ভাব তাহে কিসে।
কেবল চাঁদের আলো প্রভুর পরশে॥
রক্ষা কর রামকৃষ্ণ নরতনু-বেশ।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বিভু পরমেশ॥
অনাদি অখণ্ড সীমাহীন বিশ্বস্বামী।
নিরাকার সাকার উভয় রূপে তুমি॥
তোমার কৃপায় প্রভু দূরীভূত ধাঁধা।
প্রার্থনা চরণে যেন মন রহে বাঁধা॥
নিঃস্বার্থে প্রভুতে শ্রদ্ধা রাখি যেইজন।
রোগ-প্রতিকারে করে বিশেষ যতন॥
যে কেহ হউন তিনি আরাধ্য আমার।
যুগল চরণ তাঁর বন্দি বার বার॥
ডাক্তার নিঃস্বার্থপর কি হেতু এখানে।
শুনিতে বাসনা যদি শুন এক মনে॥
দেখিতে পাইলা তেঁহ প্রভুর ইচ্ছায়।
মোহনীয়া শক্তি এক শ্রীপ্রভুর গায়॥
যাহার প্রভাবে বহু কদাচারী জন।
কুতুহলে করিতেছে সুপথে গমন॥
সেইহেতু স্বার্থহীন পর-উপকারে।
আরোগ্যে বিবিধোপায় যত্নসহকারে॥
ক্রমে ক্রমে যাবতীয় পাবে সমাচার।
রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি সুধার পাথার॥

ডাক্তারের সদাচার শ্রীপ্রভুর সনে।
চিকিৎসা করিবে তেঁহ কড়িপাতি বিনে
ভক্তের মণ্ডলী মধ্যে রাষ্ট্র হইল কথা।
ধন্য ধন্য সবে করে নুয়াইয়া মাথা॥
পরদিনে বহু ভক্ত একত্র হেথায়।
আগোটা গৃহেতে আর ঠাঁই না কুলায়॥
প্রভুর সভায় আজি শোভা কি সুন্দর।
ছদ্মবেশে পরমেশ রাজরাজেশ্বর॥
ঐশ্বর্যাদি কান্তিভাব ভিতরে গোপনে।
পূর্ণিমার কররাজি ঘন আবরণে॥
সঙ্গে অন্তরঙ্গগুলি গড়া সেই ছাঁচে।
কাদামাখা মণিমালা সাধ্য কার বাছে॥
আজিকার নবধারা অপূর্ব ধরন।
ফিকে ফিকে লঘু বর্ণ ঘন-আবরণ॥
মনোহর কান্তি-কর ফুটে শ্রীবদনে।
দীপ্তিমান মণিরাজি যাহার কিরণে॥
গোপনে মোহন মেলা নয়নানন্দকর।
রঙ্গরসে লীলাতত্ত্বকথা পরস্পর॥
ডাক্তার এমন কালে হইল হাজির।
শ্রীবয়ানাকাশে পুনঃ উদিল তিমির॥
ভক্তবর্গ নমস্কার কৈলা জনে জনে।
বসিল ডাক্তার গিয়া প্রভুর আসনে॥
পরীক্ষিয়া ব্যথা-স্থান ঔষধ-বিধান।
অতি অল্পক্ষণ মধ্যে কৈল সমাধান॥
নেহারিয়া চারিদিক দেখেন ডাক্তার।
আজি দিনে বহু ভক্ত পরিপূর্ণ ঘর॥
সুবেশ সুন্দরমূর্তি যুবকের দল।
ভক্তির ছটায় করে মুখ ঝলমল॥
চমকিত আনন্দিত হৃদয়-নিলয়।
গিরিশের সঙ্গে আজি শুভ পরিচয়॥
ঈশ্বরীয় কথা পরে কথায় কথায়।
বাদপ্রতিবাদে তিন ঘণ্টা কেটে যায়॥
বাক্‌বিতণ্ডায় তেঁহ বুঝিল নিশ্চিত।
সভাস্থ ভকতবর্গ পরম পণ্ডিত॥

অত্যুচ্চ বর্ণের সব নহে মালা জেলে।
অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের ছেলে॥
মিষ্টভাষী সদালাপী বিনীত-আচার।
অঙ্গে শোভে নানাবিধ গুণ-অলঙ্কার॥
দেখিয়া শুনিয়া সভা আনন্দ-অন্তর।
অধিক বাড়িল শ্রদ্ধা প্রভুর উপর॥
শিলা দেখি শৈলের বারতা কিছু পেয়ে
বিদায় লইয়া গেলা সে দিন চলিয়ে॥

সুরেন্দ্রের গৃহে অম্বিকাপূজা ও প্রভুর অলক্ষ্যে আবির্ভাব এবং ডাক্তারের সঙ্গে বিবিধ তত্ত্বালাপ

বন্দ রামকৃষ্ণরায় বিশ্বস্বামী যিনি।
বন্দ মাতা শ্যামা-সুতা জগৎ-জননী॥
গৃহস্থ সন্ন্যাসী ভক্ত বন্দ দোঁহাকার।
যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগলবিহার॥

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা উৎসব প্রধান।
বঙ্গবাসী জনে জনে সুখে ভাসমান॥
কিবা যুবা কি যুবতী বৃদ্ধ কিবা মাগী।
ধনী কি নির্ধন কিবা শোকী তাপী রোগী॥
বিশেষতঃ কলিকাতা প্রধান নগরী।
ধনরত্নে পরিপুর্ণ অট্টালিকা বাড়ি॥
সর্ব অঙ্গে সুচিকন কিবা শোভা পায়।
ঘরে ঘরে অম্বিকার প্রতিমা সাজায়॥
চেনা নাহি যায় কেবা জড় কি চেতন।
আগোটা প্রকৃতি দেবী সহাস্যবদন॥
হেথা বিপরীত ধারা প্রভুর সংসারে।
ম্রিয়মাণ ক্ষুণ্ণমন ভকতনিকরে॥
জবাব দিয়াছে চিকিৎসকের নিচয়।
প্রভুর অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্যের নয়॥
মায়া লয়ে লীলাখেলা মায়ার ভিতর।
হাসি কান্না সুখ দুঃখ সঙ্গে নিরন্তর॥
এইখানে এক কথা কর অবহিত।
প্রভুর নিকটে ভক্ত নহে বিষাদিত॥
হাজার পীড়িত তাঁরে নয়নে দেখিছে।
তবু নাই কোন দুঃখ যতক্ষণ কাছে॥
বরঞ্চ আনন্দে হৃদি পড়ে উথলিয়া।
যে কোন অবস্থাপন্ন প্রভুরে দেখিয়া॥
পরিহরি শ্রীগোচর আসিলে বাহিরে।
দুঃখতাপ বিষণ্ণতা আক্রমণ করে॥
কি হেতু এমন হয় হেতু শুন তার।
শ্রীপ্রভু আনন্দময় কারণ ইহার॥
যেখানে শ্রীপ্রভুদেব আনন্দ সেখানে।
কোথায় আঁধার রহে চাঁদ বিদ্যমানে॥
অহঙ্কার তাপ শোক সব রহে দূর।
বিরাজিত যেইখানে লীলার ঠাকুর॥
প্রভুর লীলায় শত সহস্র প্রমাণ।
তর্ক বুদ্ধি বিদ্যামদ তাঁর সন্নিধান॥
দূরীভূত একেবারে মুক্ত মহাফাঁদে।
শেষে ধরি শ্রীচরণ প্রেমানন্দে কাঁদে॥
এইমত কত শত পণ্ডিত ধীমান।
শ্রীপ্রভুর প্রসাদেতে পাইলেন ত্রাণ॥

হরষ বিষাদ দিয়া লীলার ঠাকুর।
লীলা-অবসানকাল নাহি বেশী দূর॥
সম্মিলিত করিছেন অন্তরঙ্গগণে।
ভবিষ্য প্রচারকার্যে লীলার প্রাঙ্গণে॥
প্রভুকে পীড়িত দেখি পীড়িত সবাই।
পীড়ায় প্রভুর কিন্তু কোন গ্রাহ্য নাই॥
সদানন্দময় তাঁর পীড়া নাই মনে।
সর্বদা খেলায় রত ভক্তদের সনে॥
কখন কাহার বক্ষে হস্ত পরশিয়া।
মুচকি হাসেন তায় ধ্যানস্থ করিয়া॥
কভু বিদেশস্থ যেবা বহু দূরান্তরে।
এখানে থাকিয়া সেথা দেখা দেন তাঁরে॥
কভু দাঁড়াইয়া মধ্যে ভক্তদের কন।
হরিবোল দিয়া নাচ করিয়া বেষ্টন॥
কভু গিয়া গৃহান্তরে ভকতের দলে।
করিয়া দেখিয়া রঙ্গ প্রহরেক চলে॥
সুরেন্দ্রের ঘরে হেথা সপ্তমী পূজায়।
শুন কি করিলা রঙ্গ প্রভুদেবরায়॥
প্রতিবর্ষ দুর্গোৎসবে সুরেন্দ্রের ঘরে।
সভক্তে শ্রীপ্রভুদেবে নিমন্ত্রণ করে॥
ভক্তগণে সঙ্গে লয়ে ভক্তপ্রিয় রায়।
যাইতেন তাঁর ঘরে অম্বিকা পূজায়॥
শয্যায় পীড়িত এবে প্রভু গুণমণি।
নিরানন্দ ভক্ত-বৃন্দ আকুল পরানী॥
পূর্ব আনন্দের মেলা করিয়া স্মরণ।
বীরভক্ত শ্রীপ্রভুর সুরেন্দ্র এখন॥
দাঁড়াইয়া প্রতিমার সম্মুখ প্রদেশে।
দুনয়নে অশ্রুধার গণ্ড যায় ভেসে॥
এবে প্রায় ন্যূনাধিক ছয় দণ্ড রাতি।
নিকেতনে চারিদিকে জ্বলিতেছে বাতি॥
রাতি নাহি জানা যায় বাতির আলোকে।
নিমন্ত্রণরক্ষাহেতু আসে যায় লোকে॥
সুরেন্দ্র সমান ভাবে আছে দাঁড়াইয়া।
প্রভুর মোহন মূর্তি মনে ধিয়াইয়া॥
এমন সময় তেঁহ দেখিবারে পান।
প্রতিমার মধ্যে প্রভু নিজে অধিষ্ঠান॥
এখানেতে প্রভুদেব ভক্তদের কন।
সুরেন্দ্রের বাড়িতে যাইতে হৈল মন॥
বাসনা-উদয় যেন অন্তর মাঝারে।
দেখিতে পাইনু আমি তিলের ভিতরে॥
জ্যোতির্ময় পথ এক অতি পরিসর।
এখান হইতে যেথা সুরেন্দ্রের ঘর॥
তার মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে।
আবির্ভাব অম্বিকার পূজার দালানে॥
কি সুন্দর প্রতিমার ভাতি উঠে গায়।
ক্ষীণপ্রভা দীপমালা তাহার প্রভায়॥
তোমরা সকলে যাও মিলে একত্তরে।
প্রতিমার দরশনে সুরেন্দ্রের ঘরে॥
এইরূপ নানা খেলা ভক্তসহকারে।
বিশেষিয়া বিবরণ নহে বলিবারে॥
শ্রীবদন বিগলিত তত্ত্বসুধাপানে।
ডাক্তার উন্মত্তবৎ রহে রেতে দিনে॥
প্রতিদিন উপনীত প্রভুর সদন।
শুনিবারে সুধামাখা প্রভুর বচন॥
আগত রজনী আজি গত দিনমান।
ঘর পরিপূর্ণ লোকে নাহি পায় স্থান॥
ভক্তি-মুখ প্রভুদেব ভক্তি-আচরণ।
ভক্তি-পথে জীব-শিক্ষা তাহার কারণ॥
প্রভুর নিকটে নাই জাতির বিচার।
যেখানে দেখেন ভক্তি সেই আপনার॥
প্রাণ-তুল্য-প্রাণাধিক প্রাণাপেক্ষা প্রিয়
আত্মীয় হইতে তিনি পরম আত্মীয়॥
ধর্মী কর্মী মহাদানী মুখুয্যে ঈশান।
সম্মুখে দেখিয়া তাঁরে কন ভগবান॥
ঈশ্বরের পদাম্বুজে রাখিয়া ভকতি।
যে জন সংসারাশ্রমে রহে স্থিরমতি॥
সেই ধন্য সেই বীর বলিহারি তায়।
কেমন সে জন পরে কন উপমায়॥

শিরে দু-মণের ভার-বোঝারী যেমন।
পথিমধ্যে আড়ে আড়ে করে নিরীক্ষণ॥
যায় বর সজ্জীভূত বিবাহের তরে।
সমারোহে বাদ্যভাণ্ডঘটা সহকারে॥
বিশেষ বীরত্ব শক্তি না থাকিলে গায়।
কেহ না করিতে পারে দু-কূল বজায়॥
এহেন সংসারী জনে অনাসক্ত রীত।
পাঁকাল মাছের মত বুঝিবা নিশ্চিত॥
অবিরত রহে মাছ পুকুরের পাঁকে।
গায়ে নাহি লাগে পাঁক পরিষ্কার থাকে॥
অনাসক্ত হইবার যাহার বাসনা।
তাহাতে উপায় বিধি সাধন ভজনা॥
সাধনার স্থান বিধি অতি নিরজনে।
জন-মানবেতে যেন কেহ নাহি জানে॥
নির্জনে আকুল প্রাণে করিবে প্রার্থনা।
পাইলে ভকতি তবে পুরিবে কামনা॥
জ্ঞানভক্তি-লাভ অগ্রে পশ্চাৎ সংসার।
যাহাতে আটক রাখে বন্ধন মায়ার॥
যে জ্ঞানে জীবনমুক্ত আছিলা জনক।
কঠোর সাধনা সেই জ্ঞানের জনক॥
সাধকে দুঃসাধ্য এবে কঠোর সাধনা।
ক্ষীণ মন বিঘ্ন বাধা পথে দেয় হানা॥
সেহেতু ভক্তির পথ সুপ্রশস্ততর।
যে পথে সহজে লভ্য পরম ঈশ্বর॥
বহু পূর্বেকার প্রশ্ন উঠিল আবার।
ঈশ্বর সাকার কিবা তিনি নিরাকার॥
প্রভুর উত্তর তিনি দুই অবস্থায়।
বিষম সমস্যা ইহা বুঝা মহাদায়॥
কাঁচা মনে এই তত্ত্বে প্রবেশিতে নারে।
যে করে ঈশ্বর চিন্তা সে বুঝিতে পারে॥
ধনবিদ্যাহেতু হৃদে অহঙ্কার যার।
ঈশ্বরদর্শন তার নহে হইবার॥
রাবণের রজোগুণ কুম্ভকর্ণ তমে।
বিভীষণ সত্বগুণী লিখিত পুরাণে॥

এইবারে বলিলেন মহেন্দ্র ডাক্তার।
ইন্দ্রিয়সংযম করা কঠিন ব্যাপার॥
তাহার উত্তরে কন বিশ্বগুরু রায়।
যদি কেহ ঈশ্বরের কৃপাকণা পায়॥
কিংবা যদি পায় কেহ দরশন তাঁর।
অথবা সাক্ষাৎকার যদ্যপি আত্মার॥
তখন এ ষড়রিপু মৃতের মতন।
বিষহীন বীর্যহীন যেন ভুজঙ্গম॥
বুদ্ধিহারা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার এখানে।
শ্রীপ্রভুদেবের ভক্তিতত্ত্বের বাখানে॥
ডাক্তারের জ্ঞান অগ্রে ইন্দ্রিয়-সংযম।
পশ্চাতে সাধনে হয় ঈশ্বর-দর্শন॥
সেইহেতু বলিলেন প্রভু পরমেশে।
ঈশ্বর কি লভ্য হন বিনা রিপুবশে॥
তবে বুঝাইতে প্রভু বৈজ্ঞানিকে কন।
তুমি যাহা করিতেছ স্বতন্ত্র রকম॥
ইহাকে বিচার-পথ জ্ঞান-পথ বলে।
জ্ঞানমার্গী যারা তারা এই মতে চলে॥
তারা কহে চিত্তশুদ্ধি অগ্রে দরকার।
পশ্চাতে সাধনে হয় জ্ঞানের সঞ্চার॥
এ দিকে সহজে পুনঃ সেই বস্তু মিলে।
ভক্তি যদি হয় তাঁর চরণ-কমলে॥
ঈশ্বরের গুণগানে চিত্তে যদি রস।
আপনি ইন্দ্রিয় মরে রিপু হয় বশ॥
যেমন বাড়লে পোকা আলো-দরশনে।
থাকিতে না পারে আর অন্ধকার স্থানে॥
ভক্ত তেন রিপুবর্গ ইন্দ্রিয় সহিত।
ঝাঁপ দেয় রূপে তাঁর হইয়া মোহিত॥
বৈজ্ঞানিক এইখানে কন আর বার।
যদ্যপি পুড়িয়া মরে তাহাও স্বীকার॥
বিধিমতে বুঝাইতে প্রভুর বচন।
ভক্তে নাহি হয় দগ্ধ পোকার মতন॥
যে আলোতে পোকা পড়ে দাহ গুণ তায়।
কাজেই পড়িলে পোকা জীবন হারায়॥

ভক্তগণ যাহে পড়ে সে আলো মণির।
আগুনের সঙ্গে ইহা ভিন্ন প্রকৃতির॥
ঈশ্বরে মণির রূপ সমুজ্জ্বলতর।
তথাপীহ সুশীতল সুখশান্তিকর॥
জ্ঞানমার্গাশ্রয়ে কিংবা বিচারের বলে।
সত্য ঈশ্বরের লাভ দরশন মিলে॥
কিন্তু এই কলিকালে সে পথাতিক্রম।
দুর্বল জীবের পক্ষে বড়ই বিষম॥
মন নহি বুদ্ধি নহি নহি দেহখানি।
ইন্দ্রিয় রিপুর নহি বশীভূত আমি॥
রোগ শোক সুখ দুঃখ অতীত সবার।
আমি সে সচ্চিদানন্দ সকলের পার॥
বড়ই সহজে বলা মুখের কথায়।
ধারণা বড়ই শক্ত করা মহাদায়॥
কাঁটায় কাটিছে হাত রক্তধারা বয়।
অথচ বলিছে মুখে কৈ কিছু নয়॥
মরে তবু মুখে বলে বেশ আছি হেথা।
সাজে কি যদ্যপি কেহ কহে হেন কথা॥
অনেকে করেন মনে বিনা অধ্যয়ন।
জ্ঞান কিংবা বিদ্যা নাহি হয় উপার্জন॥
কিন্তু অধ্যয়নাপেক্ষা শুনা শ্রেয়স্কর।
দর্শন শ্রবণাপেক্ষা হয় শ্রেষ্ঠতর॥
সংসারী মলিন-বুদ্ধি আসক্ত বিষয়ে।
ত্যাগীরা নির্মল-আঁখি সংসারীর চেয়ে॥
চক্ষুষ্মান বুদ্ধিমান বহু পরিমাণে।
একমাত্র নিরাসক্ত শকতির গুণে॥
সংসারী সংসারে খেলে উন্মত্তের প্রায়।
আপনার ঠিক চাল দেখিতে না পায়॥
ত্যাগী জন মুক্ত-আঁখি বাহিরে থাকিয়ে।
সুন্দর দেখিতে পায় সংসারীর চেয়ে॥
সতরঞ্চ দাবাবোড়ে খেলায় যেমন।
সে খেলে না তত ভাল খেলুড়ে যে জন॥
সুন্দর তাহার চাল বুঝ বিধিমতে।
যে বলে উপর-চাল থাকিয়া তফাতে॥

নীতিগর্ভ তত্ত্বসার চিত্ত-আকর্ষণী।
অমৃত-পূরিত যত শ্রীমুখের বাণী॥
শুনিয়া ডাক্তার এবে বিমোহিত প্রাণে।
কহিলেন সম্ভাষিয়া সমাসীনগণে॥
পুস্তকাধ্যয়ন-বিদ্যা হইলে প্রভুর।
হইত না অধিকার জ্ঞান এত দূর॥
ডাক্তারে পুনশ্চ তবে প্রভুদেব কন।
পঞ্চবটমূলে যবে সাধন-ভজন॥
নিপতিত মৃত্তিকায় বলিতাম মাকে।
এই তিন বস্তু মাগো দেখাও আমাকে॥
কর্মবলে কর্মী যাহা কৈল উপার্জন।
যোগবলে যোগীর যতেক দরশন॥
জ্ঞানপথে জ্ঞানমার্গী করিয়া বিচার।
অবগত হইলেন যাহা তত্ত্বসার॥
কতই দেখিনু আমি মায়ের কৃপায়।
ঘুমে পাড়াইলে ঘুম ঘুম যায় যায়॥
এত বলি অবস্থার আভাষ সহিত।
বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে ধরিলেন গীত॥

"ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই
যোগে যাগে জেগে আছি।
এখন যোগনিদ্রা তোরে পেয়ে মা
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥"

গীত সমাপনে কন শ্রীপ্রভু আমার।
অধ্যয়ন নাই করি খালি নাম মার॥
দানী শম্ভু আমাকে বলিয়াছিল তাই।
শান্তিরাম সিংহ ঢাল তরবারি নাই॥
ঈশানে কহেন প্রভু লীলার ঈশ্বর।
অবতার অস্বীকার করেন ডাক্তার॥
প্রভুর আজ্ঞানুসারে কহেন ঈশান।
ডাক্তারে করিয়া লক্ষ্য অবতারাখ্যান॥
আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস বড় কম।
অহঙ্কার একমাত্র তাহার কারণ॥
কাকভূষণ্ডীর কথা অতি চমৎকার।
সেইকালে সূর্যবংশে রাম অবতার॥

পূর্ণব্রহ্ম সেই রাম কৌশল্যা-নন্দনে।
স্বীকার করে না কাক প্রথমে প্রথমে ॥
পরে যবে নানালোক করিয়া ভ্রমণ।
সর্ব ঠাঁই সেই রাম কৈল দরশন ॥
তখন চৈতন্যোদয় চূর্ণ অহঙ্কার।
বুঝিতে পারিল রামে রাম অবতার ॥
দেখিতে কেবলমাত্র নর-কলেবর।
কিন্তু গোটা সৃষ্টি তাঁর উদর-ভিতর ॥
ডাক্তারের প্রতি প্রভু এইখানে কন।
স্বরাট-বিরাটরূপে সেই এক জন ॥
নিত্য যাঁর লীলা তাঁর একের খেলায়।
বিষম সমস্যা ইহা বুঝা মহাদায় ॥
সৃষ্টির ঈশ্বর মায়াধীশ ভগবান।
সকল সম্ভবে তাঁয় সর্বশক্তিমান ॥
ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মোরা সবে বলিতে কি পারি।
আসিতে নারেন হরি নররূপ ধরি ॥
ঈশ্বরের কার্যাবলী বুদ্ধ্যাদির পার।
ধারণা না হয় শিরে নহে বুঝিবার ॥
সেহেতু ঈশ্বরলাভে উপায় সম্বল।
সাধু মহাত্মার বাক্যে বিশ্বাস কেবল ॥
সরলতা বিনা তাঁরে বিশ্বাস না হয়।
বিষয়-বুদ্ধিতে বহু সন্দেহ উদয় ॥
সাধুসঙ্গ সর্বদাই অতি প্রয়োজন।
বৈদ্যের প্রকৃতি ধরে সাধু মহাজন ॥
ভবরোগ-বিনাশনে জানে মহৌষধি।
সমারোগ্য করিবারে বিষয়ীর ব্যাধি ॥
মহেন্দ্র মাস্টার নামে প্রভুভক্ত যিনি।
যতখানি জমি তাঁর বুদ্ধি ততখানি ॥
আট চাল ভাবিয়া চালেন এক চাল।
মানুষে সহজে তাঁর না পায় নাগাল ॥
জন্ম গুঁয়াইলে কাছে নাহি যায় চেনা।
লীলা-দরশনে শক্তিযুক্ত এক জনা ॥
বিজ্ঞতম বৈজ্ঞানিকে মাস্টার হেথায়।
নিরখিয়া বিমোহিত প্রভুর কথায় ॥

তাই মৃদুস্বরে তাঁরে কহেন তখন।
এখানে প্রহরাতীত হইল এখন ॥
আরো বহু আছে রোগী আপনার হাতে।
কখন যাবেন তবে তা সবে দেখিতে ॥
আনন্দে মগন মন ডাক্তার কহিল।
পাইয়া পরমহংস সব মাটি হ'ল ॥
হাসিতে লাগিল সবে শুনিয়া বচন।
সুমধুর লীলা-গীতি শুন তুমি মন ॥
তদুত্তরে ডাক্তারের প্রতি কন রায়।
আছে এক নদী কর্মনাশা বলে তায় ॥
তার জলে ডুব দিলে যাবতীয় কর্ম।
সকল বিনষ্ট হয় হেন তার ধর্ম ॥
প্রভুর বচন যেন সুধার আচার।
শুনি ভক্তগণে তবে কহেন ডাক্তার ॥
অন্তরে অতুলানন্দ নাহি যার টের।
মোরে ভাবিও না পর আমি তোমাদের ॥
পরিশেষে বৈজ্ঞানিকে কন পরমেশ।
অমৃত তোমার ছেলে ছেলেটিও বেশ ॥
অবতারবাদে কিন্তু বিপরীত কয়।
তাহে কোন ক্ষতি কিংবা হানি নাহি হয়
সাকার কি নিরাকারে যার যাহে মন।
বিশ্বাস শরণাগত এই প্রয়োজন ॥
পুত্রের খিয়াতি শুনি ডাক্তার কহিলা।
অমৃত আমার পুত্র তোমারি তো চেলা॥
তদুত্তরে বলিলেন জগৎ-গোসাঁই।
জগতে আমার চেলা কোন শালা নাই ॥
আমি চেলা সকলের তলে সবাকার।
সকলে তাঁহার দাস আমিও তাঁহার ॥
সবে ঈশ্বরের ছেলে মুই একজন।
গুরু মাত্র ভগবান অন্য কেহ নন ॥
অভিমানশূন্য প্রভু জীবের শিক্ষায়।
শুন মহালীলা গাই মায়ের আজ্ঞায়॥
তাহার সঙ্গেতে ভক্তদের আশীর্বাদ।
প্রত্যেকের পদ-রেণু পরম প্রসাদ ॥

মহেন্দ্র ডাক্তারের সঙ্গে রঙ্গ ও তাঁহাকে বিবিধ উপদেশ

('তত্ত্বমঞ্জরী' মাসিক পত্রে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' হইতে সংগ্রহ)

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায়।
প্রেমানন্দে বন্দ গুরু-দারা জগন্মায় ॥
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকার।
যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগল-বিহার ॥

এবে আশ্বিনের শেষ মাস প্রায় যায়।
তিনমাস গোটা প্রভু পীড়িতাবস্থায় ॥
বড় বড় কবিরাজ ডাক্তারের গণ।
দেখিতেছে বিয়াধির আরম্ভ যখন ॥
প্রাণপণে যত্ন-চেষ্টা আরোগ্যের তরে।
বিফল সকল গেল ব্যাধি খুব বেড়ে ॥
এখন হতাশ সবে একমতে কয়।
কঠিন বিয়াধি ইহা আরোগ্যের নয় ॥
হরিষ-বিষাদে কাল কাটে ভক্তগণ।
কভু হাসে কভু করে অশ্রুবিসর্জন ॥
কভু বা তারকনাথে হত্যা দিতে যায়।
কভু দৈব কর্মে জন্মপত্রিকা দেখায় ॥
কান্তিময় দেহখানি বিশুষ্ক নীরস।
আহার কেবলমাত্র সুজির পায়স ॥
এত পীড়া তবু লোকে দলে দলে আসে।
বাঞ্ছাকল্পতরু-প্রভু-দরশন-আশে ॥
একবার দরশনে শোকতাপ দূর।
অহেতুক কৃপাসিন্ধু দয়াল ঠাকুর ॥
দয়ার ইয়ত্তা নাই করুণানিদান।
সদা চেষ্টা কিসে হয় লোকের কল্যাণ ॥
জীবনের একোদ্দেশ্য জগতের হিত।
সকলের সঙ্গে কথা আদর সহিত ॥
কথার বিরাম নাই নাই তার ইতি।
প্রাতঃকালাবধি প্রায় প্রহরেক রাতি ॥

কণ্ঠার চালনা হেতু কণ্ঠার পীড়ায়।
ডাক্তার করিল মানা বাক্যব্যয়ে তাঁয় ॥
লোকের মেলানি বন্ধ ভক্তগণ করে।
শ্রীগোচরে যাইতে না দেয় যারে তারে ॥
ঔষধের বিধানাদি করিয়া ডাক্তার।
আসিতে বিদায় মাগে প্রভুর গোচর ॥
সুধামাখা বাক্যে তাঁরে কন ভগবান।
কি হেতু সত্বর আজি শুনিবে না গান ॥
নরেন্দ্রের গীতে মন মুগ্ধ সবাকার।
গানের শুনিয়া কথা বসিল ডাক্তার ॥
করে ধরা তানপুরা কিবা শোভা পায়।
সসঙ্গে সতীশচন্দ্র মৃদঙ্গ বাজায় ॥
বসিলা নরেন্দ্রনাথ সংগীত পিরীত।
শ্রীপ্রভুর আজ্ঞামতে গাইবারে গীত ॥
গীতের মাধুরী যেন তেমনি কণ্ঠের।
শুনিলে বারেক ইচ্ছা শুনি ফের ফের ॥

গীত

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপ রাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ॥
অনন্ত আঁধার-কোলে, মহানির্বাণ হিল্লোলে।
চিরশান্তি-পরিমল অবিরত যায় ভাসি ॥
মহাকালীরূপ ধরি, আঁধার-বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে ওমা কে তুমি গো একা বসি
অভয় পদকমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি ॥

গীত-সমাপনে কন মাস্টারে ডাক্তার।
এ গীত প্রভুর পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর॥
শুনিলে সংগীত হেন হইবে সমাধি।
যাহাতে সম্ভব খুব বৃদ্ধি হবে ব্যাধি॥
করিতে করিতে এই কথা-আন্দোলন।
শ্রীপ্রভু গভীর ধ্যানে হইল মগন॥
স্পন্দহীন গোটা অঙ্গ শ্রবণ বধির।
কাষ্ঠপুত্তলিকাতুল্য দু-নয়ন স্থির॥
বাহ্যজ্ঞানশূন্য দেহে দেহের অসুখ।
মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার অন্তর্মুখ॥
প্রভুকে ভাবস্থ দেখি নরেন্দ্র আবার।
ধরিলেন অন্য গীত পিক-কণ্ঠে তাঁর॥

গীত

কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে;
যদি চরণ-সরোজে পরান মধুপ চিরমগন না রয় হে।
অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে,
যদি লভিয়ে সে ধনে পরম যতনে যতন না করয় হে,
সুকুমার কুমারমুখ দেখিতে না চাই হে,
যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে,
কি ছার শশাঙ্কজ্যোতিঃ দেখি আঁধারময় হে,
যদি সে চাঁদপ্রকাশে তব প্রেমচাঁদ নাহি উদয় হয় হে।
সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে,
যদি সে প্রেমকনকে তব প্রেমমণি
নাহি জড়িত রয় হে।
তীক্ষ্ণবিষ ব্যাল সম সতত দংশয় হে,
যদি মোহ-পরমাদে নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কি আর বলিব নাথ বলিব তোমায় হে,
তুমি আমার হৃদয়রতন মণি আনন্দ নিলয় হে।

এই গীতে বিমোহিত হইয়া ডাক্তার।
দু-নয়নে বরিষণ করে অশ্রুধার॥
ইতিমধ্যে প্রভুদেব আসিলেন ফিরে।
ধীরে ধীরে আপনার আবাস-মন্দিরে॥
মরি কি প্রভুর শোভা মনোহর ছবি।
আবাসে উদয় যেন কত শশী রবি॥
মুগ্ধ-মন লোকজন নীরব সভায়।
নাই শব্দ সবে স্তব্ধ ভাবে ভেসে যায়॥
কোথায় কঠিন পীড়া শ্রীঅঙ্গে এখন।
বিন্দুমাত্র বিয়াধির নাহিক লক্ষণ॥
শ্রীমুখ প্রফুল্ল কিবা কান্তি উঠে তায়।
হেরিলে আপনি মায়া নিজে মোহ যায়॥
একদৃষ্টে সকলেই চেয়ে মুখপানে।
পুনরায় মনে আশা কথামৃত-পানে॥
ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু বুঝিয়া অন্তরে।
কন কথা সম্বোধিয়া মহেন্দ্র ডাক্তারে॥
লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন করি পরিহার।
গাও ঈশ্বরের নাম মুখে এইবার॥
ডাক্তারের মনে মনে ষোল আনা জানা।
তিনি খুব সুপণ্ডিত বৈজ্ঞানিক জনা॥
বিজ্ঞানশাস্ত্রেতে পটু বুদ্ধি বিচক্ষণ।
সেই তমোবিনাশনে প্রভুদেব কন॥
বিজ্ঞান কাহারে বলে লক্ষণ কি তার।
যার বলে ফুটে চক্ষু নষ্ট অহংকার॥
জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যায় যেই জন।
সেই সে বুঝিতে পারে ঈশ্বর কেমন॥
সে জন অজ্ঞান নানা জ্ঞান আছে যার।
কিংবা যার মনোমধ্যে পাণ্ডিত্যাহঙ্কার॥
ঈশ্বর সকল ভূতে রন বিদ্যমান।
ইহাতে নিশ্চয় বুদ্ধি তার নাম জ্ঞান॥
যে বুদ্ধি বিশেষরূপে ভগবানে জানে।
সেই বুদ্ধি সুবিদিত বিজ্ঞানের নামে॥
ভগবান জ্ঞানাজ্ঞান এ দুয়ের পার।
সযতনে উভয়েই কর পরিহার॥
পায়েতে ফুটিলে কাঁটা কাঁটা দিয়া তুলে।
পশ্চাতে উভয় কাঁটা দূরে দেয় ফেলে॥
প্রথমে অজ্ঞান-কাঁটা তুলিবার তরে।
জ্ঞান-কাঁটা যেটি তার আবশ্যক করে॥
বিদ্ধ কাঁটা উঠাইয়া যুক্তি এই সার।
সমভাবে উভয়েরে কর পরিহার॥
বাখানিয়া প্রভুদেব কন এইখানে।
লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা কৈল সীতাপতি রামে॥

বশিষ্ঠদেবের মত হেন জ্ঞানী জন।
অধীর পুত্রের শোকে করেন রোদন॥
তদুত্তরে লক্ষ্মণেরে কহিলেন রাম।
জ্ঞান আছে যেথা আছে সেখানে অজ্ঞান॥
জ্ঞানাজ্ঞান পাপপুণ্য ধর্ম কি অধর্ম।
শুচি কি অশুচি এই যাবতীয় কর্ম॥
সকলের পারে পাবে সেই ভগবান।
এত বলি পিক-কণ্ঠে ধরিলেন গান॥

গীত

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে বসে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি।
বিবেক নামে তার বেটা তত্ত্বকথা তায় শুধাবি॥
প্রথম ভাযার সন্তানেরে দূর হ'তে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ কালীসিন্ধুনীরে ডুবাইবি॥
শুচি-অশুচিরে ল'য়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
তাদের দুই সতীনে পিরীত হ'লে
তবে শ্যামা-মাকে পাবি॥
ধর্মাধর্ম দুটা অজা তুচ্ছ খুঁটায় বেঁধে থুবি।
তাদের জ্ঞানখড়্গে বলি দিয়ে উভয়ে কৈবল্য দিবি॥
অহংকার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহগর্তে টেনে লয় ধৈর্যখুঁটা ধ'রে র'বি॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে তবে কালের কাছে
জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি॥

হেনকালে কোনজন জিজ্ঞাসে প্রভুকে।
দুটি কাঁটা-তিয়াগের পর কিবা থাকে॥
জ্ঞানাজ্ঞান-পরিহারে পরের খবর।
"নিত্যশুদ্ধবোধরূপ" প্রভুর উত্তর॥
তাঁহার স্বরূপ কথা বলিবার নয়।
সেই বস্তু একমাত্র তার পরিচয়॥
সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া কি রমণ।
অবক্তব্য কথা ইহা না যায় বর্ণন॥
ডাক্তারে করিয়া লক্ষ্য প্রভু পুনঃ কন।
জ্ঞান জন্মে অহংকার হইলে নিধন॥
অজ্ঞানেতে আমি ও আমার লোকে কয়।
তুমি ও তোমার-বোধে জ্ঞানের উদয়॥
সর্বেশ্বর ভগবান অন্য কেহ নন।
আপনে অকর্তাবোধে জ্ঞানের লক্ষণ॥
পুস্তকাধ্যয়নে ভারি বাড়ে অহংকার।
তৃণবৎ তুচ্ছ দেখে জগৎ-সংসার॥
ভক্তিকে বুঝিয়া সার এঁটে ধর খুঁটি।
তিয়াগিয়া কূট তর্ক আন্ কুটিনাটি।
পাপ-পুণ্য আছে কিনা কাহে কিবা রয়।
কে করে করায়.কর্ম কাহে কিবা হয়॥
ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ এই যাবতীয়।
কথার প্রসঙ্গে কিছু নাহি হয় শ্রেয়ঃ॥
একমাত্র সারবস্তু ভক্তি পরাধন।
ঈশ্বরে প্রার্থনা কর ভক্তির কারণ॥
খাইয়া শূকর মাংস ঈশ্বর-চরণে।
ভক্তি যদি হয় তাও শ্রেয়ঃ লক্ষগুণে॥
হবিষ্য করিয়া যদি আসক্তি সংসারে।
সে নহে মানুষ বলি নরাধম তারে॥
বিশেষিয়া কন প্রভু ডাক্তারের প্রতি।
সপ্রেম সম্ভাষ ভাষে বিনয় সংহতি॥
এতকাল সম্ভোগিলে বহু পরিমাণ।
টাকাকড়ি প্রতিপত্তি অতুল সম্মান॥
এইবার দাও মন ঈশ্বর-চরণে।
উদ্দীপনা হেতু তুমি আসিও এখানে॥
কিছুক্ষণ পরেতে ডাক্তার ভাগ্যবান।
বিদায় লইয়া তবে কৈলা গাত্রোত্থান॥
হেনকালে দরশন দিলেন গিরিশ।
যাহে হৈল হরিষের উপরে হরিষ॥
প্রভুর চরণরেণু করিয়া গ্রহণ।
উপবিষ্ট হইলেন হরষিত মন॥
ডাক্তার প্রেমের ভরে সম্ভাষিয়া তাঁয়।
আসন গ্রহণ তেঁহ কৈলা পুনরায়॥
শ্রীপ্রভুর পদরজ লইতে দেখিয়া।
ডাক্তার গিরিশে কন উপদেশ দিয়া॥

আর সব কর যাহা যুক্তিযুক্ত হয়।
ঈশ্বরের পূজা ওঁরে দেওয়া ভাল নয়॥
এমন সুন্দর লোক এঁর হয় হানি।
সেইহেতু নিবারণ করিতেছি আমি॥
গুরুপদে স্থির মতি গৃহী ভক্তবর।
বিশ্বাসী গিরিশ তাঁরে করিল উত্তর॥
অকূল পাথার ভীম সন্দেহ-সাগরে।
উত্তীর্ণ কৃপায় যাঁর কিবা দিব তাঁরে॥
উচ্চ পূজা উপযুক্ত তাঁহার চরণে।
তাঁর বিষ্ঠা বিষ্ঠাবৎ নাহি লয় মনে॥
প্রত্যুত্তরে প্রতিবাদ বলেন ডাক্তার।
আমার কথার ইহা কথা স্বতন্তর॥
আমি কি পারি না নিলে 'লিচ্চি' এই বলি।
ডাক্তার গ্রহণ কৈলা প্রভুপদ-ধূলি॥
গিরিশ তখন কন উল্লাসের ভরে।
করিছে ত্রিদিববাসী ধন্য আপনারে॥
রজবলে ডাক্তারের আলোকিত হৃদি।
উচ্ছ্বাসের ভরে কন গিরিশে সম্বোধি॥
পদধূলিগ্রহণেতে কার্য কিবা ভার।
এখন লইতে পারি রজ সবাকার॥
এত বলি ভক্তদের পদ পরশিয়া।
লইলা চরণ-রেণু মাথায় ধরিয়া॥
মঙ্গল-নিদান প্রভু এখানে প্রমাণ।
কেমনে সাধেন দেখ জীবের কল্যাণ॥
সভক্তে শ্রীপদরেণু পরম মঙ্গল।
লওয়াইলা ডাক্তারে করিয়া কৌশল॥
চকিতের কার্য যত নরেন্দ্র দেখিয়া।
ডাক্তারের প্রতি কন তাঁরে সম্ভাষিয়া॥
বিস্ময়-আহ্লাদ-কুতুহল-সমন্বিত।
ইঁহাকে আমরা দেখি ঈশ্বরের মত॥
সে কেমন বুঝাইতে কহিলেন পিছে।
উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর মধ্যে হেন বস্তু আছে॥
যেই বস্তু-দরশনে বুঝা নাহি যায়।
উদ্ভিদ বলি কি আমি প্রাণী বলি তায়॥
তেন নরলোক দেবলোকের মাঝারে।
হেন বস্তু আছে মোরা পাই দেখিবারে॥
যাঁর গুণধর্মদৃষ্টে বুঝা বড় ভার।
নর কি ঈশ্বর নাম কিবা দিব তাঁর॥
প্রতিবাদে বৈজ্ঞানিক যত কথা কন।
সব ভাসে বন্যাজলে কুটীর মতন॥
পরে বৈজ্ঞানিক কন প্রভু পরমেশে।
কি কারণ কহ তুমি ভাবের আবেশে॥
ভাল মন্দ কিছু নাহি বিচার করিয়া।
অপরের গায়ে দাও চরণ তুলিয়া॥
এ কথায় গিরিশের সঙ্গে বাধে রণ।
বাদ প্রতিবাদ দোঁহে হৈল কিছুক্ষণ॥
অবশেষে বৈজ্ঞানিক হার মানি তাঁয়।
গিরিশের পদধূলি লইলা মাথায়॥
আজিকার সভা ভঙ্গ করি এইখানে।
পূজ্যপাদ বৈজ্ঞানিক চলিলা ভবনে॥
রামকৃষ্ণায়ন-কথা অমৃত-ভাণ্ডার।
শ্রবণ-কীর্তনে জীবে ভবসিন্ধুপার॥

সংসারের সুখে দুঃখে পেতে দিয়া ছাতি
এক মনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥

ডাক্তারকে ভাবের বাজার প্রদর্শন ও শ্রীপ্রভুর কালীপূজা

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায়।
প্রেমানন্দে বন্দ গুরু-দারা জগন্মায় ॥
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকার।
যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগল-বিহার ॥

বড়ই সুমিষ্ট রামকৃষ্ণ-লীলা-গীত।
ইন্দ্রিয়াদি সহ মন শুনিলে মোহিত ॥
বিমল পবিত্র চিত চৈতন্য-সঞ্চার।
লীলা-দরশন যদি ভাগ্যে ঘটে কার ॥
কেমন ঠাকুর কিবা সহচরগণ।
অপরূপ প্রকৃতির বিচিত্র ধরন ॥
সহজেই বুঝা যায় দেখিলে চরিত।
সর্ব-অংশে মানুষের ঠিক বিপরীত ॥
অনায়াসে প্রণিধানে হইবে সক্ষম।
একমনে মহালীলা করিলে শ্রবণ ॥
বিজয় গোস্বামী যিনি ব্রাহ্মদের দলে।
জনম গৌরাঙ্গভক্ত অদ্বৈতের কুলে ॥
মিলন প্রভুর সঙ্গে বহুকালাবধি।
এখন নাহিক আর নিরাকারবাদী ॥
কেশবের মত এবে পিরীতি সাকারে।
কালী-কৃষ্ণ-রাম নামে দু-নয়ন ঝরে ॥
কোথায় বিজয় ছিল এখন কোথায়।
একমাত্র বিশ্বগুরু প্রভুর কৃপায় ॥
কার কোন্ পথ কিসে কাহার আরাম।
সব জ্ঞাত প্রভু তাই বিশ্বগুরু নাম ॥
প্রভুর মতন নেতা ঈশ্বরের পথে।
জানি নাই শুনি নাই কোথা কে জগতে ॥
ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক বিজয় এখন।
নানা দেশ নানা তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥
উপনীত এবে তেঁহ শহর ভিতরে।
আজি হেথা শ্রীপ্রভুর দরশন তরে ॥
প্রভুর সাজান ঘর অপূর্ব ভাণ্ডার।
অমূল্য মাণিক এক এক ভক্ত তাঁর ॥
জ্বলিতেছে সারি সারি বিজলিয়া ঠাঁই।
তার মধ্যে জগচ্চন্দ্র জগৎ-গোসাঁই ॥
বিজয়ে বেজায় কৃপা প্রভুর আমার।
সেহেতু ঈশ্বর-পথে উচ্চাবস্থা তাঁর ॥
প্রভুর শ্রীপদমূলে বিজয় আসিয়া।
চরণবন্দনা কৈল ভূমিষ্ঠ হইয়া ॥
বিজয়ে দেখিয়া চিত্তে হয়ে মহাপ্রীতি।
সম্ভাষিয়ে বলিলেন অন্যান্যের প্রতি ॥
সুন্দর-অবস্থাগত বিজয় এখন।
দেখিলে সহজে যায় বুঝা বিলক্ষণ ॥
ঘাড় ও কপাল দৃষ্টে বেশ যায় জানা।
অবস্থা পরমহংসের হইয়াছে কিনা ॥
পরে প্রভু বলিলেন ঈশ্বরের ঘর।
বিজয়ের হইয়াছে নয়নগোচর ॥
কাশ্মীরাধিপতির যেমন নিকেতন।
পর্বতান্তরালে দূরে হয় দরশন ॥
শ্রীমহিম চক্রবর্তী কহিলা বিজয়ে।
আসিলেন নানাবিধ তীর্থ পর্যটিয়ে ॥
কোথায় কি দরশন হৈল আপনার।
শুনিব বলুন যাবতীয় সমাচার ॥

মহিমে উত্তর দিলা বিজয় গোসাঁই।
এখানে প্রভুতে যাহা দেখিবারে পাই॥
পরিপূর্ণ পূর্ণভাবে ষোল-আনা খারা।
এমন কোথাও নাই মিছামিছি ঘোরা॥
মহিমও বারেক গি'ছিল পর্যটনে।
ফিরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ হাজির এখানে॥
করজোড়ে প্রভুদেবে শ্রীবিজয় কন।
বুঝেছি না দিলে ধরা ধরে কোন্ জন॥
একদিন নিরজনে ঢাকায় যখন।
আপনারে সশরীরে কৈনু দরশন॥
এত বলি চক্ষে বারি প্রেমে গদ হয়ে।
অভয়-চরণ-মূলে পড়িলা লুটিয়ে॥
নিরখিয়া তাহা প্রভু হইয়া কেমন।
বিজয়ের বক্ষে দিলা দক্ষিণ চরণ॥
এখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্য আর নাই।
পুত্তলিকাবৎ জড় জগৎ-গোসাঁই॥
মরি কি মোহন মূর্তি এখন প্রভুর।
শ্রীমুখমণ্ডলে যেন ঝলসে চিকুর॥
প্রেমের ঠাকুর প্রেমে ঢলা গলা কায়।
উপমায় দেখাইতে কি আছে ধরায়॥
ভক্তগণ উপস্থিত ছিল যাঁরা ঘরে।
কেহ কাঁদে কেহ কেহ স্তব-স্তুতি করে॥
যাহার যেমন ভাব সে দেখে তেমন।
কেহ বা পরম ভক্ত কেহ সাধু জন॥
কেহ কেহ বুদ্ধিহারা হয়ে একেবারে।
যা দেখে তা দেখে কিছু বুঝিতে না পারে॥
কেহ বা দেখিতে পায় মুক্ত আঁখি যাঁর।
সাক্ষাতে শ্রীদেহধারী ঈশ্বরাবতার॥
মহিম সজল-আঁখি কহে উচ্চৈঃস্বরে।
দেখ কি প্রেমের ছবি অবনী-ভিতরে॥
অনুমান হয় তাঁর শুনিয়া বচন।
যেন তেঁহ করিছেন বিচিত্র দর্শন॥
ভবনে কি ভাব হৈল কহা নাহি যায়।
একে একে নানা জনে নানা গীত গায়॥
যে যেমন দেখে তাঁর গীতে ছবি তার।
তিলেকে হইল যাহা নহে বর্ণিবার॥
শুন দুই এক গীত কহি এইখানে।
জ্ঞান-ভক্তি মিলে লীলা-শ্রবণ-কীর্তনে॥

গীত

চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দ-লহরী।
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি,
বিবিধ বিলাস রঙ্গ-প্রসঙ্গ কত অভিনব ভাবতরঙ্গ,
উঠিছে পড়িছে করিছে রঙ্গ নবীন রূপ ধরি॥
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল,
দেশ-কাল-ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল।
আশা পুরিল রে আমার সকল সাধ মিটে গেল,
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া
বলরে মন হরি হরি॥

টুটল ভরম ভীতি, ধরম করম নীতি,
দূর ভেল জাতি-কুলমান।
কাঁহা হাম কাঁহা হরি, প্রাণমন চুরি করি,
বঁধুয়া করিলা পয়ান॥
ভাবেতে হওল ভোর, অবহি হৃদয়মোর,
নাহি যাত আপনা পসান।
প্রেমদাস কহে হাসি, শুন সাধু জগবাসী,
অ্যায়সা-হী নূতন বিধান॥

ধরিয়া বৈকুণ্ঠমেলা ভবের ভিতরে।
প্রকৃতিস্থ প্রভুদেব বহুক্ষণ পরে॥
শ্রীপ্রভু কহেন পেয়ে বাহ্যিক গিয়ান।
শাস্ত্র বেদ তন্ত্রাদির পার ব্রহ্মজ্ঞান॥
যতক্ষণ একখানা হাতে থাকে বই।
হইলেও জ্ঞানী তাঁরে রাজ-ঋষি কই॥
আমার গিয়ানে বলি ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে।
অঙ্গেতে যাঁহার কোন চিহ্ন নাই থাকে॥
এই উপমায় প্রভু করিলা বিচার।
ব্রহ্মজ্ঞান বেদ তন্ত্র শাস্ত্রাদির পার॥
পরে অবতারবাদ কন ধীরে ধীরে।
ঈশ্বরের আবির্ভাব মানব-আধারে॥

নরদেহে না আসিলে পরম-ঈশ্বর।
কেমনে পাইবে জীবে তাঁহার খবর॥
বাসনা অপূর্ণ রহে অবতার বিনে।
সেহেতু আসেন তিনি শরীরধারণে॥
এত বলি উপমায় দেন বুঝাইয়া।
অবতার প্রয়োজন কিসের লাগিয়া॥
নিরাকার সাকার সম্বন্ধে বারবার।
এত যে কহিলা প্রভু হেতু শুন তার॥
হালের উন্নতিশীল নব্য সভ্যগণে।
সাকারের প্রতিবাদী সাকার না মানে॥
ইংরাজী শিক্ষার গুণে প্রায় এই ফল।
তদুপরি ব্রাহ্মধর্ম দেশেতে প্রবল॥
তন্ত্রগীতাপুরাণাদি গেছে রসাতলে।
ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত্র তাদের বদলে॥
এহেন মার্জিতবুদ্ধি উদ্ধারের তরে।
শ্রীপ্রভুর আবির্ভাব লীলার আসরে॥
পাণ্ডিত্যের অভিমান চূর্ণ কৈলা তেজে।
নিরক্ষর দীন-দুঃখী দুর্বলের সাজে॥
নয়নরঞ্জন মূর্তি মহেন্দ্র ডাক্তার।
প্রফুল্লিত চিত্তে দেখা দিল এইবার॥
আসন গ্রহণ করি প্রভুদেবে কন।
অবিরত হয় চিন্তা তোমার কারণ॥
গত রেতে রাত্রি যবে তৃতীয় প্রহর।
ঘুম নাই এই চিন্তা খালি নিরন্তর॥
দেখ মন শ্রীপ্রভুর কেমন কৌশল।
চিন্তাই ধিয়ান মাত্র পরম মঙ্গল॥
সাকারের প্রতিবাদী ডাক্তার এখানে।
আকার-ধিয়ান-কথা শুনিবে না কানে॥
শ্রীঅঙ্গে বিয়াধি ধরি মঙ্গলনিদান।
কৌশলে করান তাঁরে তাঁহার ধিয়ান॥
স্মরণ-মনন ধ্যান লীলার প্রসঙ্গ।
কীর্তন-শ্রবণ-আদি সাধনার অঙ্গ॥
এই সব কর্মে হয় পথে আগুয়ান।
তাহাই ডাক্তারে প্রভু কৌশলে করান॥

জান্তে কি অজান্তে এই কর্ম আচরণ।
সমভাবে এক ফল প্রভুর বচন॥
ডাক্তার হৃদয়বান দয়া স্বতঃ ঘটে।
প্রভুর কৃপায় এবে ভক্তি গেছে জুটে॥
ঈশ্বরীয় তত্ত্বালাপ-শ্রবণ কীর্তনে।
প্রভুর সভায় তাঁর ভক্তদের সনে॥
এখন বড়ই মুগ্ধ মজিয়াছে মন।
ডাক্তার ডাক্তার নাই পূর্বের মতন॥
বৈজ্ঞানিক গম্ভীরাত্মা প্রশস্ত আধার।
সহজে না মিলে টের মনোভাব তাঁর॥
প্রমাণে প্রত্যক্ষ বস্তু যতক্ষণ নয়।
ডাক্তার কখন তাহা করে না প্রত্যয়॥
প্রত্যয় যা হয় তাও চেপে রাখে তেজে।
জানিতে না দেন ভাব অপরে সহজে॥
এখানেতে বিশ্বগুরু সর্বশক্তিধর।
পরম কৌশলী চক্রী লীলার ঈশ্বর॥
এড়ান নাহিক তার ধরেন যাহাকে।
বিষম ভীষণ ফঁদে ধাঁক নাহি থাকে॥
অবতারে লীলাখেলা অতীব রঙ্গের।
যে বুঝে সে বুঝে যে না বুঝে তার ফের
পুরাণ বেদান্ত বেদ তন্ত্রের নিকর।
সাধন-ভজন সব লীলার ভিতর॥
লীলা-দরশনে হয় সব দরশন।
লীলাদৃষ্টি শক্তি যাঁর বিমল নয়ন॥
লীলারূপে ভগবান লীলার ভিতর।
লীলা-দরশনে মিলে সকল খবর॥
যত মত যত পথ যত ভবে আছে।
যাবতীয় যায় দেখা লগ্ন লীলা-গাছে॥
লীলায় ঈশ্বরে নাই তিল ভিন্ন ভেদ।
স্বভাবে উভয় এক নাহি অবিচ্ছেদ॥
কথায় না বুঝা যায় যদিও সরল।
বোধ উপলব্ধি বস্তু-প্রত্যক্ষে কেবল॥
শ্রবণ-কীর্তনে লীলা ক্রমে দেখা যায়।
যদ্যপি করেন কৃপা প্রভুদেবরায়॥

পাইবে বিমল আঁখি বুঝিবে নিশ্চিত।
ভক্তিভরে শুনে চল মহালীলাগীত ॥
বিজ্ঞানশাস্ত্রের পাঠে বুঝেন ডাক্তার।
সমাধি কি মহাভাব মাথার বিকার ॥
এই ভ্রম-বিনাশনে কি করিলা রায়।
শুন সুমধুর লীলা অকিঞ্চন গায় ॥
সঙ্গীত-শ্রবণপ্রিয় ডাক্তার এখন।
বিণা-বিনিন্দিত-কণ্ঠ শ্রীনরেন্দ্রে কন ॥
কখন শুনাবে গীত গাও এইবারে।
শুনিতে তোমার গান ইচ্ছা বড় করে ॥
বিশাল নয়নে ভাতিযুক্ত ভক্তবর।
পরম সুঠাম মূর্তি সর্বাঙ্গ সুন্দর ॥
শ্রীপ্রভুর প্রাণাধিক নরেন্দ্র তখন।
কাছে ছিল তানপুরা করিলা ধারণ ॥
করে ধরা তানপুরা দৃশ্য মনোহর।
পরম সন্ন্যাসী যেন বাল মহেশ্বর ॥
তেজঃপুঞ্জকলেবর ভাব উদাসীন।
ঈশ্বরের পাদপদ্মে প্রাণমন লীন ॥
ঝঙ্কারিলা চারি তার একতানে তেজে।
মৃদঙ্গ তাহার সঙ্গে ঘন ঘন বাজে ॥
উঠিলা বিচিত্র ধারা ভবনে এখন।
স্তব্ধীভূত একত্রিত দর্শকের গণ ॥
উদিল বিচিত্র ভাব চিত্তে সবাকার।
প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়াদি সবে একাকার ॥
সংসার সবার ভুল কিছু নাই মনে।
খালি লুব্ধ শ্রুতিমুগ্ধ সঙ্গীত-শ্রবণে ॥
গীত-আরম্ভের পূর্বে সকলে মোহিত।
পশ্চাতে মধুর কণ্ঠে ধরিলেন গীত ॥

গীত

সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে,
বরিষে অমৃতধারা, জুড়ায় শ্রবণ হে।
এক তব নামধন অমৃত-ভবন হে,
অমর হয় সেই জন যে করে কীর্তন হে।
গভীর বিষাদরাশি নিমিষে বিনাশে,
যখান তব নাম সুধা শ্রবণে পরশে।
হৃদয় মধুময় তব নামগানে,
হয় হে হৃদয়নাথ চিদানন্দঘন হে ॥

সঙ্গীত শুনার আগে যার যাহা ছিল।
এখন শুনিয়া গীত তাও তার গেল ॥
শ্রোতাদের ভাব দেখি নরেন্দ্র আবার।
ধরিলেন অন্য গীত সুধার আধার ॥

গীত

আমায় দেমা পাগল ক'রে
আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে।
তোমার ও প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা
ও মা ভক্তচিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে।
তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে
কেহ নাচে আনন্দের ভরে,
ঈশা মুশা শ্রীচৈতন্য তাঁরা প্রেমের ঘোরে অচৈতন্য
কবে আমি হব মা ধন্য মিশে তার ভিতরে ॥

গীতের ভিতরে প্রভু কি করিলা কল।
শুনিয়া উন্মত্ত সবে যেমন পাগল ॥
পাণ্ডিত্যাভিমানী যিনি পাণ্ডিত্যাহংকার।
একদিকে তিয়াগিয়ে করেন চীৎকার ॥
দিগাদিগজ্ঞানশূন্য আকুল হইয়া।
"বিচারে কি কাজ দে মা পাগল করিয়া ॥"
বিজয় দণ্ডায়মান সকলের আগে।
প্রভুর কৃপায় প্রাপ্ত ভাবের আবেগে ॥
পরে প্রভু দাঁড়াইলা ভাবের গোসাঁই।
কঠিন বিয়াধি অঙ্গে কিছু মনে নাই ॥
আপনে আপন ভাবে মহা নিমগন।
ডাক্তারেরো হুঁশ নাই প্রভুর যেমন ॥
এদিকে দক্ষিণ কক্ষে বুকে হাত দিয়া।
ভাবে সমাধিস্থ লাটু আছে দাঁড়াইয়া ॥
তার পাশে মণিগুপ্ত বালক বয়েস।
গৌরবর্ণ লম্বা লম্বা সুচিকন কেশ ॥
হাতে ধরা জপমালা বামে হেলা শির।
পুত্তলিকা মত অঙ্গ ভাব সুগভীর ॥
ডাক্তারের সন্নিকটে পূরব অঞ্চলে।
ভক্ত ছোট-নরেন্দ্র গিয়াছে বাহ্য ভুলে ॥

মুদিত নয়ন দুটি জড়বৎ অঙ্গ।
ক্ষণেকের মধ্যে প্রভু কি করিলা রঙ্গ॥
বিজ্ঞতম বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতপ্রধান।
ভাবের বাজারে আর কূল নাহি পান॥
দেখেন অবাক হয়ে ভাবগ্রস্ত জনে।
কাহারো নাহিক বাহ্য সবে স্পন্দহীনে॥
ভাব-উপশমে কারো কান্না কারো হাসা।
লাটুর না ছুটে ভাব-সমাধির নেশা॥
তখন শ্রীপ্রভুদেব ভাবের সাগর।
বসাইয়া দিলা তাঁর স্কন্ধে দিয়া ভর॥
ভূমিতলে উপবিষ্ট শ্রীলাটু যখন।
প্রভু করিলেন তাঁর স্কন্ধে আরোহণ॥
দলিতে লাগিলা বক্ষঃ বামপদভরে।
লাটুর আইল বাহ্যচেঁঠা কিছু পরে॥
রঙ্গ-সমাপনে পরে রঙ্গের ঈশ্বর।
বসিলেন আপনার শয্যার উপর॥
ডাক্তারের প্রতি তবে প্রভুদেব কন।
কেমন সমাধিভাব দেখিলে এখন॥
অপরের চক্ষে নয় স্বচক্ষে দেখিলে।
তোমার বিজ্ঞানশাস্ত্রে ইহাকে কি বলে॥
সায়েন্সেতে সমাধিকে কিবা নামে কয়।
ঢং কি যথার্থই ইহা প্রতীতি কি হয়॥
ডাক্তার উত্তরে কন প্রভু ভগবানে।
অনেকের হতেছে ঢং বলিব কেমনে॥
চূর্ণ আজি ডাক্তারের পাণ্ডিত্যাহংকার।
যথার্থ সমাধিভাব করিল স্বীকার॥
ডাক্তারের সঙ্গে রঙ্গ হইল বিস্তর।
দিন দিন অভিনব তত্ত্বের সমর॥
মহাভাগ্যবান তেঁহ জন্ম ধরাতলে।
তাঁহার চরণরেণু মহাভাগ্যে মিলে॥
যেমন ডাক্তার তাঁর তেমতি নন্দন।
অমৃত তাঁহার নাম প্রিয়দরশন॥
প্রভুর অপার কৃপা অমৃতের প্রতি।
কৃপার সম্বন্ধে আছে অপূর্ব ভারতী॥

শ্রীগোচরে ভক্ত মেলা রহে রেতেদিনে।
ভক্তিমতী পুরনারী প্রভু-দরশনে॥
আসিতে না পায় তাই রহে ক্ষুণ্ণমনা।
এক দিন উপনীত এক বারাঙ্গনা॥
গিরিশের রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী যত।
সকলেই প্রভুদেবে ভকতি করিত॥
তাহাদের মধ্যে যেবা বিনোদিনী নামে।
বিশেষ তাহার ভক্তি প্রভুর চরণে॥
কি হবে হইলে বেশ্যা ভক্তি আছে যার।
যে হোক সে হোক তেঁহ নমস্য আমার॥
প্রভুর কঠিন পীড়া লোকমুখে শুনি।
অন্তরে দুঃখিতা বড় বেশ্যা বিনোদিনী॥
পরমা যুবতী তেঁহ রূপবতী তায়।
শ্রীপ্রভুর দরশনে আসিতে না পায়॥
প্রবল বাসনা সাধ হৃদয়-মাঝারে।
তিলেকের জন্য তাঁর দরশন করে॥
নিরুপায়ে উপায় ভাবিয়া কৈলা মনে।
ধরিয়া পুরুষ-বেশ যাব দরশনে॥
এক দিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে।
চারি পাঁচ দণ্ড রাতি ইহার ভিতরে॥
যুবকের পরিচ্ছদে হাজির হেথায়।
বিরাজে যেখানে বাঞ্ছাকল্পতরু রায়॥
অনেকের সঙ্গে দেখা পথের মাঝারে
কেহই চিনিতে নাহি পারিল তাহারে॥
কিন্তু শ্রীগোচরে যেই মুহূর্তেকে আসা।
চিনিয়া শ্রীপ্রভু তারে করিলা জিজ্ঞাসা॥
কি রে তুই হেথা হেন বেশে কি কারণ।
উত্তরে কহিল প্রভু মাত্র দরশন॥
বিশেষ আশিস কৃপা করিয়া তাহায়।
অনতিবিলম্বে দিলা তখনি বিদায়॥
রঙ্গমঞ্চে বীরভক্ত রাখিয়া গিরিশে।
বেশ্যার উদ্ধার এত স্তুতিতে না আসে॥
তার সঙ্গে অভিনেতা লম্পটের দল।
পরশিল শ্রীপ্রভুর চরণ-কমল॥

স্বভাব ছাড়িতে নারে গাঁজা মদ খায়।
গুরুর মতন কিন্তু ভক্তি করে রায়॥
অদ্যাবধি সেই ধারা দিনে দিনে বাড়ে।
প্রভুর মূরতি রাখে মঞ্চের ভিতরে॥
বিশেষতঃ সাজঘরে সাজে যেইখানে।
সাজঘর অতিশয় গোপনীয় স্থানে॥
রঙ্গদিনে পরিপাটি ফুলের মালায়।
শ্রীপ্রভুর প্রতিমূর্তি সুন্দর সাজায়॥
যতবার রঙ্গস্থানে করে আগমন।
বাহির না হয় বিনা চরণবন্দন॥
শুনি এবে অভিনেত্রী অনেকের ঘরে।
প্রভুর মূরতি আছে পূজা সেবা করে॥
গিরিশে রাখিয়া মঞ্চে প্রভুর মহিমা।
বেশ্যা লম্পটের মধ্যে ভক্তির সূচনা॥
শ্রীগিরিশে গুরুতুল্য সকলেই মানে।
রঙ্গমঞ্চমধ্যে যেবা যে আছে যেথানে॥
বারে বারে গিরিশ বলিল শ্রীচরণে।
কত দিন রব বেশ্যা-লম্পটের সনে॥
ভগবান রাখ মোরে সেবায় এবারে।
না হয় অধিক দিন বৎসরের তরে॥
উত্তরে কহিলা তাঁরে অখিলের রাজ।
থাক তুমি রঙ্গালয়ে বহু হবে কাজ॥
বেশ্যা কি লম্পট প্রভুপদে ভক্তি যার।
তে সবায় করি কোটি কোটি নমস্কার॥
বিষয়ীরে ঘৃণা নাই তিলেকের তরে।
দরশন দিলা প্রভু গিয়া ঘরে ঘরে॥
করুণাবতার প্রভু সকলে করুণা।
বিষয়ী লম্পট বেশ্যা কারে নাই ঘৃণা॥
সরল অন্তরে যেবা চায় ভগবানে।
সেই সেই আসিয়া জুটে প্রভুর সদনে॥
শুন এক শ্রীপ্রভুর মহিমা বাখান।
এক দিন তৃতীয় প্রহর দিনমান॥
আসিয়া জুটিল এক ত্যাগী যোগিবর।
শ্যামল বরন চক্ষু ডাগর ডাগর॥

কোট পেন্ট্‌লন পরা টুপি আছে শিরে।
চাপ দাড়ি হাতে ছড়ি সুহাসি অধরে॥
ভিতরে কৌপীন তাঁর বাসে আচ্ছাদন।
বাহ্যিক দেখিতে এক বাবুর মতন॥
স্বভাবে চরিতে কিন্তু যোগীর আচার।
উপাধিতে মিশ্র তিনি প্রভু নাম তাঁর॥
পিতামহ খ্রীষ্টিয়ান জন্ম সেই কুলে।
মূলে কিন্তু কনোজিয়া ব্রাহ্মণের ছেলে॥
মিশ্রের আচারে এক অপরূপ রীত।
না হিন্দু না খ্রীষ্টিয়ান অপূর্ব চরিত॥
জীবে দয়া জিতেন্দ্রিয় নাহি হিংসা দ্বেষ।
মারিলে চাপড় গালে হেসে করে শেষ॥
জান্তব আহার নাই হিংসা হয় জীবে।
প্রাণিমাত্রে পীড়া দিতে মৃত্যুতুল্য ভাবে॥
যদ্যপি অপরে তাঁরে খেতে দেয় বিষ।
রাজায় কি ভগবানে করে না নালিশ॥
জাতির বিচার নাই যার তার খায়।
পরমা সুন্দরী দারা নিরাসক্ত তায়॥
যাহা না হইলে নয় তাহার কারণ।
দিলে কেহ টাকাকড়ি করেন গ্রহণ॥
অধিক পাইলে পরে কিনিয়া ঔষধি।
সযতনে দুঃখীদের দূর করে ব্যাধি॥
সাধন-ভজন-প্রিয় যোগপরায়ণ।
ভালবাসে গিরিগুহা বিজন কানন॥
ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় মূর্তি দরশনে।
এই আশে যোগাশ্রয় উদ্দেশ্য জীবনে॥
একবার গিরিগুহে ধিয়ানে মগন।
দেখিতে পাইল কিবা শুন বিবরণ॥
অপরূপ কলনাদী তটিনীর কূলে।
সুন্দর বাগান এক পরিপূর্ণ ফুলে॥
তার পাশে সমাধিস্থ সুন্দর চেহারা।
জ্যোতির্ময় মূর্তি নয় পঞ্চভূতে গড়া॥
হৃদয়-অঙ্কিত ছবি সদা জাগে মনে।
আর না দেখিতে পায় বসিলে ধিয়ানে॥

সময়ানুক্রমে এবে আসিয়া শহরে।
শুনিল প্রভুর নাম লোক পরম্পরে ॥
দরশন-পিয়াসে আজি হাজির হেথায়।
এখানে করিলা কিবা শুন প্রভুরায় ॥
আগন্তুক শ্রীগোচরে আসিবার আগে।
প্রভু বলিলেন আমি যাব মলত্যাগে ॥
এত বলি প্রবেশিলা পাইখানা ঘর।
ভাবে দেখিলেন এক আসে যোগিবর ॥
মহাবীর বলবান বলিষ্ঠ আকার।
কোমরেতে বাঁধা আছে পাঁচ হেতিয়ার ॥
আগাগোড়া হৈল জ্ঞাত যত বিবরণ।
নব অভ্যাগত কেবা অনুরাগী জন ॥
দ্বিতলে এখানে যেথা প্রভুর আসন।
উপনীত হয়ে মিশ্র দিল দরশন ॥
ভক্তগণ দিলা তাঁরে বসিবারে ঠাঁই।
ফিরিলেন হেনকালে জগত-গোসাঁই ॥
যোগিবরে প্রভুরায় করি নিরীক্ষণ।
দাঁড়াইয়া সমাধিতে হইলা মগন ॥
অনিমিষ-আঁখি মিশ্র দেখিবারে পায়।
ধ্যানে দেখা সেই মূর্তি এই প্রভুরায় ॥
আরে অবিশ্বাসী মন কি কব তোমাকে।
চিরকাল মগ্ন তুমি সন্দেহের পাঁকে ॥
না হয় বিশ্বাস তোর মোর কিবা ক্ষতি।
মুই জানি প্রভু মোর অখিলের পতি ॥
ত্রাতা পাতা নেতা পথে হৃদয়বিহারী।
সংসার-জলধি-জলে পারের কাণ্ডারী ॥
রতন মাণিক মম প্রাণ বুদ্ধি বল।
সম্পদ-বিপদ-সখা সহায় সম্বল ॥
ঐশ্বর্য দেখিয়া তত্ত্ব করিতে নির্ণয়।
তোর মত সন্দ যেন মোর নাহি হয় ॥
হউন শ্রীপ্রভুদেব পূজারী-ব্রাহ্মণ।
পরগৃহে বাস কিংবা পরান্নে পালন ॥
না হয় হউন তিনি নিরক্ষর-বেশ।
অরূপ অগুণ কিংবা উন্মত্ত অশেষ ॥
না হয় হউন পঞ্চভূতদেহধারী।
দীনহীন দুঃখাতুর অতি কদাচারী ॥
ভূষণবসনহীন বালকের ন্যায়।
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর বেদনা গলায় ॥
যত কিছু থাক তাঁয় না করি বিচার।
ভজিব পূজিব প্রভু ঠাকুর আমার ॥
চাহ তুমি বেশ ভূষা ঐশ্বর্য দর্শন।
অঙ্গে কান্তি নবদূর্বাদলের বরন ॥
রতন কুণ্ডল কানে লম্ববান বেণী।
বিজড়িত মুকুটেতে নানা রত্নমণি ॥
পদে পদে অশ্ব গজ রথ ধাবমান।
পৃষ্ঠদেশে তূণ হাতে ধরা ধনুর্বাণ ॥
কনক-বরনা বামে সীতাঠাকুরানী।
হরধনুভঙ্গলব্ধ জনক-নন্দিনী ॥
আরে মন নিরৈশ্বর্য দেখে পেলি ধোঁকা।
সেই রাম এই রামকৃষ্ণরূপে ঢাকা ॥
চাহ তুমি দেখিবারে শিরে শিখিপাখা।
শোভিত সুন্দর ভালে অলকা তিলকা ॥
ঢুলু ঢুলু গজমতি অতুল নাসায়।
চন্দ্রিমা-কিরণ-জিনি কৌস্তভ গলায় ॥
নয়ন দুখানি বাঁকা আকর্ণ পূরিত।
নীল কলেবরখানি চন্দনে চর্চিত ॥
মনোহর পীতবাস জড়িত তড়িতে।
ভুবনমোহন বেণু ঠামে ধরা হাতে ॥
শ্রীরাধার প্রেমে বাঁকা ত্রিভঙ্গিম ঠাম।
জগমনবিরঞ্জন নটবর শ্যাম ॥
দুলে গলে বনমালা আপাদলম্বিত।
পীতধড়া গুঞ্জবেড়া অঙ্গে সুশোভিত ॥
কনক নূপুর পায় রুনু ঝুনু রব।
রকতকমল জিনি চরণ-সৌষ্ঠব ॥
পায়ে পায়ে প্রস্ফুটিত কমল-আবলী।
মকরন্দগন্ধে ছুটে ঝাঁকে ঝাঁকে অলি ॥
আরে মন নিরৈশ্বর্য দেখে পেলি ধোঁকা।
সেই কৃষ্ণ এই রামকৃষ্ণরূপে ঢাকা ॥

সেই রাম সেই কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ-সাজে।
লীলান্তরে রূপান্তর আপনার কাজে॥
রূপান্তর মাত্র কিন্তু গুণান্তর নয়।
রামকৃষ্ণ মহালীলা তার পরিচয়॥
যখন যেরূপ সজ্জা হয় দরকার।
সেরূপে সে সাজে আবির্ভাব অবতার॥
সমভাবে সেই শক্তি বিরাজিত কার্যে।
ঐশ্বর্যবানেতে যেন তেন নিরৈশ্বর্যে॥
এবারে স্বরূপ কিবা প্রভুর আমার।
আরো কিছু পরে তুমি পাবে সমাচার॥
দৃষ্টি-শক্তিহীন তোর বল অবিশ্বাস।
কামিনী-কাঞ্চন-মুগ্ধ অবিদ্যার দাস॥
কুঞ্চিত মলিন বুদ্ধি হেয় পথে মতি।
ভাল ছেড়ে মন্দ ধরা স্বভাব প্রকৃতি॥
না শুনিব তোর কথা স্থিরমতি রব।
প্রভু রামকৃষ্ণ মুই ভজিব পুজিব॥
এখানেতে প্রভুদেব মিশ্রে তুষ্ট হয়ে।
বেদানার ফল দিলা প্রসাদ করিয়ে॥
ভক্তবর্গে কিছু কিছু করিয়া বণ্টন।
প্রসাদ পাইলা মিশ্র আনন্দিত মন॥
প্রভুর পীড়ায় হেথা যত যায় দিন।
ততই শ্রীঅঙ্গখানি ক্রমে হয় ক্ষীণ॥
রীতিমত পরিচর্যা কিছু নাহি ত্রুটি।
ঔষধসেবন কালে পথ্য পরিপাটি॥
বয়োধিক যোগ্য যাঁরা নেন সমাচার।
ত্রুটি কিসে কিংবা কবে কিবা দরকার॥
একদিন কন প্রভু গোপনে গোপনে।
অপর কাহাকে নয় খালিমাত্র রামে॥
উচ্ছিষ্ট স্থানেতে হয় ভোজনের ঠাঁই।
সেহেতু ভোজন পক্ষে কষ্ট বড় পাই॥
সেবায় শুনিয়া ত্রুটি রাম ক্রোধান্বিত।
বাহিরে চলিলা তার করিতে বিহিত॥
অপরাধী জনে করে অতি তিরস্কার।
বারেক রাগিলে রাম রক্ষা নাই আর॥

ভবিষ্যতে হেন ত্রুটি যাহাতে না হয়।
উপায়-বিধানে তবে বুঝিল নিশ্চয়॥
গুরুদারা জগন্মাতা তাঁহে আনিবারে।
এখন আছেন তিনি দক্ষিণশহরে॥
তত্ত্বাবধারণে তথা আছে রামলাল।
আর এক গৃহী ভক্ত মুরুব্বী গোপাল॥
মনোগত ভাব রাম প্রভুদেবে কয়।
প্রভুর সম্মতি তাহে আদতে না হয়॥
বুঝাইতে প্রভুদেব কন ভক্ত রামে।
হংস হংসী এক ঠাঁই কবে লোকজনে॥
প্রবোধ না মানে রাম তবু জেদ করে।
অনুমতি হেতু হেথা মায়ে আনিবারে॥
ভক্তের নিকটে তাঁর কথা থাকে কোথা।
অগত্যা সম্মতি মায়ে আনাইলা হেথা॥
মাতার নাহিক ঘুম অশন শয়ন।
দিবারাত্রি শ্রীপ্রভুর সেবা-আয়োজন॥
অলস নাহিক তাঁর দিবা কি যামিনী।
সহায়তা হেতু কাছে গোলাপ ব্রাহ্মণী॥
ভক্ত-মা যাঁহার নাম ভক্তিমতী মেয়ে।
সর্বস্বত্যাগিনী যিনি প্রভুর লাগিয়ে॥
বড় আশ্চর্যের কথা একমাত্র বাড়ি।
উপরে দ্বিতলে মাত্র পাঁচটি কুঠুরী॥
তার মধ্যে একখানি অতি অল্প স্থান।
বৈঠক হইতে দরমায় ব্যবধান॥
সেবা আয়োজনে তথা আছেন জননী।
পাক-ক্রিয়া নিজে হাতে করেন আপনি॥
দরমার অন্তরালে প্রভুদেবরায়।
জনসমাগম এত নহে গণনায়॥
অবিরত নহে ক্ষান্ত আসে দরশনে।
আছে মাতা হেথা বার্তা কেহ নাহি জানে।
বার্তা পাওয়া থাক দূরে অদ্ভুত ঘটন।
দরমা ওপারে নাই বসতি-লক্ষণ॥
বিন্দু-নিবাসিনী মাতা শুনা ছিল কানে।
কৃপায় তাঁহার এবে দেখিনু নয়নে॥

চিকিৎসকে দেয় যেন সেবার বিধান।
সেই মত কালে কালে হয় সরঞ্জাম ॥
বিক্রম করিতে কিন্তু নাহি ছাড়ে ব্যাধি।
পরাভব হৈল সব পথ্যাদি ঔষধি ॥
ঔষধে আরোগ্য করা দেখিয়া বিফল।
ভক্তগণে অন্বেষণ করে দৈববল ॥
কভু সংযমেতে থাকে দিনের বেলায়।
মঙ্গলের হেতু ধ্যানে রজনী কাটায় ॥
একদিন প্রভুদেবে কহে সকলেতে।
আপুনি তো কথা কন মা-কালীর সাথে ॥
আপনারে জিজ্ঞাসিতে হইবে তাঁহারে।
অন্নাদি ভোজন যাহে প্রবেশে উদরে ॥
তদুত্তরে কহিলেন সর্বেশ্বর রায়।
আঁট নাহি হবে মোটে আমার কথায় ॥
তথাপিহ মহা জেদ করে ভক্তগণে।
শ্রীপ্রভুর প্রতিবাদ না শুনিল কানে ॥
কিছুক্ষণ পরে তবে বলিলেন রায়।
আমি বলিলাম মাকে তোদের কথায় ॥
উত্তরে মা-কালী তবে কহিলা আমাকে।
আমার ভোজন হয় লক্ষ লক্ষ মুখে ॥
এক মুখে যদি আমি না করি ভোজন।
তাহে কিবা আছে ক্ষতি জেদ কি কারণ ॥
উত্তর শুনিয়া হেন সরমে পড়িনু।
আর তাঁরে কোন কথা বলিতে নারিনু ॥
ভক্তবর্গে দেখিলেই বিষণ্ণ আতুর।
মায়ায় ভুলায়ে দেন লীলার ঠাকুর ॥
করেন আপন মনে কর্ম পরমেশ।
এবে প্রায় কার্তিকের আধা আধি শেষ ॥
কেবা কালী কেবা প্রভু না পারি বুঝিতে।
কালীতে কেবল তিনি মা-কালী তাঁহাতে ॥
পরিচয়ে লীলাকথা শুন এক মনে।
সংসার-জলধিপার শ্রবণকীর্তনে ॥
কালীপূজা কাছে কাছে আসিয়াছে প্রায়।
ডাকাইয়া মাস্টারেরে কহিলেন রায় ॥

অমাবস্যা-যোগে কালীপূজা প্রয়োজন।
যুক্তিযুক্ত লয় মনে কর আয়োজন ॥
মাস্টার মহেন্দ্রনাথ পরম উল্লাসে।
সেই কথা বলিলেন কালীপদ ঘোষে ॥
তত্ত্বাবধায়ক কালী এখানে বাসায়।
প্রয়োজন যাহা হয় অনিয়া যোগায় ॥
প্রভুদেব আখ্যা তাঁর দিলা ম্যানেজার।
নরেন্দ্র দিলেন পরে দানা নাম তাঁর ॥
জনে জনে আখ্যা দিলা নরেন্দ্র এখানে।
সে ভাগ্য বিদিত হৈনু শাঁকচুন্নী নামে ॥
আনন্দেতে কালীপদ আটখানা হয়ে।
পূজার জোগাড় করে দিন পানে চেয়ে ॥
যথা নির্ধারিত দিনে সন্ধ্যার বেলায়।
আলোকিত কৈলা বাড়ি দীপের মালায় ॥
হেথা ভক্তিমতী ঘরে গৃহিনী তাঁহার।
ভোজ্যাদি নিজের হাতে করেন তৈয়ার ॥
ফুলকা ফুলকা লুচি সুজির পায়েস।
নূতন খেজুর-গুড়ে গোল্লা সন্দেশ ॥
সাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহুল।
বিল্বপত্র গঙ্গাজল ধূপ দীপ ফুল ॥
যাবতীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করি ঘরে।
শুভক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে ॥
অপর দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি।
সুজির পায়েস আনে তাঁহার গৃহিণী ॥
কোচলা গামছা এক করি পরিধান।
গৃহিণীর ভক্তি এত না যায় বাখান ॥
দুইটি মোমের বাতি দিলা দুই পাশে।
আসনে শ্রীপ্রভুদেব বসিলেন শেষে ॥
পরিপূর্ণ গোটা ঘর অন্তরঙ্গগণে।
অনিমিখে চেয়ে সবে শ্রীপ্রভুর পানে ॥
এইখানে এক কথা শুন তুমি মন।
এতগুলি মহাভক্ত বুদ্ধি বিলক্ষণ ॥
কাহারো আদতে এটি আসিল না মনে।
ঘট কিংবা পট কি প্রতিমা আনয়নে ॥

অথচ সকলে জানে প্রভু গুণমণি।
কালীপূজা করিবেন আপনিই তিনি॥
মহারঙ্গ ঠাকুরের শুন মন দিয়ে।
আসনে বসিয়ে প্রভু স্থির ভাব হয়ে॥
ভাবে মগ্ন নন বাহ্য চেঁঠা আছে গায়।
এইরূপে বহুক্ষণ গত হয়ে যায়॥
তখন গিরিশে কন রাম পেয়ে টের।
প্রভুর এ পূজা নয় পূজা আমাদের॥
আমাদের পূজা প্রভু লইবার তরে।
অপেক্ষায় উপবিষ্ট আসন-উপরে॥
'বল কি' বলিয়া শ্রীগিরিশ মহাবলী।
জয় মা বলিয়া দিলা পায়ে পুষ্পাঞ্জলি॥
কালীর আবেশে মগ্ন তখনি গোসাঁই।
বরাভয় করদ্বয় অঙ্গে বাহ্য নাই॥
ক্রমে পরে যাবতীয় মহাভাগ্যবান।
পুষ্পাঞ্জলি শ্রীচরণে করিল প্রদান॥
কেহ হাসে কেহ নাচে উন্মত্ত হইয়া।
বীরদম্ভে লম্ফে কেহ ছাদ কাঁপাইয়া॥
আনন্দময়ীর ভাবে প্রভুদেবরায়।
মহা আনন্দের স্রোত ঘরে বয়ে যায়॥
কিছুক্ষণ.পর হৈল ভাব-অবসান।
দশ-বার আনা প্রায় অঙ্গে বাহ্যজ্ঞান॥

কোন ভক্ত দেখি তাঁর উন্মীলিত নেত্র।
শ্রীমুখে ধরিল তুলে পায়সের পাত্র॥
পাত্রেতে আধেয় ছিল ছয় সের প্রায়।
আবেশে ভক্ষণ সব করিলেন রায়॥
সন্দেশ খাইয়া পরে বহুল বহুল।
সর্বশেষে মুঠাভরা সুমিষ্ট তাম্বুল॥
ভক্তেরা করিলা মনে ব্যথা গেছে সেরে।
আজি অঙ্গে মা কালীর আবেশের ভরে॥
আনন্দের স্রোতেতে আনন্দ বাড়াবাড়ি।
সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি॥
শ্রীপদে অঞ্জলি দেয়া কুসুমের হার।
কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনার॥
কেহ বা সঞ্চয় হেতু বাঁধিল বসনে।
কেহ বা গরবভরে পরে দুই কানে॥
কেহ বা ঢলিয়া পড়ে অপরের গায়।
হৃদয়ে আনন্দ এত ধরে না তাহায়॥
কি রঙ্গ হইল দৃশ্য কার সাধ্য কয়।
চক্ষে দেখা তবু তিল বর্ণিবার নয়॥
মধুর কথন রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি।
রামকৃষ্ণভক্তবৃন্দ পদে মাগি মতি॥
রামকৃষ্ণপুঁথি মহাশান্তির ভাণ্ডার।
শ্রবণকীর্তনে ভব-জলধিতে পার॥

পাষণ্ডীর প্রতি প্রভুর করুণা

দরশনে শ্রীপ্রভুর, নির্মল চিত-মুকুর,
বিকশিত হৃদয়কমল।
জীবত্বে দেবত্ব উঠে, লোচন-আঁধার ছুটে,
কঠিন পাষাণে ঝরে জল॥
শুষ্ক কাঠ মঞ্জরিত, মুকুল পল্লবযুত,
সহ ফুল্ল কুসুমনিচয়।
কথা নয় কাল্পনিক, চক্ষে দেখা বাস্তবিক,
শুন কহি তার পরিচয়॥
শহরেতে একজন, প্রভুদ্বেষী আজীবন,
দুরজন পাষণ্ডী প্রধান।
স্বতঃ রীতি স্বতন্তর, নরাকৃতি বিষধর,
বাক্য যেন বিষ মাখা বাণ॥
বুঝিতে নারিনু মন, সে মন কেমন মন,
রসনা-চালনে যার সাধ।
প্রভু অকলঙ্ক শশী, গুণযুত রাশি রাশি,
তাহার করিতে নিন্দাবাদ॥
একে তো সুন্দর কায়, মাধুর্য লাবণ্য তায়,
হেরিলে হরষে প্রাণমন।
বাকি যাহা রহে ঘরে, তাও যায় ক্রমে পরে,
মিঠা বাণী করিলে শ্রবণ॥
বালকের ভাব গায়, মরি কিবা শোভা পায়,
রত্ন মণি মরকত জিনি।
স্বতঃ সরলাতিশয়, সতত আনন্দময়,
ভাবে ভোর দিবস রজনী॥
তাহে বিনয়াবনত, কোমল প্রকৃতিযুত,
যারে তারে অগ্রে নমস্কার।
জীবের কল্যাণ লাগি, স্বার্থশূন্য সর্বত্যাগী,
নেত্রে ধারা ঝরে অনিবার॥
জন্মাবধি আজীবন, তত্ত্বালাপে মত্ত মন,
সাধনভজন তার সনে।
অনাসক্ত ষোল-আনা কামিনী-কাঞ্চনে ঘৃণা,
দেহ ধরা জীবের কল্যাণে॥

শিবসিদ্ধিময় নাম, ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
উচ্চারণে পরিণাম ফল।
ত্রিতাপ-সন্তাপ হরে, ভব-জলধির নীরে,
পারাপারে দুর্বলের বল॥
নিবিড় সংসারারণ্যে, পথভ্রান্তদের জন্যে,
স্বার্থশূন্যে সম্বল সহায়।
অজ্ঞান-তিমির-হর, যিনি তেজে দিনকর,
চক্ষুহীন জনের উপায়॥
নামে যদি এত বল, নিন্দুকের কিবা ফল,
সেও তো লইল রসনায়।
শুন মন তদুত্তরে, সেও যাবে ভবপারে,
করুণ নামের মহিমায়॥
আগুনে অজ্ঞানে হাত, যদি পড়ে আচম্বিত,
সেও পোড়াতে নাহি ছাড়ে।
আগুনের ধর্ম ধারা, পরশিলে দগ্ধ করা,
ভালমন্দ না যায় বিচারে॥
বহ্নি না বিচারে যায়, যারে পায় তারে খায়,
তাই তার নাম সর্বভুক।
সেইমত এইখানে, প্রভুর নামে গুণে,
পরিত্রাণ পাইবে নিন্দুক॥
ফুলে ফুল-কীট যেন, নিন্দুক লীলায় তেন,
অবতারে লক্ষ অনুক্ষণ।
নিন্দার বন্দনা গায়, যাহে তেঁহ সুখ পায়,
শ্রীপ্রভুর সুজন যেমন॥
সম-দরশন রায়, স্তুতি-নিন্দা সম তাঁয়,
সৃষ্টীশ্বর কল্যাণনিদানে।
নিন্দুকের কথা শুন, নিন্দা করে পুনঃ পুনঃ,
অকলঙ্কী প্রভু ভগবানে॥
সময়ানুক্রমে তার, প্রিয় পুত্র সুকুমার,
শয্যাগত হইল পীড়ায়।
কবিরাজ ডাক্তারাদি, আনাইয়া নিরবধি,
প্রাণাধিক নন্দনে দেখায়॥

নাহি হয় উপশম, পীড়া ক্রমে করে ক্রম,
দিনে দিনে দেহ জেরবার।
ব্যাধির জ্বলন গায়, গড়াগড়ি বিছানায়,
যাতনায় করয়ে চীৎকার ॥
প্রাণের নাহিক আশ, পরিবারবর্গে ত্রাস,
অনিবার ভাসে আঁখিনীরে।
হাহাকার গোটা বাড়ি, আদতে না চড়ে হাঁড়ি,
মগ্ন সবে অকূল পাথারে ॥
নিন্দুকের আশা মনে, মহেন্দ্র ডাক্তার আনে,
নন্দনের চিকিৎসা কারণ।
এখন ডাক্তার হেথা, প্রভুর সূতায় গাঁথা,
ব্যবসায় মোটে নাই মন ॥
অন্য রোগী দেখিবার, প্রয়াস না হয় আর,
কত লোক যায় ফিরে ফিরে।
যদি কেহ দেখা পায়, দুনো দাম দিতে চায়,
তথাপিহ স্বীকার না করে ॥
শ্রীপ্রভুর চিকিৎসায়, দিবসযামিনী যায়,
এখানে আসিলে মাতামাতি।
রাত্রিকালে নিকেতনে, চিন্তা করে মন প্রাণে,
শ্রীপ্রভুর পীড়ার প্রকৃতি ॥
কখনো বা মগ্ন মন, ব্যাধিশাস্ত্র অধ্যয়ন,
উপায়-বিধান-অন্বেষণে।
পাঁচশ টাকার বহি, ক্রয়ে কৈল জলসহি,
একমাত্র প্রভুর কারণে ॥
নিন্দুক কাতর স্বরে, ডাক্তারে কাকুতি করে,
যাইবারে তাহার ভবনে।
ডাক্তার না শুনি তায়, চড়ি গাড়ি উভরায়,
উপনীত প্রভুর সদনে ॥
নিন্দুকের প্রাণ ফাটে, গাড়ির পশ্চাতে ছুটে,
ঊর্ধ্বশ্বাসে আকুল পরাণ।
অবশেষে উপনীত, ভক্তবর্গে সুবেষ্টিত,
বিরাজেন যেথা ভগবান ॥
লজ্জা ভয় মনে হেথা সাধ্য নাই কয় কথা,
একধারে দাঁড়াইয়া রয়।

শ্রীপ্রভুর ব্যথার ব্যথী, সম্পদ-বিপদ-সাথী,
হৃদয়-নিবাস দয়াময় ॥
অন্তরে পাইয়া টের, হৃদি-ব্যথা নিন্দুকের,
জিজ্ঞাসা করিলা বিবরণ।
কাকুতি কাতর স্বরে, নিবেদিল শ্রীগোচরে,
মৃততুল্য শয্যায় নন্দন ॥
নিন্দুকের কথা শুনি, আকুল প্রভুর প্রাণী,
ধারা জিনি ঝরে দু'নয়ন।
কহেন সজল চোখে, আমি এত বয়োধিকে,
গলদেশে সামান্য বেদন ॥
যাতনা অনুপমেয়, সে যে শিশু অল্পবয়ঃ,
নাহি জানি কত কষ্ট পায়।
এত বলি ডাক্তারেরে, বলিলেন যাইবারে,
পীড়িত শিশুর চিকিৎসায় ॥
প্রভুর দেখিয়া দয়া, নিন্দুকের শক্ত হিয়া,
দ্রবিয়া তখন হৈল হুঁশ।

ভাবে আরে নিন্দা কার, করিয়াছি বারবার,
এ যে মহা প্রেমিক পুরুষ ॥
স্তুতি করে মনে মনে, বারি ধারা দু'নয়নে,
ধিক্কার সহিত আপনারে।
প্রার্থনা তাহার সনে, সরল আকুল প্রাণে,
অপরাধ ক্ষমিবার তরে ॥
চক্ষে দেখা অবিকল, পাষাণে ঝরিল জল,
নিরমল হৃদয়-মুকুর।
চির অন্ধকারালয়, পলকে আলোকময়,
মহতী মহিমা শ্রীপ্রভুর ॥
রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি কীর্তনে বাসনা অতি,
বলিতে নারিনু কিন্তু সে কি।
শতদল কর্ণিকার, সাধ্য নাই বর্ণিবার,
অবাক্ হইয়া বসে দেখি ॥
কিসে কব লীলা আর, বাক্‌শক্তি রসনার,
নয়ন হরিল একেবারে।
রূপেতে নয়ন টেনে, বিমোহিত করি প্রাণে,
ডুবাইল অকূল পাথারে ॥

কাশীপুরে স্থানপরিবর্তন ও অন্তরঙ্গ-বাছাই

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায়।
প্রেমানন্দে বন্দ গুরু-দারা জগন্মায় ॥
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকার।
যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগলবিহার ॥

প্রভুর প্রকৃতিখানি বিচিত্র প্রকার।
নিয়ম বিধান শাস্ত্র সকলের পার ॥
সীমাতীত বিধাতার কার্যে কি শরীরে।
আগাগোড়া লীলাগীতি সাক্ষ্য দান করে ॥
নরদেহে বিগ্রহের ইহাই লক্ষণ।
যে দেহে ধাতার নাই মাত্র পরশন ॥
শ্রীপ্রভুর তনুখানি যে যে উপাদানে।
সৃষ্টিছাড়া সে সকল ধাতাও না জানে ॥
ব্যাধি-বিনাশনে বিধি নাগাল না পায়।
দিনে দিনে বৃদ্ধি পুনঃ বেদনা গলায় ॥
উদরে না যায় ভোজ্য ক্ষীণ অঙ্গখানি।
এইবার স্বরভঙ্গ কষ্টে সরে বাণী ॥
যে কণ্ঠের স্বর শুনে বীণার সরম।
সেই স্বর এইবারে কৈল পলায়ন ॥
সশঙ্কিত-চিত এবে ডাক্তার প্রধান।
স্থান-পরিবর্তনের দিলেন বিধান ॥
যে যা বলে তাই করে অন্তরঙ্গগণে।
সত্বর চলিল রাম বাড়ি-অন্বেষণে ॥
তিয়াগিয়া কর্ম-কাজ চারিদিকে ধায়।
মনের মতন বাড়ি কোথাও না পায় ॥
ক্লান্ত-কলেবর তেঁহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
কোথা যাই কোথা যাই ভাবেন বসিয়া ॥
হেনকালে মনে মনে হৈল সমুদিত।
সর্বজ্ঞ শ্রীপ্রভুদেব সকল বিদিত ॥
কোথায় বৈঠক হবে আছে তাঁর জানা।
জিজ্ঞাসা করিব তাঁয় মিছার ভাবনা ॥

এত ভাবি শ্রীগোচরে রাম ভক্তবর।
নিবেদিলা একে একে যতেক খবর ॥
পশ্চাতে জিজ্ঞাসা কৈলা কাকুতি করিয়া।
কোন্‌দিকে পাব বাড়ি দেন দেখাইয়া ॥
শুনিয়া রামের কথা শ্রীমুখেতে হাস।
যেখানে মিলিবে বাড়ি দিলেন আভাস ॥
শ্রীপ্রভুর প্রদর্শিত দিক্ অনুসারে।
উপনীত রামচন্দ্র হৈলা কাশীপুরে ॥
মহিমের কাছে রাম পাইলা সন্ধান।
সন্নিকটে আছে এক বিরাট বাগান ॥
সুন্দর দ্বিতল বাড়ি তাহার ভিতরে।
ফুলের ফলের গাছ বহু চারিধারে ॥
সুন্দর সরসীদ্বয় শানে বাঁধা ঘাট।
শোভমান পুষ্পোদ্যানে মাঝে মাঝে বাট ॥
কোম্পানির বড় পথ বাগানের পাশে।
চারি কুড়ি টাকা ভাড়া ধার্য মাসে মাসে ॥
বাগানের অধিকার যে দিনে হইল।
সেই দিনে শ্রীপ্রভুর বৈঠক উঠিল ॥
ভারি খুশী হৈলা রায় দেখিয়া বাগান।
ভক্তসঙ্গে চারিদিকে বেড়িয়ে বেড়ান ॥
পাছু পাছু আসিলেন মাতা ঠাকুরানী।
স্বতন্ত্র মহলে বাসা লইলেন তিনি ॥
ভক্ত-মা সঙ্গেতে আছে ছায়ার মতন।
দোঁহাকার পাদপদ্মে মগ্ন যাঁর মন ॥
প্রভু আর মায়ে ভিন্ন অন্যে নাহি জানে।
কুল শীল জলাঞ্জলি যাদের কারণে ॥

একপাশে পাকশালা বেড়ায় আটক।
মায়ের মহল পূর্বে রহিল পৃথক্ ॥
এখানে দ্বিতলভাগে প্রভুর আসন।
তার নিম্নতলে রহে অন্তরঙ্গগণ ॥
মাঝে মাঝে ডাক্তার আসেন এইখানে।
চিকিৎসায় শ্রীপ্রভুর ঔষধ-বিধানে ॥
দিনে দিনে কমে পীড়া স্বাস্থ্যের উন্নতি।
ভক্তবর্গে ডাক্তার সহিত পান প্রীতি ॥
পূর্বাপেক্ষা অঙ্গে হৈল বলের সঞ্চার।
উদ্যানে নামিয়া নীচে করেন বিহার ॥
অবিরত আনন্দের উচ্চরোল উঠে।
গীত-বাদ্যে গোটা বাড়ি যেন পড়ে ফেটে ॥
এক এক দিন রঙ্গ যতেক ঘটনা।
লিখিলেও জন্ম জন্ম না যায় বর্ণনা ॥
এ সময়ে শ্রীপ্রভুর সেবার কারণ।
গৃহত্যাগ একেবারে কৈলা কয়জন ॥
নরেন্দ্র রাখাল কালী নিত্যনিরঞ্জন।
যোগীন শরৎ শশী এ তিন ব্রাহ্মণ ॥
ভক্ত বসু বলরাম শ্যালক তাঁহার।
মহাভক্ত বাবুরাম বয়সে কুমার ॥
মুরব্বী গোপাল যাঁর সিঁতিগ্রামে ঘর।
লাটু নহে এ দেশীয় আছে বরাবর ॥
তারক ঘোষাল তেঁহ ছিলা অন্য স্থানে।
এইখানে মিলিলেন ইঁহাদের সনে ॥
তিয়াগিয়া ঘরবাড়ি একটানে থাকে।
কানেও না শুনে যত আত্মীয়েরা ডাকে ॥
শ্রীপদে অটল রাগ দেখি হৃদিবাস।
অন্তরে ঢালিয়া দিলা অপার বিশ্বাস ॥
দিবস বিশেষে আজ্ঞা কথন কাহারে।
এখানে আসিয়া হেথা দক্ষিণশহরে ॥
পঞ্চবটমূলেতে রচিয়া যোগাসন।
করিবারে ধ্যানজপ সাধন ভজন ॥
তপাচারে জোর আজ্ঞা নরেন্দ্রের প্রতি।
বীরশ্রেষ্ঠ অঙ্গে যাঁর অপার শকতি ॥
মধুর ভারতী কহি শুন এক মনে।
কিবা প্রভু কিবা তাঁর অন্তরঙ্গগণে ॥
প্রভুদেব নিজে পূর্ণব্রহ্মসনাতন।
তাঁর শক্তি অংশ যত অবতারগণ ॥
অবতারদিগের প্রভুর অঙ্গে ধাম।
সেইহেতু শ্রীপ্রভুর অবতরী নাম ॥
অবতরী মানে যাঁর আবির্ভাব-কালে।
অন্তরঙ্গ-বেশে আসে অবতার দলে ॥
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি এই অবতারগণ।
ঈশ্বর-কোটির তাঁরা প্রভুর বচন ॥
কোন্ কোন্ ভক্ত শুন ঈশ্বর-কোটির।
শ্রীপ্রভুর আবির্ভাবে লীলায় হাজির ॥
নিরঞ্জন বাবুরাম ছোট শ্রীনরেন্দ্র।
শ্রীরাখাল শ্রীযোগীন আর পূর্ণচন্দ্র ॥
বরাহনগরে বাড়ি ভবনাথ আর।
শ্রীতারক বেলঘোরিয়ায় ঘর যাঁর ॥
প্রায় সবে কৃতদার হইলা ইঁহারা।
নিরঞ্জন বাবুরাম এই দুই ছাড়া ॥
যোগীনের নামে বিয়া বিয়ায় অসুখ।
রমণীর কোনকালে দেখিলা না মুখ ॥
প্রভুর নরেন্দ্র যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।
ঈশ্বর-কোটির থেকে অত্যুচ্চ শ্রেণীর ॥
বলিতেন প্রভুদেব অখিলবিহারী।
একাকী নরেন্দ্রনাথ জ্ঞানে অধিকারী ॥
জ্ঞানী যিনি জ্ঞানে যাঁর আছে অধিকার।
জগৎ জগদীশ্বর সে দুয়ের পার ॥
মায়ার রাজ্যের মধ্যে এ দুয়ের গতি।
মায়ার উপরে কিন্তু গিয়ানীর স্থিতি ॥
মায়ার সঙ্গেতে জ্ঞানী সম্বন্ধ না রাখে।
সেইহেতু জ্ঞানী যিনি অখণ্ডের থাকে ॥
অখণ্ড শ্রেণীর লোক নরেন্দ্র বিদিত।
ভুবনমোহিনী মায়া তাহার অতীত ॥
মায়ার অতীত বস্তু হন যেইজন।
তাঁহারে ভুলাতে নারে কামিনী-কাঞ্চন ॥

মায়ার অন্তরগত বস্তু যাবতীয়।
জ্ঞানীতে সে সবে দেখে অতিশয় হেয় ॥
আগাগোড়া দেখিতেছি কায়বাক্যমনে।
নরেন্দ্রের ভারি ঘৃণা কামিনী-কাঞ্চনে ॥
অর্থের অভাবে কষ্ট পান নিরন্তর।
ভবনেতে অল্পবয়ঃ সোদরা সোদর ॥
নিজে জ্যেষ্ঠ যোগ্য তায় অর্থ উপার্জনে।
তথাপি না হয় মন সংসার-সেবনে ॥
প্রবল বাসনা মনে সাধ উগ্রতর।
বিবেক-বৈরাগ্য কিসে হইবে প্রখর ॥
নিরন্তর প্রীতিকর তপ যোগ যাগ।
সংসারের কর্মকাণ্ডে অতি বীতরাগ ॥
অনুরাগ একমাত্র ব্রহ্মনিরাকারে।
অরূপ অগুণ যিনি মায়ার ওপারে ॥
প্রকৃতি বুঝিয়া তাঁর তাই প্রভুরায়।
ধ্যানে তপে জোর আজ্ঞা করিলেন তাঁয় ॥
শ্রীপ্রভুর আজ্ঞামত করিয়া সাধন।
হইত না নরেন্দ্রের পরিতৃপ্ত মন ॥
আবেদন শ্রীগোচরে হইত কেবল।
বলিলেন যেমন কৈনু কি হৈল ফল ॥
তদুত্তরে বলিতেন লীলার ঈশ্বর।
মুই কৈনু ষোল-আনা তুই সিকি কর ॥
খানদানী চাষা যার চাষে গুজরান।
দশ বর্ষ অনাবৃষ্টি নাহি পায় ধান ॥
তথাপিহ কৃষিকর্ম ছাড়িতে না পারে।
দুনো বলে দেয় হাল মাটি কাঁপে ডরে ॥
যদ্যপিহ নাহি পায় হাতে হাতে ফল।
সময়ে সফল কর্ম মিলিবে ফসল ॥
ত্যাগিবর যোগিবর সাধকপ্রধান।
স্বভাবে সাধনা-প্রিয় বীর বলবান ॥
অঙ্গভূষা শ্রীপ্রভুর নরেন্দ্র এখানে।
গোটা রাতি ধুনী পাশে রহেন ধিয়ানে ॥
ভস্মমাখা গোটা অঙ্গে কৌপীনধারণ।
পাতা আছে বাঘছাল যাহাতে আসন ॥

নিত্যনিরঞ্জন কালী শরৎ ও যোগীন।
সকলেই নরেন্দ্রের আজ্ঞার অধীন ॥
মনে প্রাণে মাখামাখি ভাব পরস্পরে।
প্রত্যেকই ঠাঁই ঠাঁই তপ ধ্যান করে ॥
সাধনভজনে সাধ নাহিক শরীর।
কিবা রাত্রি কিবা দিন সেবায় হাজির ॥
সুস্থাবস্থা শ্রীপ্রভুর করি দরশন।
সোৎসাহে সকলে করে সাধন-ভজন ॥
পুলকিত অতিশয় মহেন্দ্র ডাক্তার।
ভাবিলা সম্যগারোগ্য শ্রীপ্রভু এবার ॥
অন্তরে ভরসা আশা গৃহী ভক্তগণে।
যোগায় সকল ব্যয় সেবার কারণে ॥
সংসারী বিষয়কর্মে রহে নিরন্তর।
প্রভু-দরশনে আসে যবে অবসর ॥
বিশেষতঃ রবিবারে সেবার মেলানি।
নৃত্য-গীত রঙ্গ-রস কতই না জানি ॥
মাসাধিক কাল প্রায় এমতে কাটিল।
ইংরাজের নববর্ষ এখন পড়িল ॥
আঠার শ ছিয়াশির সাল গণনায়।
বিশেষতঃ দিন ইহা প্রভুর লীলায় ॥
প্রথম দিবস আজি নব বরষেতে।
একাদশী তিথি আজি হিন্দুদের মতে ॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন ॥
সেই হাঁড়ি-ভাঙ্গা রঙ্গ আজিকার দিনে।
কি ভাবে ভাঙ্গিলা হাঁড়ি শুন এক মনে ॥
প্রভুর বিচিত্র কার্য যেন তাঁর দেহ।
হাটেতে ভাঙ্গিলা হাঁড়ি জানিল না কেহ ॥
বিশাল জাহাজ যবে জলে চলে যায়।
তিল বিন্দু সাড়া শব্দ নাহি রহে তায় ॥
তেমতি প্রভুর খেলা হাঁকডাক নাই।
গুপ্তবেশে মহালীলা করিলা গোসাঁই ॥
নববর্ষে অপরূপ রূপে পরমেশ।
ভবনে বিরাজমান কল্পতরুবেশ ॥

হরিশ মুস্তফী নামে ভক্ত একজন।
দেবেন্দ্রের মামা তিনি বঙ্গজ-ব্রাহ্মণ॥
মহাভাগ্যবান হৈলা হাজির গোচরে।
দ্বিতলে শ্রীপ্রভু যেথা দরশন তরে॥
নিকটে ডাকিয়া তাঁরে করুণানিদান।
দেবেশবাঞ্ছিত কৃপা করিলেন দান॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা কিবা কি কহিব মন।
কৃপার গোচর মাত্র কৃপা কিবা ধন॥
যে পায় কিছুই সেও বলিতে না পারে।
কি ছিল না কি পাইল কৃপার দুয়ারে॥
পরম পুলকে খালি ঝুরে দু-নয়ন।
প্রভুর কৃপার এই বাহ্যিক লক্ষণ॥
কৃপারূপে নিজে প্রভু লীলার ঈশ্বর।
আপনি বিরাজমান কৃপার ভিতর॥
হরিষে হরিশচন্দ্র মুখে মাত্র স্ফুরে।
কৃপায় আনন্দ কিবা হৃদয়ে না ধরে॥
কৃপা নহে কড়ি পাতি নহে রাজ্যধন।
কিংবা নহে মনোহর কামিনী-কাঞ্চন॥
সুস্বাদু ভোজন নয় নয় গাঁজা সুরা।
নহে মাদকীয় কিছু ক্ষণানন্দধারা॥
তথাপি কৃপার মধ্যে হেন বস্তু আছে।
তুলনায় যাবতীয় রাজ্যধন মিছে॥
কৃপায় আনন্দরাশি বহে শতধার।
ধন্য সে আধার যাহে কৃপার সঞ্চার॥
একজনে কৃপাবারি করি বিতরণ।
উথলিল কৃপাসিন্ধু প্রভুর এখন॥
দীন দুঃখী কানা খোঁড়া যে ছিল বাগানে।
একে একে তা সবারে পড়ে গেল মনে॥
অন্তরঙ্গ ভক্ত তাঁর দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
দ্বিতলে ডাকিয়া তাঁয় প্রভুদেব কন॥
স্থিরতর কর কথা তোমরা সকলে।
রাম কি কারণে মোরে অবতার বলে॥
এ কথার অর্থ কেহ বুঝিতে নারিল।
কথার সুগূঢ় মর্ম কথায় রহিল॥
কি কব প্রভুর লীলা হৃদে রইল গাঁথা।
পরে কি হইল শুন মধুর বারতা॥

গগনে যখন বেলা তৃতীয় প্রহর।
নিম্নতলে নামিলেন কৃপার সাগর॥
ভবন হইতে পরে উদ্যানের পথে।
সেবাপর ভক্তগণ পাছু পাছু সাথে॥
বাগানে ভ্রমেন প্রভু শুনিয়া বারতা।
নিকটে জুটিল সবে যেবা ছিল যেথা॥
আমরা ক-জনে ছিনু গাছের উপর।
খেলিতেছিলাম ডালে বানর বানর॥
দ্রুতপদে উপনীত হইনু সে ঠাঁই।
সভক্তে বিহারে যেথা জগৎ-গোসাঁই॥
দাঁড়াইনু একধারে প্রভুর পশ্চাতে।
জহরিয়া চাঁপা দুটি ছিল দুই হাতে॥
মহাভক্ত শ্রীগিরিশ কাছে শ্রীপ্রভুর।
সঙ্গে তাঁর কন কথা লীলার ঠাকুর॥
আজি মনোহর বেশ প্রভুর আমার।
বারেক দেখিলে কভু নহে ভুলিবার॥
পরিধান লালপেড়ে সুতার বসন।
গায়ে বনাতের জামা সবুজ বরন॥
সেই কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা।
মোজা পায়ে চটি জুতা লতাপাতা আঁকা॥
শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল।
কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল॥
দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর।
কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরন্তর॥
মনে হয় অঙ্গ-বাস সব দিয়া খুলি।
নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি॥
হঠাৎ দাঁড়াইয়া পথে শ্রীগিরিশে কন।
তোমরা কি দেখ মোরে কিবা লয় মন॥
গিরিশ পাতিয়া জানু বসি পদমূলে।
করজোড়ে সম্ভাষিয়া প্রভুদেবে বলে॥
আমি ছার কি বলিব আপনার কথা।
শুক ব্যাস বিবরণে পরাভব যেথা॥

উত্তর শুনিয়া তবে লীলার ঈশ্বর।
দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ পথের উপর॥
পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে।
তোলা দুটি চাঁপা ফুল দিনু দুটি পায়ে॥
কিছু পরে বাহ্যচেঁঠা উদিলে শ্রীগায়।
ভক্তগণে আশীর্বাদ করিলেন রায়॥
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত বলিলেন তিনি।
চৈতন্য হউক আর কি বলিব আমি॥
পরে প্রভু ফিরিলেন ভবনের পথে।
দাঁড়িয়ে আছিনু মুই অনেক তফাতে॥
দূরে থেকে সম্ভাষিয়া কি গো বলি মোরে।
পরশিয়া হস্ত দিলা বক্ষের উপরে॥
কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে।
মহামন্ত্রবাক্য তাই রাখিনু গোপনে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু নহে কহিবার।
মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার॥
প্রভুর মহিমা মন কি কব তোমায়।
রামকৃষ্ণনাম গেয়ে দিন যেন যায়॥
শ্রীনবগোপালে কৃপা হৈল তারপর।
আজি কল্পতরুরূপ লীলার ঈশ্বর॥
উপেন্দ্র মজুমদারে করি পরশন।
লোহার তাঁহার তনু করিলা কাঞ্চন॥
পরে কৃপা হৈল ভ্রাতৃপুত্র রামলালে।
পরে গিরিশের ভাই অতুল অতুলে॥
এ সময়ে ভক্তবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া।
করে আনন্দের ধ্বনি শূন্য বিভেদিয়া॥
বিশেষতঃ রামচন্দ্র ভক্ত মহাবলী।
শ্রীচরণে দেন ফুল অঞ্জলি অঞ্জলি॥
পাশেতে দণ্ডায়মান শ্রীহরমোহন।
প্রভুর সম্মুখে রাম কৈলা আনয়ন॥
বক্ষঃ পরশিয়া তাঁর প্রভুদেব রায়।
আজি থাক বলিয়া ছাড়িয়া দিলা তাঁয়॥
এখানে গিরিশচন্দ্র উন্মত্ত অধিক।
কে কোথা খুঁজিতে দ্রুত ছুটে চারিদিক॥
পাকশালে গিয়া দেখে রাঁধুনী ব্রাহ্মণ।
রুটি বেলিবার তরে করে উপক্রম॥
উপাধি গাঙ্গুলী তাঁর নাম নাহি জানি।
গিরিশ আনিতে তাঁরে করে টানাটানি॥
ভাগ্যবান শ্রীগোচরে হইল আগত।
পাইল প্রভুর কৃপা আশার অতীত॥

রাশি রাশি কৃপা ঢালি প্রভু ভগবান।
উপরে দ্বিতলভাগে করিলা পয়ান॥
নিম্নতলে ভক্তদের আনন্দের মেলা।
এখানে শ্রীঅঙ্গে উঠে নিদারুণ জ্বালা॥
শ্রীঅঙ্গেতে জ্বালা কেন শুন বিবরণ।
যে যে পাপীদের আজি করিলা মোচন॥
তে সবার জীবনের যত পাপভার।
সকল লইয়া প্রভু অঙ্গে আপনার॥
সন্নিকটে রামলালে কন প্রভুরায়।
শালাদের পাপ লয়ে অঙ্গ জ্বলে যায়॥
করেছে কতই পাপ কিছু নাহি বাকি।
দে রে এনে গঙ্গাজল সর্ব অঙ্গে মাখি॥
গঙ্গাজলে অঙ্গখানি করিলে মোক্ষণ।
তবে না হইল পরে জ্বালা-নিবারণ॥
গলায় দারুণ ব্যাধি অন্য কিছু নয়।
জীবের মোচনকর্মে পাপের সঞ্চয়॥
জগতের পাপরাশি লইয়া গোসাঁই।
আপনার শ্রীঅঙ্গের মধ্যে দিলা ঠাঁই॥
করুণানিদান হেন কোথা কেবা আর।
জপ-তপ রামকৃষ্ণপদ কর সার॥

হাজরা প্রতাপচন্দ্র এখন এখানে।
দিবা রাত্র উপস্থিত আছেন বাগানে॥
কিন্তু যে সময়ে হেথা প্রভু ভগবান।
দীন হীন কানা খঞ্জে কৈলা কৃপাদান॥
অন্যত্রে তখন তেঁহ গিয়াছে চলিয়া।
অবিরত বিশ্রামের উদ্যান ছাড়িয়া॥
যেমন ঘটনা সাঙ্গ আইল হেথায়।
শুনিয়া দিনের রঙ্গ করে হায় হায়॥

হাজরা তপস্বী এক পিরীত-সাধনে।
বড়ই সদ্ভাব তাঁর নরেন্দ্রের সনে॥
সেইহেতু প্রভুদেবে শ্রীনরেন্দ্র কন।
হাজরারে করিবারে কৃপাবিতরণ॥
উত্তরে কহিলা রায় এবে নাহি হবে।
সময়সাপেক্ষ কাজ শেষেতে পাইবে॥
এইমতে মাসাধিক হইল যাপন।
পুনশ্চ পূর্বের চেয়ে ব্যাধির বিক্রম॥
কিছু দিন ছিল রোগ সাম্য-অবস্থায়।
এবে সুদে মূলে কর করিল আদায়॥
সবার ভরসা আশা এই বারে দূর।
হৃদয়ে উদয় হৈল যাতনা প্রচুর॥
বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক মহেন্দ্র ডাক্তার।
বিফল-প্রয়াস জ্ঞানে হতাশ এবার॥
ক্ষুণ্ণ মনে ক্ষুণ্ণ প্রাণে ভক্তগণে কন।
করিলাম যথাসাধ্য অসাধ্য এখন॥
যতক্ষণ শ্বাস আশা ততক্ষণ প্রাণে।
যুক্তি করি পরস্পর অন্যজনে আনে॥
বহুবাজারেতে ঘর সুবিজ্ঞ ডাক্তার।
উপাধিতে দত্ত, নাম রাজেন্দ্র তাঁহার॥
ব্যাধিবিৎ কবিরাজ ডাক্তার প্রভৃতি।
আশে পাশে চারিদিকে শহরে বসতি॥
কতই আসিল তার সংখ্যা নাহি হয়।
করিতে নারিল কেহ রোগের নির্ণয়॥
যেমন শ্রীপ্রভুদেব শাস্ত্রাদির পারে।
তেমতি নিদানাতীত বিয়াধি শরীরে॥
রাজেন্দ্র করিল বটে আরম্ভ চিকিৎসা।
মনে জানে আরোগ্যের নাহি কোন আশা॥
গলার ভিতরে ছিল বাসা বিয়াধির।
এখন বহিরভাগে হইল বাহির॥
প্রভুর দারুণ ব্যাধি দারুণ যন্ত্রণা।
তথাপি তাঁহার নাই তিলেক ভাবনা॥
হাস্যাননে সহ্য কষ্ট নহে বিমরষ।
দেহেতে অসুখভোগ মনেতে হরষ॥
রঙ্গের বিরাম নাই চলে অবিরল।
শুন রামকৃষ্ণকথা শ্রবণমঙ্গল॥
প্রত্যক্ষে কি অন্তরীক্ষে প্রভু ভগবান।
সতত ভক্তের সঙ্গে বেড়িয়া বেড়ান॥
প্রত্যক্ষ আগোটা লীলা রামকৃষ্ণায়ন।
অন্তরীক্ষে কিবা খেলা-করহ শ্রবণ॥
অনেক ফলের বৃক্ষ উদ্যানভিতরে।
উদ্যান-স্বামীর সব আছে অধিকারে॥
প্রত্যেক ফলের গাছ বাগানে অনেক।
কিন্তু খেজুরের গাছ খালি মাত্র এক॥
সেই গাছে এ সময়ে দিয়েছিল তাড়ি।
বিকালে ঝুলায়ে দিত মেথিদেশে হাঁড়ি॥
গোটা রাতি জমে রস হাঁড়ির ভিতরে।
নামাইয়া লয় মালি খুব ভোরে ভোরে॥
জিরান-কাটের রস তৃপ্তি রসনার।
বড়ই সুমিষ্ট তার বড়ই সুতার॥
নিরঞ্জন একদিন সঙ্গীদের সনে।
পরামর্শ করিলেন গোপনে গোপনে॥
নিশীথ অতীতে হাঁড়ি লইবে পাড়িয়া।
পান করিবে রস সকলে মিলিয়া॥
রাত্রিকালে সবে মিলে যান একত্তরে।
গাছের নিকটে রস চুরি করিবারে॥
নিজের মহলে হেথা মাতাঠাকুরানী।
জাগিয়া থাকেন প্রায় আগোটা যামিনী।
যোগাইতে দ্রব্যচয় সময়ের আগে।
প্রভুর সেবার হেতু কখন কি লাগে॥
দেখিতে পাইলা মাতা জগৎজননী।
নিরঞ্জনাদির সঙ্গে শ্রীপ্রভু আপনি॥
শরীরে দারুণ ব্যাধি নাহি কোন ডর।
বেড়িয়া বেড়ান গোটা উদ্যান-ভিতর॥
কিন্তু প্রভুদেব হেথা নিজের শয্যায়।
অন্য ভক্তদ্বয় কাছে হাজির সেবায়॥
এখানেতে নিরঞ্জন সঙ্গীদের সনে।
আগোটা বাগান ঘোরে বৃক্ষ অন্বেষণে॥

সেই সে বাগান যার প্রতি ঠাঁই জানা।
খেজুর গাছের আজি না পান ঠিকানা॥
ঘুরিয়া ঘুরিয়া সবে ক্লান্ত-কলেবর।
পশ্চাতে বুঝিল ইহা প্রভুর রগড়॥
পীড়াতেও নাহি ক্ষান্ত রঙ্গ অবিরাম।
শুন রামকৃষ্ণলীলা প্রাণের আরাম॥
কাল-পাগলিনী যিনি বারনারী জেতে।
প্রভুকে ভজিতে চায় মধুর ভাবেতে॥
এবে তেঁহ উন্মাদিনী প্রভুর লাগিয়া।
উদ্যানের মধ্যে আসে ছুটিয়া ছুটিয়া॥
আশা মনে একমাত্র প্রভুদরশন।
তাড়া করে লাঠি হাতে নিত্যনিরঞ্জন॥
চরণ ছাঁদিয়া তাঁর কাল-পাগলিনী।
কাকুতি মিনতি করে লুটায়ে অবনী॥
কোনমতে নিরঞ্জন নাহি দেন যেতে।
বরঞ্চ প্রহার করে ধরিয়া ঝুটিতে॥
কোম্পানির পথে দিলা করিয়া বাহির।
দাঁড়াইয়া রহে বহে দুনয়নে নীর॥
মরি কিবা অনুরাগ প্রভুর চরণে।
এ জনার পদরেণু ভিক্ষা করে দীনে॥
তখন অবজ্ঞা-ভাব করিয়া তাহারে।
জনমের মত খেদ রাখিনু অন্তরে॥
যে হোক সে হোক যার প্রভুপদে মতি।
সার্থক জীবন তাঁর চরণে প্রণতি॥
হোক বেশ্যা বারাঙ্গনা হীন হেয়াচার।
রামকৃষ্ণ-ভক্তি যেথা আরাধ্য আমার॥
ভক্তের ভজনা কর ভক্তি মাত্র ধন ;
ভজ ভক্ত পূজ ভক্ত ভক্তির কারণ॥
ভক্ত মাত্রে এক জাতি সামাজিকে নানা।
সুবর্ণ অধম অঙ্গে তবু তাহা সোনা॥
ভক্তির আধার পাত্র প্রভুর আলয়।
শ্রদ্ধেয় প্রপূজনীয় যেখানে না রয়॥
রমণী নামক বেশ্যা দক্ষিণশহরে।
বাৎসল্যের চক্ষে দেখে প্রভু গুণধরে॥
মা বলিয়া তাহারে সম্ভাষে প্রভুবর।
ত্রাতা পাতা জগতের অখিল-ঈশ্বর॥
কি বড় ভাগ্যের কথা বুঝে দেখ মন।
বিশ্বে ভাগ্যবতী হেন আছে কয়জন॥
চাউল-কলাই-ভাজা লুকায়ে বসনে।
রমণী প্রভুর হাতে দিত সযতনে॥
ফুল্লমনে পদ্মাননে হাস্যসহকার।
সাদরে গ্রহণ প্রভু কৈলা কতবার॥
কার সঙ্গে রমণীর তুল্য ত্রিভুবনে।
চরণের রেণু আশ করে এ অধমে॥
রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি অমৃত-ভাণ্ডার।
শ্রবণ-কীর্তনে ভব-জলধিতে পার॥
সংসারের সুখে দুঃখে পেতে দিয়া ছাতি।
একমনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥

প্রভু কর্তৃক অন্তরঙ্গগণের বাসনাপূরণ ও ভক্তগণ কর্তৃক মঠস্থাপন

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায়।
প্রেমানন্দে বন্দ গুরুদারা জগন্মায়॥
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকার।
যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগল-বিহার॥

প্রভুর দারুণ ব্যাধি শরীরের মাঝে।
তাদে টানে মন কিন্তু বাঁধা আছে কাজে॥
অবিরত মহালীলা চলিছে কেবল।
বরষায় দিনেরেতে ঝরে যেন জল॥
এই জল রহে লীলা ক্ষেত্র-সরোবরে।
যাহাতে প্রচারাবাদ হইলেক পরে॥
ছদ্মবেশ অবতার বড়ই গোপন।
জানিতে না দেন কারে তিনি কোন্ জন॥
মায়া-পরিচ্ছদে ঢাকা স্বরূপত্ব আছে।
তিলে তিলে ভয় তায় জানে কেহ পাছে॥
আপনে প্রচারে হাত নাহি দিলা রায়।
পশ্চাতে প্রচার কৈলা ভক্তের দ্বারায়॥
সেই মহা কর্মে যাহা যাহা প্রয়োজন।
তাহার উদ্যোগ প্রভু করেন এখন॥
অপরে বুঝিতে তত্ত্ব লাগে মহা ধাঁধা।
সে বুঝে যাহার মন ভক্ত-পদে বাঁধা॥
পূর্বে বলিয়াছি আমি প্রভুর সেবায়।
যা লাগে সংসারী ভক্তে সকল যোগায়॥
সংসারীর যতই না থাক ঘরে ধন।
ব্যয়েতে কাতর সদা হয় বিলক্ষণ॥
সংসারীর টাকাকড়ি বুকের শোণিত।
কাণাকড়ি-ব্যয়ে হয় বড়ই ক্ষোভিত॥
প্রভুর সেবায় রত যে যে ভক্তগণ।
সকলের চেয়ে ঘরে সুরেন্দ্রের ধন॥
বাদ বাকি অন্য সবে হাতে পেটে খায়।
সঞ্চয় রাখিবে কিবা ব্যয় না কুলায়॥
জীবিকা-নির্বাহ শ্রমে নাহি জমিদারি।
কমিয়ে ঘরের ব্যয় হেথা দেয় কড়ি॥
সংসার-তিয়াগী যাঁরা প্রভুর সেবনে।
সেবা-হেতু শ্রীপ্রভুর কাছে রেতেদিনে॥
প্রভু বিনা যাঁহাদের আর কিছু নাই।
খরচের টাকা থাকে তাঁহাদের ঠাঁই॥
সকলে কুমারবয়ঃ তিয়াগ-প্রকৃতি।
মোটেই জানে না কিবা সংসারের রীতি।
বিষয়-বুদ্ধির গন্ধ জানে না কেমন।
কোলে ছিল মা-বাপের সেবায় এখন॥
কোন কোন বিষয়ে অধিক ব্যয় করে।
সংসারীরা সহ্য তাহা করিতে না পারে॥
উদ্যানেতে ব্যয়াধিক্য দেখিয়া গৃহীরা।
একত্তরে পরামর্শ করে যোগ্য যাঁরা॥
রামচন্দ্র কালীপদ সুরেন্দ্র এ তিনে।
বলিলেন সেবাপর কুমারের গণে॥
করিতেছ অপব্যয় শোভা নাহি পায়।
হিসাব রাখিতে হবে তুলিয়া খাতায়॥
হুট্‌কো গোপাল প্রায় উদ্যানেতে থাকে।
কথামত ব্যয়ের হিসাব-পত্র রাখে॥
গৃহীরা আসিয়া দেখে সময় সময়।
কোন্ মাসে কোন্ কর্মে কত হয় ব্যয়॥

এইবার ব্যয় দেখে হয় হুলস্থুল।
মূল তার হিসাবেতে ঠিকে ছিল ভুল॥
সেই হেতু কালীপদ দানা আখ্যা যাঁর।
হুট্‌কো গোপালে করে মিষ্ট তিরস্কার॥
তুমুল হইল দ্বন্দ্ব ক্রমে পরিশেষে।
নরেন্দ্র বিদিত তাহা কৈল পরমেশে॥
নরেন্দ্রে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ কন প্রভুরায়।
চল্ আমি যাব তোরা যাইবি যেথায়॥
যেখানে থাকিবি তোরা সেইখানে রব।
যেমন রাখিবি মোরে তেমতি থাকিব॥
নরেন্দ্র বলেন স্কন্ধে তোমায় লইয়া।
রাখিব খাওয়াব ভিক্ষা দুয়ারে মাগিয়া॥
এত শুনি গুণমণি কন আর বার।
গৃহীদের টাকাকড়ি লইও না আর॥
টানিয়া লইব না কি ইন্দ্রনারায়ণে।
প্রচুর সম্পত্তি ধন তাহার ভবনে॥
কিছুক্ষণ বিচারিয়া পুনঃ প্রভু কন।
কাজ নাই করে ইন্দ্র যবনী-গমন॥
তারপর বলিলেন হৃদয়বিহারী।
ডাকিয়া আনহ সেই খোট্টা মারোয়াড়ী॥
খোট্টা মারোয়াড়ী এক ধনের ঈশ্বর।
বড়বাজারেতে তার অট্টালিকা ঘর॥
বহু কাল হইতে বাসনা মনে মনে।
যোগাইতে অর্থপাতি প্রভুর সেবনে॥
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু ভগবান।
পুরাতে বাসনা তাঁর করিলেন নাম॥
খবর পাইয়া সেই খোট্টা মারোয়াড়ী।
গোচরে হাজির সঙ্গে লয়ে টাকাকড়ি॥
সম্মুখে দেখিয়া টাকা প্রভুদেব কন।
আমি না করিব তব কাঞ্চন গ্রহণ॥
করজোড়ে কহে তেঁহ বিনয়বচনে।
আনিয়াছি মহারাজ তোমার কারণে॥
ফিরিয়া লইয়া যাই শক্তি নাই গায়।
এত বলি টাকা রাখি ফিরিয়া পালায়॥
সম্মুখে টাকার গাদা দেখি প্রভুবর।
ভক্তগণে আজ্ঞা শীঘ্র কর স্থানান্তর॥
যথা আজ্ঞা সেবকেরা চলিলা সত্বরে।
রাখিয়া আসিল কাছে মহিমের ঘরে॥
ব্যয়ের কি হবে তবে বিচারিয়া মনে।
গিরিশে ডাকিতে আজ্ঞা হৈল সেইক্ষণে॥
মহাভক্ত শ্রীগিরিশ বিশ্বাসের বীর।
বারতা পাইয়া হৈল গোচরে হাজির॥
শ্রীমুখে শুনিয়া তবে সব বিবরণ।
প্রভুর সম্মুখে তেঁহ করিলেন পণ॥
একা যোগাইব ব্যয় ভয় কিবা তায়।
নহি ভীত যদি মোর ভিটামাটি যায়॥
গিরিশের বাক্যে হয়ে সাহসে পূর্ণিত।
সেই সঙ্গে কৈলা পণ সেবকেরা যত॥
গৃহিগণে দরশনে আসিতে না দিব।
লাঠি-সোঁটা লয়ে দ্বারে প্রহরী থাকিব॥
যুক্তিমত পর দিনে নিত্যনিরঞ্জন।
বসিলেন দ্বারদেশ রক্ষার কারণ॥
মহাবীর বলবান লাঠি-সোঁটা হাতে।
মাথায় পাগড়ী বাঁধা সুন্দর দেখিতে॥
চিরুণি আরশি সঙ্গে রামায়ণপুঁথি।
ভোজপুরী দ্বারীদের যে প্রকার রীতি॥
দ্বিতলে যাইতে আর নাহি দেন কারে।
দরশনে আসে যারা সবে যায় ফিরে॥
ক্রমান্বয়ে তিন দিন ফিরিল সুরেন্দ্র।
কতবার ফিরিলেন ভক্ত রামচন্দ্র॥
অতুল ফিরিয়া গেলা গিরিশের ভাই।
ছোটখাট কত ফিরে সংখ্যা সীমা নাই॥
শ্রীঅতুল অভিমানে করিলেন পণ।
আটক করিল দ্বারে নিত্যনিরঞ্জন॥
যদি তেঁহ আপনি আসিয়া মোর ঘরে।
ডাকিয়া লইয়া যায় প্রভুর গোচরে॥
তবে যাব নৈলে আর এ জনমে নয়।
এই দৃঢ় পণ মোর রহিল নিশ্চয়॥

রাম ও সুরেন্দ্রের দুয়ে বিষাদিত মন।
সুরেন্দ্র নির্জনে করে অশ্রু বিসর্জন॥
গম্ভীরাত্মা রামচন্দ্র ভিতরে গুমরে।
মনোদুঃখ সহসা প্রকাশ নাহি করে॥
অন্তরে বুঝিয়া তত্ত্ব প্রভু ভক্ত-প্রাণ।
ডাকাইলা উভয়ে আপন সন্নিধান॥
সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন পরস্পর।
গৃহী সন্ন্যাসীতে এই থেকে মনান্তর॥
কেমন কৌশলচক্র দেখহ প্রভুর।
ভক্তমাত্রে সকলের সমান ঠাকুর॥
স্মরণ করহ কিবা প্রভুর বচন।
চাঁদামামা সকলের একা কারও নন॥
গৃহী সন্ন্যাসীতে দুয়ে সমান আদর।
মধ্যে বাধাইয়া দ্বন্দ্ব করিলা রগড়॥
এই দ্বন্দ্ব ভবিষ্যতে প্রচারে পোষ্টাই।
প্রভুর মতন চক্রী ত্রিভুবনে নাই॥
এখানে অতুলকৃষ্ণ মরে অভিমানে।
এক দিন কন কভু নিত্যনিরঞ্জনে॥
যাও তুমি একবার গিরিশের ঘরে।
অতুলে ডাকিয়া আন হাত দেখিবারে॥
নাড়ীজ্ঞান ব্যাধিজ্ঞান এত অতুলের।
যেন তেঁহ ধন্বন্তরি বেশে মানুষের॥
আজ্ঞামাত্র ধাইলেন নিত্যনিরঞ্জন।
শুনিয়া অতুলকৃষ্ণ পুলকিত-মন॥
শ্রীপ্রভুর রঙ্গ কিবা বুঝিয়া অন্তরে।
ত্বরান্বিত উপনীত হইলা গোচরে॥
ভিতরের কাণ্ড কিবা নিজে বুঝ মন।
বেদাধিক গুরুতর রামকৃষ্ণায়ন॥
মুরুব্বী গোপাল সিঁতিগ্রামে ঘর যাঁর।
চীনেবাজারেতে যাঁর ছিল কারবার॥
সন্তানাদি বনিতার বিয়োগের পরে।
মহেন্দ্র আনিলা তাঁয় প্রভুর গোচরে॥
দরশনে শ্রীচরণে বাঁধা পড়ে মন।
সন্নিধানে রহে করে প্রভুর সেবন॥
হাতে ছিল টাকাকড়ি ইচ্ছা এবে মনে।
বস্ত্র কিনে বিতরণ করে সাধুজনে॥
গঙ্গাসাগরীয় যাত্রী বহু এইকালে।
অতিথি সন্ন্যাসী নাগা শহর অঞ্চলে॥
সেই সবে নব বস্ত্র দানের ইচ্ছায়।
অনুমতি-হেতু তেঁহ কহিলেন রায়॥
প্রভুদেব দেখাইয়া সেবকের গণে।
বলিলেন দাও যদি দাও এইখানে।
এমন সুন্দর সাধু ভুবনে বিরল।
অকলঙ্ক তনু ঘটে ভরা গঙ্গাজল॥
শুনিয়া গোপাল তবে প্রভুর বচন।
কিনিয়া আনিল বস্ত্র মনের মতন॥
গেরুয়ার রঙে বস্ত্র সব ছোবাইলা।
সেই সঙ্গে ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা॥
বস্ত্র মালা একত্রেতে গোপাল এখানে।
হাজির করিয়া দিলা প্রভু-সন্নিধানে॥
সন্ন্যাসের উপযুক্ত যে যে ভক্তগণ।
প্রত্যেকে বসন মালা কৈলা বিতরণ॥
একখানি বস্ত্র বাকি থাকে অবশেষে।
পর দিনে দান কৈলা শ্রীগিরিশ ঘোষে॥
গিরিশ সংসারী যদি মনে ত্যাগ তাঁর।
সংসারে আছেন নাই অন্তরে সংসার॥
শ্রীগিরিশ সত্য মিথ্যা উভয়ের পারে।
প্রভুর আশিস এই তাঁহার উপরে॥
একবার কন প্রভু কথোপকথনে।
গিরিশের আছে যোগ এ দেহের সনে॥
যোগী ভোগী দুই তেঁহ অপূর্ব-প্রকৃতি।
গিরিশে না পাওয়া যায় মানুষের রীতি॥
কোথাকার এই সব ভক্তনামধারী।
সদা সঙ্গে অদ্যাপিহ বুঝিতে না পারি॥
হায় প্রভু কবে মোর ফুটাবে নয়ন।
পূজা করি ভক্ত-পদ জুড়াব জীবন॥
গৃহী কি সন্ন্যাসী দুয়ে দীনের মিনতি।
তোমা সবাকার পদে রহে যেন মতি॥

প্রভুর অবস্থা এবে বর্ণনার নয়।
তেমন সুন্দর তনু দিনে দিনে ক্ষয়॥
এ সময়ে দুগ্ধমাত্র কেবল আহারে।
এক পোয়া দিলে যায় ছটাক উদরে॥
বদনের কান্তি কিবা মনের আনন্দ।
তিলেকের তরে নাই এক তিল বন্ধ॥
বিয়াধি অসাধ্য কেহ কহিলে গোচরে।
উত্তর প্রভুর এই আনন্দের ভরে॥
"পীড়া জানে দেহ জানেরে আমার মন।
অবিরত রহ তুমি আনন্দে মগন॥"
দেহাতীত মনখানি প্রভুর আমার।
অনুগত বশীভূত ইচ্ছামত তাঁর॥
জীবের কল্যাণে মাত্র দেহেতে কদর।
দয়াতে রাখেন দেহ দয়ার সাগর॥
মহানন্দময় নিজে আনন্দের খনি।
প্রভুর বারতা প্রভু জানেন আপনি॥
বিষণ্ণ হইতে তিনি নাহি দেন কারে।
দেখিলে আনন্দ তাঁর বহে শতধারে॥
ভকত-রঞ্জন ভাব প্রাবল্যের বলে।
ভক্তবর্গ ভাসে সদা আনন্দ-সলিলে॥
আনন্দে নরেন্দ্রনাথ সহচর সনে।
কাটেন রজনী গোটা সাধন-ভজনে॥
দিনমানে গীত-বাদ্য অবিরত চলে।
সতত আনন্দে মগ্ন প্রভুর কৌশলে॥
প্রভুর গলার হার অন্তরঙ্গগণে।
তাঁহারাও চিরদাস প্রভুর চরণে॥
প্রাণে প্রাণে টানাটানি প্রেম-সমন্বিত।
পরস্পর পরস্পরে বিরামরহিত॥
আঁখির আড়ালে যদি তিলেকের তরে।
তাহাও বিরহ হেন ভাব পরস্পরে॥
গৃহীরা সংসারকর্মে রহে স্থানান্তর।
মনখানি কিন্তু হেথা প্রভুর গোচর॥
অহেতুক ভালবাসা কর্ম স্বার্থহীনে।
প্রত্যক্ষ দেখিনু আগে শুনা ছিল কানে॥
আগোটা লীলার মধ্যে প্রভু অবতারে।
দেখা শুনা হৈল যাহা উদ্যানভিতরে॥
অতিশয় গুহ্য তত্ত্ব কহিবার নয়।
অবাক্ হইনু দেখে এমন কি হয়॥
যে সকল এ ধরার নহে কারখানা।
একমাত্র ভক্তে আর ভগবানে জানা॥
দেন প্রভু ভুঞ্জে ভক্ত প্রেমানন্দরোল।
অন্তরে অন্তরে স্রোত বাহ্যে নাহি গোল॥
লোকের বাজার নাই এখন গোচরে
দেখিয়া দারুণ ব্যাধি সবে গেছে সরে॥
সন্দেহ উদয় মনে তাঁদের এবার।
দারুণ বিয়াধি কেন যদি অবতার॥
নানা জনে নানা ভাবে নানা কথা কয়।
শুনিলে স্মরিলে পরে বিদরে হৃদয়॥
কলুষ-মানুষ বুদ্ধি দোষ কিবা তায়।
এসেছিল দূরে গেল প্রভুর ইচ্ছায়॥
লীলা-অবসান-কাল দেখিয়া গোঁসাই।
করিলেন অন্তরঙ্গগণের বাছাই॥
তে সবারে একত্তরে লইয়া নির্জনে।
নিগূঢ় ঈশ্বর-তত্ত্ব কন সঙ্গোপনে॥
অন্তরঙ্গদের মধ্যে দ্বিবিধ প্রকৃতি।
কেহ কেহ ত্যাগী কেহ গৃহস্থের জাতি॥
ভাব-ভেদে উভয়ের ভিন্ন উপদেশ।
যাহে হবে উভয়ের মঙ্গল অশেষ॥
প্রভুর কৌশল এক ইহার ভিতরে।
জানিতে না দেন কিবা উপদেশ কারে
তাঁরে দেন সেই রস লীলার ঈশ্বর।
যে রস যাহার পক্ষে পরিপুষ্টিকর॥
কাহারে বা দেন ধরা সময়-বিশেষে।
রূপান্তর-প্রদর্শন সন্দেহ-বিনাশে॥
শুন দিনেকের কথা অপূর্ব কাহিনী।
শ্রীঅতুল গিরিশের সহোদর যিনি॥
নাড়ীজ্ঞান বড় তাঁর সেই সে কারণে।
প্রভুর প্রবল পীড়া দেখি এক দিনে॥

সেবাপর ভক্তগণে কহিলেন তাঁয়।
থাকিতে প্রভুর কাছে রেতের বেলায়॥
দিবাভাগে এই কথা করিয়া স্বীকার।
অতুল চলিয়া যান ঘরে আপনার॥
পান-ভোজনাদি কর্ম রাত্রির মতন।
ঝটিতি ভবনে সব কৈলা সমাপন॥
অতীত হইলে রাত্রি প্রহরেক প্রায়।
উদ্যানাভিমুখে আসে শ্রীপ্রভু যেথায়॥
পথিমধ্যে ভক্তবর করে মনে মনে।
শুভ রাত্রি যাবে আজি প্রভুর সেবনে॥
মহাভাগ্যবান বিনা ভাগ্যে ঘটে কার।
বিশ্বপতি শ্রীপ্রভুর সেবা-অধিকার॥
এতেকাভিমান মনে উল্লাস সহিত।
আন্দোলন করিতে করিতে উপনীত॥
যেখানে শ্রীপ্রভুদেব উদ্যান-ভিতরে।
রাত্রি বেশী তালাবদ্ধ ফটকের দ্বারে॥
দুয়ার হইতে তেঁহ করেন চীৎকার।
সব স্তব্ধ সাড়া শব্দ নাহি মিলে কার॥
দারুণ মাঘের শীতে হিমানী বিস্তর।
ঠাণ্ডা বায়ে শ্রীঅতুল কাঁপে থর থর॥
পূর্বেকার সুখ আশা সব হৈল দূর।
তাহার বদলে হৃদে যাতনা প্রচুর॥
নানাবিধ চিন্তা ভাবে আকাশ-পাতাল।
মাঝে মাঝে ডাকে ডাক না পায় নাগাল॥
হেনকালে শুন কিবা কৌশল প্রভুর।
বাহির হইতে এক আসিল কুকুর॥
দ্রুতগতি ফটকের সরু ছিদ্র দিয়া।
তিলেকের মধ্যে গেল উদ্যানে ঢুকিয়া॥
অতুল চৈতন্যবান প্রভুর কৃপায়।
সুপণ্ডিত ঘটনা পঠন-শক্তি গায়॥
উদ্দেশিয়া প্রভুরায় মরম-বেদনা।
জানাইয়া সেইক্ষণে করেন প্রার্থনা॥
অধম হইনু প্রভু কুকুর হইতে।
সে গেল ভিতরে মুই দাঁড়াইয়া পথে॥
হাজার ধিকার হেন দিয়া আপনাকে।
দ্বারমুক্ত-হেতু এই শেষ ডাক ডাকে॥
শুনিতে পাইয়া তাহা মুরুব্বী গোপাল।
ফটক খুলিয়া দিল ঘুচিল জঞ্জাল॥
উদ্যানে প্রবেশ করি যান ধীরে ধীরে।
প্রভুর যেখানে শয্যা দ্বিতল-উপরে॥
দেখিলেন মহাভক্ত শ্রীশশী ঠাকুর।
দাঁড়াইয়া করে পাখা শ্রীঅঙ্গে প্রভুর॥
মাছি মশা চালাইতে পাখার চালনা।
শীত ঋতু এবে নাই গ্রীষ্মের তাড়না॥
আর এক পাশে লাটু ঘুমে অচেতন।
গোটা রাতি জ্বলে বাতি গরম ভবন॥
অতুলে দেখিয়া শশী পাখা দিয়া তাঁয়।
বিশ্রামের হেতু নীচে লইলা বিদায়॥
শয্যায় শ্রীপ্রভুদেব নাহি নড়াচড়া।
আপাদ-মস্তক গোটা বালাপোষে মোড়া॥
কিছু পরে শ্রীঅতুল করে দরশন।
প্রভুর গা ফুটে উঠে উজ্জ্বল কিরণ॥
গাত্র আবরণখানি স্বচ্ছ নিরমল।
দেখা যায় গোটা অঙ্গ করে ঝলমল॥
কিরণে উত্তপ্ত গৃহ হইল বহুল।
শীতবস্ত্র জোড়া শাল খুলিল অতুল॥
খুলিয়া রাখিতে শাল সময় ক্ষণেকে।
অন্য দিকে গেল দৃষ্টি ছাড়িয়া প্রভুকে॥
এই অবসরমধ্যে শুন বিবরণ।
কি হইল শ্রীঅঙ্গের পটের বর্তন॥
শ্রীপ্রভুর এক অঙ্গ ভাগে আধা আধা।
দক্ষিণাঙ্গে কৃষ্ণরূপ বাম অঙ্গে রাধা॥
কৃষ্ণাঙ্গে নীলিমাকান্তি নয়ন-রঞ্জন।
রাধা অঙ্গ ঢল ঢল সোনার বরন॥
তখন অতুলকৃষ্ণ নিরখি ব্যাপার।
বুঝিলেন এ আমার মাথার বিকার॥
মস্তিষ্কে প্রবল ঊনপঞ্চাশের বাই।
মনে করে এইবারে লাটুকে উঠাই॥

ভয়ে দেহে ঝরে ঘাম অন্তর সভীত।
হেনকালে শরৎ উপরেতে উপনীত ॥
অমনি শ্রীপ্রভুদেব লীলার ঈশ্বর।
নাড়া দিয়া খুলিলেন মুখের কাপড় ॥
অতুলে দেখিয়া তবে করেন জিজ্ঞাসা।
তুমি যে গো এখানে কখন হৈল আসা ॥
নীচে গিয়া বিশ্রাম করহ এইবারে।
শরৎ আমার নিকট থাকিবে উপরে ॥
মরি কি প্রভুর রঙ্গ স্বগণসহিত।
সুধার-আসার রামকৃষ্ণ-লীলা-গীত ॥
একদিন গৃহত্যাগী ভক্তগণে কন।
তোদের ভিক্ষার অন্ন ভোজনেতে মন ॥
স্নেহ-প্রেমপরিপূর্ণ শ্রীবাক্য শুনিয়া।
নাচিতে লাগিলা সবে উল্লাসে ভরিয়া ॥
প্রধান নরেন্দ্রনাথ বাল মহেশ্বর।
পরদিনে প্রাতঃকালে সঙ্গে সহচর ॥
আনন্দ-অন্তর তবে সাজিলা ভিক্ষায়।
প্রথমে মাগিয়া ভিক্ষা গুরুদারা মায় ॥
জগৎপালিকা দেবী জগৎ-জননী।
ভিক্ষাপাত্রে ষোল-আনা দিলেন আপনি ॥
উত্থান হইতে পরে বাহির হইয়া।
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা আনিলা মাগিয়া ॥
তামা-রূপা তণ্ডুলাদি ভিক্ষার জিনিস।
নয়নে দেখিয়া প্রভু পরম হরিষ ॥
সেই তণ্ডুলের মণ্ড তরল তরল।
খাইয়া বলেন প্রভু পরান শীতল ॥
ঈশ্বরের নরলীলা যাই বলিহারী।
শুক ব্যাস ভাগবত বর্ণনাধিকারী ॥
কি করিতে পারি মুই অতি তুচ্ছ ছার।
বিদ্যা-বুদ্ধিহীন হেয় দাস অবিদ্যার ॥
রাজেন্দ্র ডাক্তার করে চিকিৎসা এখন।
উপশম নহে ব্যাধি পূর্বের মতন ॥
দিন দিন তনু ক্ষীণ আকার বিকার।
ভক্তগণে আনাইলা সাহেব ডাক্তার ॥
ব্যাধি পরীক্ষিয়া তেঁহ শ্রীগোচরে কয়।
বাড়িয়া গিয়াছে আর আরোগ্যের নয় ॥
সাহেব চলিয়া গেল ছেড়ে দিয়া হাল।
অতঃপর আসিলেন শ্রীনবীন পাল ॥
সুবিজ্ঞ ডাক্তার তেঁহ দেহে বহু গুণ।
ব্যবসায়ে পক্ককেশ চিকিৎসা-নিপুণ ॥
যুক্তি-পরামর্শ করি রাজেন্দ্রের সনে।
চিকিৎসা আরম্ভ কৈলা ব্যাধি-বিনাশনে ॥
আইল ফাগুন মাস এবে দোল-লীলা।
ঘরে ঘরে করে লোক আবিরের খেলা ॥
শ্রীপ্রভুদেবের যত অন্তরঙ্গগণে।
একত্রিত হইলেন ফাগুয়ার দিনে ॥
এইখানে আবিরের করি আয়োজন।
আরম্ভিল নৃত্য-গীত আনন্দে মগন ॥
বসনাদি সহ সব ভক্তে লালে লাল।
উচ্চরোল বাজে তালে খোল করতাল ॥
অবশেষে মাতোয়ারা ভক্ত যূথে যূথে।
বাহিরে আইলা হেথা উত্থানের পথে ॥
যে মন্দিরে প্রভুদেব চারিধারে তার।
সুন্দর সড়ক পথ অতি পরিষ্কার ॥
সেই পথে উপনীত হয়ে ভক্তগণ।
নাচে গায় শ্রীমন্দির করিয়া বেষ্টন ॥
মহৎ প্রভু ভগবান লীলার ঈশ্বর।
উঠিতে শকতি নাই অঙ্গ থর থর ॥
দ্বিতলে দেওয়াল ধরি পথে গবাক্ষের।
দাঁড়ায়ে দেখেন নৃত্য-গীত ভক্তদের ॥
প্রফুল্ল মুখারবিন্দ করে ঝলমল।
ভক্ত-মন-বিমোহন আনন্দের স্থল ॥
ভক্তদের লক্ষ্য হৈল প্রভুর উপরে।
প্রেমানন্দ-বিবর্ধন গবাক্ষের ধারে ॥
নিরখি আনন্দময় সবে মাতোয়ারা।
অন্তরে ছুটিল যেন শতেক ফোয়ারা ॥
শরীর হইল মহাবলের আধান।
আনন্দের ধ্বনি করি ফাটায় বাগান ॥

গিরিশের সহোদর অতুল যে জন।
গুরুকায় প্রায় দুই মণের ওজন॥
পাঁচ ছয় জন মিলে একত্র হইয়া।
নাচিতে লাগিলা তাঁরে শূন্যে উঠাইয়া॥
পাকশাঠ দিয়া কভু লুফে আস্‌মান।
লম্ফে ঝম্পে পদচাপে ধরা কম্পমান॥
কেহ কেহ শ্রীপ্রভুর মুখ নিরখিয়া।
ভূমে যায় গড়াগড়ি লুটিয়া লুটিয়া॥
কেহ বা আবির লয়ে মুঠায় মুঠায়।
শূন্যে ছুঁড়ে বরিষণ করে ভক্তগায়॥
অবিরল লাল রেণু চারিদিকে ছুটে।
সড়ক হইল রাঙ্গা ফাগুয়ার চোটে॥
শ্রীপদে প্রণাম করি পরে ভক্তগণ।
দোলখেলা আজিকার কৈল সমাপন॥

নিরঞ্জনে একদিন কন প্রভুরায়।
হ্যাঁ রে যদি ব্যাধি মোর ভাল হয়ে যায়॥
কি কর্ম করিবি তুই কি করিতে মন।
এত শুনি কহে তবে নিত্যনিরঞ্জন॥
বাগানের যত গাছ টান দিয়া তুলে।
সমূলে উপাড়ি ফেলি জাহ্নবীর জলে॥
শ্রীমুখে মধুর হাস্যে কন আর বার।
তা তুই পারিস নহে অসাধ্য তোমার॥
শ্রীপ্রভুর মহালীলা কি কহিতে পারি।
দীনদুঃখী দ্বিজ-সাজে নিজে অবতরি॥
সেই সে মহান বস্তু অকূল অপার।
অন্তরঙ্গগণ এক এক অবতার॥

প্রভুর বিচিত্র রঙ্গ নরেন্দ্র দেখিয়া।
মনসন্দ-বিনাশনে জিজ্ঞাসিল গিয়া॥
তুমি সিদ্ধ কিংবা তাহা ছাড়া কিছু আর।
করিয়া সংশয় মুক্ত করহ আমার॥
প্রভু বলিলেন যেই রাম যেই কৃষ্ণ।
ইদানীতে এ আধারে সেই রামকৃষ্ণ॥
জীবনের গুপ্ত কথা কন প্রকাশিয়া।
লীলা-অবসান-কাল নিকটে দেখিয়া॥

একদিন শ্রীনরেন্দ্র সংগোপনে কন।
করিবারে কিছুদিন রামের সাধন॥
বৃক্ষমূলে রাত্রিকালে জ্বালাইয়া ধুনী।
রামের ধিয়ানে রহে আগোটা রজনী॥
দিনের বেলায় যত সঙ্গীত সহিত।
বাদ্যযন্ত্রসহ হয় রাম-গুণ-গীত॥
একদিন বেলা প্রায় আড়াই প্রহর।
একত্রিত বহু ভক্ত ভবন-ভিতর॥
মধ্যেতে নরেন্দ্রনাথ মহাত্যাগী যোগী।
করে ধরা তানপুরা সঙ্গে বাজে ডুগী॥
সমস্বরে এক সঙ্গে লয়ের সহিত।
গাইছেন রাম-গুণ মধুর সংগীত॥

গীত

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।
ভজলে অযোধ্যানাথ দোসরা ন কোঈ॥
হসন বোলন চতুর চাল অয়ন বয়ান দৃগ্‌-বিশাল।
ভ্রূকুটি-কুটিল তিলক-ভাল নাসিকা সোহাঈ॥
মোতিনকো কণ্ঠমাল, তারাগণ উর বিশাল।
শ্রবণকুণ্ডল ঝলমলাত রতিপতি ছবি ছাঈ॥
সখা সহিত সরযূতীর বিহরে রঘুবংশবীর।
তুলসীদাস হরষ নিরখি চরণরজ পাঈ॥

গীতে গরগরচিত্ত যত ভক্তগণ।
ধ্বনিতে ফাটিয়া পড়ে আগোটা ভবন॥
সংগীতের রাগে ভাবে বিভোর সকলে।
ঘুরে-ফিরে গীতখানি ঘণ্টা ভোর চলে॥
দ্বিতল উপরে হেথা প্রভু ভগবান।
রাগমাখা গীত শুনি সুখে ভাসমান॥
রঙ্গ-হেতু বাহে রুষ্ট ভাবপ্রদর্শনে।
সেবাপর ভক্ত যারা ছিল সন্নিধানে॥
তে সবারে কহিলেন প্রভু অবতরি।
কেহ প্রাণে মরে কেহ বলে হরি হরি॥
অতুল বলেন তবে মানা করি গিয়ে।
প্রভু কন, না—শালারা জিগ্‌ মোরে দুয়ে॥

একত্রেতে পুলকে আনন্দে গীত গায়।
হইবেক রসভঙ্গ কি কাজ মানায়॥
কিছুক্ষণ পরে তবে নরেন্দ্র আপনি।
দ্বিতলে হাজির যেথা প্রভু গুণমণি॥
নিরখিয়া তাঁহে প্রভু পুলকিত মন।
প্রভুর নরেন্দ্রনাথ জীবন-জীবন॥
ভক্তবরে গুণমণি কহিলেন পিছে।
যে গীত গাইছ তার আরো কলি আছে॥
এত বলি সেই কলি গান আউরিয়া।
জনেক তখনি নিল কাগজে লিখিয়া॥

গীতাংশ

কেশরকো তিলক ভাল মানরবি প্রাতঃকাল।
শ্রবণকুণ্ডল ঝলমলাত রতিপতি ছবিছাঈ॥

নিম্নতলে পুনঃ সবে হয়ে একত্রিত।
গাইতে লাগিলা সেই আগোটা সংগীত॥
নরেন্দ্র না মানে মোটে সাকারের কথা।
প্রভুর মোহনে মত্ত রামনামে হেথা॥
নরেন্দ্র সাধক-শ্রেষ্ঠ রামের সাধনে।
একদিন দরশন কৈলা হনুমানে॥
তাহাতে কেমন ভাব হইল তাঁহার।
ভাগবত লীলা-তত্ত্ব বুঝা অতি ভার॥
ভাবের প্রবলবেগে শরীর অস্থির।
হাতেতে ধরিয়া লাঠি ঘুরে শ্রীমন্দির॥
একেবারে মত্ততুল্য নাহি বাহ্যজ্ঞান।
মন্দির বেষ্টন করি ঘুরিয়া বেড়ান॥
ভাব দেখি বিশ্বাস প্রতীত হয় মনে।
যেন তাঁর প্রভুদেব মানিকরতনে॥
পাছে কেহ লয়ে যায় করিয়া হরণ।
সেহেতু প্রহরিভাবে মন্দির বেষ্টন॥
রামকৃষ্ণ-গত-প্রাণ প্রেমিক বৈরাগী।
প্রভুর কারণে যেবা সর্বস্ব-তিয়াগী॥
মাতা-ভ্রাতা ঘরবাড়ি সব বিসর্জন।
আত্মীয় বান্ধব আদি দেহ প্রাণ মন॥

এহেন সন্ন্যাসী যিনি শ্রীনরেন্দ্রনাথ।
বন্দিতে চরণ তাঁর কোটি প্রণিপাত॥
যোগিবর ত্যাগিবর অবিদ্যা বিজিত।
নানাভাষাবিদ্যাবিদ্ শাস্ত্রাদি অতীত॥
বালমহেশ্বর-মূর্তি তেজঃপুঞ্জ-তনু।
অবিরত দীপ্তিমান শিরে জ্ঞান-ভানু॥
অন্তরের ঘটমধ্যে বহে কল্‌কল্।
প্রেম-ভক্তি-জাহ্নবীর নিরমল জল॥
গন্ধর্ব-নিন্দিতকণ্ঠ নয়ন বিশাল।
জন-মনবিমোহন হৃদয় দয়াল॥
এহেন সন্ন্যাসী যিনি শ্রীনরেন্দ্রনাথ।
বন্দিতে চরণ তাঁর কোটি প্রণিপাত॥
দিন দিন দেহ ক্ষয় দেখিয়া প্রভুর।
অন্তরে নরেন্দ্রনাথ বড়ই আতুর॥
প্রভুদেবে একদিন খেদভরে কন।
নিজ স্থানে পলাইবে করিছ উদ্যম॥
মুই তিয়াগিনু সব তোমার কারণে।
কি করিলে মোর কিবা হবে পারিণামে॥
নীরবে শুনিলা সব লীলার ঈশ্বর।
সে দিনে না দিলা কোন কথার উত্তর॥
দিবস কয়েক পরে আর নয় বেশী।
হঠাৎ ধিয়ানে মগ্ন প্রেমিক সন্ন্যাসী॥
গভীর ধিয়ানে যেন তনুখানি জড়।
শ্রীগোচরে সমাচার চলিলা সত্বর॥
ভক্তের ঈশ্বর প্রভু হাস্যাননে কন।
"পশ্চাতে ভাঙ্গিব—ভোগ করুক এখন॥"
চৌদিকে দণ্ডায়মান আছে ভক্তশ্রেণী।
বহুক্ষণ পরে দিলা অঙ্গ নাড়া ধ্যানী॥
কিছু পরিমাণে যবে আইল চেতন।
তখন হইল তাঁর দেহের স্মরণ॥
সমাধিতে দেহী দেহে ছিল স্বতন্তর।
এবে চেঁঠা তাই দেহী চান দেহ-ঘর॥
দেহ কোথা দেহ কোথা বলিয়া এখন।
হাতড়িয়া দেহের করেন অন্বেষণ॥

শয্যাগত রোগী যেন অন্ধকার ঘরে।
হামা দিয়া কোন বস্তু অন্বেষণ করে॥
প্রভুকে বিদিত কৈল ভকতনিচয়।
ধ্যানীর অবস্থা কিবা মুখে কিবা কয়॥
আজ্ঞামত ভক্তবর্গে ধরিয়া ধ্যানীরে।
উপরে লইয়া যান প্রভুর গোচরে॥
বাহু চেঁঠা দিয়া তারে কন ভগবান।
এই সেই বস্তু যার করহ সন্ধান॥
দেহভাববিলুপ্ত সমাধি নাম এর।
অপরের কথা কি দুর্লভ যোগেশের॥
"সমাধির ঘর এবে রৈল আঁটা তোলা।
আগে কর কর্ম মোর পরে পাবে খোলা॥"
কর্ম মানে এইখানে প্রচার প্রভুর।
এ কাজে সুযোগ্য জন নরেন্দ্রঠাকুর॥
প্রভুর অধিক শক্তি ইঁহার ভিতরে।
সবিশেষ পরিচয় ক্রমে পাবে পরে॥
প্রচারেতে শক্তিপ্রাপ্ত অগ্রে কয়জন।
পূর্বেকার কথা এবে কহি শুন মন॥
পীড়াগ্রস্ত হইবার কিছুকাল আগে।
একদিন প্রভুদেব আবেশের বেগে॥
বলিলেন মা কালীকে সম্বোধন করি।
মা আমি কহিব কত আর নাহি পারি॥
বিজয় মহেন্দ্র রাম গিরিশ কেদার।
এই কয়জনে কর শক্তির সঞ্চার॥
শিখাইয়া বুঝাইয়া অন্য লোকজনে।
চাষ দিয়া হৃদি ক্ষেত্রে আনিবে এখানে॥
আমি মাত্র একবার করি পরশন।
তাদের করিয়া দিব কার্য সমাপন॥
কি তোরে কহিব মন প্রভুদেব কেবা।
বাঞ্ছাপূর্ণ ধ্রুব কর ভক্ত-পদসেবা॥
অন্তরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ এই মত করি।
অতীত হইল প্রায় মাস তিন চারি॥
এখন দেখিলে তাঁরে চেনা নাহি যায়।
এমত অবস্থাপন্ন হইলেন রায়॥

তথাপি ভরসা আশা সকলের করে।
পীড়াতে বিমুক্ত প্রভু হইবেন পরে॥
একদিন প্রভুদেব নিরঞ্জনে কন।
"দেখরে অবস্থা এক এসেছে এখন॥
যে কেহ দেখিবে মোরে হেন অবস্থায়।
সে হবে জীবন-মুক্ত মায়ের ইচ্ছায়॥
কিন্তু সেই সঙ্গে কথা বুঝিও নিশ্চয়।
পরমায়ু অধিক হইবে মোর ক্ষয়॥"
শ্রীবাণী শুনিয়া তবে নিত্যনিরঞ্জন।
হাতে লাঠি দ্বারদেশে বসিল তখন॥
দিনেরেতে সতত সতর্কভাবে থাকে।
আসিতে না দেন কোন বাহিরের লোকে॥
অবোধ্য যে জন তাঁর অবোধ্য সকল।
অতলের কোনকালে কেবা পায় তল॥
সিন্ধুর তরঙ্গরাজি বিন্দুর আধারে।
কর্মকাণ্ড দেখিয়া ধাতার ধাতু ছাড়ে॥
এত যে আসিল লোক প্রভুর নিকটে।
ষোল আনা পাঁচসিকা বুদ্ধি-বল ঘটে॥
নানাশাস্ত্রবিদ্যাবিদ্ সিদ্ধ সাধনায়।
কেহই বুঝিতে কিছু পারিল না তাঁয়॥
অদ্ভুত যেমন প্রভু অদ্ভুত তেমন।
নিজে যেন সেইমত অঙ্গের গঠন॥
কার্যাদি তদনুরূপ বুঝিবার নয়।
সরল হইয়া হৈলা বাঁকা অতিশয়॥
কঠিন যেমন তেন আবার কোমল।
গাম্ভীর্যে সুমেরু শিশু-সমান চঞ্চল॥
ন্যায়পরায়ণতায় নিক্তির ওজন।
দয়ায় জীবের তরে প্রাণ সমর্পণ॥
বিধানে বিধানাতীতে পূর্ণত্ব সমান।
বিশ্বের মঙ্গলে একা মঙ্গলনিদান॥
দেহের গড়নে নাই সাধারণ রীত।
বুঝিতে নারিল এল এতো ব্যাধিবিৎ॥
পাইল না নাগাল কেহই বিয়াধির।
সুদূরে সাহস কাছে দেখে বুদ্ধি স্থির॥

এখন দেহের দশা আছে মাত্র প্রাণী।
কঙ্কালবিশিষ্ট তাহে চামের ছাউনি॥
প্রবল ব্যাধির ক্রম ইহার উপরে।
দেখিলেই দর্শকের নাড়ীধাতু ছাড়ে॥
ব্যাধির বিক্রম কথা না যায় বর্ণন।
এক দিন এ সময়ে শোণিত-বমন॥
মুখ বেয়ে রক্তস্রাব বিস্তর বিস্তর।
নরেন্দ্র ধরেন তাহা লইয়া ডাবর॥
এক পাত্র হৈল পূর্ণ অন্য পাত্র ধরে।
বাহিরে আসিল রক্ত যা ছিল শরীরে॥
নীচেতে বাগানে শশী মাটির ভিতর।
শোণিত পুঁতিয়া খালি করেন ডাবর॥
বুঝা নাহি যায় এই জীর্ণ শীর্ণ কায়।
বমন এতেক রক্ত—আছিল কোথায়॥
ইহাতেও হ্রাস নাহি কান্তি বদনের।
কিংবা কিছু চিন্তা ত্রাস শ্রীপ্রভুদেবের॥
সর্বৈব প্রকারে প্রভু অবোধ্য সবার।
দেবেশ যোগেশ কিবা শিবাদি ব্রহ্মার॥
অন্তরঙ্গগণে প্রভু আভাসেতে কন।
নিত্যধামে এইবারে করিব গমন॥
বুঝিয়াও কেহ কিন্তু বুঝিতে না পারে।
মায়ায় ভুলায়ে দেন কিছুক্ষণ পরে॥
একদিন মাস্টারের সঙ্গে কথা হয়।
এ দেহ অধিক দিন আর নাহি রয়॥
মাস্টার উত্তরে কন অন্তরে বিষাদ।
আমাদের কিন্তু কিছু মিটিল না সাধ॥
প্রত্যুত্তরে বলিলেন প্রভুদেবরায়।
এই সাধ ভক্তদের কভু না ফুরায়॥
বাহুল্যে ইহার অর্থ কহি শুন মন।
আদর্শাবতারে প্রভু আসেন যখন॥
ভক্তসঙ্গে ধরাধামে খেলিবার তরে।
বুঝিতে সক্ষম ভক্ত অন্য কেহ নারে॥
আদর্শাবতারে হয় বিচিত্র খেলনী।
লাখে লাখে বদ্ধজীব হয় উর্ধ্বগামী॥

লাখে লাখে বদ্ধ মুক্ত দয়ার কারণ।
অপার সংসারার্ণবে সেতুর বন্ধন॥
তাড়িতে বারতা বহে লোক চতুর্দশে।
দিবারাতি গতিবিধি ভূতলে আকাশে॥
অশরীরী দেবদেবী শরীর সহিত।
নানাবেশে লীলাধামে রহে বিরাজিত॥
তীর্থ যত জাগরিত পাপক্ষয়ে হয়।
গোলক মরতে দিব্য অনুক্ষণ বয়॥
সংসার মরুতে ধরে বৃন্দাবন-রীত।
সহ পুঞ্জ কুঞ্জরাজি চৌদিকে ব্যাপিত॥
মূর্তিমান ভগবান নিজে কল্পদ্রুম।
ঘরে ঘরে ঈশ্বরে অর্চনার ধূম॥
বিবেকবিরাগদ্বয় ঝাঁজ ঘণ্টা বাজে।
গোটা ধরা আলোময় চৈতন্যের তেজে॥
চমকিত নিদ্রাতুর জগবাসী জনে।
অশ্রুত অভূতপূর্ব পটদরশনে॥
সত্ত্বগুণে রতি মতি স্বচ্ছ নিরমল।
স্বধর্মানুরাগবৃত্তি স্বভাবে প্রবল॥
গুরুজনে শ্রদ্ধা-ভক্তি বৈধি আচরণ।
শাস্ত্রে রাগ শাস্ত্রবাক্যপালনে যতন॥
আদর্শাবতারে এই ভাবাদি সকল।
সহজে জীবেতে হয় স্বতই প্রবল॥
অন্তরঙ্গে এই সব করে দরশন।
অপরে দেখিতে তাহা না পায় কখন॥
স্বতন্তর খেলা তাঁর অন্তরঙ্গ সনে।
যাহাতে প্রমত্ত চিত্ত রহে ভক্তগণে॥
লীলা-রঙ্গরস-পানে হয় মত্ততর।
ভক্ত বিনা অন্যে যার জানে না খবর॥
লীলার প্রাঙ্গণে লীলা-রসের আস্বাদ।
যতই না ভোগে ভক্ত নাহি মিটে সাধ।
মাস্টারের কাছে প্রভু বলিলেন তাই।
এই সাধ ভক্তদের কভু মিটে নাই॥
এবে শ্রাবণের মাস প্রায় শেষ হয়।
আট নয় দিন বাকি আর বেশী নয়॥

একদিন শ্রীযোগীনে শ্রীআজ্ঞা তাঁহার।
পাঁচিশে হইতে পাঠ কর পঞ্জিকার॥
দিন তারিখের তিথি নক্ষত্র যেমন।
সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রভু করিলা শ্রবণ॥
পয়লা ভাদ্রের কথা আরম্ভে গোসাঁই।
বলিলেন থাক আর পাঠে কাজ নাই॥
আর দিন বিধিমত ক্রিয়া সমাপনে।
সন্ন্যাস দিলেন প্রভু ভক্ত দশজনে॥
নরেন্দ্র যোগীন লাটু নিত্যনিরঞ্জন।
বাবুরাম কালীচন্দ্র বণিকনন্দন॥
সুন্দর শরৎ শশী ও তারক ঘোষাল।
শেষ জন নাম যাঁর মুরুব্বি গোপাল॥
রাখাল না ছিলা আজি গিয়াছিলা ঘরে।
পশ্চাতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত আইলে গোচরে॥
এই একাদশে আজ্ঞা দিলা গুণমণি।
যার তার থাস তোরা হইবে না হানি॥
এ সময় কিছু দিন ক্রমান্বয়ে প্রায়।
ভক্তেন্দ্র নরেন্দ্রনাথে কন প্রভুরায়॥
"দেখ কি আশ্চর্য এক করি দরশন।
সুবিশাল ময়দানে শিশু একজন॥
নানাবিধ রত্ন মণি গাদা চারিধারে।
যারে যারে ইচ্ছা তায় বিতরণ করে॥"
এই সব মহাবাক্যে কিবা গূঢ় মানে।
সহজে বুঝিবে লীলা শ্রবণ-কীর্তনে॥
আর দিন শশীকে কহেন প্রভুরায়।
ডাকিয়া আনিতে গুরু-দারা জগন্মায়॥
বুদ্ধিমতী তিনি তাঁরে করিতে জিজ্ঞাসা।
কি উপায় হইবে হইল হেন দশা॥
ব্রহ্মজ্ঞানে অবিরত এবে প্রভুরায়।
ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বকথা কথায় কথায়॥
দেখ গো জানি না মোর কহ কি কারণে।
সর্বদাই ব্রহ্মভাব-উদ্দীপনা মনে॥
দেহে মন ছাড়া ছাড়া দেহে উদাসীন।
সংগোপনে দেবেন্দ্রে কহেন একদিন॥
প্রবল বাসনা সদা উঠিছে অন্তরে।
সমাধিস্থ হয়ে থাকি সপ্তমের ঘরে॥
একত্রিশে সংক্রান্তিতে শ্রাবণ মাহার
বার শ তিরানব্বই সাল রবিবার॥
বড় বিপদের দিন অতি ভয়ঙ্কর।
নিত্যধামে যাইবেন লীলার ঈশ্বর॥
পরিহরি লীলাধামে সাঙ্গোপাঙ্গগণে।
শ্রীপ্রভুর মহালীলাপ্রচার-কারণে॥
দিনমান গেল এল বিকালের বেলা।
উদ্যানের মধ্যে বহু ভক্তদের মেলা॥
শ্রীঅঙ্গেতে জ্বালা আজি বর্ণন-অতীত।
ক্ষয়-নাড়ী মাঝে মাঝে চালনা-রহিত॥
উপনীত চিকিৎসক হৈল হেনকালে।
ভক্তেরা লইয়া তাঁরে চলিলা দ্বিতলে॥
ডাক্তার নবীন পাল নাড়ী পরীক্ষিয়া।
বুঝিতে নারিল কিছু বিশেষ করিয়া॥
দিনের অবস্থা তাঁরে কন প্রভুরায়।
দেখ গো আমার যেন প্রত্যেক শিরায়॥
চলিতেছে গরম জলের পিচকারী।
অতিশয় অঙ্গ জ্বলে সহিতে না পারি॥
নাড়ীর পরীক্ষা আজি অনেকে করিল।
প্রকৃত অবস্থাখানি বুঝিতে নারিল॥
একাকী অতুলকৃষ্ণ ক্ষয়নাড়ী কয়।
এমত অবস্থাপন্নে পরান-সংশয়॥
ভবনে গমন-কালে কন ভক্তগণে।
সচকিত থাকিতে প্রভুর সন্নিধানে॥
সন্ধ্যার অলপ আগে প্রভু ভগবান।
বোধ করিলেন বুকে হাঁপানির টান॥
দেখাইয়া সেবাপর ভক্তদের দলে।
বলিলেন ইহাকেই নাভি-শ্বাস বলে॥
বিশ্বাস না হৈল কার প্রভুর কথায়।
আনিল সুজির বাটি খাওয়াইতে তাঁয়।
নরেন্দ্রের আজ্ঞামত মুই আজি দিনে।
রাত্রির মতন ছিনু সেবার কারণে॥

এমন সময় ডাক হইল আমায়।
দেখিনু শয্যার পাশে বসিয়া শ্রীরায়॥
সুজি খাওয়াতে চেষ্টা ভক্তগণে করে।
মুখ বেয়ে পড়ে ভুঁয়ে না যায় উদরে॥
অতি অল্প পরিমাণে গলাধঃকরণ।
জঠরে যেমন ক্ষুধা রহিল তেমন॥
মুখ পাখালিয়া পুনঃ মুছায়ে বসনে।
বিছানায় শুইয়া দিল সাবধানে॥
পদ-প্রসারণে শক্তি নাহিক প্রভুর।
বালিসে মেলায়ে দিলা শ্রীশশীঠাকুর॥
বিরাট তালের পাখা দিয়া মোর হাতে।
বলিলেন কোমলাঙ্গে ব্যজন করিতে॥
সেইমত আর পাখা শাণ্ডেলের করে।
তিনিও চালান পাখা শক্তি অনুসারে॥
দেখিতে দেখিতে মাত্র চকিত ভিতর।
সমাধিস্থ প্রভুদেব তনুখানি জড়॥
স্বাভাবিক সমাধির মত ইহা নয়।
বৈলক্ষণ্য-গুণে সবে সভীত হৃদয়॥
সংশয়-সংযুক্তে অঙ্গে নাড়িয়া প্রভুর।
কাঁদিতে লাগিলা কাছে শ্রীশশীঠাকুর॥
ত্বরিত গমনে যুক্তি কহিলা আমারে।
সংবাদপ্রদানহেতু গিরিশের ঘরে॥
গিরিশ ও রামে দিনু সংবাদ যাইয়া।
এখন দুদণ্ড রাত্রি প্রহর ছাড়িয়া॥
প্রভুর সমাধি ভঙ্গ দুপুরের পর।
বলেন ক্ষুধায় মোর জ্বলিছে উদর॥
সেবাপর ভক্তগণে পাইলা পরানী।
শ্রীবদনে শ্রীপ্রভুর শুনিয়া শ্রীবাণী॥
উঠিয়া বসিলা প্রভু শয্যার উপর।
খাইলেন সব সুজি ভরিয়া উদর॥
এক তোলা যাঁর পক্ষে দুষ্কর ভোজন।
কি কব আশ্চর্য কথা এবে সেইজন॥
পাত্র পরিপূর্ণ সুজি খান অবহেলে।
গলায় বিয়াধি যেন নাই কোনকালে॥

ভোজনান্তে শান্তি বোধে কন ভগবান।
উদর-তৃপ্তিতে হৈল শীতল পরান॥
প্রভুর ভোজন হেন বহুদিন পরে।
দেখিয়া আনন্দে মগ্ন ভকতনিকরে॥
নরেন্দ্র শ্রীপ্রভুদেবে কহেন তখন।
নিদ্রায় আরাম চেষ্টা উচিত এখন॥
এত শুনি গুণমণি লীলার ঈশ্বর।
বহুকালাবধি কণ্ঠে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বর॥
আজি পূর্ণকণ্ঠে নাহি বিয়াধি যেমন।
তিনবার কালী কালী কৈলা উচ্চারণ॥
মা কালী জীবন তাঁর ডাকিয়া তাঁহারে।
ধীরে ধীরে শুইলেন শয্যার উপরে॥
নানামতে সেবা করে ভকতনিকর।
শ্রীপাদসেবায় শ্রীনরেন্দ্র নরবর॥
বিধিমতে সেবাচেষ্টা করে ভক্তশ্রেণী।
যাহে হন নিদ্রাগত ঠাকুর আপনি॥
প্রভুকে সুস্থির দেখি নরেন্দ্র তখন।
বিশ্রামের হেতু নীচে করেন গমন॥
ইতিমধ্যে কি হইল শুন অতঃপর।
কণ্টকিত চকিতে প্রভুর কলেবর॥
নাসিকার অগ্রভাগে আঁখিদৃষ্টি স্থির।
সুশোভন হাস্যানন সমাধি গভীর॥
এই সমাধিতে হইল সমাধি মহান্।
লীলাধামে ফিরে না আইলা ভগবান॥
ভক্তগণে সমাধির অবস্থা দেখিয়া।
প্রাণে-সারা বাক্য-হারা রহিল বসিয়া॥
একটা বাজিয়া মাত্র দুমিনিট পার।
মহাসমাধিস্থ যবে শ্রীপ্রভু আমার॥
ইহারই কিঞ্চিত পরে আইল বাগানে।
ভক্ত রামচন্দ্র আর গিরিশ দুজনে॥
আদি-অন্ত শুনিয়া সকল বিবরণ।
বুঝিতে না পারে কিবা কর্তব্য এখন॥
উপায়-বিধান কিছু করিবারে স্থির।
সভীত বসিয়া বাঁধাঘাটে সরসীর॥

যুকতি-উপায় স্থির যে বুদ্ধির বলে।
ব্যাপার দেখিয়া গেছে সেই বুদ্ধি টলে॥
যে প্রভুর বিগুমানে দিবা কি যামিনী।
গগন ভেদিয়া উঠে আনন্দের ধ্বনি॥
বিপরীত ভাব আজি সবে ম্রিয়মান।
অকূল পাথারে মগ্ন আগোটা উদ্যান॥
কৃষ্ণা প্রতিপদে চাঁদে পূর্ণিমার সাজ।
ছটাঘটা-সহকারে গগনে বিরাজ॥
সোনার বরন কর ঢালে রাশি রাশি।
কর বিতরণে যেন কল্পতরু শশী॥
মণ্ডল-আকার এক রেখা সুশোভন।
চাঁদের চৌদিকভাগে দিল দরশন॥
বিচিত্র আসন যেন পাতিল সভায়।
বসাইতে দেবদলে আগত তথায়॥
হরষে উৎফুল্ল মন দেবতার পতি।
সম্ভাষিতে প্রভুরায় পোহাইলে রাতি॥
নিত্যধামে গমনে উদ্যত লীলেশ্বর।
সমাধি-আশ্রমে ত্যজি নর কলেবর॥
কেহ হাসে কেহ কাঁদে লীলার যে রীত।
হেথা অন্তরঙ্গগণে শোকে আকুলিত॥
ইতি-উতি ভাবিতে চিন্তিতে রাতি গেল।
অরুণ উদয় ক্রমে প্রভাত হইল॥
হেথা গত রেতে কালীপুরীর ভিতর।
অদ্ভুত ঘটনা কিবা শুন অতঃপর॥
রাত্রিকালে মা কালীর লুচিভোগ রীত।
যে কোন কারণে তাহা হয়েছে স্থগিত॥
পুরীতে পূজারী বহু ব্রাহ্মণ সজ্জন।
সুন্দর বন্দোবস্ত সত্ত্বে এরূপ ঘটন॥
অতি আশ্চর্যের কথা কারণ ইহার।
নিজ মনে আন্দোলনে পাবে সমাচার॥
এখানে শহর-মধ্যে ঘটনা রাত্রির।
দ্রুতগতি ছুটে যেন মন্ত্রপূত তীর॥
ভক্ত উপভক্ত যেবা আছিল যেথানে।
জুটিতে লাগিল ক্রমে এখানে বাগানে॥

ভক্তিমতী কুলবতী কুলের ললনা।
দর্শনলোলুপ ঘরে নাহি মানে মানা॥
চারিদিকে উঠে খালি হাহাকার রব।
যে শুনে সে হয় যেন জীবন্তের শব॥
ভক্তগণ এখনো আছেন প্রত্যাশায়।
যগুপি ফিরিয়া ঘরে আসেন শ্রীরায়॥
বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কাপ্তেন যে জন।
আট বাজে বাগানে দিলেন দরশন॥
সমাধির ধারা তাঁর বিশেষিয়া জানা।
অবস্থা বুঝিতে কৈল ক্রিয়ার সূচনা॥
শ্রীপৃষ্ঠের শিরদাঁড়া তাহার উপর।
গব্যঘৃত মালিস করেন নিরন্তর॥
কিছুপরে লক্ষণে বুঝিলা নির্ধারিত।
এখনো সমাধিদেহ আছয়ে জীবিত॥
এই দেহে যদি কেহ অগ্নি-ক্রিয়া করে।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ তাহার উপরে॥
এত বলি নীরব হইয়া উপাধ্যায়।
বসিয়া রহিল হস্ত স্থাপিয়া মাথায়॥
দুপুর হইয়া প্রায় ঘণ্টা অতীত।
হেনকালে মহেন্দ্র ডাক্তার উপনীত॥
পরীক্ষা করিয়া কন বিষাদে বিভোর।
দেহত্যাগ হইয়াছে আধঘণ্টা জোর॥
ভক্তবর্গে ভর দিয়া কথায় তাঁহার।
শেষকর্ম সম্পাদনে করেন যোগাড়॥
সুন্দর শয্যার সহ মূল্যবান খাট।
ধূপ-ধুনা গন্ধ-দ্রব্য চন্দনের কাঠ॥
প্রয়োজনাতীত ঘৃত বসন সুন্দর।
বিস্তর ফুলের গোড়ে মালা মনোহর॥
দিবসের শেষভাগে নাবাইয়া রায়।
চন্দনে চর্চিত কৈলা রাখিয়া খট্টায়॥
ফুলের মালায় বিভূষিত তনুখানি।
এ সজ্জা ভীষণতর না যায় বাখানি॥
অতি বিষাদিত-চিত্ত মহেন্দ্র ডাক্তার।
বলিলেন শ্রীপ্রভু হেন অবস্থায়॥

ফটো রাখিবার আছে অতি প্রয়োজন।
দশ টাকা দিনু এর ব্যয়ের কারণ॥
এত বলি টাকা রাখি করিল পয়ান।
ভক্তবর্গে ফটোর করিল সরঞ্জাম॥
দিনমান গতপ্রায় তৃতীয় প্রহর।
প্রভুদেবে সজ্জীভূত খাটের উপর॥
লইয়া চলিল সবে জাহ্নবীর তটে।
বরাহনগরে পরামানিকের ঘাটে॥
পাছু পাছু ভক্তবর্গ শোকাকুল যায়।
পথের দুপাশে লোকে করে হায় হায়॥
ঘাটের ঘটনা কথা না যায় বাখানি।
এখানে থাকিতে নাহি জুরায় পরানী॥
প্রহরেক রাত্রি সবে ক্রিয়া-সমাপনে।
প্রাণহীন দেহ যেন ফিরিয়া বাগানে॥
কলের পুতুল সম মুখে নাহি স্বর।
লইয়া দেহাবশিষ্ট কলসী ভিতর॥
সে সুখের বাগান নাহিক আজি আর।
আঁধারের চেয়ে অতি নিবিড় আঁধার॥
পাষাণে বাঁধিয়া বুক সন্ন্যাসীর গণে।
শুদ্ধাচারে কলসীটি থুইল যতনে॥
এখানে উদ্যানমধ্যে মাতাঠাকুরানী।
আদ্যাশক্তি গুরুদারা-ভক্তের জননী॥
শোকেতে আকুলচিত্ত প্রভুর বিহনে।
সান্ত্বনা করেন তাঁয় ভক্তিমতীগণে॥
সেবাহেতু সর্বদাই কাছে আছে তাঁর।
প্রভুর চরিত যেন তেমতি মাতার॥
শুন এক কথা হেথা শোক হবে দূর।
মহীয়ান মহতী মহিমা শ্রীপ্রভুর॥
পরদিনে যথারীতি মাতাঠাকুরানী।
একে একে অলঙ্কার খুলেন আপনি॥
পরিশেষে শ্রীহস্তের সুবর্ণ বলয়।
টান দিয়া খুলিতে উদ্যত যে সময়॥
সশরীরে প্রভুদেব আসিয়া তখন।
খুলিতে হাতের বালা কৈলা নিবারণ॥

অদ্যাবধি সেই বালা মায়ের দুহাতে।
তিলেক নাহিক ছাড়া আছে দিনেরেতে
অতিক্ষুদ্র লালপেড়ে সুতার বসন।
প্রভুর নিষেধ অঙ্গে বৈধব্য-লক্ষণ॥
এখানে সন্ন্যাসিগণে যুক্তি করি সার।
শ্রীপ্রভুর ভোগ-রাগ পূজা সহকার॥
আজি হতে আরম্ভ করিল নিয়মিত।
শয্যায় শ্রীমূর্তি এক করিয়া স্থাপিত॥
রামকৃষ্ণ-মহালীলা সুবিশাল তরু।
লীলাক্ষেত্রে প্রভুদেব জগতের গুরু॥
হরিহর-বিধি-পূজ্য সৃষ্টির আধান।
রোপিয়া তাহার কাজ হৈলা অন্তর্ধান॥
অন্তর্ধান মানে ইহা উফে যাওয়া নয়।
রামকৃষ্ণ বলে ডাক পাবে পরিচয়॥
প্রয়োজন মত কালবিগ্রহের রূপে।
বিরাটমূরতি এবে গোটা বিশ্ব ব্যাপে॥
সরাটে বিগ্রহ দেহে আছিল আলয়।
এখন হইল সৃষ্টি রামকৃষ্ণময়॥
বিগ্রহমূর্তিও আছে পূর্বেকার ঠামে।
প্রত্যেক ভক্তের প্রতি হৃদয়ের ধামে॥
ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকের খানা।
ঠিক ঠিক ভক্তমাত্রে সকলের জানা॥
এক এক ভাবে প্রভু এক এক ঠাঁই।
ভক্তের সমষ্টিমধ্যে আগোটা গোসাঁই॥
অবিরত খেলা তাঁর লয়ে ভক্তগণ।
প্রত্যক্ষ আছিল এবে অলক্ষ্য এখন॥
ভাবরূপে ভক্তের হৃদয়মধ্যে খেলা।
ভক্তের করান কর্ম নিজে দিয়া ঠেলা॥
লীলাবৃক্ষ তুলিবারে কি করিলা কল।
শুন রামকৃষ্ণ-গীতি শ্রবণমঙ্গল॥
প্রভুর বিরহে মাত্র দিনত্রয় খেদ।
পরে গৃহি-সন্ন্যাসীতে লাগিল বিচ্ছেদ॥
শ্রীঅস্থি সমাধিগত সপ্তাহ-ভিতরে।
এই বিধি শাস্ত্রমধ্যে শাস্ত্রকার করে॥

শ্রীঅস্থি কলসী-মধ্যে আছয়ে এখন।
ইহার সমাধি কথা হৈল উত্থাপন॥
নিরূপিত ঠাঁই আর ঠিক নাহি হয়।
সচিন্তিত ভক্তবর্গ অবিরত রয়॥
সব কর্মে সদাশয় রাম আগুয়ান।
কাঁকুড়গাছিতে আছে তাঁহার বাগান॥
সেইখানে বহুপূর্বে প্রভুর গমন।
মনের মতন স্থান অতি নিরজন॥
তুলসীকানন এক তাহার ভিতর।
দেখিয়া বড়ই খুশী প্রভু গুণধর॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই ঠাঁই বারবার।
স্থানের মাহাত্ম্য-গুণে কৈলা নমস্কার॥
সেই কথা রামের পড়িয়া গেল মনে।
প্রকাশ করিয়া কন সবা-সন্নিধানে॥
রাম কহে তুলসী-কানন-অংশ যত।
সমাধির তরে দিব হইনু স্বীকৃত॥
সন্ন্যাসীরা রহে যদি বাগানভিতর।
সমর্পণ করিব আছয়ে এক ঘর॥
কিন্তু যেইমত তথা নিয়ম-আইন।
থাকিতে হইবে সবে তাহার অধীন॥
সে কথা শুনিয়া কহে সন্ন্যাসী সকলে।
চাই সমাধির ঠাঁই জাহ্নবীর কূলে॥
বানাইয়া দাও মঠ অবশ্য থাকিব।
স্বাধীন সন্ন্যাসী নাহি আইন মানিব॥
গৃহীদের মধ্যে একা কার্যকারী রাম।
মুক্তহস্ত চাঁই ভক্ত সবার প্রধান॥
সব কর্মে অগ্রসর কর্তৃত্বাভিমানে।
অন্য যত সহকারী রামের পেছনে॥
রাম কহে গঙ্গাতীরে কিনিবারে জমি।
কোথায় এতেক টাকা-কড়ি পাব আমি॥
বাদ-প্রতিবাদ এইরূপে দুই দলে।
চারি পাঁচ দিবস ক্রমশঃ গেল চলে॥
শ্রীপ্রভুর গৃহী ভক্ত আছে এতগুলি।
কিন্তু এই কর্মে বেশী রামের বিকুলি॥

সন্ন্যাসী বালকবর্গে বুঝায়ে বিহিত।
কাঁকুড়গাছিতে মত কৈল স্থিরীকৃত॥
সমাধি-দিনের ঠিক পূর্বেকার রেতে।
কলসী পাইল তবে আপনার হাতে॥
ভবনে লইয়া হাতে ভক্তবর রাম।
যার জন্য ছয়দিন তুমুল সংগ্রাম॥
পরদিন প্রাতে সংকীর্তনের সহিত।
গৃহী ও সন্ন্যাসী সবে হইয়া মিলিত॥
কলসী ধরিয়া শিরে সহ সংকীর্তনে।
চলিল কাঁকুড়গাছি রামের বাগানে॥
তুলসীকানন যেথা স্থান মনোহর।
কলসী সমাধিগত গর্তের ভিতর॥
তবে তদুপরি করি বেদির সূচনা।
ক্রমশঃ হইল পরে মন্দির স্থাপনা॥
নিত্য নিত্য ভোগ রাগ যেইমত বিধি।
কালে কালে পর্বোৎসব হয় অদ্যাবধি॥
এখানের কাজকর্ম যত হয় ব্যয়।
একাকী যোগায় রাম আর কেহ নয়॥
সমাধির পরে নানা ঘটনার জন্য।
রামে সন্ন্যাসীতে হয় মনের মালিন্য॥
নাহি হয় রাজী তাঁরা থাকিতে এখানে।
কর্তৃত্বাভিমানী রাম তাঁহার অধীনে॥
প্রভুর কৌশল কিবা শুন অতঃপরে।
সুরেন্দ্র প্রভুর ভক্ত বহু অর্থ ধরে॥
শ্রীনরেন্দ্রজীকে তেঁহ কন সংগোপনে।
মঠ বানাইব যদি থাক সেইখানে॥
এত বলি গঙ্গাতীরে বরাহনগরে।
মঠের পত্তন কৈলা ভাড়াটিয়া ঘরে॥
অতি পরিসর বাড়ী উত্তর দক্ষিণে।
মুন্সিদের ভাঙ্গা বাড়ী সাধারণে জানে॥
শ্রীপ্রভুর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সকল।
শয্যা বস্ত্র পাত্রকাদি হুকাসহ নল॥
সজাইয়া যথাস্থানে যত্নসহকারে।
শ্রীমূর্তি সহিত শশী নিত্যসেবা করে॥

এক্ষণে সন্ন্যাসিগণে হেথা এইবার।
কুলগত নাম আখ্যা কৈলা পরিহার ॥
আশ্রমাভিভুক্ত নব নামের ধারণ।
কার কি হইল নাম শুন বিবরণ ॥

শ্রীনরেন্দ্রজী	স্বামী	বিবেকানন্দ
শ্রীরাখালজী	„	ব্রহ্মানন্দ
শ্রীযোগীনজী	„	যোগানন্দ
শ্রীনিত্যনিরঞ্জনজী	„	নিরঞ্জনানন্দ
শ্রীবাবুরামজী	„	প্রেমানন্দ
শ্রীশশীজী	„	শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ
শ্রীশরৎজী	„	সারদানন্দ
শ্রীলাটুজী	„	অদ্ভুতানন্দ
শ্রীকালীজী	„	অভেদানন্দ
শ্রীতারকজী	„	শিবানন্দ
মুরুব্বী শ্রীগোপালজী	„	অদ্বৈতানন্দ

এই সব পূজ্যপাদ সন্ন্যাসিনিকর।
প্রভুর কৃপায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর ॥
সার করি প্রভুপদ বিসর্জিয়া সব।
রটিতে লাগিল প্রভু-মাহাত্ম্য-গৌরব ॥
আরাধ্য বিবেকানন্দ বিশেষতঃ একা।
অচিরে উড়িল যাঁর যশের পতাকা ॥
ভূখণ্ডের চারিদিকে সাগরের পার।
প্রভুর মাহাত্ম্য-গীতি করিয়া প্রচার ॥
বেলুড়ে তুলিয়া মঠ জাহ্নবীর তীর।
মনোহর শ্রীপ্রভুর দ্বিতল মন্দির ॥
কীর্তি-স্তম্ভ স্বামীজীর অতুল ভুবনে।
সাগরান্ত দেশে চেলা বিশেষে মার্কিনে ॥
বারে বারে বন্দি আমি তাঁহার চরণ।
ভুবন-বিজয়-খ্যাতি পুণ্য-দরশন ॥
অনুকরণীয়ভাব পবিত্র-চরিত।
স্বতঃ প্রকৃতিতে জৈব-ভাব-বিবর্জিত ॥
বিজিত ইন্দ্রিয় মন অকলঙ্ক তনু।
মাগি রামকৃষ্ণ-ভক্তি সহ পদরেণু ॥

মম সঙ্গে স্বামীজীর সম্বন্ধ আচার।
সংক্ষেপে শুনহ মন কহি সমাচার ॥
দেবেন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে গ্রন্থারম্ভ হয়।
যে সময়ে লিখি বাল্যলীলা পরিচয় ॥
স্বামীজী শুনিয়া কথা লোকপরম্পরে।
ডাকাইয়া লইলেন মঠের ভিতরে ॥
বরাহনগরে মঠ নূতন এখন।
মুন্সীদের ভাঙ্গা বাড়ি দ্বিতল ভবন ॥
লীলাংশ করিয়া পাঠ বিনা প্রতিবাদ।
বৃহৎ হইবে পুঁথি কৈলা আশীর্বাদ ॥
পশ্চাতে ইহাই বলি আশিসিলা মোরে।
তুমি মাত্র অধিকারী পুঁথি লিখিবারে ॥
তখন আমার ঘটে কোন বোধ নাই।
স্বামীজী কহিলা কিবা না পাইনু থাঁই ॥
প্রেমিক সন্ন্যাসী তিনি দূরদৃষ্টিমান।
নিরমল মুক্ত-আঁখি অতি জ্যোতিষ্মান ॥
সিদ্ধবাক্ নিত্যসিদ্ধ দয়াল প্রকৃতি।
নিরাপদে লিখাইতে রামকৃষ্ণ-পুঁথি ॥
বলিলেন অন্য যত সব সন্ন্যাসীরে।
চলহ ইহারে লয়ে যাই গঙ্গাতীরে ॥
বেলুড়ে আছেন যেথা জগৎ-জননী।
তাঁরে শুনাইলে কৃপা করিবেন তিনি ॥
শ্রবণান্তে মাতা তবে কৈল আশীর্বাদ।
নির্বিঘ্নে সমাধা পুঁথি পূর্ণ হবে সাধ ॥
স্বামীজী সঁপিয়া মোরে মায়ের চরণে।
নিরুদ্দেশ হইলেন তীর্থ-পর্যটনে ॥
মায়ের কৃপার স্বাদ পাইয়া এখন।
পাছু পাছু রহি মার স্বদেশে যখন ॥
কামারপুকুরে মাতা যবে একবার।
বড়ই পাইনু কৃপা কৃপায় মাতার ॥
শুন তবে কহি কথা মাতা একদিন।
ডাকাইলা গ্রাম্য মেয়ে প্রাচীন প্রাচীন ॥
শ্রীপ্রভুর সময়ের কৃপাপ্রাপ্ত তাঁর।
শুনিবারে লীলা-পুঁথি প্রভুর আমার ॥

সে দিনের লীলা-পুঁথি করিয়া শ্রবণ।
জানি নাই জননীর কি হইল মন ॥
আশিস করিলা মোরে দুই হাত তুলি।
যত ইচ্ছা লিখ পুঁথি এই কথা বলি ॥
বারবার কত কৃপা করিলা জননী।
বাহুল্য বর্ণন করা সে সব কাহিনী ॥
লীলা-গীতি-বিরচনে যে শকতি ছাপা।
সে নহে সম্পত্তি মোর জননীর কৃপা ॥
যে যে সব ভক্তদের অপার করুণা।
যে বলে পাইনু পুঁথি মিটিল বাসনা ॥
বন্দনা করিয়া তে সবার শ্রীচরণ।
রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি করি সমাপন ॥
প্রথমতঃ গুরুরূপে দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
যাঁহার কৃপায় হৈল প্রভু দরশন ॥
লীলাগীতি গ্রন্থারম্ভ তাঁহার আজ্ঞায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায় ॥
দ্বিতীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তবর।
দিলা যেবা গুহ্য গুহ্য লীলার খবর ॥
অন্তরে অন্তরে ভালবাসিয়া আমায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায় ॥
তৃতীয়তঃ যোগানন্দ প্রেমিক সন্ন্যাসী।
আমার উপরে যাঁর কৃপা রাশি রাশি ॥
করুণ প্রার্থনা যেবা কৈলা বারে বারে।
জননীর কাছে মোর মঙ্গলের তরে ॥
স্বার্থশূন্য প্রীতি স্নেহ কৈলা যে আমায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায় ॥
চতুর্থ যে জন তিনি নিত্যনিরঞ্জন।
সদা আস্যে হাস্যরাশি সুসরল মন ॥
পবিত্র করিলা যেবা মম জন্মস্থলী।
বিতরিয়া সুদুর্লভ চরণের ধূলি ॥
সার্থক জীবন মম যাঁহার কৃপায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায় ॥
শেষে রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীশশী ঠাকুর।
সতত উন্মত্ত যিনি সেবায় প্রভুর ॥
লীলাতত্ত্ব সিন্ধুতীরে দিলা যে আমায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায় ॥

সায় এইখানে রামকৃষ্ণলীলা-গান।
বদনে সকলে বল রামকৃষ্ণ-নাম ॥

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট